ক্যারেন আর্মস্ট্রং

বাইবেল

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ। শওকত হোসেন

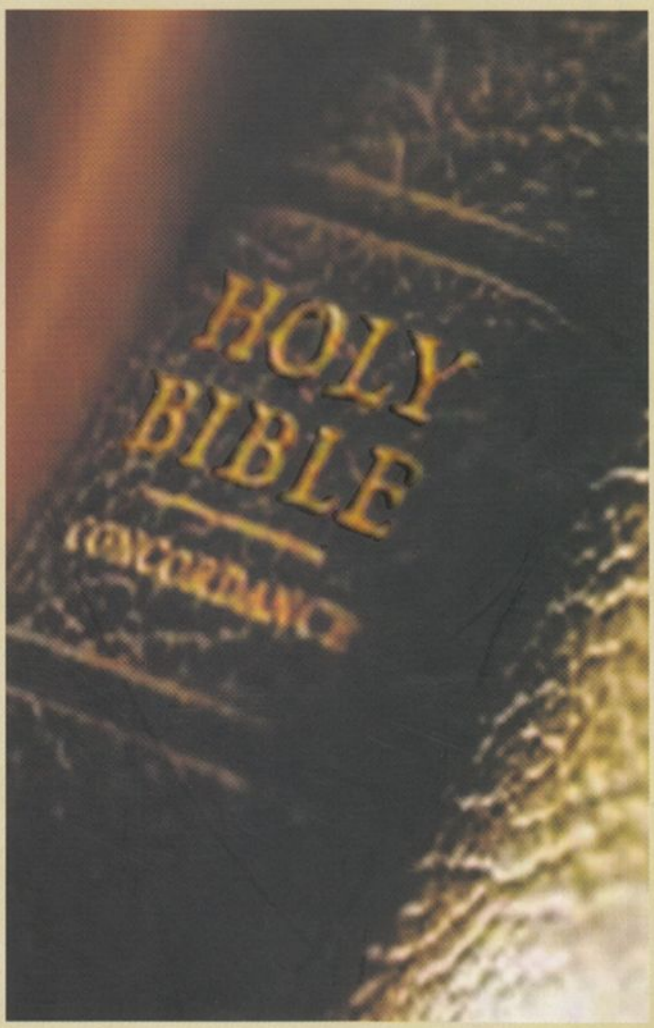

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসাধারণ গ্রন্থ...এটা বাইবেলের শোকসংবাদ নয়, বরং এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রচারে সক্ষম সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও চলমান একটা গ্রন্থের জীবনী।' হিউ ম্যাকডোনাল্ড, *গ্লাসগো হেরাল্ড*

'বাইবেলের কাহিনীর ভেতর দিয়ে আর্মস্ট্রং আমাদের অবিরাম গতিতে টেনে নিয়ে যান...ক্রিশ্চান ও ইহুদি ব্যাখ্যার আকর্ষণীয় বিবরণের অবকাশ রয়েছে এখানে।' ফেলিপে ফেরনানদেস-আর্মেস্তো, *সানডে টাইমস*

'জনপ্রিয় করে তোলার সেরা নজীর: সততার বেলায় কোনও ছাড় নেই, কাউকে নির্বোধও বানানো হয়নি।' এডওয়ার্ড নরমান, *লিটারেরি রিভিউ*

ISBN 984 70117 0169 1
9 847011 701691

ক্যারেন আর্মস্ট্রং | বাইবেল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | অনুবাদ | শওকত হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

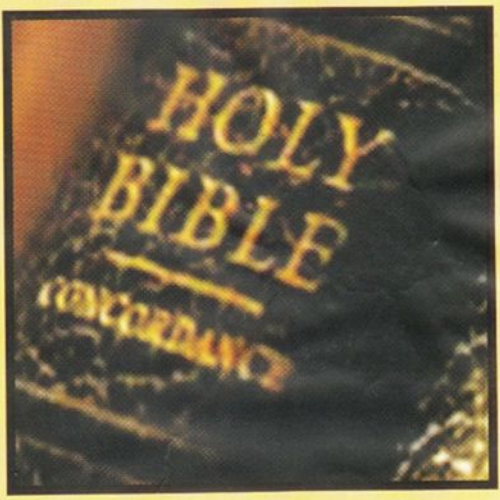

বাইবেল বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ। কেবল গত দুইশো বছরেই দুই হাজারেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে ছয় বিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে এটি। এই আলোকবিস্তারি গ্রন্থে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বাইবেলের একেবারে উৎস অনুসন্ধান করেছেন এটা প্রমাণ করার জন্যে যে শত শত বছর ধরে অসংখ্য ব্যক্তির হাতে গড়ে ওঠা এটি একটি জটিল ও পরস্পরবিরোধী দলিল।

পবিত্র টেক্সট গড়ে তোলা নানামুখী উৎসের উপর ভিত্তি করে হিব্রু বাইবেল ও নিউ টেস্টামেন্টের বিকাশ তুলে ধরেছেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং। মিদ্রাশের ইহুদি অনুশীলন থেকে শুরু করে জেসাসের ক্রিশ্চান কাল্ট হয়ে সংস্কারের উপর সেইন্ট পলের প্রভাব, ক্রিশ্চান মৌলবাদীদের হাতে বুক অভ রেভেলেশনের বিকৃতি থেকে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বিভিন্ন পথের অনুসন্ধান করেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে বাইবেলকে আকর্ষণীয়ভাবে অচেনা ও বৈপরীত্যে পূর্ণ একটি গ্রন্থ হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি। এর ফল সবচেয়ে জটিল এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি চিরকালের মতো পাল্টে দেবে।

প্রচ্ছদ : আক্কাস খান

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

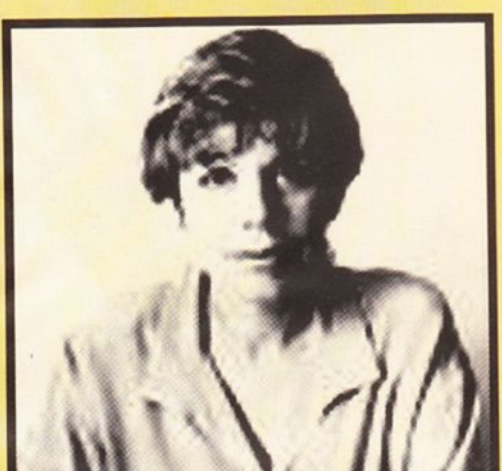

ক্যারেন আর্মস্ট্রং পবিত্র টিক্সট গড়ে তোলা নানামুখী উৎসের উপর ভিত্তি করে হিব্রু বাইবেল ও নিউ টেস্টামেন্টের বিকাশ তুলে ধরেছেন। মিদ্রাশের ইহুদি অনুশীলন থেকে শুরু করে জেসাসের ক্রিশ্চান কাল্ট হয়ে সংস্কারের উপর সেইন্ট পলের প্রভাব, ক্রিশ্চানমৌরাবাদীদের হাতে বুক অভ রেভেলেশনের বিকৃতি থেকে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বিভিন্ন পথের অনুসন্ধান করেছেন যেখানে এই ষাটখানা গ্রন্থের উপলব্ধি ও সেগুলোর সমাধান যোগানো সামাজিক চাহিদা পূরণ করেছে। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি বাইবেলকে আকর্ষণীয়ভাবে অচেনা ও বৈপরীত্যে পূর্ণ একটি গ্রন্থ হিসাবে তুলে ধরেছেন। এর ফল সবচেয়ে জটিল এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি চিরকালের মতো পাল্টে দেবে।

অনুবাদক **শওকত হোসেন**-এর আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুর গ্রামে। বাবার বিচার বিভাগীয় চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন শহরে কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার অদম্য নেশা পেয়েছেন বই প্রেমী মায়ের কল্যাণে। ১৯৮৫ সালে ***রানওয়ে জিরো-এইট*** অনুবাদের মাধ্যমে হঠাৎ করেই লেখালেখির শুরু। শওকত হোসেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে একটি বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত।

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বাইবেল

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

বাইবেল

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ। শওকত হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের উৎসর্গ:
এইলিন হেস্টিংস আর্মস্ট্রংয়ের স্মৃতির উদ্দেশে

অনুবাদকের উৎসর্গ:
আয়েশা তাসনিম আলী
–বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

	ভূমিকা	০৯
১.	তোরাহ্	১৫
২.	ঐশীগ্রন্থ	৩৩
৩.	গস্পেল	৫০
৪.	মিদ্রাশ	৬৮
৫.	চ্যারিটি	৮৫
৬.	*লেকশিও দিভাইনা*	১০৩
৭.	*সোলা স্ক্রিপচুরা*	১২৪
৮.	আধুনিক কাল	১৪৪
	পরিশিষ্ট	১৭৩
	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পরিভাষা	১৭৯
	তথ্যসূত্র	১৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

মানুষ অর্থ সন্ধানী প্রাণী। আমরা আমাদের জীবনের কোনও ধরনের নকশা বা তাৎপর্য খুঁজে না পেলে সহজেই হতাশায় ডুবে যাই। ভাষা আমাদের এই অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা যোগাযোগের কেবল একটা অত্যন্ত জরুরি উপায়ই নয়, বরং আমাদের অন্তস্থ জগতের নানান সামঞ্জস্যহীন অস্থিরতা প্রকাশ ও তাকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের বাইরে কোনও কিছু ঘটাতে চাইলে আমরা ভাষা ব্যবহার করি। আমরা হয় নির্দেশ দিই বা অনুরোধ জানাই, তখন যেভাবেই হোক আমাদের চারপাশের পরিবেশ বদলে যায়, তা যতটা সূক্ষ্মভাবেই হোক না কেন। কিন্তু কথা বলার সময় আমরা কিন্তু একটা কিছু ফিরেও পাই: কোনও ধারণাকে কেবল ভাষায় প্রকাশ করেই আমরা একে চাকচিক্য বা আবেদন দান করি, আগে যা ছিল না। ভাষা খুবই রহস্যময় ব্যাপার। যখন কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়, বায়বীয়কে রক্তমাংসের রূপ দেওয়া হয়; বক্তব্যের জন্যে প্রয়োজন ভাবমূর্তি–শ্বাসপ্রশ্বাস, পেশি নিয়ন্ত্রণ আর জিভ ও দাঁত। ভাষা এক জটিল সঙ্কেত, গভীর বিধিবিধানে বন্দি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাকে সমন্বিত করা হয়েছে; এই ব্যবস্থা বক্তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যায় যদি তিনি প্রশিক্ষিত ভাষাবিদ না হন। তবে ভাষার আবার সহজাত অপর্যাপ্ততাও রয়েছে। সব সময়ই কিছু না কিছু অব্যক্ত থেকে যায়। এমন কিছু যা বোধগম্য নয়। আমাদের বক্তব্যই মানব সভ্যতার দুর্জ্ঞেয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের সজাগ করে তোলে।

এই সবই আমাদের ইহুদি ও ক্রিশ্চান উভয়ের পক্ষেই ঈশ্বরের বাণী বাইবেল পাঠের ধরনকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঐশীগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েছিল। প্রায় সব প্রধান ধর্মবিশ্বাসেই মানুষ বিশেষ কোনও টেক্সটকে পবিত্র ও অধিবিদ্যিকভাবে অন্যান্য দলিল হতে ভিন্ন বিবেচনা করে এসেছে। এইসব রচনাকে তারা তাদের সর্বোচ্চ চাহিদা, সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গভীরতর ভীতির সাথে বিপুল মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এবং রহস্যময়ভাবে বিনিময়ে টেক্সটও তাদের একটা কিছু দিয়েছে। পাঠকগণ এইসব রচনায় উপস্থিত সত্তার মতো কিছুর মুখোমুখি হয়েছে। সেটাই আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের এক দুর্জ্ঞেয় মাত্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ঐশীগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে বাস্তব, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে জীবন গড়ে তুলেছে তারা। পবিত্র টেক্সট যখন কোনও গল্প বলে, লোকে সাধারণভাবে সেগুলো সত্যি হিসাবে বিশ্বাস করে, কিন্তু অতি সাম্প্রতিক কাল অবধি আক্ষরিক বা ঐতিহাসিক সত্যতা কোনও ব্যাপার ছিল না। ঐশীগ্রন্থের সত্যকে আচরিক বা নৈতিক দিক থেকে চর্চা করা না হলে বিচার করা সম্ভব নয়। যেমন বৌদ্ধ ঐশীগ্রন্থ বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পাঠককে খানিকটা ধরণা দান করে, তবে কেবল সেইসব বর্ণনাই অন্তর্ভুক্ত করেছে যেগুলো বৌদ্ধদের আলোকন লাভ করার জন্যে অবশ্য করণীয় সম্পর্কেই শিক্ষা দেয়।

আজকাল ঐশীগ্রন্থের বাজে একটা নাম হয়েছে। সন্ত্রাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে কু'রানকে ব্যবহার করে; কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে মুসলিমদের ঐশীগ্রন্থের সহিংসতাই তাদের লাগাতার আগ্রাসী করে তুলেছে। ক্রিশ্চানরা বিবর্তনবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, কারণ বাইবেলিয় সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে এর বিরোধ রয়েছে। ইহুদিদের যুক্তি হচ্ছে ঈশ্বর যেহেতু কানানকে (আধুনিক ইসরায়েল) আব্রাহামের বংশধরদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই প্যালেস্তাইনিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিষ্ঠুরতা ন্যায়সঙ্গত। ঐশীগ্রন্থের এক ধরনের পুনর্জন্ম ঘটেছে, সাধারণ মানুষের জীবনে তা হানা দিতে শুরু করেছে। ধর্মের সেক্যুলারিস্ট বিরোধীরা দাবি করছে, ঐশীগ্রন্থ সহিংসতা, উপদলীয় কোন্দল ও অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। মানুষকে আপন চিন্তাভাবনা হতে বিরত রাখে ও প্রবঞ্চনাকে উস্কে দেয়। ধর্ম যদি সহানুভূতিরই শিক্ষা দেবে তাহলে পবিত্র টেক্সটে কেন এত সহিংসতা? বিজ্ঞান যেখানে এত অসংখ্য বাইবেলিয় শিক্ষাকে নাকচ করে দিয়েছে সেখানে কি আর এখন কারও পক্ষে 'বিশ্বাসী' থাকা সম্ভব?

ঐশীগ্রন্থ যেহেতু এমনি বিস্ফোরক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, তাই জিনিসটা আসলে কী আর কী নয়, সেসম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বাইবেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই ধর্মীয় বিষয়টির উপর কিছুটা আলো ফেলেছে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, বাইবেলের সম্পূর্ণ আক্ষরিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একেবারেই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর আগে খুব কম লোকই জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়কে জীবনের উৎসের বাস্তব ভিত্তিক বর্ণনা ভাবত। শত শত বছর ধরে ইহুদি ক্রিশ্চানরা দারুণ রকম উপমা ও উদ্ভাবনী ধরনের কাহিনী উপভোগ করে এসেছে, জোর দিয়ে বলেছে বাইবেলের সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্ষরিক পাঠ যেমন সম্ভব নয় তেমনি কাঙ্ক্ষিতও নয়। বাইবেলিয় ইতিহাস নতুন করে লিখেছিল তারা, নতুন নতুন মিথ দিয়ে বাইবেলের কাহিনীকে প্রতিস্থাপন করেছে এবং জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়কে বিস্ময়করভাবে ভিন্ন কায়দায় ব্যাখ্যা করেছে।

ইহুদি ঐশীগ্রন্থ ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয়ই মৌখিক ঘোষণা হিসাবে সূচিত হয়েছিল। এমনকি লিপিবদ্ধ হওয়ার পরেও অন্যান্য ট্র্যাডিশনে উপস্থিত মৌখিক ভাষ্যের প্রতি পক্ষপাত রয়ে গিয়েছিল। একেবারে শুরু থেকে মানুষ ভয়ের সাথে ভেবে এসেছে যে লিখিত ঐশীগ্রন্থ অটলতা ও অবাস্তব ক্ষতিকর নিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। অন্য তথ্যের মতো ধর্মীয় জ্ঞান পবিত্র পাঠের উপর স্রেফ চোখ বুলিয়ে আয়ত্ত করা যায় না। প্রাথমিকভাবে ঐশী অনুপ্রাণিত বাণী বলেই দলিলসমূহ 'ঐশীগ্রন্থে' পরিণত হয়নি, সেটা হয়েছে লোকে সেগুলোকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল বলে। বাইবেলের গোড়ার দিকের বছরগুলোয় এটা নিশ্চিতভাবেই সত্যি। কেবল আচরিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করার পর সাধারণ জীবন ও সেক্যুলার চিন্তা ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই বাইবেল পবিত্র হয়ে ওঠে।

ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা তাদের ঐশীগ্রন্থকে আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার সাথে দেখে। সিনাগগে তোরাহ স্ক্রোলই পবিত্রতম, একটা 'আর্কে' মূল্যবান আবরণে ঢেকে রাখা হয়; লিটার্জির ক্লাইমেক্সের সময়ই তা বের করা হয়, তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে গোটা জমায়েতের ভেতর ঘোরানো হয় সেটাকে। প্রার্থনার চাদরের গোছা দিয়ে ওটা স্পর্শ করে তারা। কোনও কোনও ইহুদি এমনকি প্রাণপ্রিয় কোনও বস্তুর মতো স্ক্রোল বুকে জড়িয়ে ধরে নাচেও। ক্যাথলিকরাও মিছিলে বাইবেল বহন করে, সুগন্ধিতে ভরিয়ে রাখে ওটাকে, পাঠ করার সময় উঠে দাঁড়ায়, কপাল, ঠোঁট ও বুকের উপর ক্রস চিহ্ন আঁকে। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের কাছে বাইবেল পাঠ সমাবেশের সর্বোচ্চ বিন্দু। কিন্তু তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুশীলন যেখানে খাদ্যাভ্যাস, অঙ্গভঙ্গি ও গভীর মনোসংযোগের সাথে অনুশীলনের ব্যাপার রয়েছে; বহু আগে থেকেই যা ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের মনের ভিন্ন অবস্থায় বাইবেল পাঠে সাহায্য করে এসেছে। এভাবে তারা অন্ত র্নিহিত অর্থ পাঠ করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে, আবিষ্কার করেছে নতুন কিছু, কারণ বাইবেল সবসময়ই যা বলেছে তারচেয়ে বেশি কিছু বোঝায়।

গোড়া থেকেই বাইবেলের কোনও একক বাণী ছিল না। সম্পাদকগণ ইহুদি ও ক্রিশ্চান টেস্টামেন্টসমূহের অনুশাসন স্থির করার সময় কোনও রকম মন্তব্য ছাড়াই বিরোধপূর্ণ ভাষ্য গ্রহণ করে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই বাইবেলিয় রচয়িতাগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া টেক্সট স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করে গেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ দান করেছেন। পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাকারগণ বাইবেলকে তাদের সময়ের বিভিন্ন সমস্যার মানদণ্ড হিসাবে ধারণ করেছেন। অনেক সময় নিজেদের বিশ্বদৃষ্টির বিকাশে একে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু আবার ইচ্ছামতো বদলেছেনও যাতে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যার সাথে তা খাপ খেতে পারে। তারা আসলে বাইবেলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মূল অর্থ জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। বাইবেল 'প্রমাণ' করেছে যে, এটা পবিত্র কারণ মানুষ অব্যাহতভাবে একে ব্যাখ্যা করার নিত্য নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে, তারা আবিষ্কার করেছে, প্রাচীন এই দলিলগুচ্ছ এমন সব পরিস্থিতিতে আলো ফেলতে পারছে যা তাদের রচয়িতাগণ কোনওদিনই কল্পনা করেননি। প্রত্যাদেশ ছিল অবিরাম প্রক্রিয়া। সিনাই পাহাড়ের দূরবর্তী কোনও থিওফ্যানিতে তা রুদ্ধ ছিল না। ব্যাখ্যাকাররা প্রতি প্রজন্মে ঈশ্বরের বাণীকে শ্রবণযোগ্য করে গেছেন।

বাইবেলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছেন যে, দয়া অবশ্যই তর্জমাকরীর অন্যতম পরিচালনাকারী নীতি হতে হবে। ঘৃণা বা অসম্মান সৃষ্টি করতে পারে এমন ব্যাখ্যা বৈধ নয়। সব বিশ্বধর্মই দাবি করে যে সমবেদনা কেবল প্রকৃত ধার্মিকতার মূল গুণ ও পরীক্ষাই নয়, বরং এটাই আমাদের আসলে নির্বানা, ঈশ্বর বা দাও-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাইবেলের ইতিহাস ধর্মীয় অনুসন্ধানের যুগপৎ সাফল্য ও ব্যর্থতা তুলে ধরে। বাইবেলের রচয়িতা ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়শঃই তাদের সমাজে প্রকট হয়ে ওঠা সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্জনবাদের কাছে নতি স্বীকার করেছেন।

মানুষ *এক্সতাসিস* কামনা করে–তাদের স্বাভাবিক জাগতিক জীবন থেকে 'বাইরে আসতে' চায়। সিনাগগ, চার্চ বা মসজিদে এই পরমানন্দের খোঁজ না পেলে নাচ, গান, খেলা, যৌনতা বা মাদকের শরণাপন্ন হয়। মানুষ গ্রাহী ও স্বজ্ঞাপ্রসূতভাবে বাইবেল পাঠ করার সময় আবিষ্কার করে যে এটা তাদের দুর্জ্ঞেয়র অনুভূতি যোগাচ্ছে। সর্বোচ্চ ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পূর্ণতা ও একত্বের বোধ। একে *কোইন্সিদেন্সিয়া অপোজিতোরাম:* এই তুরীয় আনন্দের মুহূর্তে ভিন্ন এমনকি পরস্পবিরোধী মনে হওয়া বস্তুসমগ্র মিলে গিয়ে অপ্রত্যাশিত একতা তুলে ধরে। বাইবেলের স্বর্গোদ্যানের কাহিনী আদিম সামগ্রিকতার এই অভিজ্ঞতারই বিবরণ দেয়। ঈশ্বর ও মানুষ বিচ্ছিন্ন ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বরং একই স্থানে বাস করতেন: নারী-পুরুষ লিঙ্গ পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল পশুপাখি ও প্রাকৃতিক জগতে মিলেমিশে বাস করত তারা; শুভ ও অশুভের ভেতরও কোনও পার্থক্য ছিল না। এমন একটা অবস্থায় *এক্সতাসিসে* –অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী সাধারণ জীবনের বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি থেকে ভিন্নতায়–বিভেদকে অতিক্রম করে যাওয়া হয়। মানুষ তাদের ধর্মীয় আচারের এই ইডেনিয় অভিজ্ঞতা নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছে।

আমরা যেমন দেখব, ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা বাইবেলের পাঠের এক পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল যা প্রকৃতিগতভাবে সম্পর্কহীন বিভিন্ন টেক্সটের ভেতর যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। টেক্সটচুয়াল পার্থক্যের প্রাচীর ক্রমাগত ভেঙে এক ধরনের *কোইন্সিদেন্সিয়া অপোজিতোরাম* অর্জন করেছিল তারা, অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের ঐতিহ্যেও এর চল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কু'রানের সঠিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর অতীত কাল থেকেই ভারতের আর্যরা *ঋগ বেদের* সম্পর্কহীন বিভিন্ন বস্তুকে আপাত একসূত্র গাথা শ্লোকসমূহের বিভিন্ন ধাঁধা ও বৈপরীত্য শোনার সময় বিশ্বের নানামুখী উপাদানকে ঐক্যবদ্ধ রাখা রহস্যময় শক্তি *ব্রহ্মাকে* উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে। ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা যখন তাদের বৈপরীত্যমূলক ও বহুস্তরবিশিষ্ট ঐশীগ্রন্থের ভেতর একসূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস পায়, তখন তারাও স্বর্গীয় একত্বের ধারণা লাভ করে। ব্যাখ্যাকরণ একাডেমিক প্রয়াস নয় বরং সব সময়ই আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছিল।

মূলত ইসরায়েলি জনগণ জেরুজালেম মন্দিরে এই *এক্সতাসি* অর্জন করেছিল, স্বর্গোদ্যানের প্রতীকী প্রতিমূর্তি হিসাবে নির্মিত হয়েছিল মন্দিরটি। ওখানেই তারা *শালোমের* অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল: সাধারণভাবে শব্দটিকে 'শান্তি' হিসাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে, তবে আসলে 'সামগ্রিকতা, সম্পূর্ণতা' হিসাবে অনুবাদ করাই ভালো। মন্দির ধ্বংস করে ফেলার পর এক ট্র্যাজিক, সহিংস বিশ্বে ভিন্নভাবে *শালোমের* সন্ধান করতে হয়েছে তাদের। দুই দুইবার তাদের মন্দির ভূমিসাৎ করা হয়, প্রতিবার ধ্বংস হওয়ার পর তারা বাইবেলে পরিণত হতে চলা দলিলে উপশম ও ছন্দ সন্ধান করলে ঐশীগ্রন্থ নিয়ে মাতামাতির এক নিবিড় কাল সূচিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

✝

তোরাহ্

বিসিই ৫৯৭ সালে কানানের পাহাড়ী এলাকায় ক্ষুদে রাজ্য জুদাহ শক্তিশালী বাবিলোনিয় সাম্রাজ্যের শাসক নেবুচাদনেযারের সাথে আশ্রিত রাজ্যের চুক্তি ভঙ্গ করে। বিপর্যয়কর ভ্রান্তি ছিল এটা। তিন মাস পরে বাবিলোনিয় সেনাবাহিনী জুদাহর রাজধানী জেরুজালেম অবরোধ করে। সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করেন তরুণ রাজা। রাষ্ট্রকে প্রাণবন্ত করে তোলা প্রায় দশ হাজার নাগিরকসহ বাবিলনে দেশান্তরে পাঠানো হয় তাঁকে। এরা ছিল পুরোহিত, সামরিক নেতা, কারিগর ও কামার। জেরুজালেম ছেড়ে যাবার সময় নির্বাসিতরা নিশ্চয়ই রাজা সলোমনের (c.৯৭০-৯৩০ বিসিই) আমলে যায়ন পর্বতে নির্মিত জাতীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের মূল কেন্দ্র মন্দিরের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে বিষণ্নতার সাথেই বুঝতে পেরেছিল জীবনে আর কোনও দিন এর দেখা মিলবে না। ৫৮৬ সালে তাদের এই ভীতি বাস্তব হয়ে ওঠে। জুদাহয় আরও এক দফা বিদ্রোহের পর নেবুচাদনেযার জেরুজালেম ধ্বংস করে দেন; সেই সাথে সলোমনের মন্দিরও পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করা হয়।

বাবিলনে নির্বাসিতদের সাথে রূঢ় আচরণ করা হয়নি। রাজাকে আরাম-দায়কভাবে সফরসঙ্গীসহ দক্ষিণের দুর্গে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, বাকিরা একসাথে খালের পাড়ে নতুন বসতিতে বাস করতে থাকে। অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হলেও স্বদেশ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ধর্ম হারিয়েছিল তারা। ওরা ছিল ইসরায়েল জাতির অংশ, ওরা বিশ্বাস করত ঈশ্বর ইয়াহওয়েহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, চিরকালের মতো মাতৃভূমিতে বাস করতে পারবে। জেরুজালেম মন্দির, যেখানে ইয়াহওয়েহ তাঁর জাতির সাথে বাস করতেন, এই কাল্টের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু এখানে ইয়াহওয়েহর উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন এক অজানা অচেনা দেশে এসে পড়েছিল ওরা। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই স্বর্গীয় শাস্তি হয়ে থাকবে। সময়ে সময়ে ইসরায়েলিরা ইয়াহওয়েহর সাথে কোভেন্যান্ট চুক্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্য দেবতাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছে। নির্বাসিতদের কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল যে, ইসরায়েলের নেতা হিসাবে এমনি পরিস্থিতির সংশোধনের দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু কেমন করে মন্দির ছাড়া ইয়াহওয়েহর উপাসনা করবে, যেটা ছিল তাদের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র উপায়?

বাবিলনে আসার পাঁচ বছর পরে চেবার খালের পাশে দাঁড়িয়ে ইযেকিয়েল নামে এক তরুণ পুরোহিত এক ভীতিকর দিব্যদর্শনের মুখোমুখি হলেন। কোনও কিছুই পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব ছিল না, কারণ ওই আগুনের ঝড়ো ঘূর্ণী হাওয়া আর কান ফাটানো আওয়াজে কোনও কিছুই সাধারণ মানুষের পরিচিত পরিবেশের সাথে খাপ খাচ্ছিল না। কিন্তু ইযেকিয়েল জানতেন এটা ছিল ইয়াহওয়েহর প্রতাপ, *কাভোদের* উপস্থিতি, সাধারণত যেটা মন্দিরের অভ্যন্তরীণ খাসমহলে আসীন ছিল।[১] ঈশ্বর জেরুজালেম ত্যাগ করেছেন, এখন এক বিশাল যুদ্ধ রথের মতো কিছু একটায় সওয়ার হয়ে বাবিলনে নির্বাসিতদের সাথে বাস করতে এসেছেন। স্ক্রোল ধরা একটা হাত এগিয়ে এলো ইযেকিয়েলের দিকে, 'লেখা আর বিলাপ, খোদোক্তি ও সন্তাপের কথা' তাতে লেখা ছিল। 'এই পুস্তকখানি ভোজন করো,' তাঁকে নির্দেশ দিলেন এক স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর। 'আমি তোমাকে যে পুস্তক দিলাম উহা জঠরে গ্রহণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর।' তিনি যখন নির্বাসনের যন্ত্রণা ও ভোগান্তি মেনে নিয়ে সেটা অনেক কষ্টে গিললেন, ইযেকিয়েল লক্ষ করলেন, তা 'মধুর ন্যায় মিষ্টি লাগিল।'[২]

এক ভবিষ্যৎদর্শন সুলভ মুহূর্ত ছিল এটা। নির্বাসিতরা হারানো মন্দিরের আকাঙ্ক্ষা করে যাবে, কারণ এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে মন্দির ছাড়া ধর্মের কল্পনা করা ছিল অসম্ভব।[৩] তবে এমন একটা সময় আসবে যখন ইসরায়েলিরা মন্দিরের বদলে বরং পবিত্র লিপি দিয়ে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। তাদের পবিত্রগ্রন্থ উপলব্ধি করা খুব একটা সহজ হবে না। ইযেকিয়েলের স্ক্রোলের মতো এর বাণী প্রায়শই হতাশাজনক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। কিন্তু তবু তারা যখন এই বিভ্রান্তিকর টেক্সট উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে, অন্তরের অন্তস্তলের অংশে পরিণত করতে চেয়েছে, তারা অনুভব করতে পেরেছে যে ঈশ্বরের সত্তার কাছে পৌঁছে গেছে–ঠিক জেরুজালেমের মন্দিরে গেলে যেমন মনে হতো।

তবে ইয়াহওয়েহবাদের ঐশীগ্রন্থের ধর্মে পরিণত হতে বহু বছর লাগবে। নির্বাসিতরা জেরুজালেমের আর্কাইভস থেকে বেশ কিছু স্ক্রোল বাবিলনে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিল। এখানে তারা এইসব দলিল পাঠ করেছে, সম্পাদনা করেছে। ওদের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হলে জনগণের ইতিহাস ও কাল্টের এইসব দলিল জাতীয় জীবন পুনঃস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু লিপিকারগণ এইসব রচনাকে খুব পবিত্র মনে করেননি। স্বাধীনভাবে নিত্য নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করে গেছেন তাঁরা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। তখনও পর্যন্ত তাদের পবিত্র টেক্সট সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। এটা ঠিক যে, মধ্যপ্রাচ্যে আকাশ থেকে নেমে আসা স্বর্গীয় পাথরের ফলকের অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল যা অলৌকিকভাবে পৃথিবীতে গোপন স্বর্গীয় জ্ঞান নিয়ে এসেছে। ইসরায়েলে মোজেসকে ইয়াহওয়েহর দেওয়া পাথরের ফলকের গল্পও চালু ছিলঃ মোজেসের সাথে মুখোমুখি কথা বলেছেন তিনি।[৪] কিন্তু জুদাহর আর্কাইভসের স্ক্রোলগুলো এই পর্যায়ের ছিল না। ইসরায়েলের কাল্টে তা কোনও ভূমিকা রাখেনি।

প্রাচীন বিশ্বের অধিকাংশ জাতির মতো ইসরায়েলিরা সব সময়ই মৌখিক ভাষ্যে তাদের ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছে। তাদের জাতির প্রাথমিক কালে আনুমানিক ১২০০ বিসিই-তে কানানীয় পাহাড়ী এলাকার বারটি জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত তারা, কিন্তু এও বিশ্বাস করত যে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ ও একক ইতিহাস ছিল, এটা তারা গোত্রপিতা বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্দিরে পালন করত। স্বভাবকবিগণ পবিত্র অতীতের মহাকাব্যিক কাহিনী আবৃত্তি করত, আর সাধারণ জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের *আম্ম ইয়াহওয়েহ* বা 'ইয়াহওয়েহর পরিবার' হিসাবে একসূত্রে গ্রন্থিতকারী কোভেন্যান্ট চুক্তির নবায়ন করত। ঠিক এই পর্যায়ে, ইতিমধ্যে, ইসরায়েলের একটা স্পষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অঞ্চলের বেশিরভাগ লোকই আদিম কালের দেবতাদের বিশ্বের সম্পর্কিত একটা মিথলজি ও লিটার্জি গড়ে তুলেছিল, কিন্তু ইসরায়েলিরা *এই* পৃথিবীতেই ইয়াহওয়েহর সাথে তাদের জীবনের প্রতি বেশি নজর দিয়েছিল। একেবারে শুরু থেকে কাজ ও কারণের ভাষায় ঐতিহাসিকভাবে চিন্তা করত ওরা।

পরবর্তীকালের বাইবেলিয় বর্ণনায় প্রোথিত পূর্ববর্তীকালের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, ইসরায়েলিরা তাদের পূর্বপুরুষদের যাযাবর মনে করত। ইয়াহওয়েহ পথ দেখিয়ে তাদের কানানে নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একদিন তাদের উত্তরাধিকারীরা এই ভূমির মালিকানা লাভ করবে। বহু বছর মিশরিয় শাসনের অধীনে দাস হিসাবে দিন কাটিয়েছে তারা, কিন্তু মহান নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনার ভেতর দিয়ে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০০জয় করে নিয়েছেন ইয়াহওয়েহ, মোজেসের নেতৃত্বে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে এসেছেন, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে পাহাড়ী এলাকা দখল করে নিতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত মূল কোনও বিবরণ ছিল না: প্রতিটি গোষ্ঠীর কাহিনীর নিজস্ব ভাষ্য ছিল, প্রত্যেক অঞ্চলের ছিল নিজস্ব নায়ক। উদাহরণস্বরূপ, একেবারে উত্তরের দান রাজ্যের পুরোহিতগণ বিশ্বাস করতেন যে তারা মোজেসের উত্তরপুরুষ। গোটা জাতির পিতা আব্রাহাম হেবরনে বাস করতেন, দক্ষিণে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। গিলগালে স্থানীয় গোত্র প্রতিশ্রুত ভূমিতে ইসরায়েলের অলৌকিক প্রবেশের ঘটনার উদযাপন করত; এই সময় জর্দান নদীর পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ওদের পথ করে দিয়েছিল। শেচেমের জনগণ বার্ষিক ভিত্তিতে কানানের বিজয়ের পর ইয়াহওয়ের সাথে জোশুয়ার সম্পাদিত কোভেন্যান্টের নবায়ন করত।[৬]

১,০০০ বিসিই সাল নাগাদ গোত্রীয় ব্যবস্থা আর কাজে আসছিল না, তো ইসরায়েলিরা কানানিয় পাহাড়ী এলাকায় দুটো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে: দক্ষিণে জুদাহ রাজ্য এবং উত্তরে অপেক্ষাকৃত বড় ও আরও সমৃদ্ধ ইসরায়েল রাজ্য। রাজার ব্যক্তিত্বের প্রতি কেন্দ্রিভূত জাতীয় মনোযোগ রাজকীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের কাছে ক্রমে কোভেন্যান্ট উৎসব হারিয়ে যায়। অভিষেকের এই দিনে রাজাকে দত্তক নিয়েছিলেন ইয়াহওয়েহ, তিনি 'ঈশ্বর পুত্র' ও ইয়াহওয়েহর স্বর্গীয় সভার পরিবারের স্বর্গীয় সভার সদস্যে পরিণত হন। উত্তরের রাজ্যের কাল্ট সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, কারণ বাইবেলিয় রচয়িতাদের ভেতর জুদাহর প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছিল, তবে বাইবেলে ব্যবহৃত বহু শ্লোক জেরুজালেম লিটার্জিতে ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলো দেখিয়েছে যে, জুদাহবাসীরা প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ার বা'লের কাল্টে প্রভাবিত ছিল, একই ধরনের রাজকীয় মিথলজি ছিল এদের।[৮] ইয়াহওয়েহ জুদাহইয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার সাথে নিঃশর্ত চুক্তি করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরা চিরকালের জন্যে জেরুজালেম শাসন করবে।

এখন সেইসব প্রাচীন কাহিনী কাল্ট থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ায় এক স্বাধীন সাহিত্যিক জীবন অর্জন করেছিল সেগুলো। অষ্টম শতাব্দীতে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার পুব প্রান্তে এক সাহিত্যিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে।[৯] রাজাগণ তাঁদের শাসনকালকে মহিমান্বিত করে বিভিন্ন দলিল প্রকাশ করেন ও সেগুলোকে লাইব্রেরিতে রাখার ব্যবস্থা নেন। এই সময়ে গ্রিসে হোমারের মহাকাব্য লিপিবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইসরায়েল ও জুদাহয় ইতিহাসবিদগণ জাতীয় বীরগাথা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাচীন গল্পকাহিনীসমূহকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকলিত করা শুরু করেন। বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ পেন্টাটিউকের একেবারে আদি স্তবকে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে।[১০]

ইসরায়েল ও জুদাহর বহুমুখী ট্র্যাডিশন থেকে অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাসবিদগণ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ গড়ে তুলেছেন। পণ্ডিতগণ সাধারণত জুদাহর দক্ষিণী মহাকাব্যকে `J' নামে অভিহিত করে থাকেন, কারণ রচয়িতাগণ সব সময়ই তাদের ঈশ্বরকে 'ইয়াহওয়েহ' আখ্যায়িত করেছেন; অন্যদিকে উত্তরের কাহিনী `E' নামে পরিচিত, কারণ এই ইতিহাসবিদগণ অধিকতর আনুষ্ঠানিক পদবী 'ইলোহিম' বেশি পছন্দ করতেন। পরে একটি মাত্র কাহিনী নির্মাণের লক্ষ্যে এদুটি ভিন্ন বিবরণকে জনৈক সম্পাদক কর্তৃক সমন্বিত করা হয়েছিল। এটাই হিব্রু বাইবেলের মূল কাঠামো নির্মাণ করেছে। বিসিই অষ্টম শতাব্দীতে ইয়াহওয়েহ আব্রাহামকে মোসোপটেমিয়ার নিজ শহর উর ছেড়ে কানানিয় পাহাড়ী এলাকায় বসতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; এখানে তিনি তাঁর সাথে এই কোভেন্যান্টে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর উত্তরপুরুষরা চিরকালের জন্যে গোটা দেশ লাভ করবে। আব্রাহাম হেবরনে বাস করতেন। তাঁর ছেলে ইসাক থাকতেন বীরশেবায় আর পৌত্র জ্যাকব ('ইসরায়েল' নামেও আখ্যায়িত) শেষ পর্যন্ত শেচেমের আশপাশের এলাকায় বসতি করেন।

দুর্ভিক্ষের সময় জ্যাকব ও বারটি ইসরায়েলি গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ছেলেরা মিশরে পাড়ি জমান, এখানে প্রাথমিকভাবে বিকাশ লাভ করেন তারা, কিন্তু সংখ্যায় মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে উঠলে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি ও নির্যাতিত হতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বিসিই ১২৫০ সালের দিকে ইয়াহওয়েহ মোজেসের নেতৃত্বে তাদের মুক্ত করেন। ওরা পালানোর সময় ইয়াহওয়েহ সী অভ রীডসের পানি দ্বিখণ্ডিত করে, যাতে ইসরায়েলিরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, কিন্তু ফারাও ও তাঁর বাহিনী ডুবে মারা যান। চল্লিশ বছর ধরে ইসরায়েলিরা কানানের দক্ষিণ অংশে সিনাইয়ের বুনো এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনাই পর্বতে ইয়াহওয়েহ ইসরায়েলের সাথে এক ভাবগম্ভীর কোভেন্যান্ট করেছিলেন এবং তাদের আইন দিয়েছিলেন, যেখানে ইয়াহওয়েহর নিজ হাতে খোদাই করা দশ নির্দেশনা সংকলিত পাথরের ফলকও ছিল। অবশেষে মোজেসের উত্তসুরি জোশুয়া গোত্রটিকে জর্দান নদী পার করে কানানে নিয়ে আসেন; এখানে সমস্ত কানানিয় শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে, স্থানীয় জনগণকে হত্যা করে দেশটিকে আপন করে নেয় তারা।

অবশ্য ১৯৬৭ সাল থেকে এই অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনারত ইসরায়েলি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই কাহিনীর সত্যতা প্রতিপাদন করার মতো কোনও প্রমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাননি। বিদেশী আগ্রাসন বা গণহত্যার কোনও নজীর মেলেনি, জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী কিছুও মেলেনি। পণ্ডিতমহল একমত যে, এক্সোডাসের কাহিনী ঐতিহাসিক নয়। অসংখ্য তত্ত্ব রয়েছে। বিসিই নবম শতাব্দী থেকে মিশরিয়রা কানানিয় শহর শাসন করেছে; সাবেক জনবসতিহীন পাহাড়ী এলাকায় প্রথম মানুষের বসতি গড়ে ওঠার সাথে সাথে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা প্রত্যাহার করে চলে যায়। ১২০০ বিসিইর দিকে আমরা প্রথম এই অঞ্চলে 'ইসরায়েল' নামে এক জাতির অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। কোনও কোনও পণ্ডিত যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইসরায়েলিরা আসলে উপকূলীয় এলাকার ব্যর্থ নগর-রাষ্ট্রসমূহের বাসিন্দা ছিল। সম্ভবত দক্ষিণের অন্যান্য জাতি এসে তাদের সাথে যোগ দিয়ে থাকতে পারে, তাদের ঈশ্বর ইয়াহওয়েহকে সাথে নিয়ে এসেছিল তারা, সিনাইয়ের আশপাশের দক্ষিণ এলাকায় যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে মনে হয়।[১১] কানানীয় শহরে মিশরিয় শাসনাধীনে বাসকারীরা হয়তো মনে করে থাকবে যে তারা সত্যিই মিশর থকে মুক্তি পেয়েছিল–কিন্তু সেটা তাদের নিজেদের দেশেই।[১২]

`J' ও `E' কোনও আধুনিক ঐতিহাসিক বিবরণ ছিল না। হোমার ও হেরোদোতাসের মতো লেখকগণ কী ঘটেছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে স্বর্গীয় চরিত্রদের সম্পর্কে কিংবদন্তী ও পৌরাণিক উপাদান যোগ করেছেন। প্রথম থেকেই বাইবেলে পরিণত হতে চলা বিবরণে কোনও একক কৃর্তত্বপূর্ণ বাণী ছিল না। `J' ও `E' রচয়িতাগণ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ইসরায়েলের কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছেন; পরবর্তীকালের সম্পাদকগণ এইসব অসামঞ্জস্যতা ও পরস্পরবিরোধিতা দূর করার কোনও চেষ্টা করেননি। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসবিদগণ স্বাধীনভাবে `J' `E' বিবরণে নতুন বিষয় যোগ করবেন ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, `J' ও `E' উভয় বিবরণে ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। `J' মানুষরূপী ইমেজারি ব্যবহার করেছেন, পরে যা ব্যাখ্যাকারীদের বিব্রত করবে। কোনও মধ্যপ্রাচ্যীয় ভূস্বামীর মতো স্বর্গউদ্যানে ঘুরে বেড়ান ইয়াহওয়েহ, নোয়াহর আর্কের দরজা বন্ধ করে দেন, ক্ষুব্ধ হন, বারবার মত পাল্টান। কিন্তু `E' বিবরণে ইলোহিমের আরও গভীরতর দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যিনি এমনকি তেমন 'কথা'ই বলেন না, বরং বার্তাবাহক হিসাবে একজন দেবদূত পাঠাতেই বেশি পছন্দ করেন। পরে ইসরায়েলি ধর্ম ইয়াহিওয়েহকে *একমাত্র* ঈশ্বর ধরে নিয়ে প্রবলভাবে একেশ্বরবাদী হয়ে উঠবে। কিন্তু `J' বা `E' এদের কেউই এটা বিশ্বাস করতেন না। আদিতে ইয়াহওয়েহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পবিত্রজনদের' স্বর্গীয় সভার একজন সদস্য ছিলেন, কানানের পরম ঈশ্বর এল সঙ্গী আশেরাহকে নিয়ে সেই সভার অধিপতি ছিলেন। এলাকার প্রতিটি জাতির পৃষ্ঠপোষক উপাস্য ছিলেন তিনি। ইয়াহওয়েহ ছিলেন 'ইসরায়েলের পবিত্র জন'[১৩]। অষ্টম শতাব্দী নাগাদ ইয়াহওয়েহ এল ও স্বর্গীয় সভাকে[১৪] উৎখাত করেন[১৪] এবং 'পবিত্রজনদের' সমাবেশে শাসন পরিচালনা করেন। এরা ছিলেন তাঁর 'স্বর্গীয় বাহিনীর যোদ্ধা।'[১৫] জাতির আনুগত্যের দিক থেকে অন্য কোনও দেবতাই আর ইয়াহওয়েহর সাথে তাল মেলাতে পারেননি। এখানে তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, ছিল না কোনও প্রতিপক্ষ।[১৬] কিন্তু বাইবেল দেখায় যে ৫৯৬ সালে নেবুচাদনেযারের হাতে মন্দির ধ্বংসের ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসরায়েলিরা অন্য দেবতাদেরও এক সমাবেশের উপাসনা করত।[১৭]

মোজেস নন, দক্ষিণের মানুষ আব্রাহাম ছিলেন `J'র ইতিহাসের নায়ক। তাঁর জীবনকাল ও ঈশ্বর তাঁর সাথে যে কোভেন্যান্ট করেছিলেন তা রাজা ডেভিডের মুখাপেক্ষী।[১৮] কিন্তু `E' আবার জ্যাকবের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, শেচেমে কবর দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। `E' আদিম ইতিহাসের কিছুই যোগ করেননি–বিশ্বসৃষ্টি, কেইন ও আবেল, প্লাবন ও টাওয়ার অভ বাবেলের বিদ্রোহ–`J' র কাছে এসব দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। `E'-র নায়ক ছিলেন মোজেস, দক্ষিণের চেয়ে উত্তরে তাঁকে বেশি সম্মান করা হতো।[১৯] কিন্তু `J' বা `E' কেউই সিনাই পর্বতে মোজেসকে দেওয়া ইয়াহওয়েহর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি, পরে যা কিনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই সময় পর্যন্ত টেন কমান্ডমেন্টসের কোনও উল্লেখ ছিল না। প্রায় নিশ্চিতভাবেই অন্যান্য নিকটপ্রাচ্যের কিংবদন্তীর মতো মোজেসকে দেওয়া স্বর্গীয় ফলক আদিতে কিছু নিগূঢ় কাল্টিক উপকথা বহন করেছে।[২০] `J' ও `E' র পক্ষে সিনাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ মোজেস ও এন্ডাররা পাহাড়চূড়ায় ইয়াহওয়েহর দর্শন পেয়েছিলেন।[২১]

অষ্টম শতাব্দী নাগাদ পয়গম্বরদের একটা ছোট দল কেবল ইয়াহওয়েহরই উপাসনা করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। তবে এই পদক্ষেপ জনপ্রিয়তা পায়নি। যোদ্ধা হিসাবে ইয়াহওয়েহ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তো ভালো ফসল চাইলেই ইসরায়েল ও জুদাহর জনগণের পক্ষে স্থানীয় উর্বরতার দেবতা বা'ল ও তাঁর বোন-স্ত্রী আনাতের শরণাপন্ন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক, তারা জমিনকে উর্বর করে তোলার জন্যে স্বাভাবিক আচার পালন করত। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তরের রাজ্যের এক পয়গম্বর হোসিয়া এই রীতির বিরুদ্ধে তিক্ত ভাষায় প্রতিবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানান। তাঁর স্ত্রী গোমার বা'লের পবিত্র বারবণিতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন, স্ত্রীর অবিশ্বস্ততার যে বেদনা তাকে তিনি ইয়াহওয়েহর জাতির তাঁকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের বেশ্যাবৃত্তি করে বেড়ানোর সময় ইয়াহওয়েহর মনোভাবের মতো ভেবেছিলেন। ইসরায়েলিদের অবশ্যই ইয়াহওয়েহর কাছে ফিরে যেতে হবে, তিনিই তাদের সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারেন। মন্দিরের আচার দিয়ে তাঁকে খুশি করার কোনও অর্থ নেই। ইয়াহওয়েহ চান কাল্টিক আনুগত্য *(হেসেদ)*, পশু উৎসর্গ নয়।[২২] তারা ইয়াহওয়েহর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকলে ইসরায়েল শক্তিশালী অসিরিয় সম্রাটের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, ওদের শহরগুলোকে বিরান করে ফেলা হবে, নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে শিশুদের।[২৩]

মধ্যপ্রাচ্যে অসিরিয়রা নজীরবিহীন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিদ্রোহী করদ রাজ্যগুলোয় ধ্বংসলীলা চালাত তারা, জনগণকে দেশান্তরী করত। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েলে প্রচারণা চালানো পয়গম্বর আমোস যুক্তি দেখান যে, ইয়াহওয়েহ ইসরায়েলকে এর পদ্ধতিগত অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তি দিতে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন।[২৪] হোসিয়া ব্যাপক সম্মানিত বা'লের কাল্টের সমালোচনায় মুখর ছিলেন যেমন তেমনি আমোস ইয়াহওয়েহর প্রচলিত কাল্টকে উল্টে দিয়েছিলেন: তিনি আর আপনাআপনি ইসরায়েলের পক্ষে আসছেন না। আমোস উত্তরের রাজ্যের মন্দির আচারেরও ভর্ৎসনা করলেন। ইয়াহওয়েহ শোরগোলময় ভজন আর নিবেদনের বীণা বাদনে ক্লান্ত; এর বদলে তিনি চান 'বিচার জলবৎ প্রবাহিত হউক, ধার্ম্মিকতা চিরপ্রবহমান স্রোতের ন্যায় বহুক।'[২৫] এই প্রাথমিক যুগ থেকে বাইবেলিয় রচনাসমূহ চলমান অর্থডক্সিকে চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহী ও প্রতিমাবিরোধী হয়ে ওঠে।

জেরুজালেমের ইসায়াহ ছিলেন আরও প্রচল ধারার, কিন্তু তাঁর অরাকলস ডেভিডের বংশের রাজকীয় আদর্শের সাথে মিলে যায়। ৭৪০ সালের দিকে মন্দিরে পয়গম্বরত্ব লাভ করেন তিনি। এখানে তিনি স্বর্গীয় সত্তার স্বর্গীয় সভা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ইয়াহওয়েহকে দেখতে পান ও চেরুবিমদের কণ্ঠে 'পবিত্র *[কাদ্দোশ]*, পবিত্র, পবিত্র![২৬] চিৎকার শুনতে পান। ইয়াহওয়েহ 'ভিন্ন', 'আলাদা'; এবং ভীষণভাবে দুর্জ্ঞেয়। ইয়াহওয়েহ ইসায়াহকে দুঃসংবাদ জানান: প্রত্যন্ত অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে, অধিবাসীরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে।[২৭] কিন্তু অসিরিয়াকে ভয় পাননি ইসায়াহ। তিনি পৃথিবীকে ইয়াহওয়েহর প্রতাপে ভরে উঠতে দেখেছেন[২৮], তিনি যতদিন যায়ন পর্বতে নিজ মন্দিরে আসীন আছেন ততদিন জুদাহ নিরাপদ, কারণ স্বর্গীয় যোদ্ধা ইয়াহওয়েহ ফের মাঠে নেমেছেন, তাঁর জনগণের পক্ষে যুদ্ধ করছেন।[২৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু উত্তরের রাজ্যটি এমন কোনও সুবিধা লাভ করেনি। ৭৩২ সালে পশ্চিম থেকে অগ্রসরমান অসিরিয় বাহিনীকে ঠেকাতে ইসরায়েল স্থানীয় এক কনফেডারেটে যোগ দিলে অসিরিয় রাজা তৃতীয় তিলগেত পিলসার ইসরায়েলের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেন। দশ বছর পরে ৭২২ সালে আরেক দফা বিদ্রোহের পর অসিরিয় সেনাবাহিনী ইসরায়েলের অনন্য সাধারণ রাজধানী সুমেরিয়া ধ্বংস করে দেয়, শাসক শ্রেণীকে দেশান্তরে পাঠায়। অসিরিয় করদ রাজ্যে পরিণত হওয়া জুদাহ রাজ্য নিরাপদ থাকে, শরণার্থীরা উত্তর থেকে জেরুজালেমে আসতে থাকে, সম্ভবত সাথে করে নিয়ে আসছিল `E' র কাহিনী ও হোসিয়া ও আমোসের নথিবদ্ধ অরাকলস, এই ট্র্যাজিডি আগেই দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা। জুদাহ রাজকীয় আর্কাইভসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এসব, এখানে কিছু কাল পরে লিপিকারগণ 'ইলোহিয়' ট্র্যাডিশনকে `J'র দক্ষিণাঞ্চলীয় মহাকাব্যের সাথে সমন্বয় ঘটান।[৩০]

এই অন্ধকার বছরগুলোতে ইসায়াহ রাজকীয় সন্তানের আসন্ন জন্মের মুখোমুখি হয়েছিলেন– ঈশ্বর এখনও ডেভিডের বংশের সাথে থাকার নিদর্শন। 'এক কন্যা (বা কুমারী) *[আলমাহ]* গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে এবং তাঁহার নাম ইম্যানুয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।'[৩১] তার জন্ম এমনকি এক নতুন আশার জন্ম বোঝাবে, উত্তরের হতচকিত জনগণের প্রতি 'এক মহা আলোক', যারা 'মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত,' ও 'অন্ধকারে ভ্রমণ করিত।'[৩২] শিশুটির জন্ম হওয়ার পর নাম আসলে রাখা হয়েছিল হেযেকিয়াহ। ইসায়াহ কল্পনা করলেন পুরো স্বর্গীয় সভাই এই রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে উৎসবে মেতে উঠেছে, অন্য ডেভিডিয় রাজার মতো এই শিশুটিও স্বর্গীয় চরিত্র ও অভিষেকের দিন স্বর্গীয় সভার সদস্যে পরিণত হবে, তখন তাঁকে 'আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'[৩৩] বলে ডাকা হবে।

বাইবেলিয় ইতিহাসবিদগণ বিদেশী দেবতাদের উপসনা নিষিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে হেযেকিয়াহকে ধর্মপ্রাণ রাজা হিসাবে শ্রদ্ধা করলেও তার বিদেশ নীতি ছিল বিপর্যয়কর। ৭০১ সালে ভ্রান্ত পরামর্শে চালিত হয়ে অসিরিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বিদ্রোহের পর জেরুজালেম প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের এলাকা নিষ্ঠুরভাবে বিরান করে ফেলা হয়; একটা ক্ষুদে অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয় জুদাহ। কিন্তু অসিরিয়ার প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়া রাজা মানাশেহ (বিসিই ৬৮৭-৪২)-এর অধীনে জুদাহর ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটে। সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত হওয়ার প্রয়াসে তিনি তাঁর বাবার ধর্মীয় এখতিয়ারে বদল ঘটান, বা'লের উদ্দেশে বেদী স্থাপন করেন, জেরুজালেম মন্দিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশেরাহ ও সূর্যের স্বর্গীয় অশ্বের প্রতিমা স্থাপন করেন এবং শহরের বাইরে শিশু-বলীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।[৩৪] জুদাহর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও অসিরিয় আগ্রাসনের ধাক্কা অনুভবকারী গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মানাশেহর পরলোকগমনের পর এক প্রাসাদ অভ্যুত্থানে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা অসন্তোষ বিস্ফোরিত হয়, ফলে মানাশেহর ছেলে আমোর উৎখাত হন ও তাঁর জায়গায় আট বছরের ছেলে জোসিয়াহকে সিংহাসনে বসানো হয়।

ততদিনে অসিরিয়া পতনের পথে পা বাড়িয়েছে। উত্থান ঘটছিল মিশরের। ৬৫৬ সালে ফারাও অসিরিয় বাহিনীকে লাভান্তে থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। জুদাহবাসীরা সবিস্ময়ে সাবেক ইসরায়েল রাজ্য থেকে অসিরিয়দের বিদায় প্রত্যক্ষ করে। পরাশক্তিসমূহ আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করার সময় জুদাহ পড়ে থাকে নিজ সম্পদে পরিচালিত হওয়ার জন্যে। জাতীয়তাবোধের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তখন। ৬২২ সালে ইসায়াহ জুদাহর স্বর্ণযুগের প্রতীকী সৌধ সলোমনের মন্দিরের মেরামত কাজ শুরু করেন। এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে বসেন প্রধান পুরোহিত হিলকিয়াহ, রাজকীয় লিপিকার শাপানের কাছে দ্রুত ছুটে যান এখবর নিয়ে। সিনাই পর্বতে মোজসের হাতে তুলে দেওয়া ইয়াহওয়েহর 'আইনের স্ক্রোল' *(সেফার তোরাহ)* আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।[৩৬]

পুরোনো কাহিনীসমূহে ইয়াহওয়েহর শিক্ষার *(তোরাহ)* লিখিত রূপ দেওয়ার কোনও উল্লেখ ছিল না। `J' `E' বিবরণে মোজেস মুখে মুখে ইয়াহওয়েহর বাণী প্রচার করেছিলেন, সাধারণ মানুষও মৌখিকভাবেই সাড়া দিয়েছিল।[৩৭] সপ্তম শতাব্দীর সংস্কারকগণ অবশ্য `J' `E' গাথার সাথে নতুন পঙক্তি যোগ করেছিলেন, যা থেকে ব্যাখ্যা মেলে যে মোজেস 'ইয়াহওয়েহর সমস্ত নির্দেশনার লিপিবদ্ধ রূপ দিয়েছেন' ও মানুষের উদ্দেশে *সেফার তোরাহ* পাঠ করেছেন।[৩৮] হিলকিয়াহ ও শাপান দাবি করেন, এই স্ক্রোল খোয়া গিয়েছিল; এর শিক্ষা কখনওই বাস্তবায়িত হয়নি; এর এমনি অলৌকিক আবিষ্কার বোঝায় যে জুদাহ নতুন করে আবার শুরু করতে পারে। হিলকিয়াহর দলিল সম্ভবত দ্বিতীয় বিবরণীর আদি ভাষ্য ধারণ করে থাকবে, যেখানে মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগে মোজেসের 'দ্বিতীয় বিবরণী' (ডিউটেরোনমি; গ্রিক *দিউতেরিয়ন)* প্রদান করছেন বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু আসলে প্রাচীন লিপি হওয়ার বদলে ডিউটেরোনমি ছিল সম্পূর্ণ নতুন ঐশীগ্রন্থ। অতীতের কোনও মহান ব্যক্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নতুন কোনও ধারণা চাপিয়ে দেওয়াটা সংস্কারকদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। ডিউটেরোনিমস্টরা বিশ্বাস করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ক্রান্তিকালে মোজেসের হয়ে কথা বলছেন তাঁরা। অন্য কথায় এটা ছিল আজকের দিনে মোজেস 'দ্বিতীয় ব্যবস্থা' প্রচলন করলে জেসিয়াহকে তিনি কী বলতেন তারই বর্ণনা।

স্রেফ স্থিতাবস্থা লিপিবদ্ধ করার বদলে প্রথমবারের মতো কোনও ইসরায়েলি টেক্সট ব্যাপক পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছিল। উচ্চস্বরে স্ক্রোল পাঠ করার পর জেসিয়াহ হতাশায় পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেন, সাথে সাথে এমন এক কর্মসূচি হাতে নেন যা ইয়াহওয়েহর নুতন *তোরাহ* অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। তিনি মানাশেহর মন্দিরের যত অসম্মান ছিল সব পুড়িয়ে ফেলেন, জুদাহবাসীরা যেহেতু সব সময়ই উত্তরের রাজ্যের রাজকীয় মন্দিরকে অবৈধ ভেবে এসেছে, তিনি বেথেল ও সামারিয়ার মন্দির ধ্বংস করেন, সেগুলোর বেদীকে দূষিত করেন।[৩৯]

এটা দর্শনীয় যে ঐশীগ্রন্থের অর্থডক্সির ধারণার অগ্রদূত ডিউটেরোনো-মিস্টরাই বিস্ময়করভাবে নতুন বিধান যোগ করেছিলেন, যা– বাস্তবায়িত হলে–ইসরায়েলের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের খোলনলচে পাল্টে দিত।[৪০] উপাসনার পবিত্রতা নিশ্চিত করতে তাঁরা কাল্টের কেন্দ্রিভূতকরণ[৪১], মন্দির থেকে স্বাধীন সেক্যুলার বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রাজাকে পবিত্র ক্ষমতা হতে উৎখাত করে বাকি সবার মতো তাঁকেও *তোরাহ*র অধীন করতে চেয়েছিলেন। ডিউটেরোনোমিস্টরা আসলে আধুনিক আইনি বিধানের শব্দ বিন্যাস, কাহিনী ও লিটার্জিকাল টেক্সট তাঁদের প্রস্তাবের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার লক্ষ্যে পাল্টে দিয়েছেন। কোনওভাবে সেক্যুলার বলয় নিয়ে ডিউটেরোনমি রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে কেন্দ্রিভূত করেছিল, পড়লে আধুনিক দলিলের মতো লাগে। এটা সামাজিক বিচারের ক্ষেত্রে আমোসের চেয়ে ঢের বেশি আবেগ প্রবণ, এর ধর্মতত্ত্ব জুদাহর প্রাচীন কাল্টিক পুরাণ থেকে অনেক বেশি যৌক্তিক:[৪২] আপনি ঈশ্বরকে *দেখতে* পান না এবং তিনিও মানুষের তৈরি কোনও ভবনে বাস করেন না।[৪৩] ইসরায়েলিদের ইয়াহওয়েহ যায়নে বাস করেন বলে তাদের দেশ লাভ করেনি, বরং লোকে তাঁর নির্দেশনা পালন করেছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

সংস্কারকগণ ঐশীগ্রন্থসমূহকে ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজে লাগাননি, যেমনটা আজকাল প্রায়ই ঘটে থাকে, বরং তাকে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা ইসায়েলের ইতিহাসও নতুন করে লিখেছেন, নতুন নতুন বিষয়বস্তু যোগ করেছেন যা J' `E' মহাকাব্যকে মোজেসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সপ্তম শতাব্দীর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, যিনি এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় ইসরায়েলিদের মুক্ত করেছেন যখন জেসিয়াহ ফারাওয়ের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশা করছিলেন। এক্সোডাসের কাহিনীর ক্লাইমেক্স সিনাইয়ের উপর কোনও থিওফ্যানি থাকেনি, বরং তা *সেফার তোরাহর* উপহার পরিণত হয়েছে এবং মোজেসের হাতে তুলে দেওয়া ইয়াহওয়েহর পাথরের ফলক এখন দশ নির্দেশনা খোদাই করা ফলকে পরিণত হয়েছে। ডিউটেরোনমিস্টরা জোশুয়ার উত্তরের পাহাড়ী এলাকা অধিকার করার ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এক্সোডাসের কাহিনীকে বিস্তৃত করেছেন–জেসিয়াহর উত্তরের এলাকা পুনঃঅধিকারের এক নীল নকশা।[৪৪] তাঁরা বুক অভ সামুয়েল ও কিংস নামের দুটি পুস্তকে ইসরায়েল ও জুদাহ রাজ্যের ইতিহাসও রচনা করেছেন, যুক্তি তুলে ধরেছেন যে ডেভিডিয় রাজাগণই গোটা ইসরায়েলের একমাত্র বৈধ শাসক ছিলেন। কাহিনী শেষ হয়েছে এক নতুন মোজেস ও ডেভিডের চেয়েও মহান রাজা জোসিয়াহর আমলে।[৪৫]

তবে সবাই এই নতুন *তোরাহয়* বিমোহিত হয়নি। মোটামুটি এই সময় প্রচারণায় নামা পয়গম্বর জেরেমিয়াহ জোসিয়াহকে শ্রদ্ধা করতেন, তিনি সংস্কারকদের বহু লক্ষ্যের সাথে একমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু লিখিত ঐশীগ্রন্থের বেলায় তাঁর আপত্তি ছিল; 'অধ্যাপকদের মিথ্যা লেখনী' স্রেফ এক খোঁচায় ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে। লিখিত টেক্সট বাহ্যিক চিন্তাভাবনার ধরন তৈরি করতে পারে যা প্রজ্ঞার চেয়ে বরং তথ্যের উপরই বেশি জোর দেয়।[৪৬] আধুনিক ইহুদি আন্দোলনের এক গবেষণায় বিশিষ্ট পণ্ডিত হায়ান সোলোভেতচিক যুক্তি দেখিয়েছেন, মৌখিক ট্র্যাডিশন থেকে লিখিত টেক্সটে পরিবর্তন পাঠককে অনির্বচনীয় কোনও বিষয়ে অবাস্তব নিশ্চয়তা দিয়ে ধর্মীয় শোরগোলের কঠোরতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।[৪৭] ডিউটেরোনমিস্ট ধর্ম নিশ্চিতভাবেই শোরগোলময় ছিল। সংস্কারকগণ মোজেসকে স্থানীয় কানানবাসীদের সহিংস দমনের পক্ষে প্রচারকারী হিসাবে দেখিয়েছেন। 'তোমরা যে যে জাতিকে অধিকার চ্যুত করিবে, তাহারা উচ্চ পর্বতের উপরে, পাহাড়ের উপরে এবং হরিৎপর্ণ প্রত্যেক বৃক্ষের তলে যে যে স্থানে আপন আপন দেবতাদের সেবা করিয়াছে, সেই সকল স্থান তোমরা একেবারে বিনষ্ট করিবে। তোমরা তাহাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল ভগ্ন করিবে, তাহাদের আশেরা মূর্ত্তী সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে তাহাদের খোদিত দেব প্রতিমা সকল ছেদন করিবে এবং সেই স্থান তাহাদের নাম লোপ করিবে।'[৪৮] তাঁরা অনুমোদন দেওয়ার ঢঙে জোশুয়ার ভাইয়ের জনগণকে হত্যা করার বর্ণনা দিয়েছেন যেন তিনি কোনও অসিরিয় জেনারেল:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> এইরূপে ইসরায়েল তাহাদের সকলকে ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে প্রান্তরে অয়নিবাসীগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল, সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করিল; তাহারা সকলে নিঃশেষে খড়্গধারে পতিত হইল, পরে সমস্ত ইসরায়েল ফিরিয়া অয়নে আসিয়া খড়্গধারে তথাকার লোকদিগকেও আঘাত করিল। সেই দিবসে অয়নিবাসী সমস্ত লোক অর্থাৎ স্ত্রী, পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বারো সহস্র লোক পতিত হইল।[৪৯]

ডিউটেরোনোমিস্টরা এমন এক অঞ্চলের সহিংস রীতিনীতিকে আত্মস্থ করেছিলেন যেখানে প্রায় দুই শো বছরের অসিরিয় নৃশংসতার অভিজ্ঞতা ছিল। এটা ঐশীগ্রন্থ যে একই সাথে ধর্মীয় অনুসন্ধানের ব্যর্থতা ও উত্থান তুলে ধরে তার প্রাথমিক ইঙ্গিত।

এইসব টেক্সটকে শ্রদ্ধা করা হলেও তখনও সেগুলো 'ঐশীগ্রন্থে' পরিণত হয়নি। লোকে পুরোনো রচনা বদলানোর বেলায় স্বাধীন ছিল। সুনির্দিষ্ট পবিত্র গ্রন্থের কোনও বিধান ছিল না। তবে সেগুলো সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। জোসিয়াহর সংস্কারকে উদযাপনকারী ডিউটেরোনমিস্টগণ বিশ্বাস করেছিলেন যে, ইসরায়েল এক নতুন যুগের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ৬২২ সালে মিশরিয় বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। কয়েক বছরের মধ্যেই বাবিলোনিয়া অসিরিয় রাজধানী নিনেভেহ দখল করে নেয়, পরিণত হয় অঞ্চলের প্রধান শক্তিতে। জুদাহর স্বল্পায়ু স্বাধীনতার অবসান ঘটে। কয়েক দশকের জন্যে রাজাগণ মিশর ও বাবিলনের মধ্যে আনুগত্য নিয়ে দোলাচলে ছিলেন। অনেকেই তখনও বিশ্বাস করছিল যে ইয়াহওয়েহ যতদিন মন্দিরে অবস্থান করছেন ততদিন জুদাহ নিরাপদে থাকবে, যদিও জেরেমিয়াহ তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, বাবিলনকে অস্বীকার করার মানে হবে আত্মঘাতী। অবশেষে দুটো ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ৫৮৬ সালে নেবুচাদনেযারের হাতে জেরুজালেম ও এর মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়।

নির্বাসনে রাজকীয় আর্কাইভসে লিপিকারগণ স্ক্রোল নিয়ে উঠে-পড়ে লাগেন। বিপর্যয়কে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার লক্ষ্যে ডিউটেরোনমিস্টগণ ইতিহাসে মানাশেহর ধর্মীয় নীতিমালাকে দায়ী করেন নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করেন।[৫০] কিন্তু মন্দির হারানোর সাথে সাথে গোটা জগৎ খোয়া গেছে যাদের সেইসব পুরোহিতগণ অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আশার কারণ দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন। পণ্ডিতগণ পেন্টাটিউকের এই পুরোহিত গোষ্ঠীকে 'P' আখ্যায়িত করে থাকেন, যদিও আমরা জানি না 'P' কোনও ব্যক্তিবিশেষ নাকি গোটা একটা মতবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'P' প্রাচীন দলিলের উপর নির্ভর করে `J' `E' র বিবরণ নতুন করে লেখেন ও বুকস অভ নাম্বারস ও লেভিটিকাস যোগ করেন–কিছু কিছু লিখিত হয়েছিল বাকিগুলো মৌখিকভাবে প্রচারিত।[৫১] তাঁর উৎসের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'পবিত্রতার বিধান'[৫২]: (সপ্তম শতাব্দীর বিধানের একটি সংকলন) ও 'দ্য টেবারন্যাকল ডক্যুমেন্ট,' সিনাইয়ের বুনো প্রান্তরে ইসরায়েলিদের কাটানো বছরগুলোয় ইয়াহওয়েহর তাঁবুর বিবরণ, 'P'র দর্শনে মূল বিষয় ছিল এটা।[৫৩] 'P'র কিছু কিছু উপাদান প্রকৃতই ঢের প্রাচীন ছিল, কিন্তু তিনি নৈতিক মনোবল খোয়ানো জাতির সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষ্য তৈরি করেছেন।

'P' এক্সোডাসের কাহিনীকে ডিউটেরোনমিস্টদের চেয়ে খুবই ভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন। *সেফার তোরাহ* নয় বরং মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময় ঈশ্বরের অব্যাহত উপস্থিতির প্রতিশ্রুতিই ছিল এর ক্লাইমেক্স। ঈশ্বর ইসরায়েলকে মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছেন কেবল তাদের মাঝে বাস [*সকন*] করবেন বলে।[৫৪] ক্রিয়াপদ *শাকান*-এর অর্থ 'তাঁবুবাসী যাযাবরের জীবন যাপন।' স্থায়ী ভবনে বাস করার বদলে ঈশ্বর তাঁর ভবঘুরে জাতির সাথে 'তাঁবু'ই পছন্দ করেন, কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দি নন তিনি, বরং ওরা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের সাথে যেতে পারেন।[৫৫] 'P'র পুনর্লিখনের পর বুক অভ এক্সোডাস শেষ হয়েছে ট্যাবারন্যাকলের সমাপ্তির ভেতর দিয়ে: ইয়াহওয়েহর 'প্রতাপ' তাঁবুকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে, তাঁর উপস্থিতির মেঘ তাঁকে ঢেকে রেখেছে।[৫৬] 'P' বোঝাতে চেয়েছেন, ঈশ্বর তখনও বাবিলোনিয়ায় তাঁর জাতির নবতর ভবঘুরে সময়েও তাদের সাথে রয়েছেন। জোশুয়ার বিজয়ের ভেতর দিয়ে কাহিনী শেষ করার বদলে 'P' ইসরায়েলিদের প্রতিশ্রুত ভূমির সীমান্তে রেখে দিয়েছেন।[৫৭] একটি নির্দিষ্ট দেশে বাস করার জন্যেই নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করাই ইসরায়েলের জাতি হওয়ার কারণ।

'P'-র পুনর্লিখিত ইতিহাসে নির্বাসন ছিল অনেকগুলো অভিবাসনের সর্বশেষ। আদম ও ইভকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল; আবেলকে হত্যা করার পর কেইন গৃহহীন ভবঘুরের জীবন কাটিয়েছে; টাওয়ার অভ বাবেলে মানব জাতিকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল; আব্রাহাম উর ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; গোত্রসমূহ মিশরে অভিবাসী হয়েছিল; এবং শেষ পর্যন্ত মরুপ্রান্তরে যাযাবরের মতো জীবন কাটিয়েছে। নির্বাসিতদের এই সর্বশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালায় তাদের অবশ্যই এমন একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে যেখানে সেই সত্তা ফিরে আসতে পারবেন। এক বিস্ময়কর উদ্ভাবনে 'P' বোঝাতে চেয়েছেন, যে, গোটা জাতিই মন্দিরের কর্মচারীদের মতো পবিত্রতার বিধি পালন করবে।[৫৮] সবাইকে এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেন স্বর্গীয় সত্তার সেবা করছে। ইসরায়েলকে অবশ্যই ইয়াহওয়েহর মতোই 'পবিত্র' *(কাদ্দোশ)* ও 'ভিন্ন' হতে হবে।[৫৯] তো বিচ্ছিন্নতার নীতির উপর ভিত্তি করে 'P' এক জীবনধারার নকশা করেন। নির্বাসিতদের অবশ্যই বাবিলোনিয় প্রতিবেশিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে হবে, খাবার ও পরিচ্ছন্নতার পৃথক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই–কেবল তাহলেই–ইয়াহওয়েহ তাদের মাঝে বাস করবেন। 'আমি তোমাদের মধ্যে আমার আপন আবাস রাখিব,' ওদের বলেছিলেন ঈশ্বর। 'তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব।'[৬০] বাবিলোনিয়া আরেক ইডেনে পরিণত হতে পারে, যেখানে সন্ধ্যার শীতল হাওয়ায় ঈশ্বর আদমের সাথে হেঁটেছিলেন।

পবিত্রতারও এক জোরাল নৈতিক উপাদান ছিল। ইসরায়েলিদের অবশ্যই অন্য সমস্ত সৃষ্টপ্রাণীর 'ভিন্নতা'-কে সম্মান করতে হবে। সুতরাং কোনও কিছুই এমনকি দেশ পর্যন্ত অধিকার করা যাবে না বা দাসে পরিণত করা চলবে না।[৬১] ইসরায়েলিরা অবশ্যই বিদেশীদের ঘৃণা করতে পারবে না। 'আর কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে, তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না। তোমাদের নিকটে তোমাদের স্বদেশী লোক যেমন, তোমাদের সহপ্রবাসী বিদেশী লোকও তেমনি হইবে; তুমি তাহাকে আপনার মতো প্রেম করিও; কেননা মিশর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে।'[৬২] ডিউটেরোনমিস্টদের বিপরীতে 'P'র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। তাঁর বিচ্ছিন্নতা ও নির্বাসনের বিবরণ অবিরাম সাবেক শত্রুর সাথে সমন্বয়ের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে গেছে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের চেয়ে আর কোথাওই তা এতখানি স্পষ্ট নয়, এখানে 'P' ছয়দিনে ইলোহিম কর্তৃক স্বর্গমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন।

এটা সৃষ্টির কোনও ঐতিহাসিকভাবে সঠিক আক্ষরিক বিবরণ ছিল না। সর্বশেষ সম্পাদকগণ চলমান বাইবেলিয় টেক্সটসমূহকে একত্রিত করার সময় 'P'-র কাহিনীকে ঠিক `J'র সৃষ্টি কাহিনীর পরেই স্থান দিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৬৩] প্রাচীন বিশ্বে নক্ষত্রবিদ্যা বাস্তবভিত্তিক শাখার চেয়ে বরং থেরাপিউটিক বিষয় ছিল। লোকে মৃত্যুশয্যায়, নতুন কোনও প্রকল্পের সূচনায় বা কোনও নতুন বছরের শুরুতে–যখনই তারা কোনওভাবে সমস্ত বস্তুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিকারী স্বর্গীয় শক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন মনে করত– সৃষ্টিপুরাণ আবৃত্তি করত। যেসব নির্বাসিত ভাবত যে ইয়াহওয়েহ বাবিলনের মারদুক দেবতার কাছে অসম্মানজনকভাবে পরাজয় বরণ করেছিলেন তাদের কাছে 'P'র কাহিনী সান্ত্বনাদায়ক হতে পারত। মারদুকের বিপরীতে–যার পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনী প্রতি বছর নববর্ষে বার্ষিকভাবে ইসাগিলার যিশুরাতে দর্শনীয়ভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হতো–ইয়াহওয়েহকে সুশৃঙ্খল নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টির জন্যে অন্য দেবতাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়নি; মহাসাগর মারদুকের সাথে যুদ্ধে করুণ পরিণতি লাভকারী তিয়ামাতের মতো কোনও ভীতিকর সাগর দেবতা ছিলেন না, বরং তা ছিল মহাবিশ্বের কাঁচামাল; সূর্য, চাঁদ ও তারামণ্ডলী দেবতা নয়, বরং তুচ্ছ সৃষ্টি ও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত। ইয়াহওয়েহর বিজয়কে পুনরাবৃত্ত করার প্রয়োজন ছিল না; তিনি ছয় দিনে কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন।[৬৪]

এটা অবশ্য এমন কোনও উচ্চমার্গীয় যুক্তি ছিল না; কোনও পরিহাস নেই, নেই কোনও আগ্রাসন। প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যে দেবতারা লাগাতার সহিংস ভীতিকর যুদ্ধের পর সাধারণত জগৎ সৃষ্টি করতেন। প্রকৃতপক্ষে ইসরায়েলিরা সময়ের সূচনায় ইয়াহওয়েহর সাগর দানবদের হত্যা করার কাহিনী ধারণ করে।[৬৫] কিন্তু 'P'র সৃষ্টি পুরাণ অহিংস। ঈশ্বর কেবল নির্দেশ উচ্চারণ করেছেন আর আমাদের মহাবিশ্বের একের পর এক উপাদান অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রতিদিনের শেষে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছুই *তোভ*, ভালো বলে আশীর্বাদ করেছেন। শেষ দিনে ইয়াহওয়েহ নিশ্চিত করলেন যে সমস্ত কিছুই 'দারুণ ভালো,' তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আশীর্বাদ করেন[৬৬]; ধরে নেওয়া যায় বাবিলোনিয়দেরও। সবারই ইয়াহওয়েহর মতো আচরণ করা উচিত: সাব্বাথে শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে হবে, ঈশ্বরের জগতের সেবা করতে হবে ও তাঁর প্রতিটি তুচ্ছ সৃষ্টিকে আশীর্বাদ করতে হবে।

কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাবিলোনিয়ায় ধর্মপ্রচারকারী আরেক জন পয়গম্বর আরও আক্রমণাত্মক ধর্মতত্ত্বের প্রচার করেন; তিনি বিদেশী জাতি *গোয়িম*দের শেকলাবদ্ধ অবস্থায় ইসরায়েলের পেছনে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হতে দেখার তর সইতে পারেননি। আমরা তাঁর নাম জানি না। কিন্তু তাঁর অরাকলস ইসায়াহর স্ক্রোলে সংরক্ষিত হয়েছে বলে তিনি সাধারণত দ্বিতীয় ইসায়াহ নামে পরিচিত। নির্বাসনের তখন অবসান হতে চলেছে। ৫৩৯ সালে পারসিয়ার রাজা সাইরাস বাবিলোনিয়দের পরাস্ত করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতিতে পরিণত হন। সকল দেশান্তরীকে প্রত্যাবসনে পাঠানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে দ্বিতীয় ইসায়াহ তাঁকে ইয়াহওয়েহর *মেশায়াহ, তাঁর* মনোনীত রাজা[৬৭] ডাকতেন। ইসরায়েলের স্বার্থে ইয়াহওয়েহ সাইরাসকে তাঁর উপায় হিসাবে তলব করেছেন এবং অঞ্চলের ক্ষমতায় বিপ্লব সাধন করেছেন। আর কোনও দেবতা কি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন? না, *গোয়িমদের* দেবতাদের উদ্দেশে ভর্ৎসনার সাথে ঘোষণা করলেন ইয়াহওয়েহ, 'দেখ, তোমরা অবস্তু ও তোমাদের কার্য্য অকিঞ্চন।'[৬৮] তিনি *একমাত্র* ঈশ্বরে পরিণত হলেন। 'আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াহওয়েহ,' সগর্বে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। 'আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই।'[৬৯] এটাই হিব্রু বাইবেলে পরিণত হতে চলা গ্রন্থের প্রথম দ্ব্যর্থহীন একেশ্বরবাদী বিবৃতি। কিন্তু এর বিজয়বাদ ধর্মের অধিকতর মারমুখী বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় ইসায়াহ এক পৌরাণিক ট্র্যাডিশনের উপর নির্ভর করেছেন, যার সাথে পেন্টাটিউকের সামান্যই সম্পর্ক ছিল। তিনি আদিম শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ইয়াহওয়েহর সাগর দানো হত্যার প্রাচীন কাহিনীকে নতুন করে জীবিত করে তোলেন, ঘোষণা করেন, ইয়াহওয়েহ ইসরায়েলের ঐতিহাসিক শত্রুদের পরাস্ত করে আবার সেই মহাজাগতিক বিজয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছেন।[৭০] তিনি অবশ্য গোটা নির্বাসিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাননি। চারটি 'দাসগীত' ইসায়াহর অতিরঞ্জিত ভবিষ্যদ্বাণীকে বিরতি দিয়েছে।[৭১] এই গানগুলোতে ইয়াহওয়েহর দাস বলে পরিচয় দানকারী এক রহস্যময় চরিত্র সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব লাভ করেছেন—তবে সেটা হতে হবে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে। তিনি নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভোগান্তি মানুষকে মুক্তি দেবে। *গোয়িমদের* অধীনে নিয়ে আসার কোনও ইচ্ছা এই দাসের ছিল না, বরং তিনি 'জাতিসমূহের আলোকবর্তিকায়' পরিণত হবেন ও পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ঈশ্বরের মুক্তিকে পৌঁছে যেতে সক্ষম করে তুলবেন।[৭২]

সাইরাস তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন। ৫৩৯ সালের শেষের দিকে তাঁর অভিষেকের অল্প কয়েক মাস পরে, নির্বাসিতদের ছোট একটা দল জেরুজালেমের পথে নামে। বেশির ভাগ ইসরায়েলিই বাবিলনে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখানে তারা হিব্রু ঐশীগ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। প্রত্যাবর্তনকারীরা সাথে করে নয়টি স্ক্রোল নিয়ে এসেছিল যাতে সৃষ্টির কাল থেকে দেশান্তরের মুহূর্ত পর্যন্ত ইতিহাসের বিবরণ ছিল: জেনেসিস, এক্সোডাস, নাম্বারস, ডিউটেরোনমি, জোশুয়া, জাজেস, সামুয়েল এবং কিংস; প্রফেটস-এর *(নেভিইন)* অরাকলসের সংকলন ও একটা হাইম পুস্তকও নিয়ে আসে তারা যেখানে বাবিলনে রচিত নতুন শ্লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি এটা, কিন্তু নির্বাসিতরা হিব্রু বাইবেলের কঙ্কাল পেয়েছিল তাদের হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাবসিতদের গোষ্ঠী গোলাহ ধরে নিয়েছিল যে ওদের পরিমার্জিত ধর্ম ইয়াহওয়েহবাদের একমাত্র সত্যি রূপ। কিন্তু যেসব ইসরায়েলিকে বাবিলোনিয়ায় দেশান্তরী করা হয়নি, তাদের বেশিরভাগই সাবেক উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের এলাকায় বাস করছিল। এদের সাথে একমত হতে পারেনি তারা। তারা এই বর্জনবাদী প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে। একটা নতুন মন্দির, বলা চলে মাঝারি মানের একটা উপাসনাগৃহের নির্মাণ কাজ অবশেষে বিসিই ৫২০ সালে শেষ হয়, ইয়াহওয়েহবাদকে তা আরও একবার মন্দিরের ধর্মে পরিণত করে। কিন্তু আরেকটা আধ্যাত্মিকতার সূচনা হয় খুবই ধীরে ধীরে, এর পাশাপাশি বিকাশ লাভ করবে বলে। বাবিলোনিয়ায় রয়ে যাওয়া ইসরায়েলিদের সহযোগিতায় গোলাহরা বিভিন্ন উৎসের টেক্সটসমূহকে একক ঐশীগ্রন্থে রূপ দেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ঐশীগ্রন্থ

যায়ন পাহাড়ের চূড়ায় ইসরায়েলিরা মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করার পর ধরেই নিয়েছিল জীবন বুঝি আগের মতোই চলতে থাকবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে তারা। অনেকেই নতুন মন্দির নিয়ে হতাশ বোধ করে, সলোমনের কিংবদন্তীর জাঁকাল মন্দিরের ধারে-কাছেও যায়নি সেটা। নির্বাসিতদের বাবিলোনিয়ায় অবস্থানের সময় জুদাহয় বসতি স্থাপনকারী গোলাহরা বিদেশীদের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে। বাবিলোনিয়দের হাতে দেশান্তরী না হওয়া ইসরায়েলির কাছে এরা তেমন একটা উষ্ণ সংবর্ধনা পায়নি। পুরোহিতরা অলস ও স্থবির হয়ে পড়েছিলেন, নৈতিক কোনও নেতৃত্বই[১] দিতে পারছিলেন না তাঁরা। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিসিই ৩৯৮ সাল নাগাদ পারসিয় রাজা ইহুদি বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এযরাকে দেশের আইন হিসাবে মোজেসের *তোরাহ*কে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা দিয়ে জেরুজালেমে প্রেরণ করেন।[২] এযরা এপর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন শিক্ষাকে পরম মূল্য প্রদান করবেন যাতে তা *তোরাহ*য় পরিণত হয়।

পারসিয়রা সমস্ত প্রজা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সাথে খাপ খাচ্ছে, নিশ্চিত করার জন্যে তাদের আইনী ব্যবস্থা পরীক্ষানিরীক্ষা করছিল। তোরাহর বিশেষজ্ঞ এযরা সম্ভবত মোজেসিয় আইন ও পারসিয় জুরিসপ্রুডেন্সের ভেতর একটা সন্তোষজনক সাময়িক ঐক্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। জেরুজালেমে পৌঁছানোর পর তিনি যা আবিষ্কার করেন তাতে রীতিমতো ভীত হয়ে উঠেছিলেন। লোকে 'P'র বিধানমতো *গোয়িম*দের সাথে পবিত্র বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখছে না, কেউ কেউ এমনকি বিদেশীদের স্ত্রী হিসাবেও গ্রহণ করেছে। জেরুজালেমবাসীরা সারা দিন প্রবল ভীতির সাথে রাজার প্রতিনিধিকে পরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক ছিঁড়ে সাধারণের রাস্তায় গভীর শোকের ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখল। গোটা গোলাহ সম্প্রদায়কে এক সভায় তলব করলেন এযরা। কেউ যোগ দিতে অস্বীকার গেলে তাকে সমাজচ্যুত করার পাশাপাশি তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দেওয়া হলো।

নববর্ষের দিনে ওয়াটার গেইটের সামনের চত্বরে তোরাহ হাতে উপস্থিত হলেন এযরা। উঁচু কাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় টেক্সট পাঠ করলেন তিনি, 'তরজমা করে অর্থ যোগ করলেন যাতে তিনি কী পড়ছেন লোকে সেটা বুঝতে পারে', এই সময় ভীড়ের মাঝে তোরাহর হাফেজ লেডাইরা নির্দেশনার সম্পূরক ব্যাখ্যা যোগাল।[৪] এই উপলক্ষ্যে কোনও আইন ঘোষিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই, তবে সেগুলো যাই হয়ে থাক, লোকে স্পষ্টতই তার কথা এর আগে কখনও শোনেনি। এইসব অজানা চাহিদা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তারা। 'কাঁদবে না!' জোরের সাথে বলেন এযরা। ওরা 'এখন ওদের কাছে কী ঘোষণা করা হয়েছে বুঝতে পেরেছে।' সেটা ছিল উৎসবের ঋতু শুকোসের মৌসুম। এযরা ইসারায়েলিদের প্রত্যর্পণের বুনো প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পবিত্র এই মাসে বিশেষ 'বুদে' *(সুক্কোথ)* অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে লোকজন জলপাই, সুগন্ধি, পাইন আর তালের শাখা যোগাড় করার জন্যে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। সারা শহরে পাতাময় কুঁড়ে আবির্ভূত হলো। উৎসব মুখর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তখন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লোকজন এযরার ভাষণ শোনার জন্যে সমবেত হতে শুরু করেছিল।

পবিত্র টেক্সটের উপর ভিত্তি করে এক আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন এযরা। তোরাহকে অন্যান্য রচনার চেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম বারের মতো একে 'মোজেসের আইন' বলে অভিহিত করা হচ্ছিল। তবে আর পাঁচটা টেক্সটের মতো পাঠ করা হলে তোরাহকে চাহিদা সম্পন্ন ও বিচ্ছিন্নকারী মনে হতে পারত। একে অবশ্যই সাধারণ দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা আচারের প্রেক্ষিতে শুনতে হবে যা শ্রোতাকে এক ভিন্ন মানসিক অবস্থায় স্থাপন করে। সাধারণ লোক একে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করেছিল বলেই তোরাহ 'পবিত্র ঐশীগ্রন্থে' পরিণত হচ্ছিল।

সম্ভবত এই তোরাহ ঐশীগ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলেন এযরা স্বয়ং। তিনি যাজক ছিলেন, 'মোজেসের তোরাহর একজন পরিশ্রমী লিপিকার,' এবং ঐতিহ্যের ধারক।[৭] তবে তিনি আবার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ধর্মীয় কর্মকর্তা ছিলেন: এমন একজন পণ্ডিত যিনি 'ইয়াহওয়েহর তোরাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলুক সন্ধানে *(লি-দ্রোশ)* নিজের প্রাণ নিয়োজিত করেছেন ও ইসরায়েলে আইন ও বিধিসমূহ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।[৮] তিনি সাধারণ উৎসবের উপকথার বাইরে একটা কিছু তুলে ধরছিলেন। বাইবেলিয় রচয়িতারা আমাদের একথা বলতে চাইছেন যে, 'ইয়াহওয়েহর হাত তাঁর উপর স্থাপিত ছিল'– ঐতিহ্যগতভাবে পয়গম্বরদের উপর অবতীর্ণ অনুপ্রেরণার ভার বোঝাতে ব্যবহৃত বাগধারা।[৯] নির্বাসনের আগে যাজকগণ ইয়াহওয়েহর সাথে 'পরামর্শ' *(লি-দ্রোশ)* করার ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলেন। উরিম ও তুম্মিম নামে পরিচিত পবিত্র বস্তু তীর ছুঁড়ে এই কাজ করতেন তারা।[১০] কিন্তু নতুন পয়গম্বর গণক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পণ্ডিত যিনি ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা করবেন। *মিদ্রাশের* (ব্যাখ্যাকরণ) চর্চা সব সময়ই প্রত্যাশিত তদন্তের ক্ষেত্রে টিকে থাকবে।[১১] তোরাহ পাঠ কোনও শিক্ষামূলক অনুশীলন নয়, বরং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান।

কিন্তু তারপরেও এযরার পাঠ বহিষ্কার ও সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করার হুমকির মাধ্যমে নিপূণ হয়ে উঠেছিল। মন্দিরের সামনের চত্বরে আরও ভাবগম্ভীর সমাবেশের মাধ্যমে এটা অব্যাহত ছিল, যেখানে লোকে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকত; এই সময় মৌসুমি শীতের বৃষ্টি গোটা শহরকে উৎফুল্ল করে তুলত, তারা এযরার মুখে বিদেশী স্ত্রীদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ শুনেছিল।[১২] ইসরায়েলের সদস্যপদ এখন গোলাহ ও নিজেদের যারা জুদাহর সরকারী বিধান তোরাহয় সমর্পণ করেছে তাদের ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ঐশীগ্রন্থের প্রতি বাড়তি উন্মাদনায় বর্জনবাদী বিভক্তিমূলক ও সম্ভাব্য নিষ্ঠুর অর্থডক্সির বিকাশ ঘটানোর সম্ভাবনা রয়ে যায়।

এযরার পাঠ ধ্রুপদী ইহুদিবাদের সূচনা নির্দেশ করে– এমন এক ধর্ম যা কেবল প্রত্যাদেশ গ্রহণ ও তা সংরক্ষণ নয়, বরং অবিরাম ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত। এযরার পাঠ করা আইন স্পষ্টতই সাধারণ জনগণের অজানা ছিল। প্রথমবারের মতো শুনে ভয়ে কাঁদছিল তারা। টেক্সট প্রচার করার সময় ব্যাখ্যাকারী সুদূর অতীতে মোজেসের কাছে তুলে ধরা মূল তোরাহ নতুন করে তুলে ধরছিলেন না, বরং নতুন ও অপ্রত্যাশিত কিছু সৃষ্টি করছিলেন। বাইবেলিয় রচয়িতাগণ একইভাবে কাজ করেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া টেক্সটের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছেন তাঁরা। প্রত্যাদেশ কেবল একবার চিরকালের জন্যে হয়নি, বরং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, কখনও শেষ হবার নয় এবং নতুন শিক্ষা সব সময়ই আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই সময় নাগাদ ঐশীগ্রন্থের দুটি প্রতিষ্ঠিত ধরণ সৃষ্টি হয়েছিল: তোরাহ ও প্রফেটস *(নেভিন)*। কিন্তু নির্বাসনের পরবর্তী সময় আরেক ধরনের টেক্সট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থাপিত হয়, যা *কেসুভিম* বা 'লিপি' নামে পরিচিত হয়ে উঠবে, অনেক সময় একে স্রেফ প্রাচীন গ্রন্থ হিসাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এভাবে প্রিস্টলি রচয়িতাদের লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ ক্রনিকলস আবিশ্যিকভাবে সামুয়েল ও কিংস-এর ইতিহাসের ডিউটেরোনমিয় ধারাভাষ্য। এই দুটি গ্রন্থ গ্রিকে রূপান্তরিত করার সময় এদের নাম দেওয়া হয়েছিল *পারালিপোমেনা*: 'যেসব বিষয় বাদ পড়েছিল।'[১৪] লেখকগণ বিভিন্ন লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আগের বিবরণীতে তাদের মতে ঘাটতি মনে হওয়া বিষয়সমূহ লিখে রাখছিলেন। তাঁরা 'J'র সমন্বয়ের আদর্শের পক্ষে ছিলেন ও নির্বাসনে যায়নি ও এখন যারা উত্তরের অধিবাসী, এমন ইসরায়েলিদের সাথে সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সুতরাং উত্তরের রাজ্যের বিরুদ্ধে ডিউটেরোনমিস্টদের কর্কশ যুক্তি বাদ দিয়ে গেছেন তাঁরা।

রচনার একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আইন বা প্রফেটসের চেয়ে ভিন্ন একটি গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত ছিল। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে শিক্ষক বা পরামর্শক হিসাবে দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ গোটা বাস্তব জগতকে অন্তস্থ স্বর্গীয় নীতিমালার মাধ্যমে গঠিত বলে ধারণা করতে চাইতেন। হিব্রু সাধুরা একে বলতেন *হোখমাহ*–'প্রজ্ঞা'–সমস্ত কিছু–প্রাকৃতিক আইন, সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা–এই স্বর্গীয় নীল নকশার অধীন, কোনও মানুষের পক্ষেই কোনও দিন এর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রজ্ঞার ধ্যানে নিয়োজিত সাধুরা বিশ্বাস করতেন যে, মাঝে মাঝে তাঁরা এর একটা আভাস লাভ করেন। কেউ কেউ এমন সূক্ষ্ম বিষয়ে তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে এমনি বাগধারায় প্রকাশ করেছেন: 'রাজা ন্যায়বিচার দ্বারা দেশ সুস্থির করেন; কিন্তু উৎকোচপ্রিয় তাহা লণ্ডভণ্ড করে।' বা 'যে ব্যক্তি আপন প্রতিবাসীর প্রতি তোষামোদ করে, সে তাহার পায়ের নিচে জাল পাতে।'[১৫] 'প্রজ্ঞা' ট্র্যাডিশনের সাথে মোজেস বা সিনাইয়ের তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না, বরং এর সাথে সম্পর্ক ছিল রাজা সলোমনের, যাঁর প্রখর মেধাবী হিসাবে সুনাম ছিল[১৬] এবং *কেসুভিমের* তিনটি উপাদানকে তাঁর উপর আরোপ করা হতো: প্রোভার্বস, এক্লেসিয়াস্তেস ও সং অভ সংস। প্রোভার্বস ছিল উপরের উল্লেখিত দুটির মতো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কিত উপমার সংকলন। এক্লেসিয়াস্তেস, দারুণভাবে সিনিকাল ধ্যান, সমস্ত বিষয়কে 'অহম' হিসাবে বিবেচনা করে সম্পূর্ণ তোরাহ ঐতিহ্যকে যেন খাট করতে চেয়েছে বলে মনে হয়, অন্যদিকে সং অভ সংস আপাত আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু ধারণ করা আদিরসাত্মক কাব্য।

অন্যান্য প্রজ্ঞা রচনা এক ন্যায়বিচারক ঈশ্বরের শাসনাধীন বিশ্বে নিরীহ লোকদের সমাধানের অতীত ভোগান্তির সমস্যা অনুসন্ধান করেছে। বুক অভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জব প্রাচীন লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। ঈশ্বর স্বর্গীয় সভার প্রধান কৌশুলী শয়তানকে একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত সব দুর্যোগ দিয়ে আক্রান্ত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। জব সুস্পষ্টভাবে শাস্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বন্ধুদের সব ধরনের প্রচলিত ব্যাখ্যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াহওয়েহ জবের ডাকে সাড়া দেন, এক্সোডাসের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে নয়, বরং সৃষ্টিকে পরিচালনাকারী অন্তস্থ নীলনকশা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করার মাধ্যমে। জব কি যেখানে বরফ রাখা হয় সেখানে যেতে পারবেন, প্লেইয়াদেসের লাগাম বাঁধতে পারবেন, বা মানুষের সেবা করার জন্যে বুনো ষাঁড় চিৎকার করছে কেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন? জব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে তিনি এই স্বর্গীয় প্রজ্ঞা উপলব্ধি করতে অক্ষম। 'এ কে যে জ্ঞান বীনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে? সত্য, আমি তাহাই বলিয়াছি, যাহা বুঝি নাই, যাহা আমার পক্ষে অদ্ভুত, আমার অজ্ঞাত।'[১৭] তোরাহ পাঠ করে নয় বস্তু জগতের বিস্ময় নিয়ে ধ্যান করে প্রজ্ঞার অধিকারী হন সাধু।

বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ কিছু কিছু প্রজ্ঞা রচয়িতা তোরাহর কাছাকাছি আসতে শুরু করেন। জেরুজালেমবাসী একজন ধর্মপ্রাণ সাধু বেন সিরাহ প্রজ্ঞাকে আর বিমূর্ত নীতি বলে মানতে পারছিলেন না, তিনি একে নারী চরিত্র ও অন্যান্য উপদেষ্টার মতোই একজন মনে করেছিলেন।[১৮] তিনিই সেই বাণী যার মাধ্যমে ঈশ্বর সমস্ত কিছুকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় আত্মা *(রুয়াচ)*, সৃজনশীল প্রতিভা চলার সময় আদিম সাগরের উপর ভেসে বেড়িয়েছেন। ঈশ্বরের বাণী ও নীল নকশা হিসাবে স্বর্গীয় হলেও তিনি প্রভু থেকে ভিন্ন, পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে ইসরায়েল জাতির সাথে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিয়েছেন, সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তাদের সঙ্গ দিয়েছেন তিনি। বুনো প্রান্তরে ওদের পথ দেখানো মেঘের স্তম্ভ ছিলেন তিনি, ছিলেন মন্দিরের বিভিন্ন আচারে; স্বর্গীয় শৃঙ্খলা প্রকাশকারী আরেকটি প্রতীক। তবে সবার উপরে প্রজ্ঞা ছিলেন *সেফার তোরাহর* হুবহু প্রতিরূপ, 'মোজেস আমাদের উপর যে বিধান আরোপ করেছেন।'[১৯] তোরাহ আর স্রেফ একটা আইনি বিধান রইল না, সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় শুভের প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা।

মোটামুটি একই সময়ে রচনায় নিয়োজিত আরেকজন লেখক প্রায় একইভাবে প্রজ্ঞাকে ব্যক্তিরূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও তাঁকে ঈশ্বরের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। 'ইয়াহওয়েহর নিজ পথের প্রারম্ভে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কর্ম্মসকলের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববিধি,' ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রজ্ঞা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর পাশে ছিলেন তিনি–'তাঁহার কাছে কার্য্যকরী' ছিলেন–তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করছিলেন যখন, 'আমি দিন দিন আনন্দময় ছিলাম, তাহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম, মনুষ্যসন্তানগণে আমার আনন্দ হইত।'[২০] এক নতুন ধরনের আলোক ও জাঁক প্রবেশ করে ইয়াহওয়েহর মাঝে। তোরাহ পাঠ এমন সব আবেগ ও কামনা জাগিয়ে তুলতে শুরু করেছিল যা প্রায় যৌনাবেদনময়ী। প্রজ্ঞা সাধুদের প্রেমিকের মতো আহ্বান করছেন এমনভাবে বর্ণনা করেছেন বেন সিরাহ: 'আমার কাছে এসো, আমাকে কামনা করো, আমার ফলের স্বাদ প্রাণ ভরে গ্রহণ করো। কারণ আমার স্মৃতি মধুর চেয়েও মিষ্টি, আমাকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া মৌচাকেরও চেয়েও মিষ্টি।'[২১] প্রজ্ঞার অনুসন্ধানের কোনও শেষ নেই। 'আমাকে যারা আহ্বান করে তারা আরও পেতে চায়, আমাকে যারা পান করবে তারা আরও তৃষ্ণার্ত হবে।'[২২] বেন সিরাহ'র হাইমের সুর ও ইমেজারিগুলো সং অভ সংসের অনেক কাছাকাছি, এ থেকে হয়তো ব্যাখ্যা মিলতে পারে কেন এই প্রেমসঙ্গীত শেষ পর্যন্ত রচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এটা যেন *সেফার* পণ্ডিতের গীতিময় আবেগপ্রবণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরে যিনি তোরাহ পাঠ করার সময় এক ধরনের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, 'সাগরের চেয়েও বিস্তৃত,' যার নকশা, 'মহাগহ্বরের চেয়েও গভীর।'[২৩]

বেন সিরাহ *সেফার* পণ্ডিত ঐশীগ্রন্থের সকল ধরনে অবগাহন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন: তোরাহ, প্রফেটস ও লিপি। আইভরি টাওয়ারে অবস্থান করে বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি তিনি, বরং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে প্রার্থনায় ভরপুর: 'ভোরে সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে তিনি তাঁকে সৃষ্টিকারী প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন,' এবং তার ফলে প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির এক ধারা গ্রহণ করেন[২৪] যা তাঁকে পরিবর্তিত করে এই বিশ্বে শুভের পক্ষের শক্তিতে পরিণত করে।[২৫] খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বাগধারায় বেন সিরাহ দাবি করেছেন যে, সাধুর শিক্ষা 'ভবিষ্যদ্বাণীর মতো, সকল আগামী প্রজন্মের উত্তরাধিকার।'[২৬] পণ্ডিত কেবল পয়গম্বরদের সম্পর্কে জানছেন না, ব্যাখ্যা তাকেও পয়গম্বরে পরিণত করেছে।

বুক অভ দানিয়েলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে এসেছে। বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্যালেস্তাইনে এক রাজনৈতিক সংকট কালে লিখিত হয়েছিল এটা।[২৭] এ সময় বিসিই ৩৩৩ সালে পারসিয়ার সাম্রাজ্য বিজয়ী মহান আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারীদের হাতে প্রতিষ্ঠিত গ্রিক সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়েছিল জুদাহ। গ্রিকরা হেলেনিজিম নামে পরিচিত অ্যাথেনিয় ধ্রুপদী সংস্কৃতির কিছুটা শিথিল ধরন নিয়ে নিকট প্রাচ্যে এসেছিল। কিছু কিছু ইহুদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিক আদর্শে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিসিই ১৬৭ সালের পর অধিকতর রক্ষণশীল ইহুদিদের মাঝে হেলেনিজম বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে; এই সময় মেসেপোটেমিয়া ও প্যালেস্তাইনের সেলুসিয় সাম্রাজ্যের শাসক আন্তিওকাস এপিফেনেস জেরুজালেম মন্দির লঙ্ঘন করে সেখানে হেলেনিস্টিক কাল্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই শাসকের বিরোধিকতাকারী ইহুদিদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। জুদাস ম্যাকাবিয়াস ও তাঁর পরিবার ইহুদি প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেন; ১৬৪ সালে টেম্পল মাউন্ট থেকে গ্রিকদের উৎখাত করতে সক্ষম হন তারা, কিন্তু ১৪৩ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে; এই পর্যায়ে ম্যাকাবিরা সেলুসিয় শাসন ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জুদাহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, বিসিই ৬৩ সাল পর্যন্ত তাদের হাসমোনিয় রাজবংশের হাতে দেশটি শাসিত হয়েছিল।

ম্যাকাবিয় যুদ্ধের সময় বুক অভ দানিয়েল রচিত হয়। নির্বাসনকালের পটভূমিতে সাজানো ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেহারা পেয়েছে এটা। বাস্তবে দানিয়েল ছিলেন অধিকতর গুণবান নির্বাসিতদের অন্যতম,[২৮] কিন্তু এই কাল্পনিক কাহিনীতে তিনি নেবুচাদনেযার ও দারিয়াসের দরবারের সরকারী পয়গম্বর। আন্তিওকাসের অপবিত্রকরণের আগে রচিত প্রথম দিকের অধ্যায়ে দানিয়েলকে আর দশজন মধ্যপ্রাচ্যীয় দরবারের সাধু হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে[২৯]: 'সমস্ত দর্শন ও স্বপ্নকথায় বুদ্ধিমান।'[৩০] তবে আন্তিওকাসের মন্দির ধ্বংসের পর ম্যাকাবিদের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে রচিত পরবর্তী অধ্যায়ে দানিয়েল একজন অনুপ্রাণিত ব্যাখ্যাকারে পরিণত হন, যার ঐশীগ্রন্থের পাঠ তাঁকে পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টিতে পুষ্ট করেছে।

অনেকগুলো বিভ্রান্তিকর দিব্যদৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেন দানিয়েল। পর পর চারটি ভীত সাম্রাজ্য (অবিশ্বাস্য পশু রূপে তুলে ধরা হয়েছে) দেখেন তিনি, একটি অন্যটির চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর। চতুর্থটি–সেলুসিয়দের পরিষ্কার উল্লেখ– অবশ্য নষ্টামীর সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর শাসক 'পরম প্রভুর বিরুদ্ধে কথা বলবেন, পরম প্রভুর সাধুদের হয়রানি করবেন।'[৩১] দানিয়েল মন্দিরে আন্তিওকাসের হেলেনিস্টিক কাল্টের 'প্রলয়ঙ্করী ঘৃণা'র আভাস পেয়েছিলেন।[৩২] তবে আশার একটা ঝলকও ছিল। দানিয়েল 'স্বর্গীয় মেঘের উপর' ম্যাকাবিকে বোঝানো অবয়ব 'মনুষ্যপুত্রের মতো কারও আগমন'ও দেখেছিলেন, যিনি রহস্যজনকভাবে মানুষ হলেও কোনওভাবে মানুষেরও চেয়েও বেশি কিছু। ঈশ্বরের সত্তায় প্রবেশ করলেন ত্রাণকর্তা, যিনি তাঁর উপর 'কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব'[৩৩] অর্পণ করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠবে, যেমনটা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখতে পাব। তবে এখন আমাদের বিবেচনার বিষয় দানিয়েলের অনুপ্রাণিত ব্যাখ্যাসমূহ।

দানিয়েল আরও কিছু দিব্যদৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যেগুলো তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। আলোকনের জন্যে ঐশীগ্রন্থের শরণাপন্ন হন তিনি এবং বিশেষ করে 'জেরুজালেমের লাগাতার ধ্বংসের অবসান ঘটার আগে জেরেমিয়াহর অনুমিত কাল যেমন সত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৩৪] দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক স্পষ্টই টেক্সটের মূল অর্থ নিয়ে মোটেই ভাবিত ছিলেন না। জেরেমিয়াহ অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যায় বাবিলোনিয় নির্বাসনের মেয়াদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ম্যাকাবিয় যুদ্ধের পরিণাম জানতে অধীর অপেক্ষায় থাকা ইহুদিদের পক্ষে স্বস্তি বয়ে আনবে এমনভাবে প্রাচীন অরাকলের সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যের সন্ধান করছিলেন। এটা ইহুদি ব্যাখ্যাকরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। ঐতিহাসিক অর্থ উন্মোচনের লক্ষ্যে অতীতে দৃষ্টি ফেরানোর বদলে তরজমাকারী টেক্সটকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে খাপ খাওয়াতে বাধ্য করেছেন। জেরেমিয়াহয় সুপ্ত অর্থ খুঁজে বের করতে নিজেকে এক কঠিন নিগূঢ় কর্মসূচির ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য করলেন দানিয়েল: 'পরে আমি উপবাস, চট পরিধান ও প্রার্থনার ও বিনতির চেষ্টায় প্রভু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম।'[৩৫] অন্য এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 'সেই বার তিন সপ্তাহযাবৎ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিলাম না, মাংস কি দ্রাক্ষারস আমার মুখে প্রবেশ করিল না, এবং আমি তৈল মর্দ্দন করিলাম না।'[৩৬]

এইসব আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফলে এক স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার গ্রহীতায় পরিণত হন তিনি। প্রত্যাদেশের দেবদূত গাব্রিয়েল উড়ে আসেন তাঁর কাছে এবং সঙ্কটকালের এক নতুন অর্থ আবিষ্কারে সক্ষম করে তোলেন।

তোরাহ পাঠ এক পয়গম্বরসুলভ বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছিল। ব্যাখ্যাকারী এখন নিজেকে পরিশুদ্ধ করণের আচার পালনের ভেতর দিয়ে এইসব প্রাচীন টেক্সটের শরণাপন্ন হতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যেন কোনও পবিত্র স্থানে পা রাখতে যাচ্ছেন তিনি, নতুন অন্তর্দৃষ্টি দানকারী এক নতুন বিকল্প মানসিক অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক পরিকল্পিতভাবেই দানিয়েলের আলোকনকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে ইসায়াহ ও ইযেকিয়েলের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায়।[৩৭] কিন্তু ইসায়াহ যেখানে মন্দিরে পয়গম্বরসুলভ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, সেখানে দানিয়েল সেটা পেয়েছিলেন পবিত্র টেক্সটে। তাঁকে ইযেকিয়েলের মতো পুস্তক খেতে হয়নি, বরং ঐশীগ্রন্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দাবলীর সাথে বাস করেছেন, সেগুলোকে আত্মস্থ করেছেন এবং নিজেকে পরিবর্তিত অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন– 'পরীক্ষাসিদ্ধ, পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত'।[৩৮] সবশেষে দ্বিতীয় শতাব্দীর এই লেখক জেরেমিয়াহর বাণীতে সম্পূর্ণ নতুন এক বার্তা আবিষ্কার করার ভেতর দিয়ে দানিয়েলকে দিয়ে ম্যাকাবিয় যুদ্ধের পরিণতির পূর্বাভাস দিয়েছেন। হেঁয়ালিময়, ধাঁধাসুলভ কথায় গাব্রিয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'সত্তর সপ্তাহ' বা 'সত্তর বছর' যাই লাগুক না কেন, ম্যাকাবি বিজয় লাভ করবেনই। টেক্সট পরিস্থিতির প্রতি প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দিয়ে এর পবিত্রতা ও স্বর্গীয় রূপের প্রমাণ করেছে যেটা মুল লেখক আঁচ করতে পারেননি।[৩৯]

দুঃখজনকভাবে হাসমোনিয় রাজবংশ ম্যাকাবিয় যুদ্ধকে এক বিরাট হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা হিসাবে আবিষ্কার করে। রাজারা ছিলেন নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিবাজ, তারা ডেভিডের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। অধিকতর ধার্মিক ইহুদিদের শঙ্কিত করে পুরোহিত বংশের লোক না হয়েও তাঁরা প্রধান পুরোহিতের কার্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেন। এমনি অপবিত্রতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক কল্পনা নিজেকে ভবিষ্যতে স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এক ধরনের প্রলয়বাদী ধার্মিকতার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন টেক্সটে ইহুদিরা পরকালতাত্ত্বিক দর্শন তুলে ধরে যেখানে ঈশ্বর জোরালভাবে মানবীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, চলমান দূষিত শাসকগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে ন্যায় বিচার ও পবিত্রতার যুগের সূচনা ঘটান। সমাধানের প্রয়াস পাওয়ার সময় জুদাহর জনগণ অসংখ্য উপদলে ভাগ হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকেই নিজেকে প্রকৃত ইসরায়েল দাবি করেছে।[৪০] তবে এটা ছিল অসাধারণ সৃজনশীল একটা সময়। বাইবেলের অনুশাসন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তখনও কোনও কর্তৃত্বপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ ছিল না, কোনও অর্থডক্সিও না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর খুব অল্পসংখ্যকই আইনের প্রচলিত পাঠ ও প্রফেটস অন্ধ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক মনে করেছে। কোনও কোনওটা এমনকি সম্পূর্ণ নতুন ঐশীগ্রন্থ রচনায় স্বাধীন মনে করেছে। বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির কালের বৈচিত্র্য ১৯৪২ সালে কামরান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হলে উন্মোচিত হয়।

কামরান এই সময়ের প্রতিমাবিরোধী চেতনা তুলে ধরেছে। উগ্রপন্থীরা জেরুজালেম থেকে মৃত সাগরের উপকূলে প্রত্যাহৃত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে তারা মঠচারি বিচ্ছিন্নতায় বাস করছিল। আইন ও প্রফেটসকে তারা শ্রদ্ধা করত, কিন্তু ভাব করত যেন কেবল তারাই তাদের উপরব্ধি করতে পারে।[৪১] তাদের নেতা ন্যায়ের গুরু এক প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন যা তাকে ঐশীগ্রন্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গোপন বিষয়' থাকার বিষয়ে নিশ্চিত করেছিল, যা কেবল একজন বিশেষ *পেশার* (অর্থউদ্ধার)-ব্যাখ্যাকারীর সাহায্যেই উন্মোচিত করা যেতে পারে। আইন ও প্রফেটসের প্রতিটি শব্দ এই শেষের দিনগুলোতে নিজস্ব গোষ্ঠীর দিকে চোখ ফিরিয়েছে।[৪২] কামরান ছিল ইহুদি ইতিহাসের সামগ্রিকতা, প্রকৃত ইসরায়েল। অচিরেই ঈশ্বর এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার উন্মেষ ঘটাবেন, আলোর সন্তানদের চূড়ান্ত বিজয়ের পর মানুষের হাতে এর আগে কখনও নির্মিত হয়নি এমন এক বিশাল মন্দির নির্মিত হবে এবং মোজেসিয় কোভেন্যান্ট নতুন করে লিখিত হবে। এই অবসরে খোদ কামরান সম্প্রদায়ই একটা খাঁটি প্রতীকী মন্দির, জেরুজালেমের অপবিত্র মন্দিরকে যা প্রতিস্থাপিত করেছে। এর সদস্যরা পুরোহিতসুলভ আইন মেনে চলে, পোশাক পবিত্র করে এবং এমনভাবে খাবার ঘরে ঢোকে যেন মন্দিরের সীমানায় পা রাখছে।

কামরান ছিল এসীন আন্দোলনের একটা চরমপন্থী শাখা, বিসিই প্রথম শতাব্দী নাগাদ এর সদস্য সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি ছিল।[৪৩] বেশির ভাগ এসীনই মরুভূমির বদলে গ্রাম ও শহরে নিবিড় সমাজে বাস করত, তারা বিয়ে করত এবং তাদের সন্তান ছিল, তবে এমনভাবে জীবন যাপন করত যেন সময়ের সমাপ্তি এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তারা শুদ্ধতার বিধি মেনে চলত, সবকিছু ছিল এজমালি সম্পত্তি, তালাক ছিল নিষিদ্ধ।[৪৪] সমবেতভাবে খাওয়াদাওয়া করত তারা, এই সময়ে আসন্ন রাজ্যের কল্পনা করত; কিন্তু মন্দিরের ধ্বংস আঁচ করতে পারলেও সেখানেই উপাসনা চালিয়ে গিয়েছে।

জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট আরেকটি গোষ্ঠী ফরিজিরা[৪৫] দারুণ সম্মানের অধিকারী ছিল। আইন ও প্রফেটসের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি প্রচল ধারার হয়ে থাকলেও গণ পুনরুত্থানের মতো নতুন ধারণার প্রতি উন্মুক্ত ছিল, যখন ন্যায়নিষ্ঠ মৃতরা ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্যে সমাধি থেকে জেগে উঠবে। তাদের অনেকেই ছিল সাধারণ মানুষ, এরা নিজেদের ঘরে পরিশুদ্ধতার বিধান পালন করে পুরোহিতসুলভ জীবন যাপনের প্রাণান্ত প্রয়াস পেয়েছিল যেন মন্দিরেই বাস করছে। অধিকতর রক্ষণশীল সাদুসিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল এরা, যারা লিখিত টেক্সটের কঠোর ব্যাখ্যা করত এবং ব্যক্তিগত অমরত্বের নতুন ধরনের ধারণা মেনে নেয়নি।

লোকে মন্দিরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল, কারণ এটা তাদের ঈশ্বরের নৈকট্য দান করেছিল; এটা ব্যর্থ হলে ধর্ম তার যৌক্তিকতা হারাত। ঐশী সত্তায় প্রবেশের নতুন পথ আবিষ্কারের, একটি নতুন ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তি ও ইহুদি হওয়ার নতুন পথ আবিষ্কারের এক মরিয়া প্রয়াস চলছিল।[৪৬] কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও গোত্র প্রাচীন টেক্সট সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখেছে। ফার্স্ট বুক অভ ইনোকের লেখক কল্পনা করেছেন যে ঈশ্বর সম্পূর্ণ নতুনভাবে সব শুরু করার জন্যে সিনাই পাহাড় চূড়ায় মোজেসের আইন ও জমিন বিদীর্ণ করছেন । সিই দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে পঠিত জুবিলির লেখক কিছু কিছু পূর্ববর্তী রচনার নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হয়ে `J' `E' ও 'P' বিবরণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিমার্জনা করেছেন। ঈশ্বর কি সত্যিই মহাপ্লাবনের মাধ্যমে মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন, আব্রাহামকে তাঁর পুত্রকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন ও সী অভ রীডসে মিশরিয় সেনাদলকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন? তিনি স্থির করেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেন না; আমাদের চারপাশে আমরা যে দুঃখকষ্ট দেখি তার সবই শয়তান ও তার স্যাঙ্গাতদের কাজ।

সিই প্রথম শতাব্দীর আগে 'মনোনীত ব্যক্তি' মেসায়াহ জগতকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আবির্ভূত হবেন এমন কোনও ব্যাপকভাবে গৃহীত প্রত্যাশা ছিল না।[৪৭] এমন একজন ব্যক্তির কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ সত্ত্বেও এটা ছিল একটা প্রান্তিক অবিকশিত ধারণা। বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির কালের প্রলয়বাদী দৃশ্যপট সাধারণত ঈশ্বর মানুষের সহায়তা ছাড়াই এক নতুন বিশ্ব গড়ে তুলছেন বলে কল্পনা করেছে। পরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এমন কিছু ধারণার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল। 'ঈশ্বরের রাজ্য' 'উদ্ধারকারী' ডেভিডিয় রাজার উল্লেখ ছিল, যিনি '*গোয়িম*দের বিচারের জন্যে বসবেন।'[৪৮] আরেকটি টেক্সট এমন এক শাসকের কথা বলেছে যাকে 'ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকা হবে' এবং... 'সবচেয়ে পরমের পুত্র ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন,'[৪৯]—স্পষ্টতই ইসায়াহর ভবিষ্যদ্বাণীর ইম্যানুয়েলের নস্টালজিক প্রত্যাশা। কিন্তু এইসব বিচ্ছিন্ন মতামত কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শন গড়ে তুলতে পারেনি।

বিসিই ৬৩ সালে রোমান জেনারেল পম্পেই প্যালেস্তাইন দখল করার পর তা সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হলে এর পরিবর্তন ঘটে। কোনওভাবে রোমান শাসন উপকারী ছিল। বিসিই ৩৭ থেকে ৪ বিসিই সাল পর্যন্ত জেরুজালেম শাসনকারী রোমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী রাজা হেরোদ বিশাল আকারে জেরুজালেম মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন উৎসবে যোগ দিতে তীর্থযাত্রীরা সেখানে ভীড় জমাত। কিন্তু রোমানরা অজনপ্রিয় ছিল। প্রিফেক্টদের কেউ কেউ, বিশেষ করে পন্তিয়াস পিলেত (২৬-৩৬ সিই) ইহুদি অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। পয়গম্বরদের এক সদস্য গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৫০] জনৈক থিওদাস চারশো লোককে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশ্বর তাদের সেখানেই মুক্তি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে। 'ইজিপ্টশিয়ান' নামে পরিচিত এক পয়গম্বর মন্দিরের পাশেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উস্কানীমূলকভাবে দাঁড়ানো রোমান দুর্গে হানা দিতে কয়েক হাজার লোককে মাউন্ট অভ অলিভসে সমবেত হতে রাজি করিয়েছিলেন। এইসব অভ্যুত্থানের বেশিরভাগই নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। একবার রোমানরা জেরুজালেমের বাইরে অন্তত দুই হাজার বিদ্রোহীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। সিই ২০-এর দশকের সময় এক নিগূঢ় সাধক জন দ্য ব্যাপ্টাইজার, যিনি সম্ভবত এসীন আন্দোলনে জড়িত থেকে থাকবেন, জুদাহর মরুভূমিতে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। এখানে তিনি শিক্ষা দেন যে, 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল।'[৫১] এক ব্যাপক বিচার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে; ইহুদিদের পাপ স্বীকার করে, জর্দান নদীতে অবগাহন করে ও গ্লানিহীন সৎ জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা করে সেই বিচারের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।[৫২] যদিও জন রোমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে মনে হয়নি, কর্তৃপক্ষ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

জন কোনওভাবে মোটামুটি একই সময়ে অত্যাসন্ন ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের ঘোষণাদানকারী গালিলিয় হীলার ও ওঝা নাযারেথের জেসাসের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন মনে হয়।[৫৩] বিশেষ করে ব্যাপকভাবে উদযাপিত জাতীয় উৎসবে রোমান বিরোধী অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠত। আনুমানিক সিই ৩০ সালের দিকে পন্তিয়াস পিলেত কর্তৃক জেসাসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল। তিনি এই সময় পাসওভার উদযাপনের লক্ষ্যে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু তাতে জেসাস আন্দোলনের অবসান ঘটেনি। তাঁর কিছু সংখ্যাক অনুসারী নিশ্চিত ছিল যে তিনি সমাধি থেকে পুনরুজ্জীবীত হয়েছেন, তারা দিব্যদৃষ্টিতে তাঁকে দেখার দাবি করে। তাঁর ব্যক্তিগত পুনরুত্থান কলিকালের সূচনা ঘটিয়েছে, যখন ন্যায়নিষ্ঠভাবে মৃত্যুবরণকারীরা কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। অচিরেই রাজ্যের উদ্বোধন করা জন্যে প্রতাপের সাথে আবির্ভূত হবেন জেসাস। জেরুজালেমে তাদের নেতা ছিলেন জেসাসের ভাই জেমস, ইনি *যাদ্দিক*–ন্যায়বান–হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ফারিজি ও এসীনদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু আন্দোলন ডায়াসপোরার গ্রিকভাষী ইহুদিদেরও আকৃষ্ট করেছিল। সবচেয়ে বিস্ময়করভাবে অ-ইহুদি 'গডফিয়ারারদের' একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (সিনাগগের সম্মানিত সদস্য ছিল তারা) কে আকৃষ্ট করে।

জেসাস আন্দোলন প্যালেস্তাইনে ছিল অস্বাভাবিক, যেখানে অনেক গোষ্ঠীই জেন্টাইলদের প্রতি বৈরী ছিল, কিন্তু ডায়াসপোরায় ইহুদি আধ্যাত্মিকতার অপেক্ষাকৃত কম বর্জনবাদী প্রবণতা ছিল ও হেলেনিস্টিক ধারণার প্রতি বেশ উন্মুক্ত। আলেকজান্দার দ্য গ্রেট প্রতিষ্ঠিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে এক বিশাল ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। শিক্ষার অন্যতম প্রধান পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল শহরটি। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিরা জিমনাসিয়ামে পড়াশোনা করত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলত গ্রিক ভাষায় এবং গ্রিক ইহুদি সংস্কৃতির কৌতূহলোদ্দীপক সংশ্লেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাদের অল্প কয়েকজনই ধ্রুপদী হিব্রু পাঠ করতে পারত বলে তোরাহ বুঝতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে এমনকি প্যালেস্ত াইনেও ইহুদিরা হিব্রুর বদলে বরং আমামিয় ভাষায় কথা বলত; সিনাগগে আইন ও প্রফেটস উঁচু গলায় পাঠ করার সময় তাদের অনুবাদ *(তারগাম)* প্রয়োজন হতো।

আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলের অল্প দূরে ফারোস দ্বীপে বিসিই তৃতীয় শতাব্দীতে ইহুদিরা তাদের ঐশীগ্রন্থ অনুবাদ শুরু করেছিল।[৫৪] খোদ আলেকজান্দ্রিয় ইহুদিদের হাতেই সম্ভবত এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বছর পরিক্রমায় তা এক পৌরাণিক আভা লাভ করে। বলা হয়ে থাকে, মিশরের গ্রিক রাজা টলেমী ফিলাদেলপাস ইহুদি ঐশীগ্রন্থে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে তিনি লাইব্রেরির জন্যে এর অনুবাদ চেয়ে বসেন। তো জেরুজালেমের প্রধান পুরোহিতকে বার গোত্রের প্রতিটি গোত্র থেকে ছয়জন করে প্রবীন ব্যক্তিকে ফারোসে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। তাঁরা সমবেতভাবে টেক্সট নিয়ে কাজ করে এমন নিখুঁত এক অনুবাদ তৈরি করেছিলেন যে সবাই একমত হয়েছিল একে চিরকালের জন্যে অবশ্যই 'ধ্বংসের অতীত ও অপরিবর্তনীয়ভাবে'[৫৫] সংরক্ষণ করতে হবে। সত্তর জনেরও বেশি অনুবাদকের সম্মানে এটা সেপ্টুজিন্ট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আরেকটা কিংবদন্তী নতুন তোরাহর আধ্যাত্মিকতার উপর্যালি আত্মস্থ করেছিল বলে মনে হয়। সত্তর জন অনুবাদক 'রহস্যের পুরোহিত ও গুরু' প্রমাণিত হয়েছিলেন: 'বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসে...তাঁরা, বলা হয়ে থাকে, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং অনুপ্রাণিত হয়ে লিখতে থাকেন, প্রত্যেক ভিন্ন লিপিকার ভিন্ন কিছু লিখেননি, বরং হুবহু একই কথা লিখে গেছেন।'[৫৬] ব্যাখ্যাকারদের মতো অনুবাদকগণও অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং খোদ বাইবেলিয় লেখকদের মতোই ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করেছেন।

এই শেষ কাহিনীটি বলেছেন বিখাত আলেকজান্দ্রিয় ব্যাখ্যাকার ফিলো (বিসিই ৭০ থেকে সিই ৪৫০)। আলেকজান্দ্রিয়ার এক ধনী ইহুদি পরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর।[৫৭] ফিলো জন দ্য ব্যাপ্টাইজার, জেসাস দ্য হিলার ও হিল্লেলের (আদি ফারিজিদের ভেতর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব) সমসাময়িক হলেও একেবারেই ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বে বাস করতেন। প্লেটোবাদী ফিলো জেনেসিস ও এক্সোডাসের উপর বিপুল পরিমাণ ধারাভাষ্য রচনা করেছিলেন, সেগুলোকে এসব স্বর্গীয় *লোগোসের* (যুক্তি) উপমায় পরিণত করেছিল। এটা ছিল *ত্রাঙ্গলেতিও*'র আরেকটা নজীর। ফিলো সেমিটিক কাহিনীগুলোর মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরকে অন্য এক সংস্কৃতির বাগধারায় 'স্থানান্তর' বা 'বহন করে' নিয়ে যেতে চাইছিলেন ও সেগুলোকে বিদেশী ধারণাগত কাঠামোয় স্থাপিত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

ফিলো নীতিকথামূলক পদ্ধতির আবিষ্কার করেননি। আলেকজান্দ্রিয়ার *গ্রামাতিকোই*রা ইতিমধ্যে হোমারের মহাকাব্যসমূহকে দার্শনিক পরিভাষায় 'অনুবাদ' করছিলেন যাতে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদে প্রশিক্ষিত গ্রিকরা তাদের প্রজ্ঞার অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে *ইলিয়াদ* ও *ওডিসি*-কে কাজে লাগাতে পারে। তাঁরা তাদের *নীতিকথা*গুলোকে সংখ্যাতত্ত্ব ও শব্দবিজ্ঞানের উপর বিস্তৃত করেছেন। এর দৈনন্দিন উচ্চারণের বাইরে প্রত্যেক নামের এক গভীর প্রতীকী অর্থ ছিল যা এর চিরন্তন প্লেটোনিয় আকৃতি প্রকাশ করে। ধ্যান ও গবেষণার মাধ্যমে সমালোচক এই গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন ও এভাবে হোমারিয় গল্পগুলোকে নৈতিক দর্শনের নীতিকথায় পরিণত করতে পারেন। ইহুদি ব্যাখ্যাকাররা ইতিমধ্যে বাইবেলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করেছিলেন, গ্রিকদের প্রশিক্ষিত মনের কাছে একে বর্বোরোচিত ও বোধের অগম্য মনে হয়েছে। তারা হিব্রু নামের গ্রিক অনুবাদ সরবরাহকারী ম্যানুয়েল পর্যালোচনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আদম পরিণত হয়েছেন *নাউসে* (স্বাভাবিক যুক্তি), ইসরায়েল *সাইকি* (আত্মা) এবং মোজেস *সোফিয়ায়* (প্রজ্ঞা)। এই পদ্ধতি বাইবেলিয় বর্ণনায় সম্পূর্ণ নতুন আলো ফেলে। চরিত্রগুলো কি তাদের নামের সাথে খাপ খায়? একটা বিশেষ কাহিনী মানুষের টানাপোড়েন সম্পর্কে কী তুলে ধরে? পাঠক তাঁর নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানে কেমন করে একে কাজে লাগাতে পারে?

বাইবেলিয় বিবরণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফিলো মৌলিক কিছু আবিষ্কার করছেন বলে ভাবেননি। এইসব গল্পের আক্ষরিক অর্থকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন তিনি,[৫৮] কিন্তু দানিয়েলের মতো তিনিও নতুন কিছুর খোঁজ করছিলেন। আক্ষরিক অর্থের চেয়ে গল্পের ভেতর বেশি কিছু আছে। প্লেটোবাদী ফিলো বিশ্বাস করতেন যে, বাস্তবতার সময়হীন মাত্রা এর ভৌত বা ঐতিহাসিক মাত্রার চেয়ে ঢের বেশি 'বাস্তব'। তো জেরুজালেম মন্দির সন্দেহাতীতভাবে সত্যিকারের দালান হলেও এর স্থাপত্য মহাবিশ্বকে প্রতীকায়িত করে; সুতরাং মন্দির ঈশ্বরের এক চিরন্তন প্রকাশও ছিল, যিনি খোদ সত্যি। ফিলো দেখাতে চেয়েছিলেন যে বাইবেলিয় কাহিনীগুলো গ্রিকরা যাকে *মিথোস* বলে ঠিক তাই: এক বিশেষ মুহূর্তে বাস্তব পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এসবের সময়কে অতিক্রম করে যাওয়া একটা মাত্রাও রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলোকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে মুক্ত করা না হলে এবং বিশ্বাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় পরিণত না হলে তাদের কোনও ধর্মীয় কার্যকারিতা থাকবে না। *অ্যালিগোরিয়ার* প্রক্রিয়া এইসব কাহিনীর গভীরতম অর্থকে পাঠকের অন্তস্থ জীবনে 'অনুবাদ' করেছে।

তাত্ত্বিকগণ কোনও একটা বয়ানের উপরিতলের অর্থের চেয়ে ভিন্ন কোনও অর্থ বোঝাতে *অ্যালিগোরিয়া* পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ফিলো এই পদ্ধতিকে *হাইপোনোইন* 'উচ্চতর/গভীর চিন্তা' বলতে পছন্দ করতেন। কারণ সত্যির আরও মৌলিক স্তরে পৌঁছানোর প্রয়াস পাচ্ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর ব্যাখ্যাকে টেক্সট ও তরজমাকারী উভয়েরই 'পরিবর্তন' হিসাবে বোঝাতে চাইতেন। টেক্সটকে অবশ্যই 'ঘুরিয়ে নিতে' *(ট্রেপেইন)*[৫৯] হয়েছে। তরজমাকারী কোনও দুবোর্ধ্য রচনা নিয়ে সংগ্রাম করার সময়, যেমন বলা হয়েছে, এটাকে এভাবে ঘোরাতে হবে যাতে আরও পরিষ্কারভাবে দেখার জন্যে তাকে আলোর কাছে নিয়ে আসা যায়। অনেক সময় তাকে টেক্সটের সাথে সঠিক সম্পর্কে দাঁড়াতে অবস্থান বদলাতে হয় এবং 'মনের অবস্থা পরিবর্তন' করতে হয়।

ট্রেপেইন কোনও কাহিনীর বহু ভিন্ন ভিন্ন স্তর তুলে ধরে, কিন্তু ফিলো জোর দিয়ে বলেছেন, ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই তাঁর পাঠের সমগ্র জুড়ে বহমান একটা কেন্দ্রিয় সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। অন্তর্নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের লক্ষ্যে কেইন ও অ্যাবেলের কাহিনীর উপর চারটি থিসিস রচনা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এর মূল ভাব হচ্ছে আত্মপ্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার ভেতরকার যুদ্ধ। 'কেইন' মানে 'অধিকার': যে সমস্ত কিছু নিজের অধিকারে রেখে দিতে চেয়েছিল, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নিজের স্বার্থ রক্ষা। 'আবেল' মানে 'সব কিছু যে ঈশ্বরকে দান করে।' এইসব বৈশিষ্ট্য প্রতিটি মানুষের সমাজেই আছে এবং ব্যক্তির মাঝে অবিরাম লড়াই করে যচ্ছে।[৬০] অন্য এক 'পরিবর্তনে' কাহিনীটি প্রকৃত ও মিথ্যা বাগ্মীতার ভেতরের বিরোধকে তুলে ধরেছে। আবেল কেইনের ঘোরাল যুক্তির উত্তর দিতে পারেননি, কিন্তু ভাই তাঁকে হত্যা না করা পর্যন্ত মুখ বন্ধ করে অসহায় অবস্থায় ছিলেন। ফিলো ব্যাখ্যা করেছেন, অহমবাদ নাগালের বাইরে গিয়ে আমাদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে ধ্বংস করে দিলে এমনটা ঘটে। ফিলো যেমন ইঙ্গিত করেছেন, জেনেসিস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিক শিক্ষিত ইহুদিদের কাছে একটা কাঠামো ও প্রতীকীবাদ দিয়েছিল যা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কঠিন কিন্তু মৌল সত্যি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

ঈশ্বরের বাইবেলিয় ধারণাকেও পরিমার্জিত করেছিলেন ফিলো, প্লেটোবাদীর কাছে যাঁকে ভয়াবহভাবে মানুষরূপী মনে হতে পারে। 'আমার উপলব্ধি মানবীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির চেয়ে ভিন্ন কিছু, হ্যাঁ, গোটা স্বর্গ ও মহাবিশ্ব যাকে ধারণ করতে পারবে,' ঈশ্বরকে দিয়ে মোজেসকে বলিয়েছেন তিনি।[৬১] ফিলো মানুষের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঈশ্বরের *অউসা*, সত্তা ও জগতে আমাদের উপলব্ধিযোগ্য তাঁর কর্মকাণ্ড *(এনারজিয়াই)* ও শক্তি *(দিনামিস)*-এর দুস্তর পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বরের *অউসা* সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি, আমরা কেবল তাঁর শক্তি সম্পর্কে পাঠ করি, যার একটা হচ্ছে মহাবিশ্বকে আকার দানকারী যৌক্তিক পরিকল্পনা ঈশ্বরের বাণী বা লোগোস।[৬২] বেন সিরাহর মতো ফিলো বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টি ও তোরাহয় আমরা যখন লোগোসের আভাস পাই, তখন এলোমেলো যুক্তির উর্ধ্বে চলে যাই এমন এক পরমানন্দের স্বীকৃতিতে যে ঈশ্বর 'ভাবনার চেয়ে উর্ধ্বে, স্রেফ ভাবনা চিন্তার মতো কোনও কিছুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।'[৬৩]

ফিলো যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আক্ষরিকভাবে জেনেসিসের প্রথম অধ্যায় পাঠ করা ও বিশ্ব ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে কল্পনা করা বোকামি হবে। 'ছয়' সংখ্যাটি ছিল পূর্ণতার প্রতীক। তিনি লক্ষ করেছিলেন, জেনেসিসে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সৃষ্টি-কাহিনী রয়েছে। তিনি স্থির করেছিলেন, প্রথম অধ্যায়ে 'P'র বিবরণ মহাবিশ্বের মহাপরিকল্পনা লোগোসের সৃষ্টিকে বর্ণনা করেছে, যা ঈশ্বরের 'প্রথম জন্ম'[৬৪] ছিল; এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'J'র অধিকতর পার্থিব বিবরণ *দেমিঅউরগোসদের*–প্লেটোর *তিমাইউস*'র স্বর্গীয় 'কারিগর'দের হাতে বস্তুগত জগতের বিন্যাস প্রতীকায়িত করেছে, যারা সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব নির্মাণ করতে কাঁচামাল যোগাড় করেছিল।

ফিলোর ব্যাখ্যা কেবল নাম ও সংখ্যার চতুর খেলায় মেতে ছিল না, বরং তা ছিল আধ্যাত্মিক অনুশীলন। যেকোনও প্লেটোবাদীর মতোই জ্ঞানকে স্মরণ করা হিসাবে অনুভব করেছেন তিনি, সত্তার কোনও গভীর স্তরে আগে থেকেই যা তাঁর জানা। বাইবেলিয় বিবরণের আক্ষরিক অর্থের গভীরে অবস্থান করার সময় এর গভীর দার্শনিক নীতিমালা আবিষ্কার করে শনাক্তকরণের একটা ধাক্কা অনুভব করেছেন। সহসা কাহিনী তাঁরই সত্তার অংশ সত্যির সাথে মিশে গেছে। অনেক সময় তিনি বই নিয়ে গম্ভীরভাবে সংগ্রাম করেছেন, মনে হয়েছে কোনও রকম অগ্রগতিই হচ্ছে না, কিন্তু তারপর প্রায় কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই কোনও রহস্য কাল্টের পুরোহিতের মতো পরমানন্দ অনুভব করেছেন:

> আমি...সহসা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম, ধারণাগুলো তুষারপাতের মতো নেমে আসছে, যার ফলে স্বর্গীয় প্রভাবে আমি করিব্যান্টিক উন্মাদনায় ভরে উঠলাম এবং স্থান-কাল-পাত্র, বর্তমান, নিজেকে কী বলা হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী লেখা হয়েছে, সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে গেলাম। কেননা আমি অভিব্যক্তি, ধারণা, জীবনের আনন্দ, বস্তুর স্পষ্ট স্বচ্ছলতা অতিক্রম করে যাওয়া তীক্ষ্ণ দর্শন, যা সবচেয়ে স্পষ্ট উপস্থাপনের ফলে চোখের সামনে উপস্থিত হতে পারে তা অর্জন করলাম।[৬৫]

ফিলোর মৃত্যুর বছরে আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। গোটা রোমান সাম্রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছিল ইহুদি অভ্যুত্থানের ব্যাপক ভীতি। সিই ৬৬ সালে একদল ইহুদি উগ্রপন্থী প্যালেস্তাইনে এক বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয়, ঘটনাক্রমে তা রোমান সেনাবাহিনীকে টানা চার বছর ঠেকিয়ে রাখে। বিদ্রোহ ডায়াসপোরার ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরভাবে একে দমন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ৭০ সালে সম্রাট ভেসপাসিয়ান অবশেষে জেরুজালেম অধিকার করে নেন। রোমান সৈনিকরা মন্দিরের অভ্যন্তরীণ দরবারে জোর করে প্রবেশ করার সময় সেখানে ছয় হাজার ইহুদি উগ্রপন্থীকে দেখতে পায়। যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। মন্দিরে আগুন ধরতে দেখার পর আকাশ ফাটানো কান্নার আওয়াজ ওঠে। কেউ কেউ নিজেদের রোমানদের তলোয়ারের নিচে সঁপে দেয়, অন্যরা ঝাঁপ দেয় আগুনে। মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার পর ইহুদিরা হাল ছেড়ে দেয়, তারা আর শহরের অবশিষ্ট অংশের প্রতিরক্ষা নিয়ে মাথা ঘামায়নি, বরং অসহায়ভাবে তিতু'র সৈন্যদের শহরের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা ধ্বংস করে দিতে দেখেছে।[৬৬] শত শত বছর ধরে মন্দির ইহুদি বিশ্বের হৃদয়ে অবস্থান করেছে, এটা ছিল ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। আরও একবার তাকে ধ্বংস করে ফেলা হলো, কিন্তু এবার আর তা নতুন করে নির্মিত হবে না। বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির কালে সমৃদ্ধি লাভ করা ইহুদি গোত্রের ভেতর মাত্র দুটি সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল। প্রথম যারা এমন করেছে তারা ছিল জেসাস আন্দোলন, যা বিপর্যয়ের ফলে এক সম্পূর্ণ নতুন ঐশীগ্রন্থের সংকলন লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

✝

গস্পেল

রোমানরা মন্দির ধ্বংস না করলে ক্রিশ্চানিটির চেহারা কেমন হতো তার কোনও ধারণা আমাদের নেই। নিউ টেস্টামেন্ট গড়ে তোলা ঐশীগ্রন্থের পরতে পরতে হারানোর ধ্বনি বাজছে। এর অনেক অংশই ওই ট্র্যাজিডির প্রতি সাড়া হিসাবে রচিত হয়েছিল।[১] বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দিরের সময় কালে জেসাস আন্দোলন ছিল ভীষণভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অসংখ্য গোষ্ঠীর একটি। এর কিছু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু অন্যান্য গ্রুপের মতো কয়েকটির মতো আদি ক্রিশ্চানরা নিজেদের প্রকৃত ইসরায়েল মনে করত, ইহুদিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাদের ছিল না। আমাদের হাতে তেমন একটা প্রত্যক্ষ তথ্য না থাকলেও পন্তিয়াস পিলেতের হাতে জেসাসের মৃত্যুদণ্ড লাভ করার পর কেটে যাওয়া চল্লিশ বছরে আমরা এই গোষ্ঠীটির ইতিহাস সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা করতে পারি।

স্বয়ং জেসাস হেঁয়ালিই রয়ে গেছেন। 'ঐতিহাসিক' জেসাসকে উন্মোচন করার কৌতূহলোদ্দীপক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, এক ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে এই প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমরা যে জেসাসকে চিনি, তিনি নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণিত জেসাসই, যা বৈজ্ঞানিকভাবে বস্তুগত ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী নয়। তাঁর ব্রত ও মৃত্যু সম্পর্কে আর কোনও সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় না। আমরা এমনকি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল কেন সেটাই নিশ্চিত করে বলতে পারি না। গস্পেল বিবরণী ইঙ্গিত দেয় যে, তাঁকে ইহুদিদের রাজা ভাবা হয়েছিল। তিনি স্বর্গীয় রাজ্যের সহসা আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে কথিত আছে, তবে এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে সেটা এই জগতের হবে না। বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দিরের আমলের সাহিত্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে এই সময়ে কিছু কিছু লোক ডেভিডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বংশে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজার আগমনের প্রত্যাশা করছিল যিনি এক চিরন্তন রাজ্যের পত্তন ঘটাবেন। এই ধারণাটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া উত্তেজনার কালে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জোসেফিয়াস, তেসিতাস ও স্যুতোনিয়াস, সবাই বিপ্লবী ধার্মিকতার গুরুত্বের কথা লিখেছেন।[২] এই সময় কোনও কোনও মহলে ডেভিডের বংশে একজন মেসায়াহ'র (গ্রিকে *ক্রিস্তোস*), 'মনোনীত' রাজার আগমনের তীব্র প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল যিনি ইসরায়েলকে উদ্ধার করবেন। জেসাস নিজেকে এই মেসায়াহ হিসাবে দাবি করেছিলেন কিনা আমরা জানি না–গস্পেলসমূহ এই ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক।[৩] জেসাস নয়, বরং তাঁর তরফে অন্য লোকজনই এই দাবি করে থাকবেন।[৪] কিন্তু তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর কিছু কিছু অনুসারী দিব্যদর্শনে তাঁকে দেখতে পেয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাঁকে সমাধি থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে– ঈশ্বর এই পৃথিবীর বুকে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করার সময় সকল কবরবাসীর পুনরুত্থানের বার্তাবহ ঘটনা।[৫]

জেসাস ও তাঁর অনুসারীরা উত্তর প্যালেস্টাইনের গালিলি থেকে এসেছিলেন। তাঁর পরলোকগমনের পর তারা জেরুজালেমে চলে যায়, সম্ভবত রাজ্যের আগমনের মুহূর্তে প্রত্যক্ষদর্শী হবার আশায়, যেহেতু সব পয়গম্বরই ঘোষণা করেছিলেন যে মন্দিরই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্র হবে।[৬] তাদের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 'দ্য টুয়েলভ' নামে পরিচিত ছিলেন: রাজ্যে তাঁরা নবগঠিত ইসরায়েলের বারটি গোত্রকে শাসন করবেন।[৭] জেসাস আন্দোলনের সদস্যরা রোজ মন্দিরে সমবেতভাবে প্রার্থনা করত[৮], তবে তারা সমবেত খাবার গ্রহণ করতেও মিলিত হতো, যেখানে রাজ্যের আসন্ন আবির্ভাবে তাঁদের বিশ্বাসের নিশ্চিয়তা দিত।[৯] 'ধর্মপ্রাণ, অর্থডক্স ইহুদি' হিসাবে জীবন যাপন অব্যাহত রেখেছিল তারা। এসীনদের মতো তাদের নিজস্ব কোনও সম্পদ ছিল না, সমস্ত পণ্য সমানভাবে ভাগ করে ব্যবহার করত ও শেষ দিনগুলোর জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল।[১০] মনে হয়, জেসাস স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য ও দরিদ্রের প্রতি বিশেষ যত্নের সুপারিশ করেছেন; দলের প্রতি আনুগত্যকে পারিবারিক বন্ধনের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন এবং অহিংস ও প্রেমময় পদ্ধতিতে অশুভের মোকাবিলা করার কথা বলেছেন।[১১] ক্রিশ্চানদের উচিত কর পরিশোধ করা, রোমান কর্তৃপক্ষকে সমীহ করা এবং এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা মনেও না আনা।[১২] জেসাসের অনুসারীরা তোরাহ অনুসরণ অব্যাহত রেখেছিল,[১৩] সাব্বাথ ধরে রেখেছে,[১৪] ও খাদ্য সংক্রান্ত বিধানের পরিপালন ছিল তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।[১৫] জেসাসের প্রবীন সমসাময়িক ফারিজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিল্লেলের মতো তারা স্বর্ণবিধির এক রূপের শিক্ষা দিয়েছে, একে ইহুদি বিশ্বাসের মুল ভিত্তি মনে করেছে। 'অতএব, সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেই রূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী গ্রন্থের সার।'[১৬]

এসীনদের মতো জেসাস গোষ্ঠীর সদস্যদের মন্দিরের সাথে এক দ্ব্যর্থবোধক সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। কথিত আছে, জেসাস হেরোদের অনন্যসুন্দর উপাসনাগৃহ শিগগিরই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 'তুমি কি এই সকল বড় বড় গাঁথানি দেখিতেছ?' শিষ্যকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। 'ইহার একখানি পাথর আর একখানি পাথরের উপরে থাকিবে না, সকলই ভূমিসাৎ হইবে।'[১৭] বিচারের সময় তিনি মন্দির ধ্বংস করে তিনদিনের ভেতর আবার নির্মাণ করার শপথ নিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু এসীনদের মতোই জেসাসের অনুসারীরা মন্দিরে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে এবং এই দিক থেকে তারা বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির কালের আধ্যাত্মিকতার সাথে একাত্ম ছিল।

অবশ্য অন্যান্য দিক থেকে ক্রিশ্চানিটি দারুণভাবে উৎকেন্দ্রিক ও বিতর্কিত ছিল। মেসায়াহর পুনরুত্থানের ব্যাপারে কোনও সাধারণ প্রত্যাশা ছিল না। আসলে জেসাসের মারা যাওয়ার ধরণ ছিল এক ধরনের অস্বস্তির উৎস। সাধারণ অপরাধীর মতো মৃত্যুবরণকারী এক ব্যক্তি কীভাবে ঈশ্বরের মনোনীতজন হতে পারেন? অনেকেই জেসাসের পক্ষে মেসিয়ানিক দাবি কেলেঙ্কারীমূলক মনে করেছে।[১৮] অন্যান্য গোত্রের মতো এই আন্দোলনের নৈতিক শক্তিরও অভাব ছিল। এদের দাবি ছিল পাপী, বারবণিতা ও রোমানদের পক্ষে কর সংগ্রহকারীরা পুরোহিতদের আগেই রাজ্যে পা রাখবে।[১৯] ক্রিশ্চান মিশনারিরা সামারা ও গাযার মতো প্যালেস্তাইনের ধর্মীয়ভাবে সন্দেহজনক অঞ্চলে জেসাসের আসন্ন প্রত্যাবর্তনের শুভ সংবাদ বা 'গস্পেল' প্রচার করতেন। তাঁরা ডায়াসপোরায়–দামাস্কাস, ফোনিশিয়া, সিলিসিয়া ও অ্যান্টিওকে[২০]–বিভিন্ন সমাবেশেরও আয়োজন করেন; এসব জায়গায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিলেন।

যদিও মিশনারিরা প্রথম দিকে তাদের অনুসারী ইহুদিদের মাঝে প্রচারণা চালাতেন, কিন্তু তারা লক্ষ করেন যে জেন্টাইল, বিশেষ করে গডফিয়ারারদেরও তারা আকৃষ্ট করছেন।[২১] ডায়াসপোরায় ইহুদিরা এইসব প্যাগান সহানুভূতি-শীলদের স্বাগত জানিয়েছে ও ইহুদি উৎসবে অংশগ্রহণে উৎসাহী বহু জেন্টাইলদের স্থান করে দিতে হেরোদের মন্দিরের বাইরের বিরাট এলাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পিতভাবে নকশা করা হয়েছিল। প্যাগান উপাসকরা তখনও একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেনি। তারা তখনও অন্য দেবতাদের পূজা করছিল ও স্থানীয় কাল্টে অংশ নিচ্ছিল। অধিকাংশ ইহুদি এতে আপত্তি করেনি, কারণ ঈশ্বর কেবল ইসরায়েলের একক উপাসনা চেয়েছেন। কিন্তু কোনও জেন্টাইল ইহুদিবাদে দীক্ষা নিলে তাঁকে খৎনা করাতে হতো, গোটা তোরাহ পালন করতে হতো ও প্রতিমা পূজা এড়িয়ে যেতে হতো। তো তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক জেন্টাইল দীক্ষিতদের সমাবেশে আগমন জেসাস গোত্রের নেতাদের এক বিভ্রান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। কেউই জেন্টাইলদের বাদ দেওয়ার প্রয়োজন বলে ভাবেনি যেন, কিন্তু তাদের জায়গা করে দেওয়ার বেলায় শর্ত নিয়ে বেশ মতানৈক্য ছিল। কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে, জেন্টাইল ক্রিশ্চানদের ইহুদিবাদে দীক্ষা নেওয়া উচিত, তোরাহ মেনে চলা উচিত ও খৎনার বিপজ্জনক ঝামেলার মোকাবিলা করা উচিত; কিন্তু অন্যরা মনে করেছে, যেহেতু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা বিদায় নিতে চলেছে, পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়। বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা মেনে নেওয়া হয় যে, জেসাসকে যারা মেসায়াহ হিসাবে মেনে নিয়েছে সেইসব জেন্টাইলদের ইহুদিবাদে দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল প্রতিমাপূজা বর্জন করে খাবারের পরিমার্জিত বিধি অনুসরণ করলেই চলবে।[২২]

কিন্তু এইসব জেন্টাইল ধর্মান্তরিতদের সমস্যামূলক হিসাবে দেখার বদলে কিছু কিছু অত্যুৎসাহী আসলে তাদের খুঁজে বের করে জেন্টাইল বিশ্বে উচ্চাভিলাষী মিশন শুরু করেছিল। বার জনের অন্যতম পিটার রোমান গ্যারিসন শহর সিসেরায় ধর্মান্তর করেছিলেন; সাইপ্রাসের গ্রিকভাষী ইহুদি বার্নাবাসের অ্যান্টিওকে[২৩]র *এক্কলেসিয়ায়* (চার্চ) অনেক জেন্টাইল অনুসারী ছিল। এই শহরের যারা জেসাসকে *ক্রিস্তোস* মনে করত তারাই প্রথম 'ক্রিশ্চান'।[২৪] কেউ একজন–আমরা জানি না কে–রোমে এমনকি একটা চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রিশ্চানদের কোনও কোনও জমায়েত, বিশেষ করে জেসাসের ভাই জেমস একে অস্বস্তিকর আবিষ্কার করেন। এইসব জেন্টাইল লক্ষণীয় অঙ্গীকার দেখিয়েছিল। অনেক ইহুদি প্যাগানদের বিভিন্ন ভয়ঙ্কর অভ্যাসে আক্রান্ত মনে করত,[২৫] ওদের অনেকেই তাদের ইহুদি গোষ্ঠীর উঁচু পর্যায়ের মান অনুসরণ করতে পারার ক্ষমতা এটাই বোঝায় যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাদের মাঝে কর্মরত আছেন। কেন তিনি এমন করছেন? জেন্টাইল ধর্মান্তরিতরা কোনও প্যাগান শহরে সামাজিক জীবনের ভিত্তি ছিল যেসব কাল্ট তার সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে প্রস্তুত ছিল, ফলে নিজেদের তারা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য শূন্যতায় আবিষ্কার করেছিল: দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পশুর মাংস খেতে পারত না তারা, তো প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের সাথে মেলামেশা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।[২৬] পুরোনো পরিচিত জগৎ হারালেও নতুন জগতে নিজেদের পুরোপুরি গ্রহণীয় আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মান্তরিত জেন্টাইলরা আসছিলই। কী ছিল এর মানে?

ইহুদি-ক্রিশ্চানরা উত্তরের খোঁজে ঐশীগ্রন্থ তালাশ করেছে। কামরান সম্প্রদায়ের মতো নিজস্ব *পেশার* ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছিল তারা, জেসাস ও জেন্টাইলদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর খোঁজে তোরাহ ও প্রফেটস তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছে। তারা জানতে পারে যে, কোনও কোনও পয়গম্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধে *গোয়িম*দের ইসারায়েলের ঈশ্বরের উপাসনা করতে বাধ্য করার ভবিষ্যদ্বাণী করলেও, অন্যরা বিশ্বাস করত তারা ইসরায়েলের বিজয়ের অংশীদার হবে ও স্বেচ্ছায় মূর্তি ত্যাগ করবে।[২৭] তো কিছু সংখ্যক ক্রিশ্চান স্থির করে যে, জেন্টাইলদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে অন্তিম যুগ এসে পড়েছে। পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। জেসাস বস্তুতই মোসায়াহ ছিলেন এবং রাজ্য অত্যাসন্ন।

এই নতুন পরকালতত্ত্বের জোরাল সমর্থকদের ভেতর অন্যতম ছিলেন সিলিসিয়ার তরাসের গ্রিকভাষী ইহুদি পল, জেসাসের পরলোকগমনের প্রায় তিন বছর পর জেসাস আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে জেসাসকে কোনওদিনই চিনতেন না তিনি। প্রথম দিকে এই গোষ্ঠীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু এক প্রত্যাদেশের কারণে ধর্মান্তরিত হন, যা তাঁকে ক্রিস্তোস তাঁকে জেন্টাইলদের প্রতি দূত মনোনীত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল।[২৮] ডায়াসপোরায় ব্যাপক ভ্রমণ করেন পল; সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও গ্রিসে সংঘ গঠন করেন, জেসাসের প্রত্যাবর্তনের আগেই সারা বিশ্বে গস্পেল প্রচার শেষ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ধর্মান্তরিতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, তাদের নানাভাবে তাগিদ দিয়ে, ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যা করে চিঠিপত্র লিখেছেন। এক মুহূর্তের জন্যে পলের মনে এ ভাবনা আসেনি যে তিনি 'ঐশীগ্রন্থ' রচনা করছেন, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই জেসাস ফিরে আসবেন, তিনি কল্পনাও করেননি যে আগামী প্রজন্মগুলো তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাঁকে একজন বিশিষ্ট প্রচারক হিসাবে বিবেচনা করা হতো, কিন্তু তাঁর ভয়ঙ্কর রগচটা স্বভাবের কারণে ব্যাপকভাবে যে জনপ্রিয় নন সে ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। তা সত্ত্বেও রোম, করিন্থ, গালাশিয়া, ফিলিপ্পি ও তেসালোনিকার[২৯] বিভিন্ন চার্চে পাঠানো তাঁর চিঠি সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরলোকগমনের পর ৬০ দশকের গোড়ার দিকে পলকে সম্মানকারী ক্রিশ্চান লেখকগণ তাঁর নামে রচনা করেন ও তাঁর বিভিন্ন ধারণাকে এফিসাস ও কলোসাসের চার্চে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে উন্নত করেন। পলের সহযোগী তিমোথি ও তিতুসের কাছে তাঁরা মরণোত্তর চিঠিও পাঠিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

পল জোরের সাথে বলেছেন, ধর্মান্তরিত জেন্টাইলরা সমস্ত প্যাগান কাল্ট অস্বীকার করে কেবল ইসরায়েলের ঈশ্বরের উপাসনা করে।[৩০] কিন্তু তাদের ইহুদিবাদে দীক্ষিত করতে হবে বলে বিশ্বাস করেননি, কারণ জেসাস আগেই তাদের খৎনা ও তোরাহ ছাড়াই 'ঈশ্বর সন্তানে' পরিণত করে গেছেন। তাদের অবশ্যই এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেন রাজ্য এসে গেছে, দরিদ্রের সেবা করতে হবে, দান, সৌজন্য ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। জেন্টাইল ক্রিশ্চানরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছে ও ঘোর লাগা অবস্থায় অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে–সবই মেসিয়ানিক যুগের বৈশিষ্ট্য[৩১]–তা প্রমাণ করেছে যে, ঈশ্বরের আত্মা তাদের মাঝে জীবিত আছেন ও খুবই নিকট ভবিষতে রাজ্যের আবির্ভাব ঘটবে।[৩২]

কিন্তু পল কখনওই ইহুদিদের তোরাহ অনুসরণ বাদ দিতে হবে, এমন বোঝাননি। তার কারণ তাতে কোভেনান্টের আওতার বাইরে পড়ে যেতেন তিনি । ইসরায়েল সিনাই পর্বতে প্রত্যাদেশের মূল্যবান উপহার মন্দির কাল্ট, ও ঈশ্বরের 'পুত্র' হওয়ার অধিকার গ্রহণ করেছিল, তাঁর সাথে বিশেষ আন্তরিকতা উপভোগ করেছে, এসব কিছুকেই পল মূল্য দিতেন।[৩৩] তিক্ততার সাথে 'জুদাইযারদের' বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর সময় ইহুদি বা ইহুদি ধর্মমতের কোনওটাকেই আসলে নিন্দা করছিলেন না তিনি, বরং সেইসব ইহুদি-ক্রিশ্চানের বিরোধিতা করেছেন যারা চেয়েছে জেন্টাইলদের গোটা তোরাহ অনুসরণ করতে হবে ও খৎনা করাতে হবে। বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির কালের অন্যান্য উগ্র দলীয় সদস্যের মতো পল তিনিই যে কেবল আসল সত্য ধারণ করেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন।[৩৪] মেসিয়ানিক যুগে তাঁর ইহুদি ও জেন্টাইলদের মিশ্র জমায়েতগুলো ছিল প্রকৃত ইসরায়েল।

পল ঐশীগ্রন্থসমূহও অনুসন্ধান করছেন, *ক্রিস্তোসের* আবির্ভাবের পর এসবের অর্থ বদলে গেছে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। ডেভিডের কথা বোঝায় বলে মনে হওয়া এমন কোনও শ্লোক আসলে জেসাসের কথা বলছিল।[৩৫] 'পূর্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সেসকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্র মূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হই।'[৩৬] আইন ও প্রফেটসের আসল তাৎপর্য কেবল আলোর মুখ দেখেছে, তো যেসব ইহুদি এখনও জেসাসকে মেসায়াহ মেনে নিতে অস্বীকার করছে তারা এসব বুঝতে পারছে না। সিনাই আর আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর আগে পর্যন্ত ইসরায়েলের জনগণ বুঝতে পারেনি যে মোজেসের কোভেন্যান্ট ছিল নেহাতই সাময়িক, অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা, তো তাদের মনে 'পর্দা' লাগানো ছিল, তারা ঐশীগ্রন্থ কী বলছে বুঝতে পারেনি। এখনও তাদের মনের উপর সেই পর্দা রয়ে গেছে, যখন তারা সিনাগগে তোরাহর পাঠ শোনে। ইহুদিদের 'দীক্ষিত', অর্থাৎ ঘোরাতে হবে, যাতে সঠিকভাবে দেখতে পারে। তখন তারাও বদলে যাবে, তাদের 'অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত'[৩৭] হবে।

এর ভেতর ধর্মদ্রোহীতামূলক কিছু ছিল না। অনেক দিন থেকেই ইহুদিরা প্রাচীন লেখায় নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল। কামরান গোষ্ঠী একই ধরনের *পেশার* চর্চা করছিল, ঐশীগ্রন্থে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের কথা বলা বাণীর সন্ধান লাভ করছিল তারা। ধর্মান্তরিতদের নির্দেশনা দিতে গিয়ে যখন বাইবেলিয় কাহিনী পাঠ করতেন, সেগুলোকে সম্পূর্ণই ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। আদম এখন জেসাসের আগে স্থান পাচ্ছেন, কিন্তু আদম যেখানে জগতে পাপ নিয়ে এসেছিলেন, জেসাস সেখানে মানবজাতিকে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে স্থাপন করেছেন।[৩৮] আদম কেবল ইহুদি জাতির পিতাই রইলেন না, সমস্ত বিশ্বাসীর পূর্বপুরুষে পরিণত হলেন। তাঁর 'বিশ্বাস' (গ্রিকে *পিস্তিস*, এমন একটি শব্দ, এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে 'বিশ্বাসে'র পরিবর্তে 'আস্থা' হিসাবেই অনূদিত হওয়া ভালো) মেসায়াহর আগমনের শত শত বছর আগে তাঁকে আদর্শ ক্রিশ্চানে পরিণত করেছে। ঐশীগ্রন্থ আব্রাহামের ধর্মবিশ্বাসে[৩৯]র প্রশংসা করার সময় তা '*আমাদের* কথাও বোঝায়।'[৪০] 'ঐশীগ্রন্থে আগেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল যে ঈশ্বর প্যাগানদের যৌক্তিক করার জন্যে বিশ্বাসের প্রয়োগ ঘটাবেন, অনেক আগেই শুভসংবাদ ঘোষণা করেছিল, যখন আব্রাহামকে বলা হয়েছিল: '*তোমাতে সমস্ত জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।*'[৪১] ঈশ্বর যখন আব্রাহামকে তাঁর উপপত্নী হ্যাগার ও তাঁদের ছেলে ইশমায়েলকে বুনো এলাকায় ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা ছিল একটা *অ্যালেগোরিয়া*: হ্যাগার সিনাই কোভেন্যান্টের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, ইহুদিদের যা আইনের দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল; অন্যদিকে আব্রাহামের মুক্ত স্ত্রী সারাহ নতুন কোভেন্যান্টের অনুরূপ, জেন্টাইলদের যা তোরাহ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেছে।[৪২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত একই সময় রচনায় ব্যস্ত হিব্রুদের কাছে লিখিত চিঠিপত্রের লেখক আরও রেডিক্যাল ছিলেন। তিনি ইহুদি-ক্রিশ্চানদের সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন যারা জোরের সাথে ক্রাইস্ট তোরাহকে অতিক্রম করে গেছেন বলে তিনি মোজেসের চেয়েও মহান[৪৩] এবং উৎসর্গের কাল্ট স্রেফ জেসাসের মানুষের জন্যে জীবন দেওয়ার পুরোহিত সুলভ কর্মকাণ্ডকে আচ্ছন্ন করেছে যুক্তি দেখাতে গিয়ে হতাশ বোধ করতে শুরু করেছিল।[৪৪] এক অসাধারণ অনুচ্ছেদে লেখক গোটা ইসরায়েলের ইতিহাস 'বর্তমানে অদৃশ্য বাস্তবতায়'[৪৫] বিশ্বাস রাখা *পিস্তিসের* গুণাগুণকে তুলে ধরেছে বলে লক্ষ করেছেন। আবেল, ইনোখ, নোয়াহ, অব্রাহাম, মোজেস, গিদিয়ন, বারক, স্যামসন, জেপতথাহ, ডেভিড, সামুয়েল এবং পয়গম্বরগণ সকলেই এই 'বিশ্বাস' প্রকাশ করেছেন: এটাই ছিল তাদের সর্বোত্তম, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সাফল্য।[৪৬] কিন্তু উপসংহার টেনেছেন লেখক, 'তাহারা যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু ঈশ্বর আমরা যাহাতে আরও ভালো কিছু পাই তার *ব্যবস্থা* রাখিয়াছেন এবং *আমাদের বাদ দিয়া* তাহারা সম্পূর্ণতা অর্জন করিতে পারিবেন না।'[৪৭]

অসাধারণ ব্যাখ্যামূলক সফরে গোটা ইসরায়েলের ইতিহাস নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হলো, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্রাচীন কাহিনীগুলো, যেগুলো *পিস্তিসের* চেয়ে বেশি কিছু ছিল, সমৃদ্ধ জটিলতার অনেকটাই হারিয়ে বসল। তোরাহ, মন্দির ও কাল্ট স্রেফ এক ভবিষ্যৎ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করছে, কারণ ঈশ্বর সব সময়ই ভালো কিছুর কথা ভেবে রেখেছেন। পল এবং হিব্রুর রচয়িতা ক্রিশ্চানদের আগামী প্রজন্মগুলোকে হিব্রু বাইবেল নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে আপন করে নেওয়ার উপায় দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। নিউ টেস্টামেন্ট লেখকরা এই *পেশার* গড়ে তুলে একে এমন কঠিন করে তুলবেন যে ক্রিশ্চানরা ইহুদি ঐশীগ্রন্থকে খ্রিস্ট ধর্মের সূচনা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না।

এমনকি ৭০-এর বিপর্যয়ের আগে থেকেই জেসাস আন্দোলন বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল।[৪৮] অন্য সব ইহুদি দলের মতো ক্রিশ্চানরা হেরোদের অনন্যসাধারণ উপাসনালয়কে ভস্মীভূত দুর্গন্ধময় ইটপাথরের স্তূপে পরিণত হতে দেখে অন্তরের অন্তস্তলে কেঁপে উঠেছিল। তারা হেরোদের মন্দিরের প্রতিস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল হয়তো, কিন্তু কেউই মন্দির বিহীন জীবনের কথা চিন্তাও করেনি। কিন্তু ক্রিশ্চানরা *অ্যাপোক্যালিপ্সিস*, 'প্রত্যাদেশ' বা আগে কখনও দেখা যায়নি কিন্তু সব সময় অস্তিত্ববান কোনও বাস্তবতার 'উন্মোচন' হিসাবে এর ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেছিল–অর্থাৎ ইহুদিবাদ শেষ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এর করুণ তিরোধান প্রতীকায়িত করেছে এবং এটা ছিল শেষ সময়ের আগমনের নিদর্শন। ঈশ্বর এবার অবশিষ্ট নিষ্ক্রিয় জগতকে ধ্বংস করবেন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

৫৮৬ সালে প্রথম মন্দিরের বিনাশ বাবিলনের নির্বাসিতদের মাঝে বিস্ময়কর সৃজনশীলতার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরের ধ্বংস ক্রিশ্চানদের ভেতরও একই রকম সাহিত্যিক প্রয়াস সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি নিউ টেস্টামেন্টের বিশটি পুস্তকের প্রায় সবগুলোই লেখা হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় এরই মধ্যে এমনভাবে পলের চিঠিগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছিল যেন সেগুলো ঐশীগ্রন্থ,[৪৯] এবং জেসাসের প্রচলিত একটা জীবনী থেকে পাঠ করছিল যা প্রতি রোববারে উপাসনার সময় পাঠ করা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। ম্যাথ্যু, মার্ক, ল্যুক ও জনের নামে পরিচিতি গস্পেলসমূহ শেষ পর্যন্ত অনুশাসনের জন্যে নির্বাচিত হবে, কিন্তু আরও অনেকে ছিলেন। তোমাসের (c. ১৫০) গস্পেল ছিল জেসাসের গোপন বাণীর একটা সংকলন যা ত্রাণের 'জ্ঞান' *(নোসিস)* যোগাত। এখন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইবিওনাইট, নাযারিন ও হিব্রু গস্পেল ছিল, ইহুদি-ক্রিশ্চান জমায়েতকে লালন করত তা। অনেক 'নস্টিক' গস্পেল ছিল, যেগুলো ক্রিশ্চানিটির প্রতিনিধিত্ব করত যা নসিস এর উপর গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ঈশ্বর (যিনি জেসাসকে তাঁর দূত হিসাবে পাঠিয়েছেন), ও দূষিত বস্তুজগৎ সৃষ্টিকারী, দেমিওগোস এর পার্থক্য বোঝাত।[৫০] অন্যান্য রচনা টিকে থাকেনি: পণ্ডিতদের কাছে ম্যাথু ও ল্যুকের উৎস ছিল বলে 'Q' (জার্মান: *কুয়েলি*) নামে পরিচিত একটা গস্পেল; জেসাসের শিক্ষার বিভিন্ন সংকলন ও তাঁর বিচার, নির্যাতন ও মৃত্যুর বিবরণ।

অবশ্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোনও নির্দিষ্ট টেক্সটের বিধি ছিল না, কারণ তখন পর্যন্ত ক্রিশ্চানিটির কোনও প্রমিত রূপ ছিল না। বহু নস্টিক ধারণার অধিকারী মারসিওন (c. ১০০–১৬৫) ক্রিশ্চানিটি ও হিব্রু বাইবেলের সম্পর্ক ছেদ করতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্রিশ্চানিটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম। মারসিওন পলের চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করে নিজস্ব গস্পেল ও ল্যুকের পরিমার্জিত ও সম্পাদিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এটা ইহুদিবাদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ক্রিশ্চানদের গভীরভাবে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। বিশপ অভ লিয়ন ইরেনাস (c. ১৪০-২০০) মারসিওন ও নস্টিকদের কারণে ভীত হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রাচীন ও নতুন ঐশীগ্রন্থের সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। অনুমোদিত টেক্সটের একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন তিনি যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে আমরা ভবিষ্যৎ নিউ টেস্টামেন্টের ভ্রূণকে দেখতে পাই। গস্পেল অভ মার্ক, ম্যাথ্যু, ল্যুক ও জন দিয়ে এর শুরু হয়ে এই পর্যায়ক্রমে–অ্যাক্টস অভ অ্যাপসলস (আদি চার্চের ইতিহাস) হয়ে অগ্রসর হয়েছে, পল, জেমস, পিটার ও জনের চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত করে দুটো শেষ রেভেলেশন ও শেফার্ড অভ হার্মেস এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিবরণ দিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর বেশ কিছুকাল অতিক্রমের আগে বিধি সম্পূর্ণ হয়নি। ইরেনাসের মনোনীত কিছু পুস্তক, যেমন শেফার্ড অভ হারমেস, উৎক্ষিপ্ত হবে ও হিব্রু ও এপিসল অভ জুদের মতো অন্যান্য রচনা ইরেনাসের তালিকায় যোগ হবে।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতাদের উদ্দেশে ক্রিশ্চান ঐশীগ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে, কিন্তু এগুলোর আইন ও প্রফেটস এবং বিধ্বস্ত দ্বিতীয় মন্দির টেক্সট থেকে উদ্ভূত একটা সাধারণ ভাষা ও বিশেষ কিছু প্রতীক ছিল। এগুলোই মূলত একটার সাথে অন্যটির সম্পর্কহীন বিভিন্ন ধারণাকে–ঈশ্বরের পুত্র, মনুষ্য পুত্র, মেসায়াহ ও রাজ্য–এক সংশ্লেষে একসূত্রে গেঁথেছিল।[৫১] লেখকরা এনিয়ে যৌক্তিক বক্তব্য তুলে ধরেননি, বরং এইসব ইমেজকে এত ঘনঘন স্রেফ প্রতিস্থাপন করেছেন যে তা পাঠকের মনে একসাথে মিশে গেছে।[৫২] জেসাস সম্পর্কে কোনও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। পল তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' আখ্যায়িত করতেন, কিন্তু পদবীটিকে তিনি প্রচলিত ইহুদি অর্থে ব্যবহার করেছেন: জেসাস মানুষ ছিলেন প্রাচীন ইসরায়েলের রাজাদের মতো ঈশ্বরের সাথে যাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এবং তিনিই তাঁকে এমন উচ্চস্থানে তুলেছেন। পল কখনওই জেসাসই ঈশ্বর এমন দাবি করেননি। একসাথে সব কিছু দেখেছিলেন বলে 'সিনোপ্টিকস' নামে পরিচিত ম্যাথ্যু, মার্ক ও ল্যুকও এইভাবেই 'ঈশ্বরের পুত্র' উপাধি ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁরা জেসাস আবার দানিয়েলের 'মনুষ্য পুত্রও' বুঝিয়েছেন, যা তাঁকে এক ধরনের পরলোকতাত্ত্বিক মাত্রা দিয়েছিল।[৫৪] এক ভিন্ন ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের প্রতিনিধি জন জেসাসকে ঈশ্বরের বাণী ও প্রজ্ঞার অবতার হিসাবে দেখেছেন, পৃথিবীর সৃষ্টির আগেও যার অস্তিত্ব ছিল।[৫৫] নিউ টেস্টামেন্টের চূড়ান্ত সম্পাদকগণ এইসব টেক্সট সমন্বিত করার সময় এসব বৈষম্য দেখে অস্বস্তি বোধ করেছেন। জেসাস ক্রিশ্চানদের মনে এমন এক বিশাল ঘটনায় পরিণত হয়েছিলেন যে তাঁকে কোনও একটা বিশেষ সংজ্ঞায় বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল না।

'মেসায়াহ' উপাধিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেসাসকে ঈশ্বরের 'মনোনীত' *(ক্রিস্তোস)* হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার পর ক্রিশ্চান লেখকগণ একে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রদান করেন। তাঁরা গ্রিক ভাষায় হিব্রু ঐশীগ্রন্থ ব্যবহার করেছেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানেই *ক্রিস্তোসের* উল্লেখ পেয়েছেন–তা সে রাজা, পয়গম্বর বা পুরোহিত যাই হোক না কেন–সাথে সাথে তা জেসাসের সাঙ্কেতিক উল্লেখ হিসাবে তর্জমা করেছেন। দ্বিতীয় ইসায়াহর দাসের রহস্যময় চরিত্রের কারণেও আকৃষ্ট হয়েছেন তারা, যাঁর ভোগান্তি জগৎক নিষ্কৃতি দিয়েছিল। এই দাস কোনও মেসিয়ানিক চরিত্র ছিলেন না, কিন্তু জেসাস *ক্রিস্তোসের* সাথে দাসের অবিরাম তুলনার ভেতর দিয়ে এই 'ধোঁয়াটে' কৌশল কাজে লাগিয়ে তাঁরা প্রথমবারের মতো কষ্ট সওয়া মেসায়াহর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এভাবে তিনটি ভিন্ন চরিত্র–দাস, মেসায়াহ ও জেসাস–ক্রিশ্চান ভাবনায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়।[৫৬]

ক্রিশ্চান *পেশার* ব্যাখ্যাগুলো এতটাই পরিপূর্ণ ছিল যে নিউ টেস্টামেন্টে এমন একটা পঙক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল যেখানে প্রাচীন ঐশীগ্রন্থের উল্লেখ করা হয়নি। চার ইভেঞ্জালিস্ট জেসাসের জীবনীর অন্য উৎস হিসাবে সেপ্টাজিন্ট ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। ফলে সত্যি থেকে ব্যাখ্যা আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁর মৃত্যুদণ্ড সম্পন্নকারীরা কি সত্যি তাকে ভিনেগার খেতে দিয়েছিল এবং তাঁর পোশাকের জন্যে বাজি ধরেছিল নাকি এই ঘটনাটি শ্লোকের কোনও বিশেষ পঙক্তি থেকে ধারণা লাভ করেছে?[৫৭] ম্যাথ্যু কি ভার্জিন বার্থের কাহিনী বলেছেন কেবল ইসায়াহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে জনৈকা 'কুমারী' ইম্যানুয়েল নামে এক সন্তান ধারণ ও জন্ম দেবেন, শুধু এই কারণেই (সেপ্টাজিন্ট হিব্রু *আলমাহ*'র–'তরুণী'-অনুবাদ করেছে *পার্থেনোস* –'কুমারী' –হিসাবে)?[৫৮] কোনও কোনও পণ্ডিত এতদূরও বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বয়ং জেসাসের একটা কথাও উদ্ধৃত না করে একজন বহিরাগতের পক্ষে গোটা একটা গস্পেল রচনা সম্ভব।[৫৯]

আমরা জানি না কে গস্পেল রচনা করেছেন। প্রথম আবির্ভাবের পর বেনামে এগুলো বিলিবণ্টন হয়েছে। কেবল পরেই আদি চার্চের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নামে চালানো হয়।[৬০] লেখকগণ ইহুদি-ক্রিশ্চান ছিলেন,[৬১] যারা গ্রিক ভাষায় লিখতেন ও রোমান সাম্রাজ্যের হেলেনিস্টিক সংস্কৃতিতে বাস করতেন। এরা কেবল সৃজনশীল লেখকই ছিলেন না–প্রত্যেকেরই নিজস্ব পক্ষপাত ছিল–সুদক্ষ সম্পাদকও ছিলেন, এরা প্রাথমিক উপাদান সম্পাদনা করেছেন। ৭০ দশকের দিকে লিখেছেন মার্ক এবং ম্যাথু ও ল্যুক লিখেছেন ৮০-র দশকের দিকে, জন ৯০-র দশকে। চারটি গস্পেলই এই আচ্ছন্ন সময়ের শঙ্কা প্রতিফলিত করে। ইহুদি জনগণ ছিল বিক্ষুব্ধ অবস্থায়। রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিবার ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, বিভিন্ন গোত্রকে মন্দির ট্র্যাডিশনের সাথে তাদের সম্পর্ক নতুন করে ভাবতে হচ্ছিল। কিন্তু বিধ্বস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনালয়ের *অ্যাপোক্যালিপ্সিস* ক্রিশ্চানদের কাছে এতটাই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে যে তারা জেসাসের মেসায়াহরূপ দাবি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে, যাঁর ব্রত, তাদের বিশ্বাস ছিল, মন্দিরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরপর লিখছিলেন মার্ক, তিনি বিশেষভাবে এই থিমে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় গভীর সংকটে ছিল। মন্দিরের ধ্বংস নিয়ে উল্লাস করার অভিযোগ উঠেছিল ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে। মার্ক দেখিয়েছেন, তাঁর *এক্কলেসিয়ার* সদস্যদের সিনাগগের ভেতরে প্রহার করা হচ্ছে, টেনেহিঁচড়ে ইহুদি প্রবীনদের সামনে নিয়ে সর্বসমক্ষে নিন্দা করা হচ্ছে। অনেকেই বিশ্বাস হারিয়েছিল।[৬২] জেসাসের শিক্ষা যেন কঠিন জমিনে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে মনে হয়েছে, আর ক্রিশ্চান নেতাদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয়েছিল ঠিক বারজনের মতো, যারা মার্কের গস্পেলে বিরল ক্ষেত্রে জেসাসকে বুঝতে পেরেছেন।[৬৩] মূল ধারার ইহুদিবাদের সাথে বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের গভীর একটা বোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। 'পুরাতন কাপড়ে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন তালীতে ঐ পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। আর পুরাতন কুপায় কেহ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে দ্রাক্ষা রসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়।'[৬৪] অনুসারী হওয়ার মানে ভোগান্তি, দায়ধীয় শক্তির বিরুদ্ধে অন্তহীন লড়াই। ক্রিশ্চানদের অবশ্যই স্থায়ীভাবে সতর্ক থাকতে হবে![৬৫]

মন্দির অক্ষত থাকার সময় রচনা করেছেন পল, তিনি মন্দিরের কথা তেমন একটা উল্লেখ করেননি। কিন্তু জেসাস সম্পর্কে মার্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্দির কেন্দ্রিয় বিষয়।[৬৬] এর ধ্বংস স্রেফ আসন্ন প্রলয়ের প্রথম অধ্যায়।[৬৭] অনেক আগেই দানিয়েল এই 'বিষণ্নকারী অপবিত্রকরণের' পূর্বাভাস পেয়েছিলেন; তো মন্দির ছিল অভিশপ্ত।[৬৮] জেসাস বিদ্রোহী ছিলেন না, যেমনটা তাঁর শত্রুরা দবি করে, বরং অতীতের মহান সব চরিত্রের কাতারে ছিলেন। তিনি জেরেমিয়াহ ও ইসায়াহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মন্দির ইহুদিসহ সকল জাতির জন্যেই ছিল।[৬৯] জেন্টাইলদের অনুমোদনকারী মার্কের *এক্কলেসিয়া* এইসব প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছে, কিন্তু মন্দির ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে মানাসই ছিল না। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এটা ধ্বংস করা হয়েছে।

জেসাসের মৃত্যু কোনও কেলেঙ্কারী ছিল না, বরং আইন ও প্রফেটসে এর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল:[৭০] ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি তাঁর আপন অনুসারীদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবেন[৭১] ও শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ করবে।[৭২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তারপরেও গস্পেল ত্রাসের সুর দিয়ে শেষ হয়েছে। মহিলারা মৃতদেহে মলম মাখাতে গিয়ে সমাধি শূন্য আবিষ্কার করে। এমনকি একজন দেবদূত তাদের বলেছেন যে, জেসাসকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। 'মহিলারা বাহির হইয়া কবর হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ তাহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না হইয়াছিলেন; আর তাহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কেননা তাহারা ভয় পাইয়াছিলেন।'[৭৩] এখানেই শেষ হয়েছে মার্কের কাহিনী, এই সময়ে ক্রিশ্চানদের অনুভূত ভীতিকর উত্তেজনাকে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি। তবু মার্কের তীর্যক, নিষ্ঠুর কাহিনী 'সুসমাচার' ছিল, কারণ 'ইতিমধ্যে' রাজ্যের 'আগমন ঘটেছে।'[৭৪]

কিন্তু ৮০-র দশকের শেষের দিকে যখন ম্যাথ্যু লিখছিলেন, এইসব আশা তিরোহিত হতে শুরু করেছিল। কিছুই বদলায়নি: কেমন করে রাজ্যের আগমন ঘটল? ম্যাথ্যু জবাব দিয়েছেন যে, অলক্ষে আসছে তা, ইতিমধ্যে ময়দার তালে ইয়েস্টের মতো নীরবে কাজ করে চলেছে।[৭৫] তাঁর গোষ্ঠী ছিল সন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ। প্রতিবেশী ইহুদিরা তাদের বিরুদ্ধে তোরাহ ও প্রফেটস্ ত্যাগ করার অভিযোগ তুলেছিল,[৭৬] সিনাগগে তাদের আঘাত করা হয়েছে, প্রবীনদের সামনে বিচারের জন্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,[৭৭] এবং সমাপ্তির আগেই নির্যাতন করে তাদের হত্যা করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।[৭৮] সুতরাং ম্যাথ্যু বিশেষভাবে ক্রিশ্চান ধর্ম কেবল ইহুদি ঐতিহ্যেরই অংশ নয় বরং এর পরিণতি দেখাতে উদগ্রীব ছিলেন। জেসাসের জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে 'ঐশীগ্রন্থকে পরিপূর্ণ' করার জন্যে। ইশমায়েল, স্যামসন ও ইসাকের মতো একদল দেবদূত তাঁর জন্মের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৭৯] বুনো এলাকায় তাঁর চল্লিশ দিনের প্রলোভন ইসরায়েলিদের চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সমান্তরাল ঘটনা; ইসায়াহ এই অলৌকিক ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।[৮০] এবং–সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–জেসাস ছিলেন মহান তোরাহ শিক্ষক। পাহাড় চূড়ায় তিনি নতুন আইন পালন করেছেন[৮১]–মোজেসের মতো–জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি আইন ও প্রফেটদের রদ করতে নয় বরং তাকে পূর্ণতা দিতে এসেছেন।[৮২] ইহুদিদের এখন অবশ্যই আগের চেয়ে আরও কঠোরভাবে তোরাহ অনুসরণ করতে হবে। এখন ইহুদিদের কেবল হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকলেই যথেষ্ট হবে না, তাদের ক্রুদ্ধও হওয়াও চলবে না। ব্যাভিচারই কেবল নিষিদ্ধ নয়, কোনও পুরুষ এমনকি কামনার চোখে কোনও মেয়ের দিকে তাকাতেও পারবে না।[৮৩] প্রতিশোধের প্রাচীন বিধান–চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত–রদ করা হয়েছে। ইহুদিদের এখন অবশ্যই শত্রুকে অপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাল পেতে দিতে হবে, ভালোবাসতে হবে।[৮৪] হোসিয়ার মতো জেসাস যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আচরিক অনুসরণের চেয়ে আবেগ ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৮৫] হিল্লেলের মতোই তিনি স্বর্ণবিধি শিক্ষা দিয়েছেন।[৮৬] জেসাস ছিলেন সলোমন, জোনাহ ও মন্দিরের চেয়েও মহান।[৮৭] ম্যাথ্যুর আমলের ফারিজিরা দাবি করত যে, তোরাহ পাঠ ইহুদিদের স্বর্গীয় সত্তার *(শেখিনাহ)* সাথে পরিচিত করিয়ে দেবে যার সাথে মন্দিরে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল: 'দুজন ব্যক্তি একত্রে বসিয়া থাকিবার মুহূর্তে তাহাদের মাঝে তোরাহর বাণী থাকিলে*শেখিনাহ* তাহাদের মাঝে অবস্থান করে।'[৮৮] কিন্তু জেসাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: 'যখন দুই কি তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।'[৮৯] জেসাসের মাধ্যমে ক্রিশ্চানরা শেখিনাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, এখন যিনি তোরাহ ও মন্দিরকে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

ল্যুক গস্পেলের পাশাপাশি বেশ কিছু অ্যাক্টস অভ অ্যাপসলেরও রচয়িতা ছিলেন। তিনি এটা দেখাতে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে জেসাস ও তাঁর অনুসারীরা ধর্মপ্রাণ ইহুদি বটে; কিন্তু তিনিও এটাও জোরের সাথে বলেছেন, গস্পেল সবার জন্যেই। ইহুদি, জেন্টাইল, নারী-পুরুষ, দরিদ্র, করসংগ্রাহক, সামারিতান ও উড়ণচণ্ডী ছেলে। ল্যুক আমাদের আদি ক্রিশ্চানদের *পেশার* ব্যাখ্যাকারীরা যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দান করেছেন তার অমূল্য আভাস দিয়েছেন। তিনি জেসাসের দুই শিষ্য সম্পর্কে একটি প্রতীকী কাহিনী বলেছেন, এরা ক্রুসিফিকশনের তিন দিন পরে জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে ইম্মায়ূসে যাচ্ছিলেন।[৯০] ল্যুকের নিজস্ব সময়ের আরও অনেক ইহুদির মতো তাঁরা ছিলেন দিশাহারা ও হতাশ, কিন্তু পথে এক আগন্তুকের সাথে তাদের দেখা হয়। আগন্তুক ওদের এই দুরবস্থার কারণ জানতে চান। তখন তাঁরা বলেন, তাঁরা জেসাসের অনুসারী এবং তিনি যে মেসায়াহ এতে তাঁদের কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। অবস্থা আরও খারাপ করে ফেলার জন্যে ওদের সাথের মহিলারা শূন্য সমাধি ও দেবদূত দেখার গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আগন্তুক মৃদু ভাষায় তাদের ভর্ৎসনা করেন: ওরা কি এটা বুঝতে পারেননি যে মহত্ব অর্জনের আগে মেসায়াহকে কষ্ট সহ্য করতে হবে? মোজেসকে দিয়ে শুরু করে তিনি প্রফেটদের 'পূর্ণাঙ্গ বাণী' ব্যাখ্যা করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শিষ্যরা যখন গন্তব্যে পৌঁছালেন, আগন্তুককে তাদের সাথে থাকার আবেদন জানালেন তাঁরা। পরে খাবার সময় আগন্তুক যখন রুটি ছিঁড়ছেন, সহসা তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, গোটা সময়টায় তাঁরা জেসাসের সাথেই ছিলেন, কিন্তু তাদের 'চোখে ছানি দেওয়া' ছিল, তাঁকে চিনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেননি। তিনি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে তাঁরা বুঝতে পারলেন কেমন করে তিনি 'ঐশীগ্রন্থ উন্মোচন' করার পর তাঁদের হৃদয় 'অন্তরে জ্বলছিল।'

ক্রিশ্চান *পেশার* ছিল, বিষাদ ও বিস্ময়ে প্রোথিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন, হৃদয়ের মাঝে সরাসরি অবস্থান করে তাকে প্রজ্জ্বলিত করে। ক্রিশ্চানরা 'দুই কি তিনজন মিলিত' হয়ে জেসাসের সাথে আইন ও প্রফেটদের সম্পর্ক আলোচনা করবে। একসাথে কথা বলার সময় টেক্সট 'উন্মুক্ত' হয় ও ক্ষণিকের আলোকন এনে দেয়। ঠিক জেসাস যেমন তাঁকে চেনার সাথে সাথে মিলিয়ে গিয়েছিলেন, এটাও তেমনিভাবে মিলিয়ে যাবে, কিন্তু পরে আপাত বিরোধী বিষয় সমগ্রের এক নুমিনাস সম্পর্কে একসাথে মিলিত হয়। আগন্তুক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আগে দেখেননি এমন কারও কাছে যখন নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করছিলেন, এক ধরনের বিশ্বাসের *(পিস্তিস)* পরিচয় রেখেছিলেন শিষ্যরা। ল্যুকের *এক্কলেসিয়ায়* ইহুদি ও জেন্টাইলরা একে 'অন্যের' দিকে আগ্রসর হয়ে *শেখিনাহর* অভিজ্ঞতা লাভ করেছে বলে আবিষ্কার করেছে, যাকে ক্রমবর্ধমানভাবে *ক্রিস্তোসের* সাথে এক করে দেখেছে ওরা।

এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু চার্চ জনের নামে প্রচলিত গস্পেল ও তিনটি চিঠি এবং রেভেলেশনের পরকালতাত্ত্বিক পুস্তকের উপর ভিত্তি করে জেসাসের ভিন্ন উপলব্ধি গড়ে তুলছিল। এই সমস্ত 'জোয়ানিয়' টেক্সট জেসাসকে লোগোসের অবতার হিসাবে দেখেছে, যিনি ঈশ্বরের একান্ত প্রকাশ হিসাবে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন।[৯১] জেসাস ছিলেন ঈশ্বরের মেষ, উৎসর্গের শিকার যিনি পৃথিবী থেকে পাপ অপসারণ করেছেন, পাসওভারে মন্দিরে আচরিকভাবে উৎসর্গ করা মেষের মতো।[৯২] পরস্পরকে ভালোবাসাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করত তারা,[৯৩] কিন্তু অচেনা লোকদের কাছে টানেনি। এই সম্প্রদায় নিজেদের দলছাড়া ভেবে 'জগতের'[৯৪] বিরুদ্ধে জোট বেঁধে ছিল। গোটা অস্তিত্বই যেন পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দলে মেরুকৃত হয়েছিল: অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো, আত্মার বিরুদ্ধে জগৎ, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভ। চার্চগুলো সম্প্রতি এক বেদনাদায়ক বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল: এদের কোনও কোনও সদস্য এসবের শিক্ষাকে 'অসহনীয়' আবিষ্কার করে 'জেসাসের সাথে চলা' বাদ দিয়েছিল।[৯৫] বিশ্বাসীরা এইসব ধর্মদ্রোহীকে মেসায়াহর প্রতি জঘন্য ঘৃণায় পরিপূর্ণ 'অ্যান্টিক্রাইস্ট' বিবেচনা করেছে।[৯৬]

ক্রিশ্চান গোত্রের সদস্যরা নিশ্চিত ছিল যে কেবল তারাই সঠিক পথে আছে এবং গোটা বিশ্ব ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।[৯৭] বিশেষ করে জনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গস্পেল এক 'অন্তর্দলের' উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিল, যার নিজস্ব প্রতীকীবাদ বহিরাগতের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। জেসাসকে বারবার 'ইহুদিদে'র বলতে হচ্ছিল, তারা তাঁকে অন্বেষণ করবে, কিন্তু পাবে না: 'আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে তোমরা আসিতে পার না।'[৯৮] তাঁর শ্রোতারা অবিরাম হতবিহ্বল হচ্ছিল, কিন্তু জেসাস যেহেতু ঈশ্বরের পরম প্রকাশ, এই গ্রহণে অনীহা ছিল একটা রায়: তাঁকে যারা অস্বীকার করেছে তারা শয়তানের সন্তান, তারা অন্ধকারেই থেকে যাবে।

জনের চোখে ইহুদিবাদ বেশ ভালোভাবেই অতীত। তিনি পদ্ধতিগতভাবে জেসাসকে ইসরায়েলের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতিটি প্রত্যাদেশ প্রতিস্থাপিত করছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এখন থেকে ইহুদিরা যেখানে ঐশী সত্তার উপস্থিতি বোধ করবে সে জায়গাই হবে উদিত লোগোস: লোগোস জেসাস বিধ্বস্ত মন্দিরের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নেবেন; এবং সেই জায়গায় পরিণত হবেন সেখানে ইহুদিরা স্বর্গীয় সত্তাকে অনুভব করবে।[৯৯] সে যখন মন্দির থেকে বের হয়ে আসবে, শেখিনাহও তার সাথে বাইরে আসবে।[১০০] সে সুক্কোসের উৎসব পালন করার সময়, যখন বেদীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পানি ঢালা হয় ও মন্দিরের বিশাল মশাল জ্বালানো হয়, জেসাস তখন–প্রজ্ঞার মতো–চিৎকার করে বলেন যে, তিনিই জগতের জীবিত জল ও আলো।[১০১] খামির ছাড়া রুটির উৎসবে তিনি *নিজেকে* 'জীবনের রুটি' দাবি করেছেন। তিনি কেবল মোজেস[১০২] ও আব্রাহামের চেয়েই মহান নন, বরং স্বর্গীয় সত্তাকে মূর্ত করে তুলেছেন: তাঁরই ঈশ্বরের নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণের সাহস ছিল: 'আব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি *[আনি ওয়াহো]*।'[১০৩] সিনোপ্টিকদের বিপরীতে জন কখনওই জেসাসকে অ-ইহুদি ধর্মান্তরিতদের আকৃষ্ট করছেন বলে দেখাননি। গোড়ার দিকে তাঁর *এক্কলেসিয়া* সম্ভবত সম্পূর্ণ ইহুদিদের জন্যে ছিল এবং অ্যাপসলরা হয়তো ইহুদি-ক্রিশ্চান ছিলেন, যারা সম্প্রদায়ের বিতর্কিত ও সম্ভাব্য ব্লাসফেমাস খৃস্টতত্ত্বকে 'অসহনীয়' আবিষ্কার করেছিলেন।[১০৪]

বুক অভ রেভেলেশন জোয়ানিয় ক্রিশ্চান ধর্মমতের তিক্ততা তুলে ধরে। এখানে জনের গস্পেলের পুনরাবৃত্ত মটিফ শুভ ও অশুভ শক্তির ভেতরকার মহাজাগতিক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। স্যাটান ও তার স্যাঙ্গাৎরা স্বর্গের মাইকেল ও স্বর্গীয় দেবদূত বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে, দুষ্টজনেরা পৃথিবীতে হামলা করেছে সৎ মানুষদের। বিপদাপন্ন *এক্কলেসিয়ার* কাছে নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে অশুভই জয় লাভ করবে, কিন্তু রেভেলেশনের লেখক জন অভ পাতমোস জোর দিয়ে বলছেন, ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ একটা মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করবেন। তিনি এক বিশেষ 'প্রত্যাদেশ' *(অ্যাপোক্যালিপ্সিস)* লাভ করেছিলেন, যা পরিস্থিতির 'উন্মোচন' ঘটাবে, যাতে বিশ্বাসী জানতে পারে কীভাবে শেষ সময়ে নিজেদের চালাতে হবে। অ্যাপোক্যালিপ্স আগাগোড়া আতঙ্কে পরিপূর্ণ: রোমান সাম্রাজ্য, স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায় ও অশুভ ক্রিশ্চান দলগুলোর কারণে ভীত ছিল চার্চ। কিন্তু লেখক তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত শয়তান পশুকে তার ক্ষমতা তুলে দেবে, সাগরের গভীর থেকে উঠে আসবে সে, সারা বিশ্বের আনুগত্য দাবি করবে। তখন উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসবেন মেষ। এমনকি বাবিলনের বেশ্যাও শহীদ ক্রিশ্চানদের রক্ত পান করে মাতাল আবস্থায় হাজির হবে, দেবদূতের দল পৃথিবীর উপর সাতটি ভয়ানক প্লেগ বর্ষণ করবেন এবং পশুর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্যে শ্বেত ঘোড়ার পিঠে আসীন হয়ে যুদ্ধে নামবেন বাণী। হাজার বছর ধরে জেসাস সাধুদের সাথে নিয়ে জগৎ শাসন করবেন, কিন্তু তারপর কারাগার থেকে স্যাটানকে মুক্ত করে দেবেন ঈশ্বর। শান্তি পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত আরও প্রলয়, আরও লড়াইয়ের ঘটনা ঘটবে, স্বর্গ থেকে বিয়ের কনের মতো মেষের সাথে মিলিত হতে নতুন জেরুজালেম অবতীর্ণ হবে।

অন্য সমস্ত জোয়ানিয় রচনার মতো রেভেলেশন পরিকল্পিতভাবে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন, এর প্রতীকসমূহ বহিরাগতের চোখে বোধের অতীত। এটা একটা বিষাক্ত বই; আমরা দেখব, সেইসব লোকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল যারা জোয়ানিয় চার্চের মতো নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও অসন্তুষ্ট আবিষ্কার করেছিল। বিতর্কিতও ছিল এটা, কোনও কোনও ক্রিশ্চান একে অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত করতে অনীহ ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত সম্পাদকবৃন্দ একে নিউ টেস্টামেন্টের শেষে স্থান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে হিব্রু ঐশীগ্রন্থের *পেশার* ব্যাখ্যাকারীদের বিজয়ের ফিনালেতে পরিণত হয়েছিল। এটা খৃস্টধর্মের উত্থানের ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভবিষ্যৎমুখী অ্যাপোক্যালিপ্সে রূপান্তরিত করেছে। নিউ টেস্টামেন্ট পুরোনোকে প্রতিস্থাপিত করবে: 'আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ।' ইহুদিবাদ ও এর সবচেয়ে পবিত্র প্রতীকসমূহ এক বিজয়ী উগ্র ক্রিশ্চান ধর্মে প্রতিস্থাপিত হয়।[১০৫]

নিউ টেস্টামেন্টে ঘৃণার একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে। ক্রিশ্চান ঐশীগ্রন্থগুলোকে অ্যান্টি-সেমিটিক বলা ঠিক হবে না, কারণ খোদ এর রচয়িতাগণ ছিলেন ইহুদি, তবে তাঁদের অনেকেই ইহুদি ধর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। পল ইহুদিবাদের প্রতি এই বৈরিতার বাহক নন, তবে নিউ টেস্টামেন্টের অধিকাংশই মন্দির ধ্বংসের অব্যবহিত পরবর্তী সেই সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপক বিস্তৃত সন্দেহ, উৎকণ্ঠা ও উত্তাল অবস্থা তুলে ধরেছে, যখন ইহুদিরা তিক্তভাবে বিভক্ত ছিল। জেন্টাইল বিশ্বের দিকে হাত বাড়াতে উদ্বিগ্ন সিনাগগগুলো রোমানদের জোসাসের মৃত্যুদণ্ডের দায় থেকে নিষ্কৃতি দিতে উদগ্রীব ছিল এবং ক্রমবর্ধমান জোরের সাথে দাবি করছিল যে, ইহুদিদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। এমনকি ইহুদিবাদের সবচেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী ল্যুক পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, একটা ভালো ইসরায়েলের অস্তিত্ব ছিল (জেসাসের অনুসারীদের মাধ্যমে প্রতিপলিত) এবং একটা 'খারাপ' ইসরায়েল; আপনাভালো ফারিজিদের মাধ্যমে মূর্ত।[১০৬] ম্যাথ্যু ও জনের গস্পেলে এই পক্ষপাতিত্ব আরও গভীর হয়ে উঠেছে। ম্যাথ্যু ইহুদি জনতাকে দিয়ে জেসাসের মৃত্যুর জন্যে চিৎকার করিয়েছেন, 'উহার রক্ত আমাদের উপরেও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক,'[১০৭] এইসব কথা শত শত বছর ধরে এমন সব হত্যাকাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে যা অ্যান্টিসেমিটিজমকে ইউরোপের দূরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত করেছে।

ম্যাথ্যু বিশেষ করে ফারিজিদের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন: ওরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, কপটাচারী, আত্মাকে নিদারুণ অবহেলা করে কেবল আইনের অক্ষর নিয়ে আচ্ছন্ন, ওরা 'অন্ধ পরিচালক', 'কালসর্পের বংশধর', ধর্মান্ধের মতো ক্রিশ্চান চার্চ ধ্বংস করার জন্যে ক্ষেপে আছে।[১০৮] জনও ফারিজিদের শত্রুভাবাপন্ন, নির্যাতনকারী ও অন্ধকারের প্রতি পৌনঃপৌনিক আসক্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন; ফারিজিরাই জেসাসের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছে।[১০৯] ফারিজিদের প্রতি কেন এই ভয়ানক ঘৃণা? মন্দির ধ্বংসের পর ক্রিশ্চানরাই প্রথম প্রকৃত ইহুদি কণ্ঠস্বরে পরিণত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল এবং প্রথম দিকে তাদের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিপক্ষ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু ৮০ ও ৯০-র দশকে ক্রিশ্চানরা অস্বস্তিকরভাবে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করে যে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটছে: ফারিজিরা বিস্ময়কর পুনর্জাগরণ ফিরে পাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

✝

মিদ্রাশ

জেরুজালেম অবরোধের শেষদিকে, কথিত আছে, তোরণ পাহারায় থাকা উগ্র ইহুদিদের চোখে ধুলো দিতে ফারিজিদের নেতা র‍্যাবাই ইয়োহানান বেন যাক্কাইকে কফিনে করে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোটা যুদ্ধের সময় তিনি নাকি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল অর্থহীনই নয়, বরং আত্মবিধ্বংসীও; এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে ধর্মের সংরক্ষণ ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বাইরে আসার পর রোমান শিবিরে চলে যান তিনি। সেখানে ভেস্পায়ানকে জেরুজালেমের দক্ষিণের উপকূলীয় শহর ইয়াভনেহকে ইহুদি পণ্ডিতদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে রেয়াত দেওয়ার অনুরোধ জানান। জেরুজালেম ও এর মন্দির ধ্বংসের পর ফারিজি, লিপিকার ও পুরোহিতগণ ইয়াভনেহতে মিলিত হতে শুরু করেন, ষাট বছর যাবৎ এই শহরটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সংঘের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইয়োহানানের নাটকীয় পলায়নের কাহিনীর সুস্পষ্ট সন্দেহজনক উপাদান রয়েছে, কিন্তু অভিশপ্ত শহরের বাইরে কফিন থেকে র‍্যাবাইয়ের বের হয়ে আসার শক্তিশালী ইমেজ ছিল ভবিষ্যদ্বাণীসুলভ, কেননা ইয়াভনেহ পুরোনো ইহুদিবাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন রূপের পুনরুজ্জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

আমরা ইয়াভনেহ যুগ সম্পর্কে অবশ্য তেমন কিছু জানি না।[১] পণ্ডিতদের কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ছিল ফারিজিরা, গোড়ার দিকে আর. ইয়োহানান ও তাঁর দুজন মেধাবী শিষ্য আর. এলিয়েযার ও আর. জোশুয়া এবং পরে আর. আকিবা নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৭০-এর করুণ পরিণতির অল্পদিনের ভেতরই ফারিজিরা সাধারণ মানুষকে এমনভাবে জীবন যাপনে উৎসাহিত করে তুলেছিল যেন তারা মন্দিরের সেবা করছে, যেন প্রতিটি অগ্নিকুণ্ড বেদীতে এবং গৃহকর্তা পুরোহিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ফারিজিরা সত্যিকারের মন্দিরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনা অব্যাহত রেখেছিল, চিন্তাও করেনি যে কোনও একদিন ইহুদিদের এটা ছাড়াই চলতে হবে। এমনকি ইয়াভনেহতে থাকার বছরগুলোতেও তাঁরা যেন বিশ্বাস করছিল, ইহুদিরা একটা নতুন মন্দির নির্মাণে সক্ষম হবে, কিন্তু তাদের আদর্শ ৭০ পরবর্তী বিশ্বে বেশ মানানসই ছিল, কারণ তারা, বলা হয়ে থাকে, একটা কাল্পনিক মন্দির ঘিরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্মাণ করেছিল, যা কিনা তাদের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখন আর. ইয়োহানান এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এই কাল্পনিক মন্দিরকে আরও বিস্তারিত রূপে নির্মাণ শুরু করবেন।

ইয়াভনেহর র‍্যাবাইদের প্রথম কাজ ছিল প্রথাগত ধর্মের যা কিছু স্মৃতি, আচার ও অনুশীলন খুঁজে পাওয়া যায় তাকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, যাতে মন্দির পুনর্নির্মিত হলে নতুন করে কাল্ট শুরু করা যায়। অন্য ইহুদিরা রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নতুন বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে থাকতে পারে; ক্রিশ্চানরা জোরের সাথে বলতে পারে, জেসাস মন্দিরকে প্রতিস্থাপন করেছেন; কিন্তু ইয়াভনেহতে তাদের সাথে যোগদানকারী লিপিকার ও পুরোহিতদের সাথে নিয়ে ফারিজিরা তাদের মনে হারিয়ে যাওয়া মন্দিরের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তুলে রাখার এক নায়োকোচিত প্রয়াস পাবে; একই সময়ে তাদের ব্যাপকভাবে বদলে যাওয়া বিশ্বের চাহিদা মেটাতে তোরাহর পরিমার্জনা করার সময় ফারিজিদের নতুন ইহুদিবাদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হতে অনেক বছর লেগে যাবে। কিন্তু ৮০-র দশকের শেষের দিকে ও ৯০-র দশকে, আমরা যেমন দেখেছি, ক্রিশ্চানদের কেউ কেউ ইয়াভনেহর কারণে নিজেদের মারাত্মকভাবে হুমকীর মুখে মনে করেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ইহুদির কাছে গস্পেলের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও সত্যি মনে হচ্ছিল। তারপরেও সত্যি বলতে ফারিজি উদ্যোগের সাথে আদি ক্রিশ্চান চার্চসমূহের অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। ফারিজিরাও ঐশীগ্রন্থে তল্লাশি করে আরেক ধরনের ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করবে ও নতুন পবিত্র টেক্সট রচনা করবে–যদিও তারা কখনওই এগুলো 'নিউ টেস্টামেন্ট' গঠন করেছে বলে দাবি করবে না।

দুই বা তিনজন ফারিজি সমবেতভাবে তোরাহ পাঠ করার সময়–ক্রিশ্চানদের মতো–আবিষ্কার করেছিল যে শেখিনাহ তাদের মাঝে অবস্থান করছেন। ইয়াভনেহতে ফারিজিরা এমন এক আধ্যাত্মিকতার গোড়াপত্তন করেছিল যেখানে তোরাহ গবেষণা ঐশী সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করার ক্ষেত্রে প্রধান উপায় হিসাবে মন্দিরকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। কিন্তু আধুনিক বাইবেলিয় পণ্ডিতদের বিপরীতে তারা কোনও নির্দিষ্ট ঐশীগ্রন্থীয় অনুচ্ছেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল তাৎপর্যের অনুসন্ধান করত না। দানিয়েলের মতো তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করছিল। তাদের দৃষ্টিতে ঐশীগ্রন্থের কোনও একক কর্তৃত্বমূলক পাঠ নেই। পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন ঘটনা উন্মোচিত হওয়ার সময় এমনকি ঈশ্বরকেও এর পূর্ণ তাৎপর্য আবিষ্কার করার জন্যে তাঁর নিজের তোরাহ নিয়ে গবেষণায় লেগে থাকতে হয়।[২] র‍্যাবাইগণ তাদের ব্যাখ্যাকে বলতেন *মিদ্রাশ*, যা, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন দেখেছি, ক্রিয়া পদ *দারাশ* থেকে উদ্ভুত: অনুসন্ধান করা; খোঁজ করা। টেক্সটের অর্থ প্রকাশিত নয়। ব্যাখ্যাকারকে এর খোঁজে অগ্রসর হতে হতো, কারণ প্রতিবার একজন ইহুদি ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বরের বাণীর মোকাবিলা করার সময় ভিন্ন কিছু তুলে ধরে তা। ঐশীগ্রন্থ অক্ষয়। র‍্যাবাইগণ এটা বলতে পছন্দ করতেন যে, রাজা সলোমন তোরাহর প্রতিটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে হাজারখানেক উপকথা ব্যবহার করেছেন–যার মানে ঐশীগ্রন্থের প্রতিটি অংশের তিন মিলিয়ন পনের হাজার সম্ভাব্য তর্জমা থাকতে পারে।[৩] প্রকৃতপক্ষেই কোনও টেক্সটকে সময়ের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করা না গেলে তা মৃত: ঐশীগ্রন্থের লিখিত বাণীকে অব্যাহত ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে পুনরুজ্জীবীত করে তোলার প্রয়োজন ছিল। কেবল তখনই সেগুলো তোরাহয় সুপ্ত ঈশ্বরের ঐশী সত্তাকে তুলে ধরতে পারে। মিদ্রাশ সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ছিল না, এবং গবেষণাও কখনও শেষ কথা ছিল না, এর ভেতর দিয়ে জগতে বাস্তব কর্মকাণ্ড অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ব্যাখ্যাকারদের বিশেষ পরিস্থিতিতে তোরাহকে প্রয়োগ করে সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর একটা দায়িত্ব ছিল। কোনও একটা অস্পষ্ট অনুচ্ছেদকে কেবল স্পষ্ট করে তোলাই লক্ষ্য ছিল না, বরং কালের জ্বলন্ত ইস্যুগুলোর সমাধান যোগাতে হতো। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের একটা উপায় না পাওয়া পর্যন্ত আপনি টেক্সট বুঝতে পারেননি।[৪] র‍্যাবাইগণ ঐশীগ্রন্থকে বলতেন *মিকরা*: ইহুদি জনগণকে কর্মে আহবান জানানো সমন।

সবার উপরে মিদ্রাশকে অবশ্যই সহানুভূতির নীতিতে পরিচালিত হতে হবে। প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় মহান ফারিজি সাধক হিল্লেল বাবিলোনিয়া থেকে জেরুজালেমে এসেছিলেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী শাম্মাইয়ের সাথে প্রচারণা চালাতেন, ফারিজি মতবাদের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কঠোর ছিল। বলা হয়ে থাকে, একদিন এক প্যাগান হিল্লেলের কাছে এসে সে এক পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় গোটা তোরাহ মুখস্থ করতে পারলে ইহুদিবাদে দীক্ষা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। হিল্লেল জবাব দেন: 'তোমার নিজের কাছে যা ঘৃণিত সেটা অন্যের সাথে করো না। এটাই গোটা তোরাহ, বাকিটা স্রেফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাভাষ্যমাত্র। যাও, পড়ে দেখ।'[৫] এটা বিস্ময়কর ও পরিকল্পিতভাবে বিতর্কিত মিদ্রাশ। তোরাহর মুল সুর অন্য মানুষের প্রতি যন্ত্রণা সৃষ্টি করার সুশৃঙ্খল প্রত্যাখ্যান। ঐশীগ্রন্থের বাকি সমস্ত কিছুই স্রেফ 'ধারাভাষ্য,' স্বর্ণবিধির উপর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার শেষে হিল্লেল *মিকরা:* কর্মের আহ্বান রেখেছেন: 'যাও, পড়ে দেখ!' তোরাহ পাঠ করার সময় র‍্যাবাইদের ঐশীগ্রন্থের সব বিধি-বিধান ও বিবরণের মূলে অবস্থিত সহানুভূতির অস্তিত্বকে তুলে ধরার প্রয়াস পেতে হবে–তাতে টেক্সটের মুল অর্থ ঘোরাতে হলেও। ইয়াভনেহর র‍্যাবাইগণ হিল্লেলের অনুসারী ছিলেন, শেষ ইয়াভনেহ যুগের নেতৃস্থানীয় সাধু আর. আকিবা ঘোষণা করেছিলেন যে, তোরাহর শ্রেষ্ঠ নীতি রয়েছে লেভিটিকাসের নির্দেশনায়: 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসিবে।'[৬] মাত্র একজন র‍্যাবাই এর বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, সাধারণ কথা 'আদমের বংশাবলি পত্র এই' অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা গোটা মানবজাতির ঐক্য প্রকাশ করে।[৭]

আর. ইয়োহানান হিল্লেলের শিষ্যদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, ৭০-এর বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর তিনি এই অন্তর্দৃষ্টি মন্দির পরবর্তী বিশ্বে প্রয়োগ করেন। একদিন আর. জোশুয়াকে সাথে নিয়ে ভস্মীভূত মন্দির অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তিনি। আর. জোশুয়া কেঁদে উঠে বললেন, ইহুদিরা এখন মন্দিরে উৎসর্গের আচার পালন করতে না পারায় কেমন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে? আর. ইয়োহানান তাঁকে ঈশ্বর হোসিয়াকে যা বলেছিলেন সেকথা বলেই সান্ত্বনা দিলেন: 'শোক করো না, আমাদের মন্দিরের সমান প্রায়শ্চিত্ত আছে, যেমন বলা হয়েছে: *"কারণ আমি দয়াই (হেসেদ) চাই, বলিদান নয়।"*'[৮] সমবেদনার কাজ পুরোহিতসুলভ যা প্রাচীন প্রায়শ্চিত্তের আচারের চেয়ে বেশি কার্যকরভাবে পাপ মোচন করতে পারে এবং ভিন্ন পুরোহিত শ্রেণীর আয়ত্তের বিষয় হওয়ার বদলে সাধারণ জনগণই এর চর্চা করতে পারে। কিন্তু আর. ইয়োহানানের ব্যাখ্যা সম্ভবত হোসিয়াকেও বিস্মিত করত। নিবিড়ভাবে মূল টেক্সটের দিকে নজর দিলে র‍্যাবাই হয়তো বুঝতে পারতেন যে, ঈশ্বর হোসিয়াকে বদান্যতার কাজের কথা বলছিলেন না। *হেসেদ*-এর সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল 'আনুগত্য', 'দয়া' নয়। ঈশ্বর মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত তা নিয়ে ভাবিত ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন ইসরায়েলের *তাঁকে* প্রদেয় কাল্ট আনুগত্য।

কিন্তু এটা আর. জোশুয়াকে বিব্রত করতে পারত না, কারণ তিনি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সন্ধান করছিলেন না, বরং নিজের আচ্ছন্ন সম্প্রদায়কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মন্দিরের জন্যে লোক দেখিয়ে কান্নার কোনও প্রয়োজন নেই, বাস্তব দানশীলতা প্রাচীন উৎসবের আচারের জায়গা নিতে পারবে। তিনি *হোরোয*–একটা শৃঙ্খল তৈরি করছিলেন যা আদিতে সম্পর্কহীন তবে একবারে 'শৃঙ্খলিত' করলে তাদের অন্তস্থ ঐক্য প্রকাশকারী বিভিন্ন উদ্ধৃতিকে একসূত্রে গ্রন্থিত করছিল।[৯] তৃতীয় বিসিই শতাব্দীর একজন খুবই সম্মানিত পুরোহিত সাইমন দ্য জাস্টের একটা বহুল পরিচিত প্রবাদ দিয়ে শুরু করেছেন তিনি।[১০] 'তিনটি জিনিসের উপর পৃথিবী টিকে আছে: তোরাহ, মন্দিরের আচার এবং প্রেমময় কর্মের সম্পাদন।'[১১] হোসিয়ার উদ্ধৃতির মতো এটা প্রমাণ করে যে, বাস্তব সহানুভূতি তোরাহ ও মন্দিরের উপাসনার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমময় দয়া, যেমন বলা হয়েছে, গোটা পৃথিবীকে ধরে রাখা ত্রি-পায়ার একটা আবিশ্যিক পায়া, এখন মন্দির না থাকায়, তোরাহ ও দয়া আগের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই দর্শনের পক্ষে সমর্থনের জন্যে আর. ইয়োহানান উদ্ধৃতি দিয়েছেন–বা খানিকটা ভুলভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন–সামিস্টকে, 'জগৎ নির্মিত হয়েছে ভালোবাসা দিয়ে।'[১২] এই তিনটি সম্পর্কহীন টেক্সটকে পাশাপাশি বসাতে গিয়ে আর. ইয়োহানান হিল্লেলের দাবির মতোই দেখিয়েছেন যে, দয়া সত্যিই ঐশীগ্রন্থের কেন্দ্রিয় বিষয়: ব্যাখ্যাকারের দায়িত্ব হচ্ছে গোপন বার্তার উপর আলোকপাত করে একে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা।

রাব্বিনিক মিদ্রাশের পক্ষে *হোরোয* গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যাখ্যাকারীদের তা সামগ্রিকতা ও সম্পূর্ণতার অনুভূতি যোগাত: শালোমের অনুরূপ ছিল সেটা, ইহুদিরা যা মন্দিরে আবিষ্কার করত ও ক্রিশ্চানরা *পেশার* ব্যাখ্যায় যে *কোইনসিদেনিয়া অপোজিতোরামের* অনুভূতি লাভ করত তার অনুরূপ। ক্রিশ্চানদের মতো র‍্যাবাইগণ আইন ও প্রফেটস ভিন্নভাবে পাঠ করছিলেন, সেগুলোকে এমন অর্থ দিচ্ছিলেন যার সাথে মূল লেখকদের মনোভাবের সামান্যই সম্পর্ক ছিল। আর. আকিবা এই উদ্ভাবনীমূলক মিদ্রাশের সম্পূর্ণতা দান করেন। আকিবার মেধার খ্যাতি স্বর্গে মোজেসের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। শিষ্যগণ তাঁর সম্পর্কে একটা গল্প বলতে পছন্দ করতেন। একদিন শিক্ষাকক্ষে যোগ দিতে আকাশ থেকে নেমে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অন্য ছাত্রদের পেছনে অষ্টম সারিতে বসলেন। হতাশার সাথে আবিষ্কার করলেন আর. আকিবার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, যদিও একে সিনাই পর্বত চূড়ায় তাঁর প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছিল। 'আমার সন্তানরা আমাকে ছাড়িয়ে গেছে,' স্বর্গে ফিরে যাবার সময় দুঃখের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবলেন মোজেস, গর্বও বোধ করলেন। কিন্তু কেন, জানতে চাইলেন তিনি, ঈশ্বর তাঁকে তোরাহর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে আকিবার বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ের একজন মানুষকে বেছে নিতে পারতেন?[১৩] আরেকজন র‍্যাবাই আরও অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন: 'মোজেসের কাছে প্রকাশ করা হয়নি যেসব বিষয় সেগুলো আর. আকিবা ও তাঁর সহযোগীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে।'[১৪] প্রত্যাদেশ কেবল সিনাই পর্বত চূড়ায় প্রথম ও শেষবারের মতো ঘটেনি, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং যতদিন দক্ষ ব্যাখ্যাকারগণ টেক্সটে সুপ্ত অসীম প্রজ্ঞার সন্ধান করে যাবেন ততদিন অব্যাহত থাকবে। ঐশীগ্রন্থ ভ্রূণাবস্থায় মানুষের সকল জ্ঞানের সমগ্র ধারণ করে: এখানে 'সমস্ত কিছু' আবিষ্কার করা সম্ভব।'[১৫] সিনাই ছিল স্রেফ সূচনামাত্র। প্রকৃতপক্ষে মোজেসকে তোরাহ দেওয়ার সময় ঈশ্বর জানতেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে একে শেষ করতে হবে। লিখিত তোরাহ সম্পূর্ণ বিষয় ছিল না; একে সম্পূর্ণ করে তুলতে মানবজাতির মেধা প্রয়োগের কথা ছিল, যাতে একে পূর্ণ করা যায়, ঠিক যেভাবে লোকে গম থেকে ময়দা বের করে ও সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করে।[১৬]

র‍্যাবাইদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, আর. আকিবা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। সহকর্মী আর. ইশমায়েল তাঁর বিরুদ্ধে ঐশীগ্রন্থে নিজের অর্থ আরোপ করার অভিযোগ তোলেন: 'সেজন্যই আপনি টেক্সটে "আমি ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত নীরব থাকো," বলেছেন।'[১৭] একটা ভালো মিদ্রাশ মূল অর্থের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি থাকে, আর. ইশমায়েল যুক্তি দেখিয়েছেন যে কেবল জরুরি প্রয়োজনেই একে পরিবর্তন করা উচিত।'[১৮] আর. ইশমায়েলের পদ্ধতিকে সমীহ করা হয়েছে, কিন্তু আর. আকিবার পদ্ধতিই আগে বেড়েছে, কারণ ঐশীগ্রন্থকে তা উন্মুক্ত রেখেছে। আধুনিক পণ্ডিতের কাছে এই পদ্ধতি অনধিকার চর্চা মনে হয়: মিদ্রাশ সব সময়ই অনেক দূর আগে বেড়েছে, যেন টেক্সটের সামগ্রিকতা লঙ্ঘন করতে চেয়েছে এবং মূল অর্থকে বিসর্জন দিয়ে অর্থের সন্ধান করেছে।[১৯] কিন্তু র‍্যাবাইদের বিশ্বাস ছিল ঐশীগ্রন্থ যেহেতু ঈশ্বরের বাণী তাই তা অন্তহীন। যেকোনও অর্থ নতুন অন্তর্দৃষ্টি বয়ে আনে ও সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক প্রমাণিত হয়, তবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।

তোরাহ ব্যাখ্যা করার সময় র‍্যাবাইগণ নিয়মিতভাবে শব্দ পরিবর্তন করতেন, ছাত্রদের বলতেন, 'এটা পড়ো না...ওটা পড়ো।'[২০] এভাবে টেক্সটের পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক সময় ঐশীগ্রন্থের মূলে অনুপস্থিত ছিল এমন সমবেদনার সুর সংযোজন করতেন তাঁরা। আর. আকিবার অন্যতম বিখ্যাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্য আর. মেয়ার ডিউটেরোনমির উপর একটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় এমনটা ঘটেছিল:

> যদি কোন মনুষ্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ করে, আর তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এবং তুমি তাহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দেও, তবে তাহার শব রাত্রিতে গাছের উপরে থাকিতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেইদিনই কবর দিবে; যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত *[কিলেলাত এলোহিম]*; তোমার ঈশ্বর ইয়াহওয়েহ অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতেছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি অশুচি করিবে না।[২১]

এই আইনে নিজ স্বার্থ ছিল, কারণ ইসরায়েলিরা ভূমি অশুচি করলে তাদের তা হারাতে হবে। কিন্তু আর. মেয়ার অনুপ্রাসের সাথে এক নতুন পাঠের পরামর্শ দিয়েছেন: *'কিলেলাত এলোহিম* পড়ো না,' বলেছেন তিনি, 'পড়বে *কাল্লাত এলোহিম* ('ঈশ্বরের বেদনা')।' আর. মেয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, নতুন টেক্সট সৃষ্টির সাথে কষ্ট সওয়া ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ করেছে: 'মানুষ যখন ভীষণ বিপদে পড়ে, তখন শেখিনাহ কী বলে? বলে, যেমন বলা হয়ে থাকে, 'আমার মাথা ব্যথা করছে, আমার বাহু ব্যথা করছে।'[২২] তোরাহর সবচেয়ে অসম্ভব অংশেও প্রেম ও স্বর্ণবিধির সন্ধান মিলতে পারে। একজন আধুনিক পণ্ডিত যেমন মন্তব্য করেছেন: 'মিদ্রাশিম যাকু কঠিন আইনি সিদ্ধান্ত ঘিরে সমবেদনার বস্ত্র বুনেছে'; কারণ শিষ্যদের টেক্সট পরিবর্তনের আহবান জানিয়েছেন র‍্যাবাই, তারাও অন্তহীন নবতর্জমার সক্রিয় প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত হয়ে গেছেন।[২৩] আর. জুদাহ'র যাকারিয়ার উদ্দেশে দেওয়া ঈশ্বরের বাণীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে: 'তোমাকে [অর্থাৎ ইসরায়েল] যে-ই আঘাত দিক সে নিজের *(আইনো)* চোখে আঘাতকারীর মতোই কেউ।' *'আইনো* ('তার') পড়ো না, পড়বে *আইনি* ('আমার') চোখ,' সতীর্থদের নির্দেশ দিয়েছেন আর. জুদাহ; টেক্সট এখন দাবি করছে যে, প্রেমময় একজন ঈশ্বর তাঁর আপন জাতির বেদনায় অংশ নেন। ইসরায়েলকে আঘাতকারী যে কেউ আমার *[আইনি]* চোখে আঘাতকারীর মতো।'[২৪]

ঐশীগ্রন্থের কোনও স্থির ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। অনেক আগে আর. এলেইযার যখন সহকর্মীদের সাথে তোরাহর একটা আইনি সিদ্ধান্তের *(হালাখাহ)* ব্যাপারে দুর্বোধ্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তখনই ইয়াভনেহতে এই যুক্তিটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছিল। সহকর্মীরা তাঁর যুক্তি মেনে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করলে আর. এলেইযার ঈশ্বরের কাছে অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে সমর্থন জানানোর আবেদন রাখেন; এবং–*মিরাবাইল দিক্ত*–একটা কারোব গাছ আপনাআপনি চারশো কিউবিট দূরে সরে গেল, খাড়ির পানি উজানে বয়ে যেতে লাগল ও পাঠাগারের দেয়াল এত জোরে কাঁপতে শুরু করল মনে হলো বুঝি ধসে পড়বে। কিন্তু অন্য র‍্যাবাইরা এই অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রদর্শনীতে সন্তুষ্ট হলেন না। হতাশার সাথে আর. এলেইয়ার *বাত কোল* ('স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর')-এর রায় শুনতে চাইলেন। এবং এক স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর বাধ্যগতের মতো ঘোষণা করল: 'আর. এলেইযারের বিরুদ্ধে তোমাদের কী বলার আছে? *হালাখাহ* সব সময়ই তার মতানুযায়ীই ছিল।' কিন্তু র‍্যাবাই জোশুয়া ডিউটেরোনমি থেকে একটা পঙক্তি আবৃত্তি করলেন: 'তাহা স্বর্গে নহে।'[২৫] সিনাই পর্বতে উচ্চারিত হওয়ার পর তোরাহ এখন আর মহাজাগতিক বিশ্বে নেই, এখন আর ঈশ্বরের কাছে নয়, বরং অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিটি ইহুদির আওতাধীন। তো, পরবর্তীকালের এক র‍্যাবাই নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমরা স্বর্গীয় কোনও কণ্ঠস্বরে আমল দিই না।' তাছাড়াও, সিনাই পাহাড়ে এটা ঘোষণা করা হয়েছিল: 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে,'[২৬] তো একজনের সংখ্যালঘু জনপ্রিয় ভোট অস্বীকার করতে পারেননি। ঈশ্বর যখন জানতে পারলেন যে তাঁর মত নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, তিনি হেসে বললেন, 'আমার সন্তানগণ আমাকে জয় করিয়া লইয়াছে।'[২৭]

মিদ্রাশের যেকোনও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যাকারের দুর্বলতার জন্যেই হয়ে থাকবে, যার কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে টেক্সটের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ছিল না বা নতুন অর্থ খুঁজে বের করতে পারেননি।[২৮] স্বর্ণবিধি এও বুঝিয়েছে যে, ঘৃণার বিস্তার ঘটায় এমন কোনও মিদ্রাশ বেআইনি। অন্য সাধুদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো সংকীর্ণ ব্যাখ্যা অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে।[২৯] মিদ্রাশের লক্ষ্য সম্প্রদায়ের সেবা করা, ব্যাখ্যাকারদের অহমকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা নয়, যাদের উচিত হবে, আর. মেয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, 'তোরাহর খাতিরেই' তোরাহ পাঠ করা, নিজের লাভের জন্যে নয়। ভালো মিদ্রাশ, বলেছেন র‍্যাবাই, মতানৈক্যের চেয়ে সুসম্পর্ক দেখায়, কারণ সঠিকভাবে ঐশীগ্রন্থ পাঠকারী যে কেউ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং সে অন্যদের জন্যে আনন্দ বয়ে আনে: সে 'স্বর্গীয় সত্তা ও সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসে, স্বর্গীয় সত্তাকে খুশি করে, খুশি করে সকল সৃষ্টিকে।' তোরাহ পাঠ ব্যাখ্যাকারকে বদলে দেয়, তাকে বিনয় ও ভয়ে আচ্ছন্ন করে, ঋজু, ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বাসী করে তোলে, ফলে তার চারপাশের প্রত্যেকে লাভবান হয়। 'তোরাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্য তার মাঝে প্রকাশিত হয়,' উপসংহারে বলেছেন আর. মেয়ার। 'সে তখন উপচে পড়া ফোয়ারা ও অন্তহীন প্রবাহে পরিণত হয়...তাকে তা মহান করে তোলে ও গোটা সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়।'[৩০]

'আমার বাক্য কি অগ্নির তুল্য নয়?' জেরেমিয়াহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়াহওয়েহ।[৩১] মিদ্রাশ তোরাহর লিখিত বাণীতে সুপ্ত স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গকে মুক্ত করেছে। একদিন আর. আকিবা শুনতে পেলেন, তাঁর শিষ্য বেন আযযাই তোরাহ ব্যাখ্যা করার সময় চারপাশে জ্বলে ওঠা আগুনের মেঘে আবৃত হয়ে গেছেন। অনুসন্ধান করতে দ্রুত ছুটে গেলেন তিনি। বেন আযযাই তখন জানালেন যে, *স্রেফ হোরোয* চর্চা করছিলেন তিনি :

> আমি কেবল তোরাহর এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে, তারপর পয়গম্বরদের বাণীর সাথে, এরপর পয়গম্বরের বাণীর সাথে লিপি জুড়ে দিচ্ছিলাম, আর সব শব্দ ঠিক সিনাইতে অবতীর্ণ করার সময়ের মতোই এক হয়ে গেছে, তা ছিল মিষ্টি, তাদের মুল রূপে।[৩২]

যখনই কোনও ইহুদি টেক্সটের মুখোমুখি হয়, সিনাই প্রত্যাদেশ নবায়িত হয়, নিজেকে সে তার কাছে উন্মুক্ত করে, আপন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে। ইযেকিয়েলের মতো মিদ্রাশিস্ট অভিজ্ঞতার করে, সে যখন একে আত্মস্থ করে এবং তাকে অনন্যভাবে আপন করে নেয়, ঈশ্বরের বাণী মধুর মতো মিষ্টি লাগে, সারা বিশ্বে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বেশ কয়েক জন আদি র‍্যাবাইয়ের মতো বেন আযযাইও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। তাঁরা অনুশীলনের সময় ঈশ্বরের 'প্রতাপ' *(কাসোদ)* সম্পর্কিত তাঁর দিব্যদৃষ্টি নিয়ে ধ্যান করতে পছন্দ করতেন–উপবাস, দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে ঈশ্বরের নাম জপা ও ফিসফিস করে ঈশ্বরের প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ–এসব তাদের এক পরিবর্তিত মানসিক অবস্থায় স্থাপন করত। তখন মনে হতো যেন তাঁরা সাত আসমান ফুঁড়ে উড়ে চলেছেন–স্বর্গীয় সিংহাসনে 'প্রতাপে'র দেখা না পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদী এই সফর ছিল নানা বিপদে পরিপূর্ণ। বেশ গোড়ার দিকের এক কাহিনী আমাদের বলছে চারজন সাধু কীভাবে–ইডেনের স্বর্গীয় উদ্যানের অনুরূপ প্রতীকী 'উদ্যান' *পারদিসে* প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছিলেন। বেন আযযাই মৃত্যুর আগেই এই আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিলেন, কিন্তু অন্য অতীন্দ্রিয়বাদীদের দুজন এই অভিজ্ঞতার ফলে আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কেবল আর.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকিবারই অক্ষত বের হয়ে আসার মতো পরিপক্কতা ছিল, এই কাহিনী বর্ণনার জন্যে বেঁচেছিলেন তিনি।[৩৩] আর. আকিবা স্বয়ং তাঁর *এক্কলেসিয়ার* পক্ষে সং অভ সংসকে বিশেষভাবে অনুকূল আবিষ্কার করেছিলেন; এটা মানুষের জন্যে ঈশ্বর যে ভালোবাসা অনুভব করেন তাকে কেবল তাৎপর্যমণ্ডিতই করে না বরং তাকে অতীন্দ্রিয়বাদীর অন্তরে জ্বলন্ত বাস্তবতায় পরিণত করে। 'ইসরায়েলকে যেদিন সং অভ সংস দেওয়া হয়েছে সেই দিনটির সমান হতে পারে না গোটা মহাকাল,' ঘোষণা দিয়েছেন আর. আকিবা। 'সকল রচনা *(কেসুভিম)* পবিত্র। কিন্তু সং অভ সংস মহাপবিত্র।'[৩৪] আর. আকিবার অন্তস্থ জগতে গীতিগুলো মন্দিরের অন্দরমহলকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যেখানে প্রাচীন সিংহাসনে স্বর্গীয় সত্তা বিশ্রাম নিতেন।

অন্য র‍্যাবাইগণ ভেতরে বাইরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ইয়াহওয়েহর আত্মার বোধ লাভ করেছেন। একবার আর. ইয়োহানান শিষ্যদের সাথে ইযেকিয়েলের দিব্যদর্শন নিয়ে আলোচনার সময় স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসে, তারপর এক *বাত কোল* ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরের নিকট থেকে তাঁর জন্যে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।[৩৫] কিন্তু আগুন রূপে পবিত্র আত্মা আর. ইয়োহানান ও আর. এলেইযারের উপরও অবতরণ করেছিলেন- ঠিক যেভাবে পেন্টাকস্টে জেসাসের শিষ্যদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন- তাঁরা তখন *হোরোযে* মগ্ন ছিলেন, ঐশীগ্রন্থের পঙক্তিসমূহকে একসূত্রে গাঁথছিলেন।[৩৬]

এই পর্যায়ে র‍্যাবাইগণ তখনও তাদের দর্শনকে লিখিত রূপ দেননি। মনে হয় সংগৃহীত বিভিন্ন ট্র্যাডিশন অন্তর দিয়ে মুখস্থ করে মৌখিকভাবে প্রচার করছিলেন তাঁরা, যদিও আর. আকিবা ও আর. মেয়ার বিভিন্ন উপাদানকে গুচ্ছে পরিণত করেছিলেন যার ফলে তা মনে রাখা সহজ হয়েছিল।[৩৭] অমূল্য লোককথা লিখে রাখাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে। বইকে মন্দিরের মতো পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে, বা ক্রিশ্চানের হাতে পড়তে পারে, সাধুদের মনেই তা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু র‍্যাবাইগণ উচ্চারিত বাণীকে মূল্য দিতেন তার ভিত্তিতেই। মৌখিক টেক্সট আবৃত্তির সাহায্যে মুখস্থ করতে পেরেছিলেন যেসব ইয়াভনেহর স্নাতক, তাদেরকে বলা হতো *তান্নাইম*, 'প্রতিবেদক'। এরা উচ্চকণ্ঠে তোরাহর কথা বলতেন ও কথোপকথনের ভেতর দিয়ে মিদ্রাশ নির্মাণ করতেন। প্রাণবন্ত আলোচনা ও শোরগোলময় বিতর্কে গমগম করত বিদ্যাপীঠ।

১৩৫ সাল নাগাদ র‍্যাবাইরা আরও স্থায়ী লিখিত রেকর্ড রখার প্রয়োজন মনে করলেন। ইহুদিদের আধুনিক গ্রেকো-রোমান বিশ্বে তুলে আনার প্রয়াসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট হাদ্রিয়ান ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি জেরুজালেমের ধ্বংসাবশেষ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সেই পবিত্র স্থানে একটা আধুনিক শহর গড়ে তুলতে চান। আইন করে খৎনা, র‍্যাবাইদের প্রশিক্ষণ ও তোরাহর শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মাথা গরম ইহুদি সৈনিক সিমিয়ন বার কোসেবা রোমের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, তিনি জেরুজালেম থেকে দশম লিজিয়নকে বিতাড়িত করতে সফল হলে আর. আকিবা মেসায়াহ হিসাবে তাঁর তারিফ করেন। স্বয়ং আর. আকিবা শিক্ষা দান বন্ধ রাখতে অস্বীকার করেন; বলা হয়ে থাকে, রোমান কর্তৃপক্ষ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৩৫ সালে হাদ্রিয়ান বার কোসেবার বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন।[৩৮] হাজার হাজার ইহুদি প্রাণ হারিয়েছিল, জুদাহয় অবস্থানে ইহুদিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, প্যালেস্তাইনের উত্তরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তাদের। ইয়াভনেহর একাডেমি ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়, রাব্বিনিক ক্যাডার ভেঙে যায়। তবে সম্রাট আন্তোনিয়াস পায়াসের (১৫৮-১৬১) অধীনে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে; তিনি ইহুদি বিরোধী বিভিন্ন কালাকানুন শিথিল করেন, র‍্যাবাইগণ নিম্ন গালিলির উশায় আবার সমবেত হন।

বার কোসেবার বিদ্রোহের বিপর্যয়কর পরিণতি র‍্যাবাইদের রীতিমতো সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। অতীন্দ্রিয়বাদী আর. সিমিওন বার ইয়োহী-এর মতো রেডিক্যালরা রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন, কিন্তু বেশিরভাগই নিজেদের রাজনীতি থেকে প্রত্যাহার করে নেন। র‍্যাবাইগণ এখন মেসিয়ানিজম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন, আত্মার বিপজ্জনক যাত্রার চেয়ে সুশৃঙ্খল পড়াশোনাকে বেছে নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদের অনুশীলন নিরুৎসাহিত করছিলেন তাঁরা। উশায় তাঁরা দ্বিতীয় মন্দির কালের বিভিন্ন রচনার *(কেসুভিম)*-এর মধ্য থেকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের মাধ্যমে হিব্রু বাইবেলের অনুশাসন স্থির করেন।[৩৯] অধিকতর সুবোধ্য ঐতিহাসিক রচনা বাছাই করে প্রলয়বাদী কল্পকথা প্রত্যাখ্যান করেন, ক্রনিকলস, এস্থার, এযরা ও নেহেমিয়াহ নির্বাচিত করেন এবং প্রজ্ঞা প্রকৃতি থেকে প্রোভার্বস, সং অভ সংস এবং জব নেন, কিন্তু বেন সিরাহ নয়। বর্তমানে *তোরাহ, নেভিন* (প্রফেটস) ও *কেসুভিম* নিয়ে রচিত বাইবেল তা-নাখ (TaNaKh) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

১৩৫ থেকে ১৬০ সাল পর্যন্ত সময়কালে র‍্যাবাইগণ সম্পূর্ণ নতুন একটা ঐশীগ্রন্থও সৃষ্টি করেছিলেন, একে তাঁরা বলতেন মিশনাহ, ইয়াভনেহতে র‍্যাবাইদের সংগৃহীত বিভিন্ন ট্র্যাডিশনের সংকলন; আর. আকিবা ও আর. মেয়ারের প্রকল্প অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছিল এগুলো। এসব লিখতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন তাঁরা।[৪০] অবশেষে র‍্যাবাইগণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, আর কখনওই মন্দির নির্মিত হবে না, তো টাটকা উপাদানের বিশাল অংশ যোগ করেছিলেন তাঁরা, এগুলোর বেশিরভাগই কাল্ট ও বিভিন্ন উৎসবের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হিব্রু পরিভাষা *মিশনাহ*র মানে 'পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে শিক্ষা,' লিখিত রূপ নিলেও নতুন ঐশীগ্রন্থ তখনও মৌখিক বিষয় বিবেচিত হচ্ছিল। ছাত্ররা মুখস্থ করছিল তা। ২০০ সালের দিকে গোত্রপিতা আর. জুদাহ কর্তৃক মিশনাহ সম্পূর্ণ হয় এবং র‍্যাবাইদের নিউ টেস্টামেন্টে পরিণত হয় ক্রিশ্চানদের ঐশীগ্রন্থের মতো তানাখকে তা চিরকালের মতো বিদায় নেওয়া ইতিহাসের একটা পর্যায়ের বিবেচনা করে, তবে মন্দির পরবর্তী ইহুদিবাদকে বৈধতা দিতে কাজে লাগানো যেতে পারে তাকে। তবে মিলের শেষ এখানেই। মিশনাহ স্রেফ কিছু আইনি বিধানের ভয়ঙ্কর সংকলন, ছয়টি *সেদেরিমে* (ধারা) বিন্যস্ত: *যেরাইম* ('বীজ'), *মোয়েদ* ('উৎসব'), *নাশিম* ('নারী'), *নিযিকিন* ('ক্ষতি'), *ক্বাদেশিম* ('পবিত্র বস্তু') ও *তোহোরদ* ('পবিত্রতার বিধান')। এগুলোকে আবার তেষট্টিটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

নিউ টেস্টামেন্টের বিপরীতে–হিব্রু ঐশীগ্রন্থের কথা উল্লেখের কোনও সুযোগই হাতছাড়া করেনি–মিশনাহ তানাখ থেকে অহঙ্কারের সাথে বিমুক্ত থেকেছে, বিরল ক্ষেত্রে বাইবেলে থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে বা এর শিক্ষার কাছে আবেদন রেখেছে। মিশনাহ মোজেসের কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করার দাবি করেনি, কখনওই এর উৎস বা সত্যতা আলোচনায় যায়নি, কিন্তু মর্যাদার সাথে ধরে নিয়েছে যে এর কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত।[৪১] তোরাহর মন্ত্রে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন যেসব র‍্যাবাই তাঁরা দারুণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাখ্যার কাজে ছিলেন ওস্তাদ, তাঁদের বাইবেলের সমর্থনের প্রয়োজন হয়নি।[৪২] মিশনাহ ইহুদিরা কী বিশ্বাস করে তা নিয়ে ভাবিত ছিল না, এর বিবেচনার বিষয় ছিল তাদের আচরণ। মন্দির শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু শেখিনাহ এখনও ইসরায়েলের মাঝে অবস্থান করছেন। র‍্যাবাইদের দায়িত্ব ছিল ইহুদিদের পবিত্রতার মাঝে বসবাসে সাহায্য করা, যেন মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ছয়টি ধারা মন্দিরের মতো করে নির্মিত হয়েছিল।[৪৩] প্রথম ও শেষ ধাপ–*যেরাইম* ও *তোহোরদ*–যথাক্রমে জমিন ও জাতির পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। একেবারে অন্তস্থ দুটি ধাপ–*নাশিম* ও *নিযিকিন*–ইহুদিদের ব্যক্তিগত, সাংসারিক জীবন ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়ে বিধান দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় ও পঞ্চম ধাপের বিষয়বস্তু–*মোয়েদ* ('উৎসব') ও *ক্বাদেশিম* ('পবিত্র বস্তু')–হচ্ছে মন্দির। প্রায় সম্পূর্ণই উশায় রচিত এ দুটি *সেদেরিম* ছিল দুটো সমদূরত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারবহনকারী স্তম্ভ যার উপর গোটা কাঠামো নির্ভরশীল ছিল। তারা হারানো মন্দিরের জীবনের ঘরোয়া বিস্তার স্মৃতিচারণ করত: কত সমৃদ্ধ কামরা ব্যবহার করো হতো, প্রধান পুরোহিত কোথায় তাঁর মদ রাখতেন। কীভাবে রাতের প্রহরী আরাম করত? দায়িত্ব পালনের সময় কোনও পুরোহিত ঘুমিয়ে পড়লে কী হতো? এভাবে ইহুদিদের মনে মন্দির বেঁচে থাকত, ইহুদি জীবনের মন্ত্র হয়ে থাকত। মিশনাহয় লিপিবদ্ধ অচল মন্দির আইন সত্যিই আচার পালনের অনুরূপ ছিল।[৪৫]

মন্দির অক্ষত থাকার সময় ফারিজিদের পক্ষে পুরোহিতের মতো দিন কাটানো ছিল এক রকম, কিন্তু সেটা তুচ্ছ ছাইভস্মে পরিণত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। নতুন আধ্যাত্মিকতা বীরত্বসূচক ব্যাখ্যামূলক প্রত্যাখ্যান দাবি করেছে। কিন্তু মিদ্রাশ কেবল পেছনে চোখ ফেরায়নি। হাজার হাজার নতুন বিধিবিধান মন্দিরের কার্যকর উপস্থিতির তাৎপর্য খুঁজে বের করেছে। ইহুদিরা পুরোহিতসুলভ জীবন যাপন করতে চাইলে, জেন্টাইলদের সাথে কেমন আচরণ করবে তারা? নারীদের কী ভূমিকা হবে? বাড়িঘরের পবিত্রতার বিধি কে দেখভাল করবে? র‍্যাবাইগণ কখনওই সাধারণ লোকদের ভয়ঙ্কর আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করাতে পারবেন না যদি না তা তাদের সন্তোষজনক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দেয়।

মিদ্রাশ সম্পূর্ণ হওয়ার মোটামুটি পঞ্চাশ বছর পরে এক নতুন টেক্সট এই মৌখিক ট্র্যাডিশনকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত আধ্যাত্মিক ধারার যোগান দিয়েছিল।[৪৬] *পারকে আভোথের* (চ্যাপ্টার অভ দ্য ফাদারস) লেখক হিল্লেলের কাছে তোরাহ শিক্ষাকারী আর. ইয়োহানান বেন যাক্কাই শাম্মাই উশা ও ইয়াভনেহর র‍্যাকাইদের ধারাক্রম পর্যন্ত চিহ্নিত করেন। তারপর দেখান কীভাবে শিক্ষা দ্বিতীয় মন্দির কালের বিশিষ্ট সাধুদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে 'মহান সভা'র মানুষদের মাঝে এসে শেষ হয়েছে[৪৭], যারা পয়গম্বরদের কাছ থেকে তোরাহ গ্রহণ করেছে, পয়গম্বরগণ 'প্রবীনদে'র কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করেছেন, যারা প্রতিশ্রুত ভূমি অধিকার করেছিলেন,[৪৮] প্রবীনরা জোশুয়ার কাছে, জোশুয়া মোজেসের কাছ থেকে, যিনি ছিলেন ট্র্যাডিশনের উৎস, স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে তোরাহ পেয়েছিলেন।

এই ধারাক্রম বাস্তবিক হওয়ার প্রয়োজন ছিল না; অন্য সব *মিথোসের* মতো এটা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক অর্থের চেয়ে বরং অর্থের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে। মিশনাহ অনুযায়ী ইহুদিরা যখন তোরাহ পাঠ করে, তাদের মনে হয়ে বুঝি অতীতের মহান সব সাধু ও খোদ ঈশ্বরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে এক অবিরাম কথোকথনে লিপ্ত রয়েছেন। এটাই রাব্বিনিক ইহুদিবাদের চার্টার মিথে পরিণত হবে। একটা নয়, দুটো তোরাহ ছিল–লিখিত ও মৌখিক–দুটোই সিনাই পাহাড়ে মোজেসকে প্রদান করা হয়েছিল। তোরাহকে একটা টেক্সটে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, প্রত্যেক প্রজন্মের সাধুদের জীবন্ত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে একে অবশ্যই নতুন করে জীবন দান করতে হবে। তোরাহ পাঠ করার সময় র‍্যাবাইগণ মনে করেন যেন তাঁরা সিনাই পাহাড়ে মোজেসের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যাদেশ ক্রমাগত উন্মোচিত হতে থাকে, ও অতীত, বর্তমান ও ভষ্যিতের সকল ইহুদিদের অন্তর্দৃষ্টি ঈশ্বরের কাছ থেকে অর্জিত হয়, ঠিক যেভাবে মোজেসকে লিখিত তোরাহ দেওয়া হয়েছিল।[৪৯]

রোমান সাম্রাজ্যে ৩১২ সালে সম্রাট কন্সতান্তাইনের ক্রিশ্চান ধর্মে ধর্মান্তরের পর ইহুদিদের অবস্থান বদলে যায়। বার কোসেবা অঘটনের পর, *ক্রিস্তোস* ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় ইহুদি-ক্রিশ্চানের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, চার্চগুলোয় জেন্টাইলদের প্রাধান্য বেড়ে ওঠে। দ্বিতীয় থিওদোসেসাস (৪০১-৫০) ক্রিশ্চান ধর্মকে সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মে পরিণত করলে ইহুদিদের সরকারী বা সামরিক বাহিনীতে চাকুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সিনাগগে হিব্রু ভাষা নিষিদ্ধ হয়, এবং ইস্তারের আগে পাসওভারের উৎসব পড়ে গেলে সঠিক দিনে ইহুদিদের তা পালন করতে দেওয়া হতো না। র‍্যাবাইগণ *পারকে আভোদে* দেওয়া সাধুদের নির্দেশনা পালন করে এর প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। শিষ্যদের তাঁরা 'তোরাহর জন্যে প্রাচীর' নির্মাণ করার কথা বলেছেন। তাঁরা বিজ্ঞ নিবেদিত ধারাভাষ্যের মাধ্যমে তোরাহকে ঘিরে আরও অনেক ঐশীগ্রন্থ রচনা করেন, বৈরী বিশ্ব থেকে একে রক্ষা করেন, যেভাবে মন্দিরের দরবার মহাপবিত্রকে সুরক্ষা দিয়েছিল।

মিশনাহর 'সম্পূরক' তোসেফতা ২৫০ ও ৩৫০ সালের ভেতর প্যালেস্তাইনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। এটা ছিল মিশনাহর উপর ধারাভাষ্য, ধারাভাষ্যের ধারাভাষ্য। প্রায় একই সময়ে প্যালেস্তাইনে রচিত সিফরা ইহুদিদের তানাখ থেকে সরিয়ে নেওয়ার যে প্রবণতা শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল তাকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে, এবং সমীহের সাথে মৌখিক তোরাহকে লিখিত তোরাহর অধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু দুটো তালমুদ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ইহুদি জনগণই পথ বেছে নিতে আগ্রহী ছিল না। ইহুদি সম্প্রদায়ের পক্ষে খুবই খারাপ একটা সময়ে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্যালেস্তাইনে *ইয়েরুশালমি* নামে পরিচিত জেরুজালেম তালমুদ শেষ হয়েছিল। *তালমুদ* মানে গবেষণা, কিন্তু ইয়েরুশালমি বাইবেল নয়, মিশনাহ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা করেছে, যদিও তা তানাখ থেকে মিশনাহর গর্বিত স্বাধীনতাকে হ্রাস করেছিল।[৫১] ইয়েরুশালমি অনেক বেশি করে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে ও প্রায়শই আইনি বিধি-বিধানের পক্ষে ঐশীগ্রন্থের প্রমাণ দাবি করেছে–যদিও তা বাইবেলকে কখনও আইনের একমাত্র ফয়সালাকারী হওয়ার সুযোগ করে দেয়নি। আইনি বিষয়গুলোয় বাস্তব বিষয়ের পাশাপাশি নীতিমালারও ব্যাপার থাকে। তানাখ প্রয়োজনীয় এই তথ্য যোগাতে পারেনি। কিন্তু ইয়েরুশালমির ছয় ভাগের এক ভাগই মহান র‍্যাবাইদের সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী ও ঐশীগ্রন্থের ব্যাখ্যা ধারণ করেছে, কঠিন আইনি সংগ্রহকে মানবীয় রূপ দিতে সাহায্য করেছে।

প্যালেস্তাইনের হত দরিদ্র অবস্থা হয়তো ইয়েরুশালমির সমাপ্তিতে বাদ সেধে থাকবে, যাকে হয়তো প্রক্রিয়াধীন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলোনিয়ার ইহুদিরা আরও সন্তোষজনক ও পরিশীলিত তালমুদ সৃষ্টি করে।[৫২] প্যালেস্তাইন ও বাবিলোনিয়ার র‍্যাবাইদের ভেতর অব্যাহত বিনিময় ছিল। ইরানি শাসকগণ ক্রিশ্চান সম্রাটদের চেয়ে ঢের বেশি উদার ছিলেন, ফলে বাবিলোনিয়ার ইহুদিরা একজন সরকারীভাবে নিযুক্ত এক্সিলার্কের (বংশধারার শাসক) অধীনে জীবন যাপনের স্বাধীনতা লাভ করেছিল। প্যালেস্তাইনি ইহুদি সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটার সাথে সাথে বাবিলোনিয়া ইহুদি বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং *বাভলি* নামে পরিচিত বাবিলোনিয় তালমুদ এর বেশ চড়া আত্মবিশ্বাস ছিল যেখানে এই অধিকতর অনুকূল পরিবেশের প্রতিফলন ঘটেছে। এটাই রাব্বিনিক ইহুদিবাদের মূল টেক্সটে পরিণত হবে। ইয়েরুশালমির মতো এটা মিশনাহর উপর ধারাভাষ্য *(গেমারা)* ছিল, তবে মৌখিক তোরাহকে সমর্থন করার জন্যে ব্যবহৃত তানাখকে অস্বীকার করেনি। কোনওভাবে বাভলি অনেকটা নিউ টেস্টামেন্টের মতো এই অর্থে যে লেখক-সম্পাদকগণ একে হিব্রু বাইবেলের সমাপ্তি বিবেচনা করেছেন– পরিবর্তিত বিশ্বের জন্যে এক নতুন প্রত্যাদেশ।[৫৩] নিউ টেস্টামেন্টের মতো বাভলি প্রাচীন ঐশীগ্রন্থের বিবেচনার বেলায় দারুণভাবে নৈর্বাচনিক ছিল, তানাখের কেবল সেইসব অংশ গ্রহণ করেছে যেগুলো কাজের লাগার মতো মনে হয়েছে, বাকি সব বাদ দিয়েছে।

বাভলির ধারাভাষ্য পদ্ধতিগতভাবে অংশ অংশ করে মিশনাহ হয়ে অগ্রসর হয়েছে। গেমারা কেবল বাইবেলরই উল্লেখ করেনি, বরং র‍্যাবাইদের মতামত, কিংবদন্তী, ইতিহাস, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও আইনি কাহিনীরও উল্লেখ করেছে। এই পদ্ধতির কারণে একজন ছাত্র লিখিত ও মৌখিক ট্র্যাডিশনসমূহকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমন্বিত করতে বাধ্য হয়েছে যাতে তা তার মনে একসূত্রে গ্রন্থিত হয়। বাভলি এমন কিছু উপাদান ব্যবহার করেছে যা মিশনাহর চেয়ে প্রাচীন, তবে এর বেশিরভাগ রসদই ছিল নতুন, ফলে ছাত্র একটা নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করত যা মিশনাহ ও বাইবেল সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছিল। বাভলি প্রাচীন টেক্সটসমূহকে সম্মান করত, কিন্তু কোনওটাকেই পবিত্র মানতে হবে বলে স্বীকার করেনি। লেখক-সম্পাদকবৃন্দ তাদের ভাষ্যে অনেক সময় মিশনাহর আইনি বিধান পাল্টে দিতেন, এক র‍্যাবাইর বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলিয়ে দিতেন এবং মিশনাহর যুক্তিতে মারাত্মক ফাঁক আবিষ্কার করতেন। বাইবেল নিয়েও তারা একই কাজ করেছেন, বাইবেলিয় টেক্সটে ফাঁকফোকর চিহ্নিত করেছেন[৫৪], অনুপ্রাণিত লেখকরা আসলে কী বলতে পারেন তার পরামর্শ দিয়েছেন[৫৫], এবং নিজের মতো করে আরও গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে এমনকি বাইবেলিয় আইনকে বদলে দিয়েছেন।[৫৬] বাভলির সাথে মিলিয়ে পড়া হলে ক্রিশ্চানরা 'নিউ টেস্টামেন্ট' পড়ার সময় যেভাবে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বদলে যায়, সেভাবে বাইবেল বদলে দেয়। গেমারায় বাইবেলিয় টেক্সট অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে সেগুলোকে কখনওই নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে ও বাইবেলির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়নি, বরং সব সময়ই মিশনাহর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। হাইফার আর. আবিদিনি যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, র‍্যাবাইরা ছিলেন নতুন পয়গম্বর: 'মন্দির ধ্বংস হওয়ার দিন থেকে পূর্বাভাসের দায়িত্ব পয়গম্বরদের কাছ থেকে নিয়ে সাধুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'[৫৭] এভাবে তোরাহ হচ্ছে দুর্জ্ঞেয় বাস্তবতা যা দুটি পার্থিব রূপে মূর্ত: লিখিত ঐশীগ্রন্থ ও মৌখিক ট্র্যাডিশন।[৫৮] দুটোই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, দুটোই প্রয়োজনীয়, র‍্যাবাইগণ মৌখিক তোরাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার কারণ লিখিত টেক্সট শিথিলতা ও পশ্চাদমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু মৌখিক বাণী, মানুষের চিরন্তন পরিবর্তনশীল ভাবনা প্রবাহ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রতি ঢের বেশি সংবেদনশীল।[৫৯]

বাভলিতে আমরা বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাই: আব্রাহাম, মোজেস, প্রফেটস, ফারিজি ও র‍্যাবাই। ঐতিহাসিক কালে বন্দি নন তাঁরা, বরং তাঁদের একই পৃষ্ঠায় নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে মনে হয় যুগ অতিক্রম করে পরস্পরের সাথে বিতর্ক করছেন তাঁরা–প্রায়শই ভীষণভাবে মতানৈক্য প্রকাশ করছেন। এভাবে বাভলি কোনও নির্দিষ্ট উত্তর যোগায় না। কোনও যুক্তি অচলাবস্থায় শেষ হলে, সেক্ষেত্রে ছাত্রকে শিক্ষকের সাহায্যে নিজের সন্তোষ অনুযায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হতো। বাভলিকে প্রথম মিথস্ক্রিয়াসুলভ টেক্সট হিসাবে বর্ণনা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে।[৬০] এর পদ্ধতি খোদ র‍্যাবাইদের গবেষণা প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের একই আলোচনায় সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য করে নিজস্ব অবদান রাখতে বাধ্য করেছে। প্রতিটি পৃষ্ঠার বিন্যাস ছিল গুরুত্বপূর্ণ: মিশনাহর আলোচ্য অংশটুকুকে স্থান দেওয়া হতো পৃষ্ঠার মাঝখানে, চারপাশে রাখা হতো অতীত ও একেবারে সাম্প্রতিক কালের সাধুদের গেমারাও। বাইবেলের পয়গম্বর ও গোত্রপিতারা আদি প্রত্যাদেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে অতিমর্যাদাবান মনে করা হতো না। আর. ইশমায়েল যেমন আগেই ব্যাখ্যা করেছেন: 'ঐশীগ্রন্থে কোনও পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষ নেই।'[৬১] প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছাত্রের নিজস্ব ধারাভাষ্য যোগ করার জায়গা থাকত। বাভলির সাহায্যে বাইবেল পাঠ করার সময় ছাত্র শিখত যে, শেষ কথা বলার মতো নেই কেউ, সত্যি অবিরাম পবিবর্তিত হচ্ছে এবং ট্র্যাডিশন বিপুল ও মূল্যবান হলেও একে বিচার বিবেচনার নিজস্ব শক্তিকে বাধা দিতে দেওয়া যাবে না। ছাত্রকে অবশ্যই পবিত্র পৃষ্ঠায় তার গেমারা যোগ করতে হবে, নইলে ট্র্যাডিশনের ধারা থেমে যাবে। 'তোরাহ কী?' প্রশ্ন করেছে বাভলি, 'এটা হলো: তোরাহর ব্যাখ্যা।'[৬২]

তোরাহ পাঠ কোনও একক অনুসন্ধান ছিল না। প্যালেস্তাইনের সপ্তম শতাব্দীর সাধু আর. বেরেচিয়াহ রাব্বিনিক আলোচনাকে শাটল ককের সাথে তুলনা করেছেন: 'যখনই কোনও বিজ্ঞজন পাঠ কক্ষে তোরাহ আলোচনা করার জন্যে আসেন, এপাশ ওপাশ কথা ছোঁড়াছুড়ি হতে থাকে, একজন তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, আরেকজন আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে।' কিন্তু তবুও একটা মৌল ঐক্য ছিল, কারণ সাধুগণ কেবল তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরছিলেন না: 'এইসব সাধু ও আরও অনেকের কথা রাখাল মোজেস দিয়েছিলেন, যিনি মহাবিশ্বের অনন্য একজনের কাছ থেকে এসব গ্রহণ করেছিলেন।'[৬৩] এমনকি উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত থাকলেও সত্যিকারের নিবেদিত ছাত্র সচেতন থাকত যে সে ও তাঁর প্রতিপক্ষ একই পথের যাত্রী, একটা আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে যেটা সেই মোজেস পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং তাদের দুজনকেই আগেই ঈশ্বর দেখেছেন ও আশীর্বাদ করেছেন।

এখন ইহুদিবাদের প্রতিপক্ষ বিবেচিত হলেও ক্রিশ্চানরা একই রকম আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

✝

চ্যারিটি

৩১২ সালে কন্সতান্তাইনের ধর্মান্তরের আগে মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি ক্রিশ্চানরা টিকে থাকতে পারবে না, কারণ রোমান কর্তৃপক্ষের হাতে বিক্ষিপ্ত কিন্তু প্রবল নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল তারা। তারা আর সিনাগগের সদস্য নেই, এটা যখন তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিল, রোমানরা চার্চকে ধর্মান্ধদের *সুপারস্তিতিশিও* ধরে নিল, যারা আদি ধর্মের সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মারাত্মক পাপ করেছে। ট্র্যাডিশনের বাধ ভেঙে দেয়, এমন গণ আন্দোলনের ব্যাপারে রোমানরা দারুণভাবে সন্দিহান ছিল। ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধেও নাস্তিক্যের অভিযোগ উঠেছিল, কারণ তারা রোমের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের মেনে নিতে অস্বীকার করে সাম্রাজ্যকে বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। নির্যাতনের লক্ষ্য ছিল ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করা, সহজেই সেটা সম্ভবপর হতে পারত। ৩০৩ সালের দিকে সম্রাট দিওক্লিশিয়ান ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে নিশ্চিহ্নকরণের যুদ্ধ শুরু করেন। সন্ত্রাস ও উদ্বেগের এই কালটি চিহ্ন রেখে গেছে। জেসাসকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করে যেতে প্রস্তুত শাহাদাৎ বরণকারীরা পরিণত হয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিশ্চানে।

কোনও কোনও ক্রিশ্চান তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর *অ্যাপোলোজিয়া*–যৌক্তিক ব্যাখ্যা–লিখে প্যাগান প্রতিবেশিদের বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছিল যে ক্রিশ্চান ধর্ম অতীতের ধার্মিকতার সাথে বিধ্বংসী বিচ্ছেদ নয়। তাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল, জেসাসের জীবন ও মৃত্যু হিব্রু পয়গম্বরগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পূর্বাভাস ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী রোমানরা এই যুক্তিটিকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। ইভাঞ্জেলিস্টরা তাদের *পেশার* ব্যাখ্যা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু অ্যাপোলজিস্টদের কাছে একে বেশ কঠিন ঠেকেছে। মারসিওন একবার ক্রিশ্চানদের কাছে হিব্রু ঐশীগ্রন্থ বাতিল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার আবেদন রেখেছিলেন। জেন্টাইল ধর্মান্তরিতরা তাদের ইহুদি ঐতিহ্য সম্পর্কে ক্রমেই অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছিল।[১] সিনাগগে আর উপাসনা করছিল না তারা, তো ইহুদি ঈশ্বরকে নিয়ে কী করার ছিল তাদের? ঈশ্বর কি পুরোনো কোভেন্যান্ট সম্পর্কে মত পাল্টেছেন? কেমন করে ইসরায়েলের পবিত্র ইতিহাস ক্রিশ্চান ইতিহাস হতে পারে? পয়গম্বরগণ জেসাস সম্পর্কে আসলে কী জেনেছিলেন, কেমন করে জেনেছিলেন? ইসায়াহ ও জেরেমিয়াহ কি জেন্টাইল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জেসাসকে নিয়ে মগ্ন ছিলেন?

এই অ্যাপোলজিস্টদের প্রথম দিকের অন্যতম ছিলেন জাস্টিন (১৯৯-১৬০), পবিত্র ভূমির সামারিয়ার প্যাগান ধর্মান্তরিত ছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হন। বহু গ্রিক দর্শন পাঠ করেছিলেন তিনি, কিন্তু যা খুঁজছিলেন ক্রিশ্চান ধর্মে তার দেখা পান। জনের গস্পেলের সূচনায় *লোগোস*কে স্টয়িকদের সমগ্র বাস্তবতা সংগঠিতকারী সেই ভয়ঙ্কর স্বর্গীয় প্রশ্বাস মনে করেছিলেন জাস্টিন এবং *লোগোস*কে ('যুক্তি') *নিউমা (pneuma)* ('আত্মা') বা ঈশ্বর আখ্যায়িত করেছেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিশ্চান ও প্যাগানরা একটা সাধারণ প্রতীক লাভ করেছিল। এই দুটো *অ্যাপোলোজিয়ায়* জাস্টিন যুক্তি তুলে ধরেন যে, গোটা ইতিহাস জুড়ে জগতে সক্রিয় লোগোসের অবতার জেসাস গ্রিক হিব্রুদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। পয়গম্বরদের মাধ্যমে কথা বলেছেন, যাঁরা এভাবে মেসায়াহর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। আগে বহু রূপ ধারণ করেছিলেন লোগোস। প্লেটো ও সক্রেটিসের মাধ্যমে কথা বলেছেন। মোজেস জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বরকে কথা বলতে শুনছেন ভাবলেও আসলে তিনি লোগোসেরই কথা শুনেছেন। পয়গম্বরদের অরাকলস স্বয়ং 'অনুপ্রাণিত [পয়গম্বরদের] মুখে উচ্চারিত হয়নি; বরং স্বর্গীয় বাণী তাদের ঠোঁট পরিচালনা করেছেন।'[২] অনেক সময় লোগোস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্য সময়ে ঈশ্বরের নামে কথা বলেছেন। কিন্তু ইহুদিরা মনে করেছে ঈশ্বর সরাসরি তাদের সাথে কথা বলছেন, তারা বুঝতে পারেনি, এটা ছিল 'ঈশ্বরের প্রথম জন্ম দেওয়া লোগোস।'[৩] ইহুদি ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে এক সাঙ্কেতিক বাণী প্রেরণ করেছিলেন কেবল ক্রিশ্চানরাই যার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে।

লোগোস সম্পর্কিত জাস্টিনের মত 'ফাদারস' অভ দ্য চার্চ নামে পরিচিত ধর্মতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যায় কেন্দ্রিয় গুরুত্ব লাভ করে, কারণ তাঁরা ক্রিশ্চান ধর্মের ভবিষ্যৎ ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন ও ইহুদি ধর্মবিশ্বাসকে গ্রেকো-রোমান বিশ্বে অভিযোজিত করেছিলেন। প্রথম থেকেই ফাদারগণ তানাখকে ব্যাপক প্রতীকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা হিসাবে দেখতেন। ইরানাস যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, মোজেসের রচনাসমূহ আসলেই চিরন্তন লোগোস ক্রাইস্টের বাণী, যিনি তাঁর মাধ্যমে কথা বলছিলেন।[৪] ফাদারগণ 'ওল্ড টেস্টামেন্টকে বিভিন্ন রচনার সংকলন হিসাবে দেখেননি, বরং ঐক্যবদ্ধ বাণীর একক গ্রন্থ মনে করেছেন, ইরানাস যাকে এর *হাইপোথেসিস* বলেছেনঃ উপরিতলের 'নিচে'র *(হাইপো)* যুক্তি। হিব্রু ঐশীগ্রন্থ সরাসরি জেসাসের কথা উল্লেখ করেনি, কিন্তু তাঁর জীবন ও মৃত্যু বাইবেলের সাঙ্কেতিক সাবটেক্সট গঠন করেছে এবং মহাবিশ্বের রহস্যও উন্মোচিত করেছে।[৫] বস্তুগত বিষয়, অদৃশ্য বাস্তবতা, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, প্রাকৃতিক বিধি–প্রকৃতপক্ষে যা কিছু অস্তিত্ববান–এক স্বর্গীয় সংগঠিত ব্যবস্থার অংশ, ইরানাস যাকে বলেছেন, 'অর্থনীতি।' সব কিছুরই একটা সমন্বিত সমগ্র সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাকি সমস্ত কিছুর সাথে সম্পর্কিত অর্থনীতিতে সঠিক স্থান রয়েছে। জেসাস ছিলেন এই মন্ত্রের স্বর্গীয় অর্থনীতি। পল যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর আবির্ভাব চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেঃ 'তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই খৃস্টেই (এক ঐক্যে) [*আনাকেফালিলেইওসিসে*] সংগ্রহ করার যাইবে।'[৬] জেসাস ছিলেন ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার কারণ, উদ্দেশ্য ও পরিণতি।

জেসাস হিব্রু ঐশীগ্রন্থের কেন্দ্রে অবস্থান করেন বলে তারাও স্বর্গীয় অর্থনীতিকে প্রকাশ করে, তবে এই সাবটেক্সট কেবল তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বাইবেলকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। খোদ বিশ্বসৃষ্টির মতো ঐশীগ্রন্থ একটা টেক্সট *(তেক্সতাস)*, যা এক অবিচ্ছেদ্য সমগ্রকে আকার দেওয়ার জন্যে 'একসাথে গ্রন্থিত' তন্তু নির্মাণ করেছে।[৭] ঐশীগ্রন্থের সাঙ্কেতিক *তেক্সতাস* নিয়ে ধ্যান সাধারণ লোককে বুঝতে সাহায্য করে যে জেসাসই সব কিছুকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছেন এবং গোটা অর্থনীতির গভীরতর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকারের দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত সূত্রকে একসাথে করে বিশাল কোনও ধাঁধার বিভিন্ন অংশকে জুড়ে দেওয়ার মতো একে তুলে ধরা। ইরানাস ঐশীগ্রন্থকে অসংখ্য ছোটছোট পাথরের কণায় তৈরি মোজায়েকের সাথে তুলনা করেছেন, একসাথে সঠিকভাবে বসানোর পর সুদর্শন রাজার প্রতিকৃতি তৈরি করে।[৮]

ঐশীগ্রন্থের ব্যাখ্যাকে অবশ্যই জেসাসের অ্যাপসলের শিক্ষার অনুবর্তী হতে হবে, ইরানাস যাকে বলেছেন 'বিশ্বাসের বিধি,' অর্থাৎ লোগোস, জেসাসে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে, একেবারে সূচনা থেকেই সৃষ্টির কাঠামোতে যা সুস্পষ্ট ছিল।[৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> কেউ মনোযোগ দিয়ে ঐশীগ্রন্থ পড়লে সে অবশ্যই তাতে ক্রাইস্ট সম্পর্কে ডিসকোর্স এবং এক নতুন আহ্বানের আভাস আবিষ্কার করবে। কেননা ক্রাইস্টই *'এই বিশ্বে ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা ধনভাণ্ডার, কারণ বিশ্বই হচ্ছে ক্ষেত*[১০]। কিন্তু ঐশীগ্রন্থেও লুকানো আছেন তিনি, যেহেতু মানবীয় ভাষায় বলতে গেলে, আগমন অর্থাৎ ক্রাইস্টের আবির্ভাব, ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই সব বিষয়ের সমন্বয়ের আগে দুর্বোধ্য ধরণ আর উপকথায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছিল।[১১]

কিন্তু ক্রাইস্ট ঐশীগ্রন্থে 'লুকানো' ছিলেন, এই কথার মানে ছিল যে, ক্রিশ্চানদের তাঁকে খুঁজে পেতে হলে কষ্টকর ব্যাখ্যামূলক প্রয়াস পেতে হবে।

তানাখকে কেবল *অ্যালিগোরিয়ায়* পরিবর্তনের মাধ্যমেই ক্রিশ্চানরা এর অর্থ বুঝতে পারে, যেখানে 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র সকল ঘটনা ও চরিত্র নিউ টেস্টামেন্টের ক্রাইস্টের ধরণে পরিণত হয়েছে। ইভাঞ্জেলিস্টগণ ইতিমধ্যে হিব্রু ঐশীগ্রন্থে জেসাসের 'ধরণ ও উপকথা' খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু ফাদারগণ আরও বেশি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। 'পুরোনো নিয়মের প্রত্যেক পয়গম্বর, রাষ্ট্রের প্রত্যেক অভ্যুত্থান, প্রত্যেক আইন, প্রত্যেক অর্থনীতি কেবল ক্রাইস্টের দিকেই ইঙ্গিত করে, কেবল তাঁরই ঘোষণা দেয়, কেবল তাঁকেই তুলে ধরে,' জোরের সাথে বলেছেন বিশপ অভ সিসেরা ইউজবিয়াস (২৬০-৩৪০)।[১২] লোগোস জেসাস জাতির জন্মদাতা আদমের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন শাহাদাত বরণকারী আবেলের মাঝে, স্বেচ্ছা আত্মদানে প্রস্তুত ইসাকের মাঝে ছিলেন, আর ছিলেন রোগাক্রান্ত জবের মাঝে।[১৩] ক্রিশ্চানরা এতদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন মানুষ, ঘটনাপ্রবাহ ও বিভিন্ন ইমেজকে 'একসূত্রে' গাঁথার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসমতে ঐশীগ্রন্থের চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরতে নিজস্ব ভিন্ন *হোরোয* গড়ে তুলছিল। র‍্যাবাইদের মতো বাইবেলিয় লেখকদের ইচ্ছা জানতে আগ্রহী ছিল না তারা, টেক্সটকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও দেখতে চায়নি। একটা ভালো ব্যাখ্যা ঐশী অর্থনীতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির যোগান দিয়েছে।

অবশ্য সবাই উপমার প্রতি এমনি উৎসাহের অংশীদার ছিল না। অ্যান্টিওকে ব্যাখ্যাকারগণ ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল খোদ পয়গম্বরগণ আসলে কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন সেটা আবিষ্কার করা–পেছনে তাকানোর সুবিধা নিয়ে তাঁদের কথায় কী আবিষ্কার করা যেতে পারে তা নয়। পয়গম্বরগণ প্রায়শই উপমা ও তুলনা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই অলঙ্কারিক ভাষা আক্ষরিক অর্থেরই অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল–পয়গম্বর ও শ্লোকরচয়িতাগণ যা বলতে চেয়েছিলেন তার বেলায় গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্টিওকবাসীরা অ্যালেগোরির কোনও প্রয়োজন দেখেনি। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকের ধর্মপ্রচারক জন ক্রিসোস্তোম দেখিয়েছেন, বাইবেলের সাধারণ অর্থ থেকেও চমৎকার নৈতিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। অ্যান্টিওকবাসীরা সকল টিপিক্যাল ব্যাখ্যা বাতিল করে দিতে পারেনি, কারণ ইভাঞ্জেলিস্টরা একে দারুণ নিষ্ঠার সাথে ব্যবহার করছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতদের নিউ টেস্টামেন্টের অ্যালেগোরিতেই স্থির থাকার তাগিদ দিয়েছেন, নতুন কিছুর সন্ধানে নিরুৎসাহিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ৩৯২ থেকে ৪২৮ পর্যন্ত মপসুয়েস্তিয়ার বিশপ থিওদর সং অভ সংসে কোনও মূল্যই দেখতে পাননি, এটা কেবলই একটা প্রেমসঙ্গীত এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ আরোপ করা গেলেই তাকে পবিত্র টেক্সট হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে।

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় সং কেবল অ্যালেগোরিয়ার এমনি সমৃদ্ধ সুযোগ করে দেওয়ার কারণেই দারুণ জনপ্রিয় ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্রিশ্চানরা ফিলোর মতো একই রকম ছন্দময় পদ্ধতিতে সাজানো এমন এক পাঠ কৌশল সৃষ্টি করেছিল যার নাম দিয়েছিল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা–ইম্মায়ুসের পথে শিষ্যদের অভিজ্ঞতার অনুরূপ অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করার প্রয়াস। র‍্যাবাইদের মতো তারা বাইবেলকে অক্ষম অন্তহীনভাবে নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হতে সক্ষয় টেক্সট বিবেচনা করেছে। তারা এটা ভাবেনি যে ঐশীগ্রন্থে তারা এমন কিছু পড়ছে যার অস্তিত্ব নেই, বরং র‍্যাবাইদের সাথে সহমত হয়েছিল যে, 'সবকিছুই আছে' তাতে। সবচেয়ে মেধাবী আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাখ্যাকার ছিলেন সেকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুতপ্রজ লেখক অরিগেন (১৮৫–২৫৪)।[১৪] বাইবেলিয় ধারাভাষ্যের পাশাপাশি তিনি *হেক্সাপ্লাম* (পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রিক অনুবাদের পাশে হিব্রু টেক্সটকে স্থান দেওয়া বাইবেলের একটি সংস্করণ) এবং দুটো বিশাল রচনাঃ ক্রিশ্চান ধর্মের সমালোচনামূলক এক প্যাগান দার্শনিকের সমালোচনা প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে *অ্যাগেইনস্ট সেরসিয়াস* ও ক্রিশ্চান মতবাদের সমন্বিত বিবরণ *অন ফার্স্ট প্রিন্সিপলস*ও রচনা করেছিলেন।

অরিগেনের চোখে জেসাস ছিলেন সকল ব্যাখ্যার শুরু ও শেষঃ

> জেসাস আমাদের কাছে আইনের গোপনীয়তা উন্মোচন করার সময় আইন তুলে ধরেছেন। কারণ আমরা যারা ক্যাথলিক চার্চের, আমরা মোজেসের বিধানকে বাদ দিই না বরং গ্রহণ করি যতক্ষণ তা জেসাস আমাদের কাছে পাঠ করেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল তিনি পাঠ করলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আইনের সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারি, এবং আমরা তাঁর বোধ ও উপলব্ধি গ্রহণ করতে সক্ষম।[১৫]

অরিগেনের বেলায় ইহুদি ঐশীগ্রন্থসমূহ নিউ টেস্টামেন্টের উপর মিদ্রাশ, যেটি নিজেই আবার তানাখের ধারাভাষ্য। অ্যালেগোরি ছাড়া বাইবেল কোনও অর্থই প্রকাশ করে না। আপনি ক্রাইস্টের নির্দেশঃ 'আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও,' এর অক্ষরিক অর্থ কী করবেন?[১৬] কীভাবে একজন ক্রিশ্চান খৎনাবিহীন বালককে হত্যা করার বর্বর নির্দেশ মেনে নিতে পারে?[১৭] ট্যাবারন্যাকলস নির্মাণের দীর্ঘ নির্দেশনাসমূহ কোন দিক থেকে ক্রিশ্চানদের সাথে সম্পর্কিত?[১৮] বাইবেলিয় লেখকগণ সত্যিই কি ঈশ্বর 'স্বর্গ উদ্যানে হেঁটেছিলেন' বোঝাতে চেয়েছেন?[১৯] নাকি জোরের সাথে বোঝাতে চেয়েছেন যে ক্রাইস্টের শিষ্যদের কখনওই জুতো পরা উচিত হবে না?[২০] আক্ষরিকভাবে তরজমা করলে 'বাইবেলকে পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে' সম্মান করা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন।[২১] ঐশীগ্রন্থ পাঠ মোটেও সহজ কাজ ছিল না–এই বিষয়টি অরিগেন বারবার গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। প্রায়শই ধর্মদ্রোহীরা নিজেদের স্বার্থে টেক্সট পরিবর্তন করে বা খুবই জটিল কোনও অনুচ্ছেদের একেবারেই শাদামাঠা অর্থ প্রদান করে থাকে। অধিকতর সমস্যাসঙ্কুল বা বোধের অতীত বাইবেলিয় কাহিনীতে অনুপ্রেরণা বা উন্নত শিক্ষা লাভ কঠিন ছিল, কিন্তু ঐশীগ্রন্থে যেহেতু লোগোস কথা বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে লাভ শনাক্ত করতে যদি নাও পারি, তবু তা সম্ভব।'[২২] তো এমনকি অরিগেন ফারাওয়ের কাছে স্ত্রীকে নিজের বোন বলে ভান করে বিক্রি করার সময় আব্রাহামের সন্দেহজনক আচরণের আলোচনা করেছেন,[২৩] তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, সারাহ হলেন সদ্গুণের প্রতীক এবং আব্রাহাম তাকে নিজের কাছে না রেখে বরং ভাগ করে নিতে চেয়েছেন।

একজন আধুনিক পাঠক লক্ষ করবেন, অরিগেন ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেমন ঐশীগ্রন্থ বিকৃতির অভিযোগ এনেছেন সেই একই অপরাধে অপরাধী তিনিও। রাব্বিনিক মিদ্রাশের মতো তাঁর ব্যাখ্যাসমূহ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতকারী, লেখকের মনোভাবের বিনিময়ে অর্থের লক্ষ্য অনুসন্ধান। অরিগেন প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় ও পরে সিসেরায় ইহুদি মিদ্রাশের মুখোমুখি হয়ে থাকবেন, এখানে তিনি নিজস্ব একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, এক্সোডাসের উপর ব্যাখ্যায় অরিগেন বিশাল ছবি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না–ইসরায়েলিদের দাসত্ব-মুক্তিকে ক্রাইস্টের বয়ে আনা নিষ্কৃতি হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা–বরং আপাত তাৎপর্যহীন বর্ণনায় ক্রাইস্টের উল্লেখের সন্ধান করেছেন। সকল ক্রিশ্চানকে 'মিশরের' অন্ধকার অতিক্রম করতে হবে, জেসাসকে অনুসরণ করতে বিসর্জন দিতে হবে পার্থিব সবকিছু। মিশর থেকে যাত্রার প্রথম ধাপে, ঐশীগ্রন্থ আমাদের বলছে, ইসরায়েলিরা 'রেমেসেসকে সুক্কোথের'[২৪] জন্যে রেখে এসেছিল। ফিলোর মতো অরিগেন সব সময়ই বিভিন্ন নামের উৎস নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে *রেমেসেস* মানে 'মথের গুঞ্জন ধ্বনি।' এরপর তিনি ঐশীগ্রন্থের কিছু ধারাবাহিক উদ্ধৃতি খুঁজে পেয়েছেন যা এই আপাত গুরুত্বহীন বাক্যটির সম্পূর্ণ নতুন অর্থ তুলে ধরেছে। 'মথ' শব্দটি তাকে মথ ও ঘুনপোকার কাছে নাজুক পার্থিব সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থেকে জেসাসের সতর্কবাণী মনে করিয়ে দিয়েছে।[২৫] সুতরাং প্রত্যেক ক্রিশ্চানকে 'রেমেসেস থেকে' সরে আসতে হবে।

> তুমি যদি সেই জায়গায় আসতে চাও যেখানে আমাদের প্রভু আছেন এবং তোমাকে *মেঘ স্তম্ভে* [২৬] নিয়ে যেতে চাও আর *পাহাড়* যাতে তোমাকে অনুসরণ করে[২৭], তোমাকে যা *আধ্যাত্মিক খাদ্য* ও *আধ্যাত্মিক পানীয়* এগিয়ে দেয়, কম খেয়ো না।[২৮] সেখানে তোমার ধনরত্ন জমিয়ে রেখো না *যেখানে মথ তাকে ধ্বংস করে ফেলবে বা চোরের দল সিঁদ কেটে চুরি করে নিয়ে যাবে।* [২৯] গস্পেলে এই কথাই প্রভু পরিষ্কার করে বলেছেন: *যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছাকর, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে।* [৩০] সুতরাং এর মানে রেমেসেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রাইস্টকে অনুসরণ করা।[৩১]

এভাবে ইসরায়েলিদের রেমেসেসে অভিযাত্রা জেসাসের পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকারের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অরিগেনের পক্ষে ঐশীগ্রন্থ ছিল *তেক্সতাস*, শব্দের নিবিড় বুনটের কাপড়–যার প্রত্যেকটাই লোগোস জেসাসের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল এবং পাঠককে তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ দেয়। অরিগেন এটা বিশ্বাস করেননি যে ব্যাখ্যাসমূহ ব্যক্তিগত মতামত ছিল, কারণ ঈশ্বরই সূত্র রোপন করেছিলেন, তাঁর কাজ ছিল তাদের সমাধান করা ও জেসাসের আবির্ভাবের আগে সম্ভব ছিল না এমনভাবে স্বর্গীয় বাণী তাদের কাছে শ্রবণযোগ্য করে তোলা।

ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাকারী ও তাঁর ছাত্রদের কাছে *এক্সতাসিস*-এর একটা মুহূর্তকে উপস্থিত করত–ইহজাগতিকতা থেকে 'বাইরে আসা।' আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেলিয় পণ্ডিতগণ কোনও টেক্সটকে গবেষণা জগতের পার্থিব অর্থনীতিতে স্থাপন করতে চান, একে আর পাঁচটা প্রাচীন দলিলের মতোই বিবেচনা করেন।[৩২] অরিগেনের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। প্রাথমিক কালের ক্রিশ্চান আধ্যাত্মিকতার মূলে ছিল 'ব্যক্তিগত দর্শন' নামে অভিহিত বিষয়টি, কারণ প্রায় সকল প্রাক আধুনিক সংস্কৃতিতেই এটা পাওয়া গেছে। পৌরাণিক আঁচঅনুমান অনুযায়ী স্বর্গীয় বলয়ে প্রত্যেক পার্থিব বাস্তবতার অনুরূপ অনুকৃতি রয়েছে।[৩৩] এটা ছিল আমাদের জীবন কোনওভাবে অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, আমরা স্পষ্টভাবে কল্পনা করতে পারি এমন সন্তোষজনক ভাষ্য থেকে আলাদা এমন অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করার একটা প্রয়াস। যেহেতু পৃথিবী ও স্বর্গ সত্তার বিশাল ধারায় পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, সুতরাং একটা প্রতীক এর অদৃশ্য সূত্র (রেফারেন্ট) থেকে অবিচ্ছেদ্য। 'প্রতীক' শব্দটি এসেছে গ্রিক *সিম্বুলিয়েন:* 'একসাথে করা' থেকে। আদি আদর্শ রূপ ও এর পার্থিব অনুকৃতি ককটেলের জিন ও টনিকের মতো অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একটার স্বাদ নিতে হলে অন্যটিরও স্বাদ নিতে হবে। ক্রিশ্চানরা ইউক্যারিস্টে মদ ও রুটি খাওয়ার সময় এটাই ক্রিশ্চান আচারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, তারা এইসব বস্তুর উপস্থাপিত ক্রাইস্টের মুখোমুখি হয়। একইভাবে ঐশীগ্রন্থের সময়-সীমাবদ্ধ শব্দ নিয়ে সংগ্রাম করে তারা সকল মানবীয় উচ্চারণের প্রটোটাইপ লোগোসের মুখোমুখি হয়। এটা অরিগেনের হারমেনেউটিক্সের মূল বিষয় ছিল। 'ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তু স্বর্গীয় বস্তুনিচয়ের বিশেষ রহস্য ও ইমেজের বাহ্যিক রূপ,' ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।[৩৪] তিনি নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করার সময় অবিরাম 'সেখানে ধারণ করা অবর্ণনীয় রহস্যের গভীর অস্পষ্টায় বিস্ময়ে অভিভূত' হয়ে গেছেন, প্রতিটি বাঁকে তিনি 'হাজার হাজার অনুচ্ছেদ পেয়েছেন যা কোনও জানালার মতো আরও গভীরতর ভাবনার দিকে চালিত করা সংকীর্ণ পথ খুলে দিয়েছে।'[৩৫]

কিন্তু অরিগেন বাইবেলের আক্ষরিক অর্থকে অবহেলা করেননি। *হেক্সাপ্লার* কষ্টকর কাজ একটা নির্ভরযোগ্য টেক্সট প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা তুলে ধরে। তিনি হিব্রু শিখেছেন, র‍্যাবাইদের সাথে পরামর্শ করেছেন এবং পবিত্র ভূমির ভূগোল, প্রকৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বাইবেলের অসংখ্য শিক্ষা ও বিবরণের অসন্তোষজনক উপরিগত অর্থ তাঁকে ঐশীগ্রন্থের অতীতে দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য করেছিল। ঐশীগ্রন্থের দেহ ও আত্মা ছিল। আমাদের দেহ আমাদের মন ও ভাবনাকে আকার দেয়। আমাদের যন্ত্রণা দেয় ও অব্যাহতভাবে মরণশীলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং আমাদের দৈহিক জীবন স্বয়ংক্রিয় সাধু যোগান দেয়, যা আমরা সঠিকভাবে সাড়া দিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অমর অ্যাধাত্মিক প্রকৃতিকে লালন করার পথে পরিচালিত করতে পারে।[৩৬] একইভাবে দেহের সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা–ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ–আমাদের এর আত্মার সন্ধানে বাধ্য করে। ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের মাঝে এই বৈষম্য রোপন করেছেন:

> স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ঐতিহাসিক অর্থের নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধক খণ্ড ও বাধার ব্যবস্থা রেখেছে...বেশ কিছু অসম্ভাব্যতা ও অসামঞ্জস্যতা রোপন করে, যাতে বিবরণ, যেমন বলা হয়ে থাকে, পাঠকের সামনে একটা বাধা সৃষ্টি করে এবং তাকে সাধারণ অর্থের পথে এগিয়ে যেতে অস্বীকারে প্ররোচিত করে।[৩৭]

এই কঠিন অনুচ্ছেদগুলো স্পষ্টতই 'আমাদের' সেগুলোর সাধারণ অর্থ থেকে 'রুদ্ধ ও বাধা দিয়ে'[৩৮] 'আমাদের সংকীর্ণ পায়ে চলা পথের ভেতর দিয়ে এক উচ্চতর ও রাস্তায় নিয়ে আসে। 'আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাব্যতার সাহায্যে' ঈশ্বর আমাদের 'অন্তস্থ অর্থের পরীক্ষার দিকে চালিত[৩৯] করেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকরণ কঠিন ছিল; আমরা যেভাবে আমাদের অবাধ্য সত্তাকে পরিবর্তিত করি ঠিক সেভাবে ঐশীগ্রন্থসমূহকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল। বাইবেলিয় ব্যাখ্যার জন্যে 'যারপরনাই পরিশুদ্ধতা ও সংযম আর...প্রহরার রাত প্রয়োজন'–প্রার্থনা ও সদগুণসমন্বিত জীবন ছাড়া এটা অসম্ভব ছিল।[৪০] এটা কোনও গাণিতিক সমস্যার সমাধানের মতো ছিল না, কারণ এখানে অধিকতর স্বজ্ঞামূলক ভাবনাচিন্তার বিষয় জড়িত। কিন্তু পণ্ডিত অধ্যাবসায়ের সাথে ঐশীগ্রন্থসমূহ 'উপযুক্ত সম্মান ও মনোযোগের সাথে' ভাবলে, এটা নিশ্চিত যে, স্রেফ পাঠের মাধ্যমেই এবং সেগুলোকে মনোযোগের সাথে বিবেচনা করে তার মন ও অনুভূতি এক স্বর্গীয় প্রশ্বাসের স্পর্শ লাভ করবে এবং সে আবিষ্কার করবে যে তার পঠিত শব্দগুলো কোনও মানুষের উচ্চারণ নয়, বরং ঈশ্বরের ভাষা।[৪১]

ঈশ্বরের এই বোধ ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। সং অভ সংস-এর ধারাভাষ্যের ভূমিকায় অরিগেন উল্লেখ করেছেন, সলোমনের নামে প্রচলিত তিনটি পুস্তকে–প্রোভার্বস, এক্লেসিয়াস্তেস ও সং অভ সংস–এই যাত্রার বিভিন্ন ধাপ তুলে ধরে। ঐশীগ্রন্থের দেহ, মন ও আত্মা ছিল যা আমাদের মরণশীল প্রকৃতি অতিক্রম করে যায়; এগুলো তিনটি ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্মারক যার মাধ্যমে ঐশীগ্রন্ত উপলব্ধি করা যেতে পারে। প্রোভার্বস হচ্ছে দেহের পুস্তক। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যালেগোরি ছাড়াই উপলব্ধি করা সম্ভব, সুতরাং এটা ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থ তুলে ধরে, উচ্চতর কোনও কিছুর সন্ধানের আগে ব্যাখ্যাকারকে যার উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়; এক্লেসিয়াস্তেস মন ও হৃদয়ের স্বাভাবিক শক্তি অবচেতনের পর্যায়ে কাজ করেছে। পার্থিব বস্তুসমগ্র অর্থহীন ও শূন্য ইঙ্গিত দিয়ে এক্লেসিয়াস্তেস বস্তু জগতে আমাদের সমস্ত আশা স্থাপন করার ব্যর্থতা প্রকাশ করে। সুতরাং এটা ঐশীগ্রন্থের নৈতিক বোধকে জোরাল করেছে, কারণ কোনও অতিপ্রাকৃত দর্শনের প্রয়োজন হয় না এমন যুক্তি ব্যবহার করে আমাদের তা দেখিয়েছে কীভাবে আচরণ করতে হবে। বাইবেল পাঠ করার সময় অধিকাংশ ক্রিশ্চান বিরল ক্ষেত্রে আক্ষরিক ও নৈতিক অর্থের চেয়ে বেশি দূরে অগ্রসর হয় না।

কেবল ঐশীগ্রন্থের উচ্চতর রহস্যে দক্ষতা অর্জনকারী একজন ব্যাখ্যাকার সং অভ সংস সামাল দিতে পারেন, যেটা প্রজ্ঞার সাথে প্রোভার্বস-এর পরে ও এক্লেসিয়াস্তেসের আগে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক উপমাগত বোধ তুলে ধরেছে। যেসব ক্রিশ্চান বাইবেলকে একেবারেই আক্ষরিক পদ্ধতিতে পাঠ করে থাকে, সং অভ সংস তাদের কাছে সেই একটা প্রেমের কবিতা। কিন্তু উপমাগত ব্যাখ্যা গভীরতর অর্থ তুলে ধরে: 'স্বর্গীয় বরের প্রতি কনের ভালোবাসা–অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণীর জন্যে সম্পূর্ণ আত্মার সঙ্গীত।'[৪২]

বহু কিছুর প্রতিশ্রুতিদানকারী মনে হওয়া পার্থিব ভালোবাসা সব সময় হতাশ করে; কেবল আদিআদর্শ রূপের মাধ্যমেই এটা পূর্ণতা অর্জন করতে পারে: *খোদ* ভালোবাসা, ঈশ্বর।[৪৩] সং স্বর্গাভিমুখে এই আরোহণকে তুলে ধরেছে। অরিগেন সং-কে তিনটি স্তরে ব্যাখ্যা করেছেন। সূচনা পঙক্তি 'তাঁকে তাঁর মুখের চুম্বন দিয়ে আমাকে চুম্বন দিতে দাও,'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সময় *আক্ষরিক* ঐতিহাসিক অনুভূতি নিয়ে শুরু করেছেন। এটা ছিল বিয়ের গানের সূচনা: কনে বরের অপেক্ষা করছে; সে যৌতুক পাঠিয়েছে, কিন্তু এখনও তার সাথে মিলিত হয়নি, কনে তার উপস্থিতি কামনা করছে। কিন্তু *উপমাগতভাবে* বর ও কনের ইমেজ ঈশ্বর ও চার্চের সম্পর্ক বোঝায়, পল যেমনটা ব্যাখ্যা করেছেন[৪৪] ও পঙক্তিটি ক্রাইস্টের আবির্ভাবের আগের সময়কালকে প্রতীকায়িত করেছে। ইসরায়েল যৌতুক হিসাবে আইন ও প্রফেটস গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও অবতাররূপ লোগোসের অপেক্ষা করছে, যিনি তাদের সম্পূর্ণ করবেন। সবশেষে টেক্সটে অবশ্যই ব্যক্তির আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে যার 'একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের বাণীর সাথে মিলিত হওয়া।'[৪৫] আত্মা ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক বিধান, যুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছার যৌতুকের অধিকারী হয়ে গেছে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেসব তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, সুতরাং সে সং-এর সূচনাবাক্য দিয়ে প্রার্থনা করছে এই আশায় যে পরিশুদ্ধ 'খাঁটি ও কুমারী আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর আগমনে আলোকিত হয়ে উঠবে।'[৪৬] এই পঙক্তির *নৈতিক* বোধ দেখিয়েছে যে, কনে সকল ক্রিশ্চানের পক্ষে আদর্শ, যাদের অবশ্যই অব্যাহতভাবে তাদের স্বভাবকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে নিজেদের শিক্ষা দিতে হবে।

ব্যাখ্যাসমূহ সব সময়ই কর্মে চালিত করেছে। অরিগেনের কাছে এর মানে ছিল ধ্যান *(থিওরিয়া)*। পাঠককে অবশ্যই 'সত্যের নীতিমালা গ্রহণে সক্ষম না হওয়া'[৪৭] পর্যন্ত পঙক্তি নিয়ে ধ্যান করতে হবে। এভাবে ঈশ্বরের এক নতুন ধারণা লাভ করবে তারা। অরিগেনের ধারাভাষ্য প্রায়শই সিদ্ধান্তহীন রয়ে গেছে বলে মনে হয়, কারণ তাঁর পাঠকদের নিজেদেরই শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হতো। অরিগেনের ধারাভাষ্য কেবল তাদের সঠিক আধ্যাত্মিক ভঙ্গিতে স্থাপন করতে পারে, তাদের পক্ষে ধ্যান করতে পারবেন না তিনি। প্রলম্বিত *থিওরিয়া* বাদে তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

তরুণ বয়সে অরিগেন শাহাদতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু কন্সতান্তাইনের ধর্মান্তরের পর ক্রিশ্চান ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের বৈধ ধর্মে পরিণত হলে শাহাদত বরণের আর সুযোগ ছিল না, সাধু পরিণত হয়েছিলেন প্রধান ক্রিশ্চান আদর্শ। চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সন্ন্যাসীগণ নিঃসঙ্গ প্রার্থনায় মনোনিবেশ করার জন্যে মিশর ও সিরিয়ার বিভিন্ন মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এই মহান সন্ন্যাসীদের অন্যতম ছিলেন অ্যান্টনি অভ ইজিপ্ট (২৫০-৩৫০), গস্পেলের সাথে নিজের সম্পদের সমন্বয় সাধন করতে পারছিলেন না তিনি। একদিন চার্চে জোর কণ্ঠে জেসাসের আমন্ত্রণ 'তোমার যাহা যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে...আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও,' শুনতে অস্বীকার যাবার কাহিনী শুনতে পান।[৪৮] র‍্যাবাইদের মতো অ্যান্টনি এই ঐশীগ্রন্থকে *মিকরা*, 'সমন' হিসাবে উপলব্ধি করেন। সেদিনই বিকেলে সব সম্পদ দান করে মরুভূমির পথ ধরেন তিনি। সন্ন্যাসীদের বাণীর কর্মী হিসাবে শ্রদ্ধা করা হতো।[৪৯] মরুভূমির গুহায় সাধুগণ ঐশীগ্রন্থ আবৃত্তি করতেন, টেক্সট মুখস্থ করতেন ও সেগুলো নিয়ে ধ্যান করতেন। এইসব বাইবেলিয় অনুচ্ছেদ সাধুর অন্তস্থ বিশ্বের অংশে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোর আদি অর্থ এই ব্যক্তিগত তাৎপর্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। সাধুগণ বিশ্বাস করতেন জেসাস তাদের বাইবেল পড়ার কৌশল বাতলে দিয়েছেন: সারমন অন দ্য মাউন্টে ঐশীগ্রন্থকে এক নতুন অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান করেছেন তিনি, বাইবেলের কিছু অংশকে অন্যগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দয়ার গুরুত্বের উপরও জোর দিয়েছেন। সাধুগণ এক নতুন ক্রিশ্চান জীবনধারার অগ্রপথিক ছিলেন, যার জন্যে গস্পেলের ভিন্ন পাঠ প্রয়োজন ছিল। *অ্যাপাথেশিয়ার*–ভালোবাসার স্বাধীনতা দানকারী ব্যক্তিগত সুখের অভাব–আত্মবিস্মৃতি অর্জন না করা অবধি মুখস্থ করা টেক্সটকে মনের ভেতর অনুরণিত হতে দিতে হতো তাঁদের। একজন আধুনিক পণ্ডিত যেমন ব্যাখ্যা করেছেন:

> তারা প্রাচীন কালের শেষ প্রান্তের টানাপোড়নে ভরা বিশ্বে গভীরতর সামাজিক প্রায়োজন মেটাতে ভালোবাসতে ও ভালোবাসা পেতে যথেষ্ট উপেক্ষা করতে পারতেন ও নিজেদের বাইরে আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন। ঈশ্বরকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, যেখানে তাদের স্থাপন করা হয়েছে সেই সৃষ্ট জগৎ-কে ভালোবাসা–এটাই মহান এবং *অ্যাপাথিয়ার* উপসংহারের আশা করতেন–ভালোবাসায় পর্যবসিত মহান নিস্পৃহতা।[৫০]

অরিগেন তাঁর সং-এর ধারাভাষ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন: সাধুগণ প্রতিবেশীকে ভালোবাসার প্রতি জোর দিয়েছেন। সম্প্রদায়ে এক সাথে বাস করে নিজেদের জীবনের সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন ছিল তাদের এবং সেখানে অন্যকে বসাতে হয়েছে। সাধুগণ জগৎ থেকে পশ্চাপসরণ করেননি; আক্ষরিকভাবেই হাজার হাজার ক্রিশ্চান পরামর্শের জন্যে কাছের শহর ও গ্রাম থেকে তাদের উপর চড়াও হয়েছে। নীরবতায় বাস করার ফলে সাধুরা কী করে শুনতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

অ্যান্টনির অন্যতম আন্তরিক ভক্ত ছিলেন ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা সংক্রান্ত চতুর্থ শতাব্দীর বিতর্কের এক কেন্দ্রিয় ব্যক্তিত্ব আথানাসিয়াস অভ আলেকজান্দ্রিয়া (২৯৬-৩৭৩)। এই সময় ক্রিশ্চানিটি জেন্টাইল ধর্মবিশ্বাস হওয়ায় লোকজনের 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'আত্মা'র মতো ইহুদি পরিভাষা বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। জেসাস কি তাঁর পিতার মতো একইভাবে স্বর্গীয়? পবিত্র আত্মা কি অন্য একজন ঈশ্বর? প্রোভার্বসের প্রজ্ঞার একটি সঙ্গীতের উপর আলোচনায় বিতর্ক কেন্দ্রিভূত হয়েছিল, যার শুরু হয়েছে:[৫১] 'ইয়াহওয়েহ নিজ পথের প্রারম্ভে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি যেন, তাহার কর্ম্ম সকলের পূর্ব্বে পূর্ব্ববধি।' এর মানে কি ক্রাইস্ট সামান্য সৃষ্টি ছিলেন, তাই যদি হয়, কেমন করে তিনি স্বর্গীয় হতে পারেন? আথানাসিয়াসের কাছে লেখা এক চিঠিতে আলেকজান্দ্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারিশম্যাটিক প্রেসবিটারিয়ান আরিয়াস জোর দিয়ে বলেন, জেসাস ছিলেন মানবীয় সত্তা, ঈশ্বর যাঁকে স্বর্গীয় মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন যোগাতে ঐশীগ্রন্থের বিশাল টেক্সট তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরিয়াস যুক্তি দেখান, জেসাস ঈশ্বরকে 'পিতা' ডেকেছেন, এই বিষয়টিই তাঁদের ভেতরকার পার্থক্য তুলে ধরে, কেননা পিতৃত্বের সাথে পূর্বঅস্তিত্ব জড়িত; তিনি গস্পেলের সেইসব অনুচ্ছেদও উদ্ধৃত করেছেন যেখানে ক্রাইস্টের মানবিকতা ও আক্রম্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৫২] আথানাসিয়াস ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন: জেসাস ছিলেন পিতা ঈশ্বরের মতো একইভাবে স্বর্গীয়, এই সময়ের সমান বিতর্কিত ধারণা ছিল এটা, আথানাসিয়াস নিজস্ব প্রামাণিক টেক্সট দিয়ে এর পক্ষে সমর্থন দেখিয়েছেন।

বিতর্কের শুরুতে ক্রাইস্টের প্রকৃতি সংক্রান্ত কোনও অর্থডক্স শিক্ষা ছিল না, কেউই জানত না কে সঠিক, আরিয়াস নাকি আথানাসিয়াস। দুইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবল আলোচনা চলেছে। ঐশীগ্রন্থ থেকে কোনও কিছু প্রমাণ করা অসম্ভব ছিল, কেননা যেকোনও পক্ষকেই সমর্থন করানোর কাজে টেক্সট কাজে লাগানো যেত। কিন্তু গ্রিক ফাদার অভ দ্য চার্চগণ ঐশীগ্রন্থকে ধর্মতত্ত্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেননি। কাউন্সিল অভ নাইসিয়ায় প্রণীত ক্রিডে আথানাসিয়াস ঈশ্বরের সাথে জেসাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ঐশীগ্রন্থবহির্ভূত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন: 'তিনি ছিলেন *হোমুইসিয়ন*, পিতার মতো একই উপাদানের'। অন্য ফাদারগণ তাদের ধর্মতত্ত্বকে বাইবেলের বিস্তারিত শিক্ষার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছেন, যা মানবীয় সকল কথা ও ধারণাকে অতিক্রম করে যাওয়া ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলতে পারে না।

কাপাদোসিয়ায় বাসিল অভ সিসারা (৩২৯-৭০) যুক্তি দেখান যে, দুই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা রয়েছে, দুটোই জেসাস থেকে উদ্ভূত: *কেরিগমা* হচ্ছে চার্চের গণশিক্ষা আর *ডগমা অবর্ণনীয়* সব কিছু প্রকাশ করে; একে কেবল লিটার্জির প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি বা নীরব ধ্যানে তুলে ধরা যেতে পারে।[৫৩] ফিলোর মতো বাসিল ঈশ্বরের সত্তা *(অউসিয়া)*, যা আমাদের উপলব্ধির অতীতে অবস্থান করে ও ঐশীগন্থে বর্ণিত জগতে তাঁর কর্মকাণ্ড *(এনার্জিয়াই)*-এর ভেতর পার্থক্য টেনেছেন। ঈশ্বরের *আউসা* এমনকি বাইবেলেও উল্লেখ করা হয়নি।[৫৪] এটা ট্রিনিটির মতবাদের মূলে ছিল, ভাই গ্রেগরি অভ নাইসা (৩৩৫-৯৫) ও তাঁর বন্ধু গ্রেগরি অভ নাযিয়ানযাসের (৩২৯-৯১)-এর সাথে মিলে প্রণয়ন করেছিলেন তিনি। ঈশ্বরের একক সত্তা রয়েছে যা সব সময়ই আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে দুর্বোধ্য রয়ে যাবে। কিন্তু ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বর তিনটি *হিপোস্তাসেসের*– 'প্রকাশ'– (ফাদার, লোগোস এবং আত্মা)– মাধ্যমে নিজেকে পরিচিত করেছেন, স্বর্গীয় *এনার্জিয়াই*, যা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় রহস্যকে আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমত্তার সাথে খাপ খাইয়েছে।

কাপাদোসিয় ফাদারগণ ধ্যানবাদী ছিলেন, ঐশীগ্রন্থের উপর তাদের দৈনন্দিন *থিওরিয়া* এমন দুর্জ্ঞেয়র সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যা এমনকি বাইবেলের অনুপ্রাণিত ভাষারও অতীত। ডেনিস দ্য আরোপাগাইত[৫৫] ছদ্মনামে রচনাকারী গ্রিক ফাদারের বেলায়ও এটা সত্য, তাঁর রচনাবলী গ্রিক অর্থডক্স বিশ্বে ঐশীগ্রন্থের মতোই কর্তৃত্বপূর্ণ। তিনি 'নীরবতার' অ্যাপোফ্যাটিক ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন। ঈশ্বর ঐশীগ্রন্থে তাঁর কিছু পরিমাণ নাম প্রকাশ করেছেন, আমাদের যা বলে যে ঈশ্বর 'ভালো', সহানুভূতিময়,' এবং 'ন্যায়বিচারক', কিন্তু এইসব গুণাবলী আসলে 'পবিত্র অবগুণ্ঠন' যা এইসব শব্দের অতীত স্বর্গীয় রহস্যকে আড়াল করে রাখে। ক্রিশ্চানরা যখন ঐশীগ্রন্থ শোনে, তাদের তখন অবশ্যই অব্যাহতভাবে মনে রাখতে হবে যে এইসব মানবীয় পরিভাষা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে খুবই সীমিত। সুতরাং ঈশ্বর 'ভালো' ও 'ভালো-নন'; 'ন্যায়বিচারক', ও 'ন্যায়বিচারক নন'। এই পরস্পরবিরোধী পাঠ তাদের 'সেই অন্ধকারে নিয়ে যাবে যা বুদ্ধির অতীত' এবং অনির্বচনীয় ঈশ্বরের সত্তায় পৌঁছে দেবে। সিনাই পাহাড়ে নেমে আসা মেঘের গল্প বেশ পছন্দ করতেন ডেনিস: অজ্ঞতার পুরু মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন মোজেস, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি, কিন্তু এখন এক জায়গায় ছিলেন যেখানে ঈশ্বর রয়েছেন।

ঐশীগ্রন্থ জেসাসের ঐশ্বরিকতার বিষয়টি ফয়সালা করতে পারেনি। কিন্তু বাইযান্তানিয় ধর্মবিদ ম্যাক্সিমাস দ্য কনফেসর (c. ৫৮০-৬৬২) এমন এক ব্যাখ্যায় পৌঁছেছিলেন যা গ্রিকভাষী ক্রিশ্চানদের পক্ষে মানদণ্ডে পরিণত হয়, কারণ এতে ক্রাইস্ট সম্পর্কিত তাদের অন্তস্থ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছিল। ম্যাক্সিমাস এটা বিশ্বাস করেননি যে আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই লোগোস মানব দেহ ধারণ করেছিলেন, আদম পাপ না করলেও এই অবতারের ঘটনা ঘটত। জেসাসই ছিলেন প্রথম ঈশ্বরপ্রতীম মানুষ, আমরা সবাই তাঁর মতো হতে পারি–এমনকি এই ইহকালেই। বাণীকে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করা হয়েছিল যাতে 'গোটা মানবজাতি ঈশ্বরে পরিণত হতে পারে, ঈশ্বরে রূপান্তরিত মানুষের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গীয় হতে পারে– কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ মানুষ, স্বভাবেও, এবং করুণায় কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ ঈশ্বর।'[৫৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার লাতিনভাষী ফাদারগণ আরও বাস্তববাদী ছিলেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পশ্চিমে *থিওরিয়া*-র মানে দাঁড়িয়েছিল যৌক্তিক নির্মাণ আর *ডগমা* ধর্ম সম্পর্কে বলা *সম্ভব* সব কিছুকেই বোঝাত। পশ্চিমে এটা ছিল এক ভীতিকর সময়, জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপের বর্বর জাতিগুলোর কাছে পরাস্ত হয়ে চলছিল রোমান সাম্রাজ্য। অন্যতম প্রভাবশালী পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকার ছিলেন জেরোমে (৩৪২-৪২০)। ডালমাশিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন তিনি, রোমে সাহিত্য ও রেটোরিকে পড়াশোনা করেন, তারপর আগ্রাসী গোত্রগুলোর হাত থেকে পালিয়ে বেথলহেমে থিতু হওয়ার আগে অ্যান্টিওক ও মিশর ভ্রমণ করেন। বেথেলহেমে তিনি একটা মনেস্টারি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে জেরোমে আলেকজান্দ্রিয়ার অ্যালেগোরিকাল হারমেনেউটিক্সে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু মেধাবী ভাষাবিদ হিসাবে, গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় পাণ্ডিত্যের বেলায় তাঁর কালের অসাধারণ ব্যাপার, তাঁর প্রধান অবদান ছিল গোটা বাইবেলকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা। একে বলা হতো ভালগেত ('মাতৃভাষা') এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা ইউরোপে প্রমিত হিসাবে টিকে ছিল। তাঁর ভাষায় *হেব্রাতিকা ভেরিতাস* ('হিব্রু ভাষায় সত্যি')-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল জেরোমে র‍্যাবাইগণ কর্তৃক অনুশাসন থেকে বাদ দেওয়া অ্যাপোক্রাইফা পুস্তক সমূহ বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সহকর্মী অগাস্তিনের অনুরোধে সেসব অনুবাদে সম্মত হন। টেক্সট নিয়ে কাজ করার ফলে জেরোমে ক্রমবর্ধমানহারে বাইবেলের আক্ষরিক, ঐতিহাসিক উপলব্ধির দিকে তাঁর ব্যাখ্যাকে কেন্দ্রিভূত করতে ঝুঁকে পড়েন।

তাঁর বন্ধু উত্তর আফ্রিকার বিশপ অভ হিপ্পো অগাস্তিন (৩৫৪–৪৩০) রেটোরিকে পড়াশোনা করেছিলেন, তিনিই প্রথম বাইবেলের হতাশ হয়েছিলেন, মহান লাতিন কবি ও অরেটরদের তুলনায় একে নিম্নমানের বোধ হয়েছিল তাঁর। তা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ বেদনাদায়ক সংগ্রামের পর তাঁর ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা লাভে বাইবেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধ্যাত্মিক সংকটের মুহূর্তে তিনি পাশের বাড়ির বাগানে এক শিশুকে গানের স্তবক *'তোলে লেগে'* (তুলে নিয়ে পড়ো') গাইতে শুনতে পান। তখন তাঁর মনে পড়ে যায় যে, গস্পেল থেকে একটা অংশ পাঠ শুনে মঠচারী জীবন বেছে নিয়েছিলেন অ্যান্টনি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় পলের এপিসলের কপি হাতে তুলে নেন তিনি, চোখে পড়া প্রথম শব্দগুলো পাঠ করেন, 'আইস, রঙ্গরসে ও মত্ততায় নয়, লাম্পট্য ও স্বেচ্ছাচারিতায় নয়, বিবাদে ও ঈর্ষায় নয়, কিন্তু দিবসের উপযুক্ত শিষ্টভাবে চলি। কিন্তু তোমরা যিশু খ্রিস্টকে পরিধান করে, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজ মাংসের নিমিত্ত চিন্তা করিও না।'[৫৮] অন্যতম প্রথম নথিভুক্ত 'নবজন্মে' দীক্ষা লাভের এই ঘটনায়, যা পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান ধর্মের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে, অগাস্তিনের মনে হলো তাঁর সব সন্দেহ ধুয়ে মুছে গেছে। 'যেন বিশ্বাসের অটল আলোক রশ্মি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে ও দ্বিধার সমস্ত ছায়া পারিয়ে গেছে।'[৫৯]

পরে অগাস্তিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাইবেল নিয়ে তাঁর আগের সমস্যাগুলোর কারণ ছিল অহঙ্কার: যারা নিজেদের প্রতারণা ও আত্ম-গর্ব থেকে মুক্ত করতে পারে কেবল তাদের কাছেই ঐশীগ্রন্থ বোধগম্য হয়ে ওঠে।'[৬০] আমাদের মানবীয় দুর্বলতার ভাগ নিতেই লোগোস স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন, একইভাবে ঈশ্বর যখন তাঁর বাণী ঐশীগ্রন্থে উন্মোচিত করেন, তাঁকে আমাদের স্তরে নেমে আসতে হয় এবং আমাদের বোধগম্য সময়-সীমিত ইমেজ ব্যবহার করতে হয় তাঁকে।[৬১] এই জীবনে আমরা কোনওদিনই পূর্ণ সত্য জানতে পারব না, এমনকি মোজেসও সরাসরি স্বর্গীয় সত্তার দিকে তাকাতে পারেননি।[৬২] ভাষা সহজাতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ: আমরা বিরল ক্ষেত্রে অন্যের কাছে নিজের ভাবনা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি, ফলে অন্য লোকের সাথে আমাদের সম্পর্ক সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে। সুতরাং ঐশীগ্রন্থ নিয়ে আমাদের সংগ্রাম এই কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, মানবীয় ভাষায় স্বর্গীয় ভাষা প্রকাশ করা কঠিন। সুতরাং ঐশীগ্রন্থের অর্থ নিয়ে তিক্ত, ক্রুদ্ধ বিতর্ক হাস্যকর। বাইবেল এমন এক সত্যি তুলে ধরেছে যা প্রতিটি লোকের বোধের অতীত, সুতরাং কেউই শেষ কথা বলতে পারে না। এমনকি মোজেসকেও তিনি কী লিখেছেন তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে সশরীরে উপস্থিত হতে হয়েছে; কেউ কেউ পেন্টাটিউক সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেনি, কারণ আমাদের প্রত্যেকে মনের ভেতর কেবল গোটা প্রত্যাদেশের সামান্য অংশই ধরে রাখতে পারি।[৬৩] দয়ামায়াহীন বিতর্কে জড়ানোর বদলে–যেখানে প্রত্যেকেই জোর দিয়ে বলে যে কেবল তার কথাই ঠিক–সেখানে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির ঘাটতি সম্পর্কে বিনীত স্বীকারোক্তি আমাদের কাছে টেনে নিতে পারে।

বাইবেল ভালোবাসার কথা বলেছে। মোজেস যা কিছু লিখেছেন তা 'ভালোবাসার খাতিরেই,' তো ঐশীগ্রন্থ নিয়ে ঝগড়াবিবাদ বিকৃতি: 'এইসব বাণী থেকে অসংখ্য অর্থ জানা যায়, তো মোজেস ঠিক কোনটা বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা স্থির করার জন্যে বিধ্বংসী বিতর্কের সাথে ভালোবাসার চেতনাকে আঘাত দিতে এত তাড়াহুড়োর কী আছে–যেখানে ভালোবাসার খাতিরেই মোজেস আমরা যা কিছু স্পষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছি সেসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন।'[৬৪] অগাস্তিনও হিল্লেল ও র‍্যাবাইদের মতো একই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। দয়াই তোরাহর কেন্দ্রিয় নীতি, বাকি সবই ধারাভাষ্য। মোজেস আর যাই লিখে থাকুন, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বৈত নির্দেশনা শিক্ষা দেওয়া: ঈশ্বরের ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসা। জেসাসেরও মূলবাণী ছিল এটা।[৬৫] সুতরাং বাইবেলের নামে আমরা অন্যকে অপমান করলে, *'প্রভুকে মিথ্যাবাদীতে পরিণত করব।'*[৬৬] ঐশীগ্রন্থ নিয়ে যারা বিবাদে মেতে থাকে তারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ; তারা 'মোজেসের অর্থ' জানে না, নিজেদের ভালোবাসে, সেটা সত্যি বলে নয়, বরং এটা তাদের নিজস্ব বলে।'[৬৭] সুতরাং 'কেউ যেন যা লিখিত হয়েছে তা নিয়ে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অহঙ্কারে ভরে না ওঠে,' নিজের সমাবেশের প্রতি আবেদন রেখেছেন অগাস্তিন। 'কিন্তু এসো, আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া আর আপনার মতো আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসি।'[৬৮]

প্লেটোবাদী হিসাবে অগাস্তিনের পক্ষে আক্ষরিক অর্থের উপরে আধ্যাত্মিক অর্থকে তুলে নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে জোরাল বোধ ছিল তাঁর, ফলে মধ্যপথ বেছে নিতে পেরেছিলেন। কোনও দুর্বোধ্য কাহিনীর মূর্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করার বদলে তিনি নৈতিক মান সাংস্কৃতিক শর্তাধীন বোঝাতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বহুগামীতা আদিম জনগণের মাঝে ছিল সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য। এমনকি আমাদের ভেতর সেরারাও পাপ করেন, তো ডেভিডের ব্যাভিচারের কাহিনীকে উপমায় পরিণত করার কোনও প্রয়োজন নেই, আমাদের সবার প্রতি সতর্কবাণী হিসাবেই একে বাইবেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে।[৬৯] ন্যায়ভাবের নিন্দা কেবল রূঢ়ই নয়, বরং তা আত্মতুষ্টি ও আত্ম-প্রশংসায় ভরা, আমাদের ঐশীগ্রন্থ অনুধাবনের পথে অন্যতম বড় বাধা। সুতরাং, 'আমরা যা পড়ছি তার উপরই ধ্যান করতে হবে, যতক্ষণ না এমন একটা ব্যাখ্যা মিলছে যা দানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলে মনে হয়।' আবেদন জানিয়েছেন অগাস্তিন। 'ঐশীগ্রন্থ দয়া ছাড়া আর কোনও শিক্ষা দেয় না, তীব্র প্রলোভন ছাড়া অন্য কোনও কিছুকেই ভর্ৎসনা করে না এবং এভাবে মানুষের মনকে আকৃতি দান করে।'[৭০]

ইরানাস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই 'বিশ্বাসের বিধি' মেনে চলতে হবে। অগাস্তিনের বেলায় 'বিশ্বাসের ধর্ম' মতবাদ ছিল না, বরং ভালোবাসার চেতনা ছিল। মুল লেখক যাই ভেবে থাকুন না কেন, বাইবেলের কোনও অনুচ্ছেদ ভালোবাসার প্রতি অনুকূল না হলে তাকে অবশ্যই মূর্তভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, কারণ দয়াই বাইবেলের শুরু ও শেষ:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> সুতরাং যেই স্বর্গীয় ঐশীগ্রন্থ বা এর অংশ বিশেষ বোঝে বলে মনে করে যাতে করে তা ঈশ্বর ও প্রতিবেশীদের প্রতি দ্বিগুন ভালোবাসা সৃষ্টি করে না, সে তা বোঝে না। দয়ার স্বভাব গড়ে তোলার পক্ষে উপকারী শিক্ষা যেই খুঁজে পাক, এমনকি যদি সে লেখক সে জায়গায় কী বলতে চেয়ে থাকতে পারেন না বললেও সে প্রতারিত হয়নি।[৭১]

ব্যাখ্যা হচ্ছে এমন এক অনুশীলন যা আমাদের দয়ার কঠিন কাজে প্রশিক্ষিত করে তোলে। অস্বস্তিকর টেক্সটে অভ্যাসগতভাবে দয়ার ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন জীবনে একটা কিছু করা শিখতে পারি। অন্য ক্রিশ্চান ব্যাখ্যাকারদের মতো অগাস্তিন বিশ্বাস করতেন, জেসাসই বাইবেলের মূল। 'আমরা যখন শ্লোক, প্রফেটস এবং আইন পাঠ শুনি,' এক সারমনে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 'আমাদের সামগ্রিক উদ্দেশ্য থাকে সেখানে ক্রাইস্টকে দেখা, সেখানে ক্রাইস্টকে উপলব্ধি করা।'[৭২] কিন্তু ঐশীগ্রন্থে তাঁর পাওয়া জেসাস কখনওই ঐতিহাসিক জেসাস ছিলেন না, বরং সর্বদা ক্রাইস্ট, যিনি, সেইন্ট পল যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, মানবজাতি থেকে অবিচ্ছেদ্য।[৭৩] ঐশীগ্রন্থে জেসাসকে পাওয়ার পর ক্রিশ্চানকে অবশ্যই জগতে ফিরে আসতে হবে এবং সমাজের প্রতি প্রেমময় সেবার মাধ্যমে তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে।

অগাস্তিন ভাষাবিদ ছিলেন না। হিব্রু জানতেন না তিনি, ইহুদি মিদ্রাশের দেখাও পাননি, কিন্তু হিলেল ও আকিবার মতো একই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মদানকারী ঐশীগ্রন্থের যেকোনও ব্যাখ্যা অবৈধ, সব ব্যাখ্যাকারকেই অবশ্যই দয়ার নীতিতে পরিচালিত হতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

লেকশিও দিভাইনা

জীবনের শেষ বছর, ৪৩০ সালে হিপ্পো শহরে ভ্যান্ডালদের অবরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন অগাস্তিন, রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশগুলো তখন অসহায়ভাবে আগ্রাসী বর্বর গোত্রগুলোর কাছে খোয়া যাচ্ছিল। শেষের এই বছরগুলোয় অগাস্তিনের রচনা গভীর বিষাদ ঘিরে রেখেছিল। আদম ও ইভের পতনের ব্যাখ্যায় এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট। রোম পতনের ট্র্যাজিডি অগাস্তিনকে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করেছিল যে আদি পাপ মানবজাতিকে চিরন্তন শাস্তিতে পতিত করেছে। ক্রাইস্ট কর্তৃক আমাদের নিষ্কৃতি সত্ত্বেও আমাদের মানব সত্তা যৌন আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের বদলে প্রাণীর মাঝে সুখ খোঁজার অযৌক্তিক আশায় বাধাগ্রস্ত। আদি পাপের অপরাধবোধ আদমের বংশধরদের মাঝে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে, যখন আমাদের যুক্তির ক্ষমতা তীব্র আবেগে ভেসে যায়। ঈশ্বর বিস্মৃত হন এবং নারী-পুরুষ নির্লজ্জভাবে পরস্পরের মাঝে আনন্দ লাভ করে। শিহরণের ঘোরগোলে হারিয়ে যাওয়া যুক্তির ইমেজ পশ্চিমের শৃঙ্খলার উৎস রোমের ভোগান্তি তুলে ধরেছে, বর্বররা যাকে ধসিয়ে দিয়েছে। জেনেসিসের তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান ধর্মে অনন্য। রোমের পতন প্রত্যক্ষ করেনি বলে ইহুদি বা গ্রিক অর্থডক্সির কেউই এই করুণ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেনি। সাম্রাজ্যের পতন পশ্চিম ইউরোপকে কয়েক শো বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থবিরতায় ঠেলে দিয়েছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী আঘাত অধিকতর শিক্ষিত ক্রিশ্চানদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জাগিয়েছিল যে, নারী-পুরুষ সত্যিই আদমের আদি পাপের কারণে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা আর মানুষের উদ্দেশে ঈশ্বর কী বলেছিলেন শুনতে পাচ্ছে না, ফলে তাদের পক্ষে ঐশীগ্রন্থ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য প্যাগান বর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশনসমূহ বাইবেল পাঠের মতো স্থিতিশীলতা ও নির্জনতা যোগানোর একমাত্র জায়গা বিভিন্ন মঠে সীমাবদ্ধ ছিল। মঠচারী ধারণা পশ্চিমে নিয়ে এসেছিলেন জন কাসিয়ান (৩৬০-৪৩৫)। তিনি পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের আক্ষরিক, নৈতিক ও উপমাগত অর্থ অনুযায়ী অরিগেনের ঐশীগ্রন্থের তিন দফা ব্যাখ্যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার সাথে চার নম্বর একটিও যোগ করেছিলেন তিনি: *আনাগোগিকাল* বা অতীন্দ্রিয়বাদী অর্থ, যা টেক্সটের পরলোক সংক্রান্ত তাৎপর্য প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, পয়গম্বরগণ জেরুজালেমের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় তা নিগূঢ়ভাবে প্রত্যাদেশের স্বর্গীয় জেরুজালেমের কথা বুঝিয়েছে। কাসিয়ান তাঁর সন্ন্যাসীদের শিখিয়েছেন যে, ঐশীগ্রন্থের পাঠ জীবন মেয়াদী কাজ। মানবীয় ভাষার আড়ালে লুকোনো অনির্বচনীয় বাস্তবতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাদের পতিত স্বভাবকে সংশোধন করতে হবে–মনোসংযোগের শক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, উপবাস ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে শরীরকে শৃঙ্খলিত করতে হবে এবং অন্তর্মুখীনতার স্বভাবের চর্চা করতে হবে।[১]

লেকশিও দিভাইনা ('পবিত্র পাঠ') সেইন্ট বেনেডিক্ট অভ নারসিয়ারও (এডি ৪৮০-৫৪৩) বিধির কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল। বেনেডিক্টিয় সাধুরা দিনে অন্তত দুই ঘণ্টা ঐশীগ্রন্থ ও ফাদারদের রচনাবলী পাঠ করার পেছনে ব্যয় করতেন। অবশ্য ঐশীগ্রন্থসমূহকে তখনও একক গ্রন্থ হিসাবে দেখা হয়নি। বহু সাধু বাইবেলকে একটি একক গ্রন্থ হিসাবে কখনওই দেখেননি। একে তারা ঐশীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠ করেছেন। বাইবেলিয় বেশির ভাগ জ্ঞানই লিটার্জি বা ফাদারদের রচনার মাধ্যমে তাদের হস্তগত হয়েছে। খাবারের সময় জোরে বাইবেল পাঠ করা হতো। স্বর্গীয় কার্যালয়ে ফাদারগণ সারাদিনই সবিরতিতে সুর করে আবৃত্তি করতেন। বাইবেলের ছন্দ, ইমেজারি ও শিক্ষা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নীরব নিয়মিত ধ্যানের ভেতর দিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে ও অনাটকীয়ভাবে বেড়ে উঠে তাদের আধ্যাত্মিকতার একটা অন্তস্থ স্তরে পরিণত হয়েছিল।

লেকশিও দিভাইনা-য় আনুষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত কোনও ব্যাপার ছিল না। প্রতি অধিবেশনে সাধুদের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অধ্যায় শেষ করার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। *লেকশিও* ছিল টেক্সট পাঠ করার শান্তিপূর্ণ ও আরামপ্রদ কায়দা, সাধু তাতে মনের ভেতর বাণীকে ধারণ করার জন্যে একটা শান্তিপূর্ণ জায়গা খুঁজে পাওয়া শিখতেন। বাইবেলিয় বিভিন্ন কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে পাঠ করার বদলে সমসাময়িক বাস্তবতা হিসাবে অনুভূত হতো। কাল্পনিকভাবে কর্মে তৎপর হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত হতেন সাধুগণ– সিনাইয়ের চূড়ায় মোজেসের পাশে, জেসাস সারমন অন দ্য মাউন্ট প্রদান করার সময়ে দর্শক সারিতে, কিংবা ক্রসের পায়ের কাছে নিজেদের প্রত্যক্ষ করতেন। পালা করে তাদের চারটি অর্থেই দৃশ্যকে বিবেচনা করতে হতো: এমন এক প্রক্রিয়ায় আক্ষরিক অর্থ থেকে আধ্যাত্মিক অর্থে যা ঈশ্বরের সাথে অতীন্দ্রিয় মিলনে উর্ধ্বারোহণ প্রকাশ করে।[২]

পশ্চিমে গঠনমূলক প্রভাব ছিল বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসী গ্রেগরি দ্য গ্রেটের (৫৪০-৬০৪)। পোপ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। গ্রেগরি *লেকশিও দিভাইনায়* মগ্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাইবেলিয় ধর্মতত্ত্ব রোমের পতনের অব্যবহিত পরে পাশ্চাত্যকে তাড়া করে ফেরা ছায়া তুলে ধরেছে। আদি পাপের মতবাদ সম্পূর্ণ আতস্থ করেছিলেন তিনি এবং মানব মনকে শোধনাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জটিল হিসাবে দেখেছেন। এখন ঈশ্বর দুর্গম হয়ে পড়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানতে পারি না। আমাদের স্বভাবজাত উপাদান অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ার আগে ধ্যানের মাধ্যমে মুহূর্তের আনন্দ লাভ এখন বিরাট পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজে পরিণত হয়েছে।[৩] বাইবেলে ঈশ্বর পাপে নিমজ্জিত হয়ে আমাদের তুচ্ছ মানসিকাবস্থার পর্যায়ে নেমে এসেছেন, কিন্তু মানবীয় ভাষা ঐশী চাপে খান খান হয়ে গেছে। ফলস্বরূপে জেরোমের ভালগাতের ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার ক্লাসিকাল লাতিন প্রয়োগ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এবং এজন্যেই প্রথম পাঠে কোনও কোনও বাইবেলিয় কাহিনীতে ধর্মীয় মূল্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। অরিগেন, জেরোমে ও অগাস্তিনের বিপরীতে আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সময় নষ্ট করতে যাননি গ্রেগরি। শাদামাঠা অর্থে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করার মানে অনেকটা কারও অন্তরে কী আছে না জেনেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো।[৪] অক্ষরিক টেক্সট পাহাড় দিয়ে ঘেরাও সমতল ভূখণ্ডের মতো। পাহাড় 'আমাদের বিধ্বস্ত মানবীয় ভাষার অতীতে নিয়ে যাওয়া আধ্যাত্মিক বোধের'[৫] প্রতিনিধিত্ব করে।

একাদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপ অন্ধকার যুগ থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেছিল। প্যারিসের নিকটবর্তী ক্লুনির বেনেডিক্টাইনগণ সাধারণ জনগণকে আলোকিত করে তোলার লক্ষ্যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, ক্রিশ্চান ধর্ম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নিদারুণ অপর্যাপ্ত ছিল। অশিক্ষিত জনগণ অবশ্যই বাইবেল পড়তে জানত না, কিন্তু তাদের প্রতীকীভাবে সমাবেশকে জেসাসের জীবনকে পুনর্গঠিত করে তোলা জটিল অ্যালেগোরি হিসেবে ভাববার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল: লিটার্জির প্রথম অংশ থেকে ঐশীগ্রন্থ পাঠ তাঁর মঠের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করিয়ে দেয়, রুটি ও মদের পর্বের সময় তারা তাঁর উৎসর্গের মরণ নিয়ে ধ্যান করত এবং কমিউন বিশ্বাসীদের মনে তাঁর পুনরুত্থানকে তুলে ধরত। সাধারণ মানুষ লাতিন ভাষা বুঝতে না পারায় তাতে রহস্যময়তা আরও বেড়ে উঠত, সমাবেশের অধিকাংশ বিষয়ই চাপা কণ্ঠে পুরোহিতের কণ্ঠে উচ্চারিত হতো, নীরবতা ও পবিত্র ভাষা আচারকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত, সভাকে গস্পেলের সাথে শক্তিতে পরিপূর্ণ ঘটনা *মিস্তেরিয়ামের* সাথে পরিচিত করে দিত। কাল্পনিকভাবে গস্পেলের কহিনীসমূহে প্রবেশে সক্ষম করে তুলে সভা সাধারণের *লেকশিও দিভাইনায়* পরিণত হয়েছিল।[৬] ক্লুনিয়রা সাধারণ জনগণকে জেসাস ও তাঁর সাধুদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন জায়গায় তীর্থযাত্রা করতে উৎসহিত করেছেন। খুব বেশি লোক অবশ্য পবিত্রভূমির দূর যাত্রায় যেতে পারেনি, তবে বলা হয়ে থাকে যে, অ্যাপসলদের কেউ কেউ ইউরোপ গিয়েছিলেন এবং সেখানেই কবরস্থ হয়েছেন: পিটার রোমে, গ্লাস্টনবারিতে জোসেফ অভ আরিমথিয়া আর স্পেনের কোম্পোস্তেলায় জেমস। যাত্রার সময় তীর্থযাত্রী ক্রিশ্চান মূল্যবোধ শিখেছে, কিছু সময়ের জন্যে সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করে সেক্যুলার জীবনধারাকে পেছনে ফেলে অন্য তীর্থযাত্রীদের সাথে একক সমাজে বাস করত এবং মারপিট বা অস্ত্র বহনে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকত।

কিন্তু ইংল্যান্ড তখনও বিপজ্জনক বিরান এলাকা ছিল। মানুষ খুব সহজে চাষাবাদ করতে পারত না, সব সময় দুর্ভিক্ষ ও রোগের প্রকোপ লেগে থাকত, যুদ্ধ ছিল নৈমিত্তিক, অভিজাত গোষ্ঠী অন্তহীনভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে ছিল, প্রত্যন্ত অঞ্চল হারখার করে অন্যান্য গ্রাম ধ্বংস করে ফেলছিল। ক্লুনিয়রা সাময়িক সন্ধি আরোপের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ কেউ ব্যারন ও রাজাদের সংস্কারেরও প্রয়াস পান। কিন্তু নাইটরা ছিল সৈনিক, তারা আগ্রাসী ধর্ম চাইছিল। অন্ধকার যুগ থেকে বের হয়ে আসার সময় নতুন ইউরোপের প্রথম সাম্প্রদায়িক সহযোগিতার কাজটি ছিল প্রথম ক্রুসেড (১০৯৫-৯৯)। ক্রুসেডারদের কেউ কেউ রাইন উপত্যকার ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হেনে পবিত্র ভূমির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল; তারই পরিণতিতে ক্রুসেডাররা জেরুজালেমে অন্তত তিরিশ হাজার ইহুদি ও মুসলিমকে হত্যা করেছিল। ক্রুসেডিয় রীতি গস্পেলে দেওয়া জেসাসের সতর্কবাণীর আক্ষরিক ব্যাখ্যা ভিত্তিক ছিল: 'যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।'[৭] ক্রুসেডাররা পোশাকে ক্রস এঁটে জেসাসের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি যেখানে জীবন যাপন করেছেন, মারা গেছেন সেই ভূমিতে গেছে। করুণ পরিহাসের সাথে ক্রুসেডিংকে ভালোবাসার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়া হিসাবে প্রচার করা হয়েছে।[৮] ক্রাইস্ট ছিলেন ক্রুসেডারদের সামন্ত প্রভু। অনুগত প্রজা হিসাবে তারা তাঁর জন্মগত অধিকার উদ্ধার করতে বাধ্য ছিল। ক্রুসেডে ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাস ইউরোপের সামন্ত সহিংসতাকে ব্যাপ্টাইজ করেছিল।

নিকট প্রাচ্যে কিছু সংখ্যক ক্রিশ্চান যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল অন্যরা তখন স্পেনের পণ্ডিতদের সাথে গবেষণায় যোগ দিয়েছিল, অন্ধকার যুগে হারিয়ে ফেলা সংস্কৃতির সিংহভাগ পুনরুদ্ধারে তাদের সাহায্য করেছিলেন যারা। মুসলিম রাজ্য আন্দালুসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইসলামি বিশ্বে সংরক্ষিত ও উন্নত করে তোলা ওষুধ, গণিত ও ধ্রুপদী গ্রিসের বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছেন প্রথমবারের মতো আরবি ভাষায় অ্যারিস্টটল পাঠ করে এবং তাঁর কাজ লাতিনে অনুবাদ করে। এক বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেইসাঁয় পা রাখে ইউরোপ। অ্যারিস্টটলের যৌক্তিক দর্শন–ফাদার অভ দ্য চার্চের কাছ থেকে তাদের গৃহীত প্লেটোবাদের চেয়ে ঢের বেশি বাস্তববাদী ছিল–বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতকে উত্তেজনায় ভরে দিয়ে তাদের নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগের শক্তিকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এটা অনিবার্যভাবে বাইবেল পাঠের ধরনকে প্রভাবিত করেছে। ইউরোপ আরও সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে যৌক্তিক আদর্শ শেকড় গড়ে বসলে পণ্ডিত ও সাধুগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশৃঙ্খল ট্র্যাডিশনে কোনও ধরনের পদ্ধতি আরোপের প্রয়াস পান। ভালগাতের টেক্সট বহু প্রজন্মের সাধু-অনুলিপিকারদের হাতে বেড়ে ওঠা ভ্রান্তিতে আকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।[৯] অনুলিপিকাররা সাধারণত জেরোমে বা অন্য কোনও ফাদারের ধারাভাষ্য দিয়ে ভূমিকা দিতেন। একাদশ শতাব্দী নাগাদ সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তকগুলোয় বেশ কয়েকটি ভূমিকা যোগ হয়েছিল যেগুলো আবার পরস্পর বিরোধী ছিল। তো ফরাসি পণ্ডিতদের একটা দল সমবেতভাবে *গ্লোসা অর্দিনারিয়া* নামে একটা প্রমিত ধারাভাষ্য সংকলিত করেন। এই কাজের সূচনাকারী আনসেল্ম অভ লোন (মৃ. ১১১৭) শিক্ষকদের বাইবেলের প্রতিটি পঙক্তির একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা যোগাতে চেয়েছিলেন। পাঠক কোনও সমস্যার মুখে পড়লে পাণ্ডুলিপির মার্জিন বা মাঝখানে লেখা টীকা দেখে নিতে পারবেন, যা তাকে জেরোমে, অগাস্তিন বা গ্রেগরির ব্যাখ্যা যোগাবে। *গ্লোসা* ছিল আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে সামান্য বেশি কিছু। টীকাসমূহ আবিশ্যিকভাবেই সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক হতো, সূক্ষ্ম বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনও অবকাশ ছিল না। তবে পণ্ডিতকে তা প্রাথমিক জ্ঞান যোগাত যার উপর ভিত্তি করে তাঁরা অগ্রসর হতে পারতেন। আনসেল্ম সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তকসমূহের উপর ধারাভাষ্য সম্পূর্ণ করেছিলেন: সাল্মস, পলের চিঠি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনের গস্পেল। তিনি *সেন্তেনতিয়া*ও– ফাদারদের 'মতামত'-এর সংকলন– সংগ্রহ করেছিলেন, প্রসঙ্গ অনুযায়ী তা বিন্যাস করা হয়েছিল। আনসেল্মের ভাই রাফ ম্যাথ্যুর গস্পেল নিয়ে কাজ করেছেন, এবং তাঁর ছাত্র গিলবার্ট অভ পয়তিয়ার্স ও পিটার লোম্বার্ড শেষ করেছিলেন প্রফেটস।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রদের উদ্দেশে ব্যাখ্যাত টেক্সট পাঠ করার সময় প্রশ্ন করার সুযোগ পেত তারা এবং আরও আলোচনায় মিলিত হতো: পরে, জিজ্ঞাসার সংখ্যা পুঞ্জীভূত হলে *কুয়েশ্চেয়নেসের* জন্যে একটা ভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো। ছাত্ররা অ্যারিস্টটলিয় যুক্তি ও ডায়ালেক্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলে আলোচনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যরা ব্যাকরণের নতুন বিজ্ঞান বাইবেলিয় টেক্সটে প্রয়োগ করে: ভালগাতের লাতিন কেন ধ্রুপদী লাতিনের মৌল বিধি লঙ্ঘন করেছে। ধীরে ধীরে মঠ ও ধ্রুপদী মতামতের ভেতর একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়। মঠের শিক্ষকগণ *লেকশিও দিভাইনা*-য় মনোযোগ দেন; তাঁরা চেয়েছিলেন নবীশরা যেন ধ্যানমূলকভাবে বাইবেল পাঠ করে আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করে তোলে। কিন্তু ক্যাথেড্রাল স্কুলে শিক্ষকগণ নতুন শিক্ষা ও বস্তুনিষ্ঠ বাইবেলিয় সমালোচনার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

উত্তর ফ্রান্সের র‍্যাবাইদের হাতে সৃষ্টিত বাইবেলের আক্ষরিক অর্থের প্রতিও ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। রাশি নামে পরিচিত র‍্যাবাই শ্লোমো ইতযহাক (১০৪০-১১০৫)-এর অ্যারিস্টটলে কোনও আগ্রহ ছিল না। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শন; সবার উপরে ঐশীগ্রন্থের সহজ অর্থের ব্যাপারে ছিল তাঁর সব উদ্বেগ।[১০] তিনি হিব্রু বাইবেলের টেক্সটের উপর একটি চলতি ধারা বিবরণী লিখেছিলেন, প্রতিটি শব্দের উপর এমনভাবে মনোযোগ দিয়েছেন যাতে টেক্সটের উপর নতুন আলোকপাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শব্দ *বেরেশিত* 'সূচনায়... বোঝাতে পারে; সুতরাং বাক্যটি এভাবে পড়া উচিত হবে: 'ঈশ্বরের স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনায় পৃথিবী ছিল আকারহীন শূন্যতা *(তোহু বহু)*।' এর মানে দাঁড়ায়, ঈশ্বর তাঁর সৃজনশীল কাজ শুরু করার সময়ই এর কাঁচামালসমূহের অস্তিত্ব ছিল, তিনি কেবল *তোহু বহু*-র মাঝে শৃঙ্খলা এনেছেন। রাশি আরও উল্লেখ করেন, এক মিদ্রাশিয় ব্যাখ্যায় *বেরেশিত*-কে 'শুরুর কারণ' হিসাবে বোঝা হয়েছে এবং বাইবেল ইসরায়েল ও তোরাহ উভয়কেই 'সূচনা' আখ্যায়িত করেছে। এর মানে কি ঈশ্বর ইসরায়েলকে তোরাহ দান করার জন্যেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন? রাশির পদ্ধতি পাঠককে নিজস্ব মিদ্রাশ আরোপ করার আগেই নিবিড়ভাবে টেক্সট পাঠে বাধ্য করে: তাঁর ধারাভাষ্য পেন্টটিউকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী গাইডে পরিণত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশি তাঁর আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে ট্র্যাডিশনাল মিদ্রাশের সম্পূরক হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তঁর উত্তরসুরিরা অনেক বেশি রেডিক্যাল ছিলেন। জোসেফ কারা (মৃ. ১১৩০) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সহজ অর্থে মনোনিবেশ করেনি এমন কেউ খড়কুটো আঁকড়ে ধরা ডুবন্ত মানুষের মতো। রাশি'র পৌত্র আর. শেমুয়েল মেয়ার রাশবাম নামে পরিচিত ছিলেন (মৃ. ১১৭৪), মিদ্রাশের প্রতি অনেক বেশি নমনীয় ছিলেন তিনি, কিন্তু তারপরেও অধিকতর যৌক্তিক ব্যাখ্যা পছন্দ করতেন। আক্ষরিক অর্থ ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব বলয়ে প্রবল গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল; তিনি বলেছিলেন, 'রোজই নতুন নতুন নজীর হাজির হচ্ছে।'[১১] রাশবামের ছাত্র জোসেফ বেখোর শোর সবচেয়ে বিস্ময়কর বাইবেলিয় গল্পেরও একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়াস পেতেন সব সময়।[১২] উদাহরণ স্বরূপ, লোতের স্ত্রীর মৃত্যুতে কোনও রহস্য ছিল না, তিনি স্রেফ সোদোম ও গোমরাহকে ধ্বংস করে দেওয়া আগ্নেয়গিরির লাভার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। জোসেফ ভবিষ্যতের মহান স্বপ্ন দেখেছেন তার কারণ স্রেফ তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী তরুণ, ফারাও'র স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার সময় তাঁর ঈশ্বরের সাহায্যের কোনওই প্রয়োজন ছিল না; সামান্য বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন যে কারও পক্ষেই তা সম্ভব ছিল।

ক্রুসেড সত্ত্বেও ফ্রান্সে ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের ভেতর সম্পর্ক তখনও তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। আক্ষরিক অর্থের বিষয়ে ক্রমশ উৎসাহী হয়ে ওঠা সীন নদীর বাম তীরবর্তী অ্যাবি অভ সেইন্ট ভিক্টরের পণ্ডিতগণ স্থানীয় র‍্যাবাইদের সাথে পরামর্শ করে হিব্রু শিখছিলেন। ভিক্টোরিয়ানরা প্রচলিত *লেকশিও দিভাইনা*কে ক্যাথেড্রাল মতবাদের অধিকতর শিক্ষামূলক গবেষণার সাথে সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেইন্ট ভিক্টরের হিউ, যেখানে তিনি ১১৪১ সালে পরলোকগমনের আগ পর্যন্ত পড়িয়েছেন, প্রখর ধ্যানী ছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁর যৌক্তিক শক্তির সাথে বিরোধে জড়াতে পারেনি। অ্যারিস্টটলিয় ব্যাকরণ, যুক্তি, দ্বান্দ্বিক ও প্রকৃতিক বিজ্ঞান ছাত্রদের বাইবেল উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে। হিউ বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসের পাঠ তাঁর ভাষায় 'ব্যাখ্যার আধার'-এর ভিত্তি। মোজেস ও ইভাঞ্জেলিস্টগণ সবাই ইতিহাসবিদ ছিলেন। ছাত্রদের উচিত হবে ইতিহাসের বইয়ের সাথে বাইবেল পাঠ শুরু করা। বাইবেলের সঠিক আক্ষরিক অর্থ ছাড়া অ্যালেগোরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হাঁটার আগেই ছাত্রদের ছোটা শুরু করা ঠিক হবে না। তাদের অবশ্যই ভালগাতের বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ন পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু করতে হবে যাতে বাইবেলিয় লেখকগণ কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কার করা যায়। 'আমাদের নিজস্ব অর্থ *(সেন্তেনিশিয়া)* পড়ব না অবশ্যই, বরং ঐশীগ্রন্থের অর্থকে আপন করে নেব।'[১৩]

হিউর মেধাবী শিষ্য অ্যান্ড্রু অভ সেইন্ট ভিক্টরি (১১১০–৭৫) ছিলেন প্রথম ক্রিশ্চান পণ্ডিত যিনি হিব্রু বাইবেলের সম্পূর্ণ আক্ষরিক ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[১৪] অ্যালেগোরির বিরুদ্ধে তাঁর কোনও বক্তব্য ছিল না, কিন্তু এতে তাঁর আগ্রহও ছিল না। র‍্যাবাইদের কাছে থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি, 'হিব্রু ভাষায় ঐশীগ্রন্থ ঢের বেশি স্পষ্টভাবে পাঠ করা যায়,' বলে আবিষ্কার করেছিলেন।[১৫] আক্ষরিক অর্থের প্রতি একাডেমিক অঙ্গীকার কখনওই ব্যর্থ হয়নি, এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্রিশ্চান উপলব্ধির জন্যে আবশ্যক বিভিন্ন ব্যাখ্যা ছেঁটে ফেলার পরেও। হিব্রু টেক্সট প্রচলিত ক্রিশ্চান ব্যাখ্যাকে–যা পঙক্তিসমূহকে জেসাসের ভার্জিন বার্থের ভবিষ্যদ্বাণী মনে করে–সমর্থন করে না জানার পর অ্যান্ড্রু রাশির ইসায়াহর অরাকলের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন: 'দেখ, এক তরুণী *(আলমাহ)* অন্তসত্ত্বা হয়ে এক শিশুকে গর্ভে ধারণ করবে।' (রাশি ভেবেছিলেন, ইসায়াহ তাঁর নিজের স্ত্রীর কথা বুঝিয়েছেন)। দাস সঙ্গীতের ব্যাখ্যায় অ্যান্ড্রু এমনকি ক্রাইস্টের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করতে যাননি, বরং দাস দিয়ে ইহুদি সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, এমন ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়েছিলেন। ইযেকিয়েলের দিব্যদৃষ্টির 'মনুষ্য পুত্রের মতো' অবয়বকে জেসাসের আবির্ভাবের পূর্বাভাস হিসাবে দেখার বদলে অ্যান্ড্রু স্রেফ জানতে চেয়েছেন ইযেকিয়েল ও তাঁর নির্বাসিতদের কাছে এই ইমেজারির কী মানে ছিল। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, যেহেতু 'মনুষ্য পুত্র' এক অদ্ভুত ভীতিকর থিওফ্যানির একমাত্র মানবীয় উপাদান, সেকারণে নির্বাসিতরা এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে ঈশ্বর তাদের নিজস্ব সঙ্কটে আগ্রহী।

অ্যান্ড্রু ও তাঁর ইহুদি বন্ধুরা বাইবেলের আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচনার পথে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু বিষণ্ন, ক্যারিশমাবিহীন মানুষ অ্যান্ড্রুর তাঁর আমলেই অনুসারীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে সময়ের মানুষ ছিলেন দার্শনিকগণ, এক নতুন ধরনের যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলতে যাচ্ছিলেন যেখানে তাঁরা বিশ্বাসকে ধরে রাখতে ও এপর্যন্ত অনির্বচনীয় ভেবে আসা বিষয়সমূহকে স্পষ্ট করার জন্যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। আনসেল্ম অভ বেক (১০৩৩–১১০৯), যিনি ১০৮৯ সালে আর্চ বিশপ অভ ক্যান্টারবারি হবেন, ভেবেছিলেন সবকিছুই প্রমাণ করা সম্ভব।[১৬] সাধু হিসাবে *লেকশিও দিভাইনা* তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, কিন্তু ঐশীগ্রন্থের উপর কোনও ধারাভাষ্য লিখেননি তিনি, খুব কমই তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক রচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কবিতা বা শিল্পকলার মতো ধর্মেও সম্পূর্ণ যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং এক ধরনের স্বজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়, আনসেল্মের ধর্মতত্ত্ব এর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছে। উদাহরণ স্বরূপ, *কার দিউস হোমো* শীর্ষক নিবন্ধে তিনি সকল ঐশীগ্রন্থের সাথে সম্পর্কহীন অবতারের যৌক্তিক বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন: যেকোনও বাইবেলিয় উদ্ধৃতিই স্রেফ যুক্তিকে টেনে নিয়ে যাবে। গ্রিক অর্থডক্সরাও এমন এক ধর্মতত্ত্ব তৈরি করেছিলেন যা ঐশীগ্রন্থ হতে স্বাধীন ছিল, কিন্তু আনসেল্মের অবতারের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় ম্যাক্সিমাসের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, আদমের পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল, কারণ ঈশ্বর ন্যায়বিচারক, একজন মানব সন্তানকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; কিন্তু পাপ এতটাই কঠিন ছিল যে কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই তার প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষ হতে হয়েছে।[১৭] আনসেল্ম ঈশ্বরকে দিয়ে ব্যাপারটা এমনভাবে বিবেচনা করিয়েছেন যেন তিনি সামান্য মানুষ। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই সময়ে গ্রিক অর্থডক্স লাতিন ধর্মতত্ত্ব বড় বেশি মানবরূপী ভেবে ভীত হয়ে উঠেছিল। আনসেল্মের প্রায়শ্চিত্তের তত্ত্ব অবশ্য পশ্চিমে নিয়মাত্মকে পরিণত হয়, তাঁর গ্রিক অর্থডক্স ম্যাক্সিমাসের ব্যাখ্যাকেই ধরে রাখে।

ফরাসি দার্শনিক পিটার আবেলার্দ (১০৭৯-১১৪২) নিষ্কৃতির এক ভিন্ন ভাষ্য গড়ে তোলেন, ঐশীগ্রন্থের কাছে যার ঋণ সামান্যই, বরং ফাদারদের চেতনারই কাছাকাছি ছিল তা।[১৮] কোনও কোনও র‍্যাবাইর মতো তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সাথে কষ্ট সয়েছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ক্রুসিফিকশন মুহূর্তের জন্যে আমাদের ঈশ্বরের চিরন্তন বেদনা দেখিয়েছে। আমরা যখন জেসাসের স্খলিত দেহের কথা কল্পনা করি, করুণায় আমাদের মন আলোড়িত হয়, সহানুভূতির এই ভঙ্গিই আমাদের রক্ষা করে–জেসাসের উৎসর্গের মরণ নয়। আবেলার্দ তাঁর প্রজন্মের বুদ্ধিবৃত্তিক তারকা ছিলেন, ছাত্ররা সারা ইউরোপ থেকে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যে ভীড় করত। আনসেল্মের মতো তিনিও বিরল ক্ষেত্রে ঐশীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সমাধান না দিয়েই প্রশ্ন তুলতেন। আসলে দর্শনেই বেশি আগ্রহী ছিলেন আবেলার্দ, তাঁর ধর্মতত্ত্ব বলা চলে গঠনমূলক ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিমাবিরোধিতা ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে মনে হয়েছে যেন তিনি উদ্ধতভাবে তাঁর মানবীয় যুক্তিকে ঈশ্বরের রহস্যের বিপরীতে স্থাপন করছেন এবং তা তাঁকে সেই সময়ের অন্যতম শক্তিশালী চার্চ অধিকর্তার সাথে মুখোমুখি সংঘাতের মুখে নিয়ে এসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারগান্ডির সিস্টারসিয়ান মনেস্টারি অভ ক্লেয়ারভঅর অ্যাবট বার্নার্ড (১০৯০–১১৫৩) পোপ দ্বিতীয় ইউজিন ও ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ লুইসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন; অ্যাবেলার্দের মতোই নিজের কায়দায় ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। অসংখ্য তরুণ তাঁর বেনেডিক্টাইন মঠবাদের সংস্কৃত রূপ নতুন ক্রিশ্চান বিশ্বাসে তাঁকে অনুসরণ করেছে। তিনি আবেলার্দের বিরুদ্ধে 'ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসকে অর্থহীন করে তোলার অভিযোগ তোলেন। কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন যে, মানবীয় যুক্তি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারবে'।[১৯] পলের চ্যারিটির হাইম উদ্ধৃত করে তিনি দাবি করেছেন যে, আবেলার্দ 'কোনও কিছুকেই হেঁয়ালি মনে করেন না, কোনও কিছুকেই আয়নার প্রতিবিম্ব হিসাবে দেখেন না, বরং সব কিছুকে সামনাসামনি দেখেন।'[২০] ১১৪১ সালে আবেলার্দকে কাউন্সিল অভ সেন্সে তলব করেন বার্নার্ড, ততদিনে তিনি পারকিনসন'স রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে এত প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন যে আবেলার্দ ভেঙে পড়েন এবং পরের বছর মারা যান।

বার্নার্ডকে একজন দয়াময় মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা না গেলেও তাঁর ব্যাখ্যাসমূহ ও আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে প্রণীত। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ ছিল *সঙ্গ অভ সংস*-এর উপর ব্যাখ্যা, ১১৩৫ সাল থেকে ১১৫৩ সাল পর্যন্ত সময় কালে ক্লেয়ারভঅ'র সাধুদের উদ্দেশে অষ্টাশিটি সারমন প্রদান করা হয়েছিল যা *লেকশিও দিভাইনার* চূড়ান্ত সমাপ্তি নির্দেশ করে।[২১] 'আকাঙ্ক্ষাই আমাকে চালিত করে,' বলেছেন তিনি, 'যুক্তি নয়।'[২২] লোগোসের অবতার রূপে ঈশ্বর আমাদের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন যাতে আমরা স্বর্গে আরোহণ করতে পারি। সং-এ ঈশ্বর আমাদের দেখাচ্ছেন যে তিনটি স্তরে আমরা এই আরোহণ করে থাকি। কনে যখন চিৎকার করে বলে ওঠে: 'রাজা আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে এসেছেন,' তখন তা উপমিতভাবে ঐশীগ্রন্থসমূহের প্রতি নির্দেশ করে। তিনটি 'ঘর' রয়েছে, উদ্যান, গুদাম ঘর ও শোবার ঘর। 'ধরা যাক উদ্যান...ঐশীগ্রন্থের সহজ অলঙ্কারবিহীন অর্থ তুলে ধরছে,' প্রস্তাব রেখেছেন বার্নার্ড, 'গুদাম ঘর হচ্ছে নৈতিক বোধ আর শোবার ঘর হলো স্বর্গীয় ধ্যানের রহস্য।'[২৩] আমরা সৃষ্টি নিষ্কৃতির সাধারণ কাহিনী হিসাবে বাইবেল পাঠ শুরু করি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এর পর গুদাম ঘর অর্থাৎ নৈতিক অর্থের দিকে অগ্রসর হতে হবে যা আমাদের আচরণ পরিমার্জিত করার শিক্ষা দেয়। 'গুদাম ঘরে' আত্মা দয়ার চর্চার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়। তখন সে অন্যদের কাছে 'প্রীতিকর ও স্থির' হয়ে ওঠে; 'ভালোবাসার ক্রিয়ার জন্যে এক উদগ্র উৎসাহ' তাকে নিজের প্রতি নিরাসক্ত ও স্বার্থপরতার প্রতি নিস্পৃহ হওয়ার পথে চালিত করে।'[২৪] কনে যখন শোবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে 'রাতে' তার বরকে দেখে, তখন সে আমাদের সৌজন্যের গুরুত্বই তুলে ধরে। লোক দেখানো ধার্মিকতা এড়িয়ে নিজের অন্দর মহলে প্রার্থনা করাই শ্রেয় কারণ, 'অন্যদের উপস্থিতিতে প্রার্থনা করলে, তাদের স্বীকৃতি আমাদের প্রার্থনার ফল কেড়ে নিতে পারে।'[২৫] নিয়মিত *লেকশিও দিভাইনা* ও দয়ার চর্চার মাধ্যমে আকস্মিক আলোকনের কোনও ব্যাপার ঘটবে না, সাধু ধীর অলক্ষণীয় ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অর্জন করবেন।

শেষ পর্যন্ত আত্মা হয়তো বরের 'শোবার ঘরে' ঢোকার অনুমতি লাভ করবে ও ঈশ্বরের দর্শন পাবে, যদিও বার্নার্ড স্বীকার করেছিলেন যে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষণিকের আভাস পেয়েছিলেন তিনি। সং যৌক্তিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। এর অর্থ একটা 'রহস্য' যা টেক্সটে 'লুকানো' ছিল[২৬]–এক অভাবনীয় দুর্জ্ঞেয় যা সব সময়ই আমাদের ধারণাগত শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে।[২৭] যুক্তিবাদীদের বিপরীতে বার্নার্ড অব্যাহতভাবে ঐশীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: সং-এর উপর তাঁর ধারাভাষ্যে জেনেসিস থেকে রেভেলেশন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫,৫২৬ টি উদ্ধৃতি রয়েছে।[২৮] বাইবেলকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ একাডেমিক চ্যালেঞ্জের বদলে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে দেখেছেন। 'আজ আমরা টেক্সট পাঠ করতে যাচ্ছি তা আমাদের অভিজ্ঞতার গ্রন্থ,' সাধুদের বলেছিলেন তিনি, 'সুতরাং তোমাদের অবশ্যই অন্তরের দিকে পছন্দকে ফেরাতে হবে, প্রত্যেককেই অবশ্যই বস্তু সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত বিশেষ সচেতনতার বিষয়টি লক্ষ করতে হবে।'[২৯]

উনবিংশ শতাব্দীতে স্প্যানিয়ার্ড দোমিনিক কাসম্যান (১১৭০–১২২১) প্রতিষ্ঠিত নতুন অর্ডার অভ প্রিচারস বিভিন্ন মতবাদের যুক্তিবাদের সাথে পুরোনো *লেকশিও দিভাইনা*র সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়। দোমিনিকানরা একাধারে দার্শনিক ও সেইন্ট ভিক্টরের পণ্ডিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারী ছিলেন।[৩০] তাঁরা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাকচ করে দেননি, তবে আক্ষরিক অর্থের দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন পদ্ধতিগত শিক্ষাবিদ, তাদের লক্ষ্য ছিল অ্যারিস্টটলিয় দর্শনকে ক্রিশ্চান ধর্মের সাথে অভিযোজিত করা। ফাদারগণ অ্যালেগোরিকে ঐশীগ্রন্থের 'আত্মা' বা 'প্রাণে'র সাথে তুলনা করেছেন, কিন্তু অ্যারিস্টটলের কাছে আত্মা দেহ থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল, এটা আমাদের শারীরিক বৃদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত ও আকার দেয় এবং ইন্দ্রিয়জ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। তো দোমিনিকানদের পক্ষে ঐশীগ্রন্থের 'আত্মা' টেক্সটের নিচে লুকানো ছিল না, বরং আক্ষরিক ও ঐতিহাসিক অর্থেই তার সন্ধান মিলত।

*সুম্মা থিওলজিয়া*য় তমাস আকিনাস (১২২৫-৭৪) নতুন দর্শনের সাথে প্রাচীনতর আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। অ্যারিস্টটলের মতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বর ছিলেন 'ফার্স্ট মুভার' যিনি বিশ্বজগতকে গতিশীল করেছিলেন। ঈশ্বর বাইবেলেরও 'প্রথম লেখক' ছিলেন বলে এই ধারণাকে প্রসারিত করেন তমাস। স্বর্গীয় বাণীকে যেসব মানবীয় লেখক পার্থিব বাস্তবতায় পরিণত করেছেন, তারা ঈশ্বরেরই যন্ত্র ছিলেন। তিনি তাদেরও চালিত করেছিলেন, কিন্তু টেক্সটের ধরণ ও আক্ষরিক আকারের জন্যে তাঁরা সম্পূর্ণ দায়ী। সরল অর্থকে অবজ্ঞা করার বদলে ব্যাখ্যাকারগণ পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইসব লেখকের রচনাকে পাঠ করে স্বর্গীয় বার্তা সম্পর্কে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারেন। দ্বাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের মতো, স্কলাস্টিকসরা, এই নামেই ডাকা হতো এই মতবাদের ধারকদের, ব্যাখ্যা থেকে ধর্মতত্ত্বীয় আঁচ-অনুমানকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে যুক্তির ক্ষমতার প্রতি যথার্থ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং আকিনাস অধিকতর রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর কোনও মানুষ লেখকের মতো ছিলেন না, কেবল কথার মাধ্যমেই বার্তা প্রদান করতে পারেন যিনি। নিস্কৃতির সত্যকে উন্মোচিত করতে ঈশ্বর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও সংগঠিত করতে পারেন। 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র আক্ষরিক অর্থ মানুষ লেখকদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে বের করা যেতে পারে, কিন্তু এর আধ্যাত্মিক অর্থ এক্সোডাসের বিভিন্ন ঘটনা ও পাসকল ল্যাম্বের রীতি থেকে বের করা যেতে পারে, ক্রাইস্টের নিস্কৃতির কাজের পূর্বাভাস দিতে ঈশ্বর যা ব্যবহার করেছেন।

AMARBOI.COM

এদিকে ইসলামি বিশ্বে বসবাসরত ইহুদিরা ধ্রুপদী গ্রিক সংস্কৃতিকে বাইবেলে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিল। তারা আবিষ্কার করেছে যে অ্যারস্টটল ও প্লেটোর বর্ণিত উপাস্যের সাথে ঐশীগ্রন্থের প্রকাশিত ঈশ্বরকে খাপ খাওয়ানো কঠিন, যিনি কিনা সময়হীন, দুরাতিক্রম্য, জাগতিক ঘটনাপ্রবাহর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেননি–স্বয়ং ঈশ্বরের মতোই তা চিরন্তন–সময়ের শেষে তিনি তার বিচার করবেন না। ইহুদি দার্শনিকগণ জোর দিয়ে বলেছেন, বাইবেলের সবচেয়ে মানবরূপী অনুচ্ছেদসমূহকে উপমাগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। হাঁটেন, কথা বলেন সিংহাসনে বসেন, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রুদ্ধ হন ও মত পাল্টান, এমন একজন ঈশ্বরকে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

বিশেষ করে ঈশ্বরের *এক্স-নিহিলো* 'শূন্য থেকে' বিশ্ব সৃষ্টির ধারণায় বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করেছিলেন তাঁরা। সা'দিয়া ইবন জোসেফ (৮৮২-৯৪২) জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন যে, ঈশ্বর যেহেতু সকল কথা ও ধারণার অতীতে অবস্থান করেন, কেউ কেবল তিনি 'আছেন'–এইটুকুই বলতে পারে।[৩১] সা'দিয়া সৃষ্টির *এক্স-নিহিলো* মতবাদ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তা এখন ইহুদি ট্র্যাডিশনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, তবে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একজন স্বর্গীয় স্রষ্টাকে মেনে নিলে তখন তাঁর সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে অন্যান্য বিবৃতি দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু তাঁর সৃষ্ট জগৎ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরিকল্পিত এবং এর প্রাণ আছে, সুতরাং তার মানে দাঁড়ায় স্রষ্টার অবশ্যই প্রজ্ঞা, প্রাণ ও শক্তির গুণাবলী রয়েছে। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ঈশ্বরের কাছ থেকে বস্তুগত বিশ্বের সৃষ্টির যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসে অন্য ইহুদি দার্শনিকগণ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দশটি উৎসারণের বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে কল্পনা করেছেন যেগুলো ক্রমাগত অধিকতর বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রতিটি উৎসারণ টলেমিয় বিশ্বের একটি বলয়ের জন্ম দিয়েছে: স্থির নক্ষত্র, শনি গ্রহ, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্রগ্রহ, বুধ এবং সবশেষে চাঁদ। অবশ্য আমাদের মর্ত্য জগৎ উল্টো পথে বিকশিত হয়েছে: এর সূচনা হয়েছিল জড় বস্তু হিসাবে তারপর গাছপালা ও পশুপাখি হয়ে মানুষের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যাদের আত্মা স্বর্গীয় যুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু যার দেহ তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর মাটি থেকে।

মায়মোনাইদস (১১৩৫–১২০৪) অ্যারিস্টটল ও বাইবেলের বিরোধে উদ্বিগ্ন ইহুদিদের সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩২] *দ্য গাইড টু দ্য পার্প্লেক্সড*-এ তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সত্য যেহেতু এক, ঐশীগ্রন্থকে তাই অবশ্যই যুক্তির সাথে সমন্বিত হতে হবে। *এক্স নিহিলো* সৃষ্টি তত্ত্বেও তাঁর কোনও সমস্যা ছিল না, কারণ তিনি অ্যারিস্টটলের বস্তুর অবিনাশীতার যুক্তিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি। মায়মোনাইদস বাইবেলে ঈশ্বরের মানবরূপী বর্ণনা অবশ্যই আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন; তিনি বাইবেলের আরও অধিকতর অযৌক্তিক আইনের পক্ষে যুক্তিভিত্তিক কারণ বের করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু জানতেন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যুক্তিকে ছাপিয়ে যায়। ভীষণ আতঙ্কের সাথে অর্জিত পয়গম্বরদের স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান আমাদের যৌক্তিক ক্ষমতায় লাভ করা জ্ঞানের চেয়ে অনেক উঁচু পর্যায়ের।

স্পেনের অন্যতম মহান কবি ও দার্শনিক আব্রাহাম ইবন এযরা (১০৮৯–১১৬৪) ছিলেন আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচনাবাদের আরেকজন মধ্যযুগীয় অগ্রগামী।[৩৩] ব্যাখ্যাসমূহকে অবশ্যই আক্ষরিক অর্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, অন্যদিকে কিংবদন্তীর *(আগ্গাদাহ)* আধ্যাত্মিক মূল্য রয়েছে, একে কোনওভাবেই সত্যির সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। তিনি বাইবেলিয় টেক্সটে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন: জেরুজালেমের ইসায়াহ তাঁর নামে প্রচলিত পুস্তকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অংশ লিখতে পারেন না, কারণ এখানে এমন সব ঘটনার উল্লেখ আছে যা তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ঘটেছে। তিনি সতর্কতা ও আভাসে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মোজেস গোটা পেন্টাটিউকের লেখক ছিলেন না: উদাহরণ স্বরূপ, তিনি নিজের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে পারেন না, এবং মোজেস যেহেতু কখনওই প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করেননি, কেমন করে তিনি ডিউটেরোনমির সূচনা পঙক্তিসমূহ রচনা করতে পারেন, যা তাঁর চূড়ান্ত ঠিকানার স্থানকে *'যর্দনের পূর্ব্বপারস্থিত প্রান্তরে'* স্থান দিয়েছে।[৩৪] নিশ্চয়ই জোশুয়া ইসরায়েল দেশ দখল করে নেওয়ার পর সেখানে বাসকারী কেউ লিখে থাকবেন।

দার্শনিক যুক্তিবাদ স্পেন ও প্রোভেন্সে এক অতীন্দ্রিয়বাদী পাল্টা হামলাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ক্যাস্তিলের একজন প্রভাবশালী ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্য ও অনন্য সাধারণ তালমুদ বিশেষজ্ঞ নাহমানাইদস (১১৯১–১২৭০) বিশ্বাস করতেন যে, মায়মোনাইদস যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা তোরাহর প্রতি সুবিচার করেনি।[৩৫] পেন্টাটিউকের উপর এক প্রভাবশালী ধারাভাষ্য লিখেছিলেন তিনি যা প্রবলভাবে এর সহজ অর্থকে আলোকিত করেছে, কিন্তু পাঠ পরিক্রমায় তিনি আক্ষরিক অর্থকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যাওয়া এক ঐশ্বরিক তাৎপর্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্যাস্তিলের একটি ছোট অতীন্দ্রিয়বাদী দল একে আরও সামনে নিয়ে যায়। তাদের ঐশীগ্রন্থ পাঠ কেবল টেক্সটের গভীরতর স্তরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিত না বরং ঈশ্বরের অন্তস্থ জীবনের কাছে নিয়ে যেত। এই নিগূঢ় অনুশীলনকে তাঁরা বলতেন *কাবাল্লাহ* ('উত্তারিধারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্য'), কারণ তা গুরু থেকে শিষ্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। নাহমানাইদস-এর বিপরীতে এই কাব্বালিস্টগণের–আব্রাহাম আবুলাফিয়া মোজেস দে লিয়ন, ইসাক দে লতিফ ও জোসেফ জিকাতিল্লাহ–তালমুদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তাঁরা সবাইই এর দুর্বল ঈশ্বর ধর্মীয় উপাদান রহিত আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত দর্শনে আগ্রহী ছিলেন।[৩৬] পরিবর্তে তাঁরা এক হারমেনেউটিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছিলেন সম্ভবত তা ক্রিশ্চান প্রতিবেশিদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন।

অতীন্দ্রিয়বাদী মিদ্রাশ 'উদ্যানে' *(পারদেস)* প্রবেশকারী চারজন সাধুর তালমুদিয় কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত।[৩৭] কেবল আর. আকিবাই এই বিপদসঙ্কুল আধ্যাত্মিক পরীক্ষায় রক্ষা পেয়েছিলেন, কাব্বালিস্টগণ দাবি করেছেন*পারদেস* নামে আখ্যায়িত তাদের ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং সেকারণে অতীন্দ্রিয়বাদের একমাত্র নিরাপদ ধরণ।[৩৮] তাদের তোরাহ পাঠের পদ্ধতি রোজ তাদের 'স্বর্গে' নিয়ে যাচ্ছে বলে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা।[৩৯] *পারদেস (PaRDeS)* ঐশীগ্রন্থের চারটি অর্থের অ্যানাগ্রাম ছিল: *পেশাত*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্ষরিক অর্থ; *রেমেস*, অ্যালেগোরি; *দারাশ*, নৈতিক হোমিলিয় অর্থ; এবং *সদ*, তোরাহ পাঠের অতীন্দ্রিয় পুঞ্জীভূতকরণ। *পারদেস* ছিল *পেশাত* দিয়ে শুরু হওয়া একটা চলার ধরণ যা *সদের* অনির্বচনীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে। আদি *পারদেস* কাহিনী যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই অভিযাত্রা সবার জন্যে নয়, বরং সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত অভিজাত গোষ্ঠীর জন্যে। মিদ্রাশের প্রথম তিনটি ধরণই–*পারদেস*, *রেমেস* ও *দারাশ*–ফিলো, র‍্যাবাই ও দার্শনিকদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে; তো কাব্বালিস্টরা বোঝাতে চেয়েছে যে তাদের আধ্যাত্মিকতা ট্র্যাডিশনের অনুগামী, আবার একই সময়ে তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব–*সদ*–এর পূর্ণাঙ্গতা। তাদের অভিজ্ঞতা সম্ভবত এতটাই সুস্পষ্টভাবে ইহুদিসুলভ মনে হয়েছিল যে তারা হয়তো সম্পূর্ণই মূলধারার সাথে কোনও রকম বিরোধের ব্যাপারে অসতর্ক ছিল।[৪০]

কাব্বালিস্টরা এক শক্তিশালী সংশ্লেষ সৃষ্টি করেছিল।[৪১] র‍্যাবাই এবং দার্শনিকগণ যেসব প্রাচীন ইসরায়েলি ট্র্যাডিশনকে খাট বা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন সেগুলোকে পুনরুজ্জীবীত করেছিল। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলনে আবার জেগে ওঠা গ্নস্টিক ট্র্যাডিশনেও অনুপ্রাণিত হয়েছিল তারা, সম্ভবত এর সাথে পরিচিতি ছিল তাদের। সবশেষে, কাব্বালিস্টরা দার্শনিকদের কল্পিত দশটি উৎসারণের শরণ নিয়েছে যেখানে সত্তার ধারায় প্রত্যেকটা উপাদান যুক্ত। প্রত্যাদেশ আর অস্তিত্বের গহ্বরে সেতু তৈরির প্রয়োজন ছিল না, বরং প্রতিটি সত্তার মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্টি কেবল সুদূর অতীতে একবার ঘটেনি, বরং এটা সময়ের অতীত একটা ঘটনা যেখানে আমরা সবাই অংশ নিতে পারি।

কাব্বালাহ সম্ভবত অন্য যেকোনও অতীন্দ্রিয়বাদের চেয়ে অনেক বেশি ঐশীগ্রন্থ ভিত্তিক। এর 'বাইবেল' ছিল *যোহার*, 'দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর।' সম্ভবত মোজেস অভ লিয়নের কাজ ছিল এটা, কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদী বিপ্লবী আর. সাইমন বেন ইয়োহাইয়ের উপর রচিত দ্বিতীয় শতাব্দীর উপন্যাসের ধরণ নিয়েছিল, যিনি প্যালেস্তাইনে ঘুরে বেড়িয়ে তোরাহ আলোচনার জন্যে সঙ্গীদের সাথে মিশেছেন, তাদের ব্যাখ্যার ফলে তা প্রত্যক্ষভাবে স্বর্গীয় জগতে 'উন্মুক্ত' হয়েছিল। ঐশীগ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমে কাব্বালিস্ট টেক্সট ও নিজের মাঝে স্তরে স্তরে অবতরণ করে আবিষ্কার করত যে একই সময়ে সে সত্তার উৎসে আরোহণ করছে। কাব্বালিস্টরা দার্শনিকদের সাথে একটা বিষয়ে একমত ছিল যে শব্দ দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারে না, তবে বিশ্বাস করত, ঈশ্বরকে জানা না গেলেও ঐশীগ্রন্থের প্রতীকের ভেতর তাঁকে অনুভব করা সম্ভব। তাদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর বাইবেলিয় টেক্সটে তাঁর অন্তস্থ জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভাস দিয়ে গেছেন। অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় কাব্বালিস্টরা এর উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়েছে, পৌরাণিক কাহিনী ও নাটক সৃষ্টি করেছে যেগুলো *পেশার* টেক্সটকে ভেঙে উন্মুক্ত করে। তাদের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা ঐশীগ্রন্থের প্রতিটি পঙক্তিতে স্বর্গীয় সত্তার রহস্য বর্ণনাকারী এক নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করে।

কাব্বালিস্টরা ঈশ্বরের অন্তস্থ সত্তাকে বলত *এন সফ* ('অন্তহীন')। এন সফ বোধের অতীত এবং এমনকি বাইবেল বা তালমুদে তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। এটা কোনও ব্যক্তিসত্তা নয়, তো *এন সফকে* 'সে' বা 'তিনি' না বলে 'এটা' বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু বোধের অতীত এন সফ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করার সময়ই নিজেকে মানব জাতির কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অনেকটা বিশাল কোনও বৃক্ষের *ঠেলে* বের হয়ে আসা কাণ্ড, ডালপালা ও পাতার মতো দুর্ভেদ্য আড়াল থেকে আবির্ভূত হয়েছিল এটা। স্বর্গীয় জীবন সমস্ত কিছুকে ধারণ না করা পর্যন্ত সর্বকালের যেকোনও সময়ের চেয়ে বিস্তৃত বলয়ে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু এন সফ স্বয়ং আড়ালে রয়ে গেছেন। বৃক্ষের শেকড়, স্থায়িত্ব ও প্রাণশক্তির উৎস ছিল এটা, কিন্তু সব সময়ই অদৃশ্য। দার্শনিকরা যাকে ঈশ্বরের গুণাবলী বলে থাকেন–তাঁর ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি–এভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কাব্বালিস্ট এইসব বিমূর্ত গুণাবলীকে গতিশীল তৎপরতায় পরিণত করেছে। দার্শনিকদের দশ উৎসারণের মতো এগুলো অন্তহীন এন সফের বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করেছে এবং বস্তুগত বিশ্বের কাছাকাছি আসার সাথে ক্রমেই বেশি করে জমাট ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। কাব্বালিস্টরা এর দশটি ক্ষমতাকে, স্বর্গীয় মনের অন্তস্থ মাত্রাগুলোকে *সেফিরদ* ('সংখ্যায় রূপান্তর') নামে আখ্যায়িত করেছে। প্রতিটি *সেফিরা*'র নিজস্ব প্রতীকী নাম রয়েছে এবং তা এন সফের উন্মোচনের আত্মপ্রকাশের একেকটি পর্যায় তুলে ধরে, কিন্তু সেগুলো ঈশ্বরের 'অংশ' নয়, বরং এক সাথে মিলে মানবজাতির কাছে অজ্ঞাত একক মহান নামের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক *সেফিরা* একটা বিশেষ শিরোনামে ঈশ্বরের সমগ্র রহস্যকে ধারণ করে।

কাব্বালিস্টরা জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়কে *সেফিরদের* আবির্ভাবের উপমা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। *বেরেশিত* ('সূচনা'), বাইবেলের সর্বপ্রথম শব্দ সেই মুহূর্ত তুলে ধরে যখন *কেদার এলিয়ন* ('পরম মুকুট'), প্রথম *সেফিরাহ* 'কৃষ্ণ' শিখা হিসাবে এন সফের অন্তহীন রহস্য ভেদ করে বের হয়ে এসেছিলেন। তখনও পর্যন্ত কোনও কিছুই প্রকাশিত হয়নি, কারণ এই প্রথম *সেফিরাহ*র মানুষের বোঝার মতো কোনও কিছু ছিল না। 'এটাকে শনাক্ত করার কোনও উপায়ই ছিল না,' ব্যাখ্যা করেছে *যোহার,* যতক্ষণ না একটা গুপ্ত, স্বর্গীয় বিন্দুতে চূড়ান্ত ফাটলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে এসেছিল। এই 'বিন্দু' ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় *সেফিরাহ, হোখমাহ* ('প্রজ্ঞা'), সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা যা মানুষের বোধের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে। 'এর অতীতের কোনও কিছুই জানা সম্ভব নয়,' বলে গেছে *যোহার*। সেকারণে একে বলা হয় *রেশিত,* সূচনা।' এরপর *হোখমাহ* তৃতীয় *সেফিরাহ বিনাহ,* অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তাকে ভেদ করে, যার 'জ্ঞানের অতীত বিচ্ছুরণ'-এর আদি বিন্দু থেকে কিছুটা নিচু মাত্রার সূক্ষ্মতা ও দুর্জ্ঞয়তা ছিল।' 'সূচনা'র পর সাতটি নিম্নতর *সেফিরদ* একের পর অনুসরণ করে, 'বিস্তারের উপর বিস্তার, প্রতিটি অন্যটির উপর মগজের পর্দার মতো আরেকটা আস্তরণ তৈরি করতে থাকে।'[৪২]

জ্ঞানের অতীত ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অস্তিত্ব দান করলেন সেই বর্ণনাতীত প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করার লক্ষ্যেই এই *মিথটির* পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাব্বালাহয় সব সময়ই জোরাল যৌন উপাদানের অস্তিত্ব ছিল। বিনাহ আবার স্বর্গীয় মাতা হিসাবেও পরিচিত, যার জঠর 'আদিম বিন্দু' কর্তৃক ছিন্ন হওয়ার পর নিম্ন পর্যায়ের *সেফিরদের* জন্ম দিয়েছে, যা ঈশ্বরের সেইসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে যেগুলো মানুষের কাছে অনেক বেশি বোধগম্য। জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে এগুলো সৃষ্টিকর্মের সাত দিনে প্রতীকায়িত হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের এইসব 'শক্তি' জগৎ ও ঐশীগ্রন্থে আবিষ্কার করতে পারে। *রুখামিন* ('সহানুভূতি')–*তিফেরেদ* ('মহত্ত্ব') নামেও আখ্যায়িত; *দিন* ('কঠোর বিচার') যাকে সব সময়ই *হেসেদ* ('করুণা'), *নেৎযাখ* ('ধৈর্য'), দিয়ে ভারসাম্য আনতে হয়। *হোদ* ('আভিজাত্য'), *ইয়েসোদ* ('স্থিতিশীলতা') ও সবশেষে *মালকুদ* ('রাজ্য'), *শেখিনাহ* নামেও পরিচিত, কাব্বালিস্টরা যাকে নারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে কল্পনা করেছে।

সেফিরদকে গডহেড ও মানবজাতিকে সংযুক্তকারী মই হিসাবে বিচার করা ঠিক হবে না। এগুলো আমাদের জগৎকে অবহিত ও আবৃত করে, যাতে আমরা এই গতিশীল ও বহুমাত্রিক ঐশী কর্মকাণ্ডের আলিঙ্গন ও পরিব্যাপ্ততা লাভ করতে পারি। মানুষের মনেও উপস্থিত থাকায় সেফিরদ মানবীয় চেতনার বিভিন্ন পর্যায়ও তুলে ধরে যার ভেতর দিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদী গডহেডের দিকে আরোহণ করে। সেফিরদের উৎসারণ এমন এক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে যার মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক এন সফ বাইবেলের ব্যক্তিক ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। তিনটি 'উচ্চতর' সেফিরদ আবির্ভূত হওয়ার সময় এন সফের 'এটা' পরিণত হয় 'তিনি-তে। পরবর্তী ছয়টি সেফিরদে 'তিনি' পরিণত হন 'তুমি-তে; মানুষের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার মতো এক বাস্তবতা। আমাদের জগতে স্বর্গীয় উপস্থিতি শেখিনাহয় 'তুমি' পরিণত হয় 'আমি'-তে, কারণ ঈশ্বর প্রত্যেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তির মাঝে উপস্থিত। *পারদেস* ব্যাখ্যার পরিক্রমায় কাব্বালিস্ট ধীরে ধীরে তার মনের গভীর কন্দরে স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে।

কাব্বালিস্টরা শূন্য হতে সৃষ্টির মতবাদকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিলেও একে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে। এই 'কিছু না' গডহেডের বাইরের কিছু হতে পারে না, গোটা বাস্তবতা যিনি গঠন করেছেন। মহাগহ্বর এন সফের অভ্যন্তরেই ছিল–কোনওভাবে–সৃষ্টির কালে তাকে অতিক্রম করা গেছে। কাব্বালিস্টরা কৃষ্ণ শিখা যা বিবর্তন/সৃজনশীল প্রক্রিয়া শুরু করেছিল সেই প্রথম সেফিরাহকে 'কিছু না'ও বলে থাকে, কারণ আমরা ধারণা করতে পারি এমন কোনও বাস্তবতার সাথে তা মেলে না। সৃষ্টি প্রকৃতই 'শূন্যতা হতে' সম্পন্ন হয়েছে। কাব্বালিস্টরা লক্ষ করেছিল যে আদমের সৃষ্টির দুটি বিবরণ রয়েছে। জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর *আদমকে* ('মানবজাতি') সৃষ্টি করেছেন, অতীন্দ্রিয়বাদীরা যাকে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার ক্লাইমেক্স, ঈশ্বরের অনুরূপে তৈরি আদিম মানবজাতি*(আদম কাদমান)* বলে ধরে নিয়েছিলেন: ঈশ্বর আদি আদর্শ মানব সত্তায় প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেফিরদ তার দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন ঈশ্বর আদমকে ধূলি থেকে তৈরি করলেন, আমাদের চেনা পৃথিবীমুখী মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এই জাগতিক আদমের প্রথম সাব্বাথে গডহেডের গোটা রহস্য নিয়ে ধ্যান করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সহজ পথ বেছে নিয়ে কেবল সবচেয়ে কাছের ও সুগম *সেফিরাহ* শেখিনাহ নিয়ে ধ্যান করেন। এটা–অবাধ্যতার কাজটি নয়–আদমের পতনের কারণ ছিল, যার ফলে স্বর্গীয় জগতের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, জীবন বৃক্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জ্ঞান বৃক্ষ থেকে, যে ফল গাছে ঝোলার কথা ছিল সেটা পেড়ে ফেলা হয়। শেখিনাহকে *সেফিরদের* গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়, স্বর্গীয় জগৎ থেকে নির্বাসিত অবস্থায় রয়ে যায় তা।

কাব্বালিস্টদের অবশ্য আদমকে দেওয়া দায়িত্ব পালন করে শেখিনাহকে অবশিষ্ট *সেফিরদের* সাথে মিলিত করার শক্তি ছিল। *পারদেস* ব্যাখ্যায় তারা সম্পূর্ণ জটিলতাসহই গোটা স্বর্গীয় রহস্য নিয়ে ধ্যান করতে পারে এবং সমগ্র ঐশীগ্রন্থই *সেফিরদের* ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা সাঙ্কেতিক সূত্রে পরিণত হয়। ইসাকের উপর আব্রাহামের বন্ধন দেখিয়েছে যে কীভাবে *দিন* ও *হেসেদকে*–বিচার ও করুণা–অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে, একে অন্যকে মজবুত করে তুলবে। যৌন প্রলোভন প্রতিহত করে ক্ষমতায় আরোহণকারী জোসেফ, যিনি মিশরের খাদ্যের যোগানদারে পরিণত হয়েছিলেন, তার কাহিনী দেখিয়েছে যে স্বর্গীয় মনস্তত্ত্বে প্রতিরোধ *(দিন)* সব সময়ই মহত্ত্ব *(তিফেরেদ)*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে ভারসাম্য পেয়েছে। সং অভ সংস অস্তিত্বের সমস্ত পর্যায়ে অনুরণিত ছন্দ ও একতার জন্যে আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতীকায়িত করেছে।[৪৩]

ঠিক এন সফ যেভাবে সেফিরদের প্রগতিশীল উৎসারণে নিজেকে নমিত, প্রকাশিত ও সঙ্কুচিত করেছিলেন ঠিক সেভাবে গডহেডও তোরাহয় মানুষের সীমাবদ্ধ ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কাব্বালিস্টরা যেভাবে ঐশ্বরিকতার বিভিন্ন স্তরে অনুসন্ধান চালাত ঠিক একইভাবে বাইবেলেরও বিভিন্ন স্তরে অনুসন্ধান চালাতে শিখেছিল। *যোহারে* তোরাহকে অপরূপ সুন্দরী নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, এক নির্জন স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে সে, গোপন প্রেমিক আছে তার। সে জানত চিরকাল ঘরের বাইরে রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায় হেঁটে বেড়াচ্ছে তাকে দেখার আশায়, তো একটা দরজা খুলে তাকে নিজের চেহারা দেখায় সে–মাত্র সেকেন্ডের জন্যে–তারপরই সরে আসে। কেবল প্রেমিকই ওর ক্ষণিকের আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। তোরাহ ঠিক এভাবেই অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নিজেকে তুলে ধরে। প্রথমে তাকে ইশারা দেয়, তারপর কথা বলে তার সাথে 'পর্দার আড়াল থেকে, নিজের কথার সামনে যেটা টেনে দিয়েছে সে, যাতে তার সামনে অগ্রসর হওয়ার মতো করে বোধ শক্তির সাথে খাপ খেয়ে যায়।'[৪৪] খুব ধীরে কাব্বালিস্ট ঐশীগ্রন্থের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে আগ্রসর হয়–*দরাশের* নৈতিক ভাবনা ও *রেমেসের* হেঁয়ালি ও উপমার ভেতর দিয়ে। ক্রমে পর্দাটা পাতলা ও কম অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে, অবশেষে সে *সোদের*–প্রত্যক্ষ–পুঞ্জীভূত অন্তর্দৃষ্টিতে পৌঁছানোর পর 'উন্মুক্ত অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়ায়, তার সাথে সকল গোপন রহস্য এবং স্মরণাতীতকাল থেকে তার মাঝে লুকিয়ে থাকা সমস্ত গোপন উপায় নিয়ে কথা বলে।'[৪৫] অতীন্দ্রিয়বাদীকে অবশ্যই বাইবেলের উপরিগত অর্থ ছিন্ন করতে হবে–সমস্ত কাহিনী, আইন ও বংশলতিকা–যেভাবে প্রেমিক প্রিয়তমকে তুলে ধরে এবং কেবল তার দেহই নয় বরং আত্মাও শনাক্ত করতে শেখে।

> উপলব্ধিহীন মানুষ কেবল বর্ণনা দেখতে পায়, যেগুলো পোশাকমাত্র; যারা আরও সমঝদার তারা দেহও দেখে। কিন্তু যারা সত্যিকারের জ্ঞানী, যারা সর্বেশ্বর রাজার সেবা করে ও সিনাই পর্বতে আরোহণ করে তারা সমস্ত কিছুর মৌল নীতি প্রকৃত তোরাহর একেবারে আত্মা পর্যন্ত দেখতে পায়।[৪৬]

বাইবেলকে 'বর্ণনা ও দৈনন্দিন বিষয়আশয় তুলে ধরা বই' হিসাবে স্রেফ আক্ষরিকভাবে পাঠকারী কেউ এই বিষয়টি খেয়াল করেনি। আক্ষরিক তোরাহর কোনও বিশেষত্ব নেই: এরচেয়ে ভালো বই যে কেউ লিখতে পারে–এমনকি জেন্টাইলরাও এরচেয়ে মহান কাজ করেছে।[৪৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্বালিস্টরা রাত্রি জাগরণ, উপবাস ও অবিরাম আত্মপরীক্ষার ভেতর দিয়ে ঐশীগ্রন্থে অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যান যুক্ত করেছে। স্বার্থপরতা, অহমবোধকে দমন করে একসাথে বাস করতে হতো তাদের, কারণ ক্রোধ অশুভ আত্মার মতো মনের ভেতর প্রবেশ করে আত্মার স্বর্গীয় ছন্দ ধ্বংস করে দেয়। এমনি বিভক্ত অবস্থায় *সেফিরদের* ঐক্য অনুভব করা অসম্ভব।[৪৮] কাব্বালাহ'র *এক্সতাসিস*-এর পক্ষে বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা মৌল বিষয় ছিল। *যোহারে* সফল ব্যাখ্যার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে ব্যাখ্যাকারীর সহকর্মীরা যখন আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, যখন তারা যাকে স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে অনুভব করেছিল সেটাকেই শুনতে পায় বা যখন ব্যাখ্যাকারীরা অতীন্দ্রিয় যাত্রা শুরু করার আগে পরস্পরকে চুম্বন করে।

কাব্বালিস্টদের বিশ্বাস ছিল যে, তোরাহ ভ্রান্তিময়, অসম্পূর্ণ এবং পরম সত্য নয় বরং তা আপেক্ষিক সত্যকেই তুলে ধরেছে। কেউ কেউ ভেবেছিল আমাদের তোরাহ থেকে দুটো পূর্ণাঙ্গ পুস্তক হারিয়ে গেছে বা আমাদের বর্ণমালায় একটা হরফের ঘাটতি রয়েছে, ফলে খোদ ভাষাই হয়ে পড়েছে স্থানচ্যুত। অন্যরা সেভেন এজেস অভ ম্যানের মিথ সৃষ্টি করেছে, যার প্রতিটি যুগ সাত শো বছর দীর্ঘ ছিল এবং একজন 'ভিন্ন' পর্যায়ের *সেফিরদের* হাতে শাসিত হয়েছে। প্রথম যুগ শাসিত হয়েছিল *রেখামিম/তিফেরেদের* ('মহত্ত্ব ও সহানুভূতি') হাতে। সকল প্রাণী একসাথে ছন্দময়ভাবে বাস করেছে এবং তাদের তোরাহ কখনওই সাপ, জ্ঞানবৃক্ষ বা মৃত্যুর কথা বলেনি, কারণ এইসব বাস্তবতার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমরা *দিনের*–কঠোর বিচার যা ঈশ্বরের অন্ধকার দিক প্রকাশ করে–দ্বিতীয় যুগে বাস করছিলাম, তো আমাদের তোরাহ শুভ ও অশুভের ভেতর অব্যাহত বিরোধের কথা বলেছে; আইন, রায় ও নিষেধাজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল এবং এর গল্পগুলো প্রায়শই সহিংস ও নিষ্ঠুর ছিল। কিন্তু তৃতীয় চক্রে, *হেসেদের* (করুণা) অধীনে তোরাহ আবারও ভালো ও পবিত্র হয়ে উঠবে।

ক্ষুদ্র নিগূঢ় আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল কাব্বালাহ, কিন্তু ইহুদিবাদে তা গণআন্দোলনে পরিণত হয়; এর মিথলজি অতীন্দ্রিয়বাদের মেধা নেই এমন লোকজনকেও প্রভাবিত করবে। ইতিহাস আরও করুণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে ইহুদিরা অতীন্দ্রিয়বাদীদের গতিশীল ঈশ্বরকে দার্শনিকদের দূরবর্তী ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন আবিষ্কার করে এবং ক্রমবর্ধমানহারে ঐশীগ্রন্থের শাদামাঠা অর্থ অসন্তোষজনক বলে উপলব্ধি করতে থাকে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ট্র্যাডিশনের *(কাব্বালাহ)* ব্যাখ্যা ছাড়া কোনও আলোই ফেলতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপে অবশ্য ক্রিশ্চানরা উল্টো উপসংহারে পৌঁছাচ্ছিল। ফ্রান্সিস্কান পণ্ডিত নিকোলাস অভ লিরে (১২৭৯-১৩৪০) ব্যাখ্যার প্রাচীন পদ্ধতির সাথে স্কলাস্টিকসদের নতুন কৌশল সমন্বিত করেন। তিনি বাইবেলের তিনটি 'আধ্যাত্মিক অর্থে'র পক্ষাবলম্বন করলেও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সহজ অর্থকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি হিব্রু শিখেছিলেন, রাশির রচনার সাথে পরিচিত ছিলেন ও অ্যারিস্টটলিয় দর্শনে ছিলেন দক্ষ। তাঁর সম্পূর্ণ বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা *পোস্তিলে* একটি প্রমিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছিল।

অন্যান্য বিবর্তন প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তুলে ধরেছে। ইংরেজ ফ্রান্সিস্কান রজার বেকন (১২১৪-৯২)-এর স্কলাস্টিকেস ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না, তিনি পণ্ডিতদের মূল ভাষায় বাইবেল পাঠ করার তাগিদ দিয়েছেন। মারসিল্লো অভ পাদুয়া (১২৭৫-১৩৪২) প্রতিষ্ঠিত চার্চের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি বাইবেলের পরম অভিভাবক হিসাবে পাপাল দাবিকে চ্যালেঞ্জ করেন। এর পর থেকে সকল সংস্কারক ব্যাখ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে পোপ, কার্ডিনাল ও বিশপদের অপছন্দ করার সাথে তাদের ব্যাখ্যার সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে প্রত্যাখ্যানের দাবিও জুড়ে দেবেন। অক্সফোর্ডের পণ্ডিত জন ওয়াইলিফে (১৩২৯-৮৪) চার্চের দুর্নীতিতে মহাক্ষিপ্ত হয়ে যান। দেখিয়েছিলেন যে, বাইবেলকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করা উচিত যাতে সাধারণ মানুষকে পৌরহিততন্ত্রের উপর নির্ভর করতে না হয় বরং তারা নিজেরাই ঈশ্বরের বাণী পাঠ করতে পারে। 'ক্রাইস্ট বলেছেন সারা বিশ্বে গস্পেল পাঠ করতে হবে,' জোরের সাথে বলেছেন তিনি, 'পবিত্র আদেশ শিষ্যদের ঐশীগ্রন্থ, কারণ এতে বলা হয়েছে সকল শিষ্যকে এটা জানতে হবে।'[৪৯] বাইবেলের ইংরেজি তর্জমাকারী উইলয়াম টিন্ডেলও (c. ১৪৯৪-১৫৩৬) একই প্রশ্ন তুলেছিলেন: চার্চের কর্তৃত্ব কি গস্পেলের চেয়েও বেশি নাকি গস্পেলকে চার্চের উপরে স্থান দিতে হবে? অষ্টাদশ শাতব্দী নাগাদ এই অসন্তোষ এমন এক বাইবেলিয় আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়েছিল যা বিশ্বাসীকে কেবল ঐশীগ্রন্থের উপর নির্ভর করার জন্যে তাগিদ দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

সোলা স্ক্রিপচুরা

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে এক জটিল প্রক্রিয়া চলমান ছিল যা অপরিবর্তনীয়ভাবে পাশ্চাত্য জনগণের বিশ্বকে উপলব্ধি করার কায়দাই পাল্টে দেবে। অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যুগপৎভাবে এগিয়ে চলা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কোনওটাকেই সেই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও সেগুলোর সমন্বিত ফল হবে চরম। ইবারিয় অভিযাত্রীরা এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করছিলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশমণ্ডলীকে উন্মুক্ত করছিলেন এবং নতুন প্রযুক্তিগত দক্ষতা ইউরোপিয়দের অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে পরিবেশের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করে তুলছিল। খুবই ধীরে বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিক চেতনা মধ্যযুগীয় সংবেদনশীলতাকে বিঘ্নিত করতে শুরু করেছিল। বিপর্যয়ের একটা বোধ সাধারণ মানুষকে অসহায় ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ মৃত্যুর কারণে ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাণ হারিয়েছিল, অটোমান তুর্করা ১৪৫৩ সালে ক্রিশ্চান বাইযান্তিয়াম অধিকার করে নেয় এবং আভিগনন ক্যাপ্টিভিটির পাপাল কেলেঙ্কারী ও মহাবিবাদ, যখন অন্তত তিনজন পন্টিফ সী অভ পিটারের অধিকার দাবি করেছিলেন, অনেককেই প্রতিষ্ঠিত চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। জনগণ অচিরেই প্রথাগতভাবে ধার্মিক থাকার ব্যাপারটি অসম্ভব আবিষ্কার করবে এবং তা তাদের বাইবেল পাঠকে প্রভাবিত করবে।

পাশ্চাত্যবাসীরা এমন এক সভ্যতা তৈরি করতে যাচ্ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনও পূর্ব নজীর ছিল না, কিন্তু এই নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকেই *আদ ফন্তাসে*–তাদের সংস্কৃতির ঝর্নাধারায়–গ্রিস ও রোমের ধ্রুপদী বিশ্বের পাশাপাশি আদি ক্রিশ্চান ধর্মে ফিরে চেয়েছে। রেনেইসাঁ আমলের দার্শনিক ও মানবতাবাদীগণ মধ্যযুগের বহু ধার্মিকতা, বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কলাস্টিক ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে কড়া সমালোচনামুখর ছিলেন। একে তারা বড্ড বেশি বিশুষ্ক ও বিমূর্ত আবিষ্কার করে বাইবেল ও ফাদার অভ দ্য চার্চে ফিরে যেতে চেয়েছেন।[১] ক্রিশ্চান ধর্ম, তাদের বিশ্বাস ছিল, মতবাদের কতগুলোর সমষ্টি হওয়ার বদলে এক ধরনের অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। কিন্তু মানবতাবাদীরা কালের বৈজ্ঞানিক চেতনাও আত্মস্থ করেছিলেন এবং বাইবেলিয় টেক্সটসমূহ আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে পড়তে শুরু করেছিলেন। রেনেইসাঁকে সাধারণভাবে ধ্রুপদী প্যাগান মতবাদের পুনরাবিষ্কারের জন্যে স্মরণ করা হয়, কিন্তু এর জোরাল বাইবেলিয় চরিত্রও ছিল, অংশত তা গ্রিক ভাষা পাঠ করার সম্পূর্ণ নতুন উৎসাহের কারণে অনুপ্রাণিত ছিল। মানবতাবাদীরা মূল ভাষায় পল ও হোমার পাঠ শুরু করেছিলেন, এই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে উত্তেজনাকর ঠেকেছে।

মধ্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক লোকই গ্রিক ভাষার সাথে পরিচিত ছিল, কিন্তু অটোমান যুদ্ধ থেকে সৃষ্ট বাইযান্তাইন শরণার্থীরা পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে পালিয়ে যায়, নিজেদের তারা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করেছিল। ১৫১৯ সালে ওলন্দাজ মানবতাবাদী দেসিদেরাস ইরাসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬) নিউ টেস্টামেন্টের গ্রিক টেক্সট প্রকাশ করেন, একে তিনি এমন এক সিসেরোনিয় লাতিনে তর্জমা করেছিলেন যা ভালগাতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মানবতাবাদীরা সব কিছুর উপরে স্টাইল ও রেটোরিকের মূল্য দিতেন। শত শত বছর ধরে টেক্সটে পুঞ্জীভূত নানা ভ্রান্তি সম্পর্কেও ভাবিত ছিলেন তারা, বাইবেলকে অতীতের সংযোজন ও ভার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই ইরাসমাসের পক্ষে তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। এই বিষয়টি বিপুল গুরুত্ববহ। গ্রিক জানা যে কেউই এখন মূল গস্পেল পাঠ করতে পারছিল। অন্য পণ্ডিতগণ আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে দ্রুততার সাথে তর্জমা পর্যালোচনা ও উন্নতির পরামর্শ দিতে পারছিলেন। এইসব পরামর্শে ইরাসমাস লাভবান হন, মৃত্যুর আগে নিউ টেস্টামেন্টের বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের করেন তিনি। তিনি বেশ ভালোভাবেই ইতালিয় মানবতাবাদী লরেনযো ভল্লা (১৪০৫-৫৭) প্রভাবিত ছিলেন। মূল নিউ টেস্টামেন্টের 'প্রুফ টেক্সট' বের করেছিলেন তিনি যা চার্চের মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু তিনি ভালগাত সংস্করণকে মূল গ্রিকের পাশে স্থান দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে ভালগাত এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে, এই টেক্সটগুলো সব সময় তাদের বক্তব্য 'প্রমাণ' করেনি। কিন্তু ভল্লার *কোলাশিও* কেবল পাণ্ডুলিপি রূপেই পাওয়া যেত, ইরাসমাস এর মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং সাথে সাথে তা অনেক বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন বাইবেল মূলে পাঠ করাটাই দস্তুরে পরিণত হয়েছিল। এই পদ্ধতি প্রয়োজন বাইবেলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আরও নিরাসক্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ যোগায়। এর আগে পর্যন্ত ব্যাখ্যাকারগণ বাইবেলকে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পুস্তকের বদলে একটি অখণ্ড রচনা ভাবতেই পছন্দ করতেন। তারা হয়তো বাস্তবে একক খণ্ডে সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে না দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী টেক্সটকে সংযুক্ত করার চর্চা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সময়ের পার্থক্যকে উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেছে। মানবতাবাদীরা এবার বাইবেলের লেখকদের, তাদের বিশেষ মেধা ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পাঠ করতে শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে পলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তারা যার স্টাইল মূল *কোইনে* গ্রিকে নতুন সচেতনতা গ্রহণ করেছিল। মুক্তির জন্যে তাঁর প্রবল সন্ধান ছিল স্কলাস্টিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিষেধক। এ যুগের মানবতাবাদীদের বিপরীতে তারা ধর্ম সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন না, বরং উৎসাহী পলিয় ক্রিশ্চানে পরিণত হয়েছিলেন।

বিশেষ করে পলের পাপ সম্পর্কীয় তীব্র বোধের সাথে সাহনুভূতিশীল হতে পেরেছিলেন তাঁরা। কষ্টকর সামাজিক পরিবর্তনের একটা কাল প্রায়শই উদ্বেগে বৈশিষ্টায়িত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ নিজেদের দিশাহারা ও অক্ষম ভাবতে শুরু করে, *ইন মিদিয়াস রেস*-এ বাস করে সমাজ কোন পথে এগোচ্ছে বুঝতে পারে না, কিন্তু সামঞ্জস্যহীন, বিচ্ছিন্নভাবে এর অন্তস্থ পরিবর্তন অনুভব করতে পারে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকের রোমাঞ্চকর বিভিন্ন সাফল্যের পাশাপাশি ব্যাপক বিস্তৃত দুর্ভোগও ছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারক হালদ্রিচ যিউইংলি (১৪৮১-১৫৩১) এবং জন কালভিন (১৫০৯-৬৪) এক ধর্মীয় সমাধানের সন্ধান পাওয়ার আগে ব্যর্থতা ও ক্ষমতাহীনের তীব্র অনুভূতিতে তাড়িত হয়েছিলেন। সোসায়েটি অভ জেসাসের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাথলিক সংস্কারক ইগনাশিয়াস লায়োলা (১৪৯১-১৫৫৬) ম্যাসের সময় এমন প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়তেন যে ডাক্তাররা তাঁকে যখন তখন দৃষ্টিশক্তি হারানোর ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইতালিয় কবি ফ্রান্সেস্কো পিত্রাচ (১৩০৪-৭৪) সমান কাঁদুনে স্বভাবের ছিলেন: 'কত চোখের পানিতে আমার পাপ ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি, যাতে না কেঁদে এর কথা বলতে না পারি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই ঈশ্বরই সেরা আর আমি তুচ্ছ।'[২]

খুব অল্পজনই জার্মানির এরফুর্তের অগাস্তিনিয় মঠের এক তরুণের চেয়ে সেকালের জ্বালাযন্ত্রণা অনুভব করেছেন:

> আমি সাধুর মতো নিষ্কলুষ জীবন যাপন করলেও ঈশ্বরের সামনে নিজেকে বিব্রতকর বিবেক নিয়ে পাপীর মতো মনে হয়েছে। আমি এও বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারিনি যে, আমার কাজ দিয়ে তাঁকে খুশি করতে পেরেছি। কারণ পাপীকে শাস্তিদানকারী ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেয়ে আমি আসলে তাঁকে ঘৃণা করেছি...আমার বিবেক আমাকে নিশ্চয়তা দেয়নি, তবে আমি সব সময়ই সন্দেহ করেছি আর বলেছি, 'কাজটা তুমি ঠিক করোনি। যথেষ্ট অনুতপ্ত নও। স্বীকারোক্তিতে সেটা বাদ দিয়ে গেছ তুমি।'[৩]

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৩৪৭) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ক্রিশ্চানদের ভালো কাজের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের করুণা যাচাই করার জন্যে তাগিদ দানকারী উইলিয়াম অভ ওকহামের (c. ১২৮৭-১৩৪৭) স্কলাস্টিক দর্শনে।[৪] কিন্তু এক যন্ত্রণাকর বিষণ্নতার শিকারে পরিণত হন তিনি, প্রচলিত কোনও ধার্মিকতাই তাঁর চরম মৃত্যুভয়কে প্রশমিত করতে পারেনি।[৫] ভয় থেকে বাঁচতে উন্মত্তভাবে সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। তিনি বিশেষভাবে চার্চের ভাণ্ডার ভরে তোলার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত বিক্রি করার পাপাল নীতিতে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অস্তিত্বমূলক সংকট থেকে ব্যাখ্যার সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিলেন মার্টিন লুথার। প্রথমবার অখণ্ড বাইবেল দেখার পর তাতে তাঁর বোধের চেয়ে অনেক বেশি পুস্তক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।[৬] ইউনিভার্সিটি অভ উইটেবার্গের প্রফেসর অভ স্ক্রিপচার অ্যান্ড ফিলোসফিতে পরিণত হন লুথার এবং শ্লোক ও পলের রোমান ও গালিশিয় চিঠির উপর ভাষণ দানের সময় এক আধ্যাত্মিক সাফল্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা তাঁকে ওকহামিয় বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে।[৮]

শ্লোকের উপর লেকচারের শুরুটা ছিল প্রচলিত ধারার–লুথার পালাক্রমে প্রতিটি পঙক্তি চারটি অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করছিলেন। কিন্তু দুটো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ছিল। প্রথমত, লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাকর জোহানেস গুটেনবার্গকে তাঁর পছন্দ মোতাবেক পর্যাপ্ত মার্জিন ও নিজস্ব মন্তব্য লেখার জন্যে যথেষ্ট জায়গা রেখে একটা স্ত্যেত্রপুস্তক বানিয়ে দিতে বলেন। তিনি, কথিত আছে, প্রচলিত ব্যাখ্যা মুছে পবিত্র পৃষ্ঠা পরিষ্কার করেন নতুন করে শুরু করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি আক্ষরিক অর্থের সম্পূর্ণ নতুন একটা ধারণা সূচনা করেন। 'আক্ষরিক' বলে লেখকের আদি মনোভাবের কথা বোঝাননি তিনি, বুঝিয়েছেন 'খৃস্টতত্ত্বীয়'। 'গোটা ঐশীগ্রন্থে,' দাবি করেছেন তিনি, 'ক্রাইস্ট ছাড়া আর কিছুই নেই, সহজ কথায় বা বাঁকা কথায়।'[৯] 'ঐশীগ্রন্থের এই ক্রাইস্টকে,' অন্য এক উপলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি, 'সরিয়ে নিন, তারপর আর কী থাকবে সেখানে?'[১০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর চট জলদি জবাব হচ্ছে, অনেক কিছুই পাবেন আপনি। গোটা বাইবেলের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে লুথার সচেতন হয়ে ওঠেন যে বাইবেলে ক্রাইস্ট সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই। এমনকি নিউ টেস্টামেন্টেও এমন পুস্তক আছে যেগুলো অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ক্রাইস্টমুখী। এতে করে তিনি বছর পরিক্রমায় এক নতুন হারমেনেউটিক্স উদ্ভাবনে বাধ্য হয়েছিলেন। লুথারের সমাধান ছিল 'অনুশাসনের ভেতরে এক নতুন অনুশাসন' সৃষ্টি করা। তাঁর সময়ের মানুষ হিসাবে বিশেষভাবে পলের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তিনি। পলের চিঠিপত্রগুলোয় অন্যান্য সিনপ্টিক গস্পেলের তুলনায় পুনরুত্থিত ক্রাইস্টের অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি মূল্যবান আবিষ্কার করেছেন, অন্যান্য গস্পেল জেসাস সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেনি। একই কারণে তিনি জনের গস্পেল ও এপিসল অভ দ্য পিটারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কিন্তু হিব্রু, এপিসলস অভ জেমস অ্যান্ড জুয ও রেভেলেশনকে প্রান্তে ঠেলে দিয়েছেন। 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র ক্ষেত্রেও একই মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন তিনি: অ্যাপোক্রাইফা বাতিল করে দিয়েছেন; পেন্টাটিউকের আইনী অংশ ও ঐতিহাসিক পুস্তকের ব্যাপারে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ক্রাইস্টের আগমনের পূর্বাভাস দানকারী পল প্রফেটদের সাথে একে উদ্ধৃত করেছিলেন বলে জেনেসিসকে এবং পলকে বুঝতে সাহায্য করায় শ্লোক ব্যক্তিগত অনুশাসনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১১]

স্তোত্রপুস্তকের উপর লেকচারের সময় লুথার 'বাণী', 'ন্যায়নিষ্ঠতা,' (হিব্রু, *ত্সেদ্দেক*, লাতিন, *জাস্টিশিয়া*)-র অর্থ নিয়ে ভাবিত ছিলেন। ক্রিশ্চানরা প্রথাগতভাবে ডেভিডের রাজবংশের শ্লোকসমূহ জেসাসের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে পাঠ করে আসছিল। এভাবে, উদাহরণ স্বরূপ, 'হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন, রাজপুত্রকে আপনার দানশীলতা দান কর'[১২] পঙক্তিটি ক্রাইস্টের কথা বোঝাত। কিন্তু লুথারের জোর ছিল ভিন্ন। *আক্ষরিকভাবে* বুঝতে গেলে–অর্থাৎ লুথারের চোখে, খ্রিস্টতত্ত্বীয়ভাবে–'তোমার ধর্ম্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর,'[১৩] আকুতি ছিল পিতার প্রতি উচ্চারিত জেসাসের প্রার্থনা। কিন্তু *নৈতিক অর্থ* অনুযায়ী, শব্দগুলো ব্যক্তির নিস্তারের কথা বোঝায়, জেসাস যার প্রতি তার ধর্মশীলতা প্রদান করেছেন।[১৪] লুথার ধীরে ধীরে টেক্সটকে সরাসরি নিজের আধ্যাত্মিক টানাপোড়েনের সাথে সম্পর্কিত করে এমন এক ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্যে গুণ পূর্বশর্ত নয়, বরং এটা একটা স্বর্গীয় উপহার: ঈশ্বর কিন্তু তাঁর নিজস্ব ন্যায়বিচার ও ধর্মশীলতা মানবজাতিকে দান করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তোত্রপুস্তকের উপর প্রদত্ত এই ভাষণের খুব বেশি দিন পরের কথা নয়, মঠের মিনারে গবেষণায় এক ব্যাখ্যামূলক সাফল্য লাভ করেন লুথার। ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠতার প্রকাশ হিসাবে পলের গস্পেলের বর্ণনা বোঝার জন্যে খেটে মরছিলেন তিনি। '[গস্পেলে] ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন লেখা আছে, *'কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসহেতু বাঁচিবে।'*[১৫] ওকহামিয় শিক্ষকগণ তাকে 'ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠতাকে *(জাস্টিশিয়া)*' পাপীকে শাস্তিদানকারী ঐশী সাজা হিসাবে বুঝতে শিখিয়েছিলেন। এটা কেমন করে 'শুভ সংবাদ' হতে পারে? বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সম্পর্কই বা কি? লুথার দিন থেকে শুরু করে রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত টেক্সট নিয়ে ধ্যান করেছেন: গস্পেলে 'ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠতা' হচ্ছে স্বর্গীয় করুণা যা পাপীকে ঈশ্বরের নিজস্ব ভালোত্ব দিয়ে আবৃত করে। পাপীর কেবল প্রয়োজন বিশ্বাস। সাথে সাথে লুথারের সমস্ত উদ্বেগ ধুয়ে মুছে গেল। 'মনে হলো যেন নবজন্ম লাভ করেছি, যেন উন্মুক্ত দরজা দিয়ে খোদ স্বর্গে প্রবেশ করেছি।'[১৬]

এর পর গোটা ঐশীগ্রন্থ এক নতুন অর্থ লাভ করল। রোমান্স-এর উপর লুথারের ভাষণের সময় তাতে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তাঁর পদ্ধতি অনেক কম আনুষ্ঠানিক ও মধ্যযুগীয় রীতিনীতির সাথে কম সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি আর চারটি অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না, বরং নিজের বাইবেলের খৃস্টতত্ত্বীয় ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, খোলামেলাভাবে স্কলাস্টিকসদের সমালোচনামুখর ছিলেন তিনি। যখন তাঁর 'বিশ্বাস' আছে, পাপী বলতে পারবে, 'ক্রাইস্ট আমার জন্যে অনেক করেছেন। তিনি ন্যায়বান। তিনি আমার প্রতিরক্ষা। আমার জন্যে প্রাণ দিয়েছেন তিনি। তিনি তাঁর ধর্মশীলতাকে আমার ধর্মশীলতায় পরিণত করেছেন।'[১৭] কিন্তু 'ধর্ম' দিয়ে লুথার 'বিশ্বাস' বোঝাননি, বরং আস্থা ও আত্ম-পরিত্যাগের একটি প্রবণতা বুঝিয়েছেন। 'বিশ্বাসের জন্যে তথ্য, জ্ঞান ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন স্বাধীন আত্মসমর্পণ ও [ঈশ্বরের] অনঅনভূত, অপরীক্ষিত ও অজ্ঞাত মাহাত্ম্য।'[১৮]

গালিশিয়র উপর ভাষণে লুথার 'বিশ্বাসের মাধ্যমে যৌক্তিকতার' উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এই চিঠিতে পল যেসব ইহুদি ক্রিশ্চান জেন্টাইল ধর্মান্তরিতদের গোটা মোজেসিয় আইন পালনের উপর জোর দিয়েছিল তাদের আক্রমণ করেছেন, পলের মতানুযায়ী প্রয়োজন কেবল ক্রাইস্টে 'আস্থা' *(পিস্তিস)*। লুথার আইন ও গস্পেলের ভেতর একটা পার্থক্য গড়ে তোলা শুরু করেছিলেন।[১৯] আইন হচ্ছে তাঁর ক্রোধ ও মানুষের পাপময়তা প্রকাশ করার জন্যে ঈশ্বরের ব্যবহৃত অস্ত্র। আমরা ঐশীগ্রন্থে প্রাপ্ত দশ নির্দেশনার মতো অনমনীয় আইনের মোকাবিলা করি। পাপী এইসব দাবির সামনে ভয়ে পিছিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়, এসবকে সে পূরণ করা অসম্ভব মনে করে। কিন্তু গস্পেল স্বর্গীয় করুণা প্রকাশ করেছে আমাদের যা রক্ষা করে। 'আইন' কেবল মোজেসিয় আইনেই সীমাবদ্ধ নয়, ওল্ড টেস্টামেন্টে গস্পেল রয়েছে (পয়গম্বরগণ যখন ক্রাইস্টের জন্যে অপেক্ষা করেছেন) এবং নিউ টেস্টামেন্টেও অনেক কষ্টকর নির্দেশনা রয়েছে। আইন ও গস্পেল উভয়ই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, কিন্তু কেবল গস্পেলই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

১৫১৭ সালের ৩১শে অক্টোবর লুথার পাপমুক্তির সনদ বিক্রি ও পাপ মোচনের পোপের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিটেনবার্গের চার্চের দরজায় পঁচানব্বইটি বিবৃতি গাঁথেন। প্রথম বিবৃতিটিই বাইবেলের কর্তৃপক্ষকে স্যাক্রামেন্টাল ঐতিহ্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। 'আমাদের প্রভু ও মনিব জেসাস ক্রাইস্ট যখন বলেছেন "অনুশোচনা করো", তিনি চেয়েছেন গোটা বিশ্বাসীদের সমগ্র জীবন অনুশোচনা করুক।' ইরাসমাস থেকে লুথার শিখেছিলেন যে *মেতানোইয়া,* ভালগাত যার অনুবাদ করেছে *পোয়েনিতেন্তিয়ান এগারে* ('অনুশোচনা করো'), মানে গোটা ক্রিশ্চান সত্তার 'ঘুরে দাঁড়ানো'। এর মানে স্বীকারোক্তি দিতে অগ্রসর হওয়া নয়। বাইবেলের সমর্থন না থাকলে কোনও অনুশীলনী বা চর্চের ঐতিহ্য ঐশী আজ্ঞা দিতে পারে না। ইংস্টডের ধর্মতত্ত্বের প্রফেসর জনাথান একের সাথে লেইপযিগে উন্মুক্ত বিতর্কে প্রথমবারের মতো লুথার তাঁর নতুন বিঠাকিত মতবাদ *সোলা স্ক্রিপচুরা* ('কেবল ঐশীগ্রন্থ') প্রকাশ করেন। লুথার কেমন করে বাইবেল বুঝতে পারবেন, প্রশ্ন করেন এক্, 'পোপ, কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া?' লুথার জবাব দিয়েছেন: 'ঐশীগ্রন্থে সজ্জিত একজন সাধারণ মানুষকে পোপ বা কাউন্সিলের উপরে বিচার করতে হবে।'[২০]

এটা ছিল এক নজীরবিহীন দাবি।[২১] ইহুদি-ক্রিশ্চানরা সব সময়ই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ইহুদিদের চোখে মৌখিক তোরাহ লিখিত তোরাহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিউ টেস্টামেন্ট লেখা হওয়ার আগে গস্পেল মুখের কথায় প্রচারিত হতো ও ক্রিশ্চান ঐশীগ্রন্থ ছিল আইন ও প্রফেটস। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ নিউ টেস্টামেন্টের অনুশাসন সম্পূর্ণ হওয়ার পর চার্চগুলো তাদের ক্রিড, লিটার্জি ও চার্চ কাউন্সিলের ঘোষণার পাশাপাশি ঐশীগ্রন্থের উপরও নির্ভর করেছে।[২২] তাসত্ত্বেও বিশ্বাসের মূলে ফিরে যাবার পরিকল্পিত প্রয়াস প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার *সোলা স্ক্রিপচুরা*কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালায় পরিণত করেছিল। আসলে লুথার স্বয়ং ঐতিহ্যকে বাতিল করেননি। যতক্ষণ ঐশীগ্রন্থের সাথে বিরোধিতা না করছে ততক্ষণ লিটার্জি ও ক্রিড ব্যবহারে খুশি ছিলেন তিনি, গস্পেল যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিতে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে সেটা ভালো করেই জানতেন তিনি। একে লেখা হয়েছে, ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, ধর্মদ্রোহের বিপদের কারণে এবং এটা আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়া তুলে ধরেছে। গস্পেলকে অবশ্যই 'উচ্চকিত চিৎকার'—মৌখিক সারমন—হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরের বাণীকে লিখিত শব্দে সীমিত করা যাবে না, একে অবশ্যই প্রচারণা, ভাষণ এবং হাইম ও শ্লোক গাইবার মাধ্যমে মানব কণ্ঠে প্রাণ দান করতে হবে।[২৩]

কিন্তু মৌখিক শব্দের অঙ্গিকার সত্ত্বেও লুথারের মহান সাফল্য ছিল সম্ভবত জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে শুরু করেছিলেন তিনি, ইরাসমাসের গ্রিক টেক্সট থেকে এর তর্জমা করেন (১৫২২) এবং তারপর প্রচণ্ড গতিতে কাজ করে ১৫৩৪ সালে ওল্ড টেস্টামেন্ট শেষ করেন। লুথারের পরলোকগমনের সময় নাগাদ সত্তর জনের ভেতর একজন জার্মানের হাতে একটি মাতৃভাষায় লেখা নিউ টেস্টামেন্টট ও লুথারের জার্মান বাইবেল জার্মান ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপ পাপাসি ও পরম রাজতন্ত্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার জন্যে কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল অপরিহার্য, মাতৃভাষার বাইবেল প্রাথমিক জাতীয় ইচ্ছার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। কিং জেমস বাইবেলে (১৬৬১) বাইবেলের ইংরেজি তর্জমাকে টিউডর স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

যিউইংলি ও কালভিনও *সোলা স্ক্রিপচুরার* উপর ভিত্তি করে তাঁদের সংস্কার কর্মকাণ্ড করেছেন। ধর্মতত্ত্বে তেমন আগ্রহী ছিলেন না তাঁরা, ক্রিশ্চান জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়েই বেশি ভাবিত ছিলেন। মানবতাবাদীদের কাছে তাঁদের দুজনেরই অনেক ঋণ, মুল ভাষায় বাইবেল পাঠের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু লুথারের 'অনুশাসনের ভেতর অনুশাসনের' মতবাদ মানেননি। দুজনই তাঁদের সমাবেশ গোটা বাইবেলের সাথে পরিচিত থাকুক এমনটাই চেয়েছেন। যুরিখে যিউইংলির ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারি অসাধারণ বাইবেলিয় ধারাভাষ্য প্রকাশ করে, সারা ইউরোপে তা বিলি করা হয়। বাইবেলের যুরিখ অনুবাদটি লুথারের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কালভিন বিশ্বাস করতেন, বাইবেলে সহজ, নিরক্ষর লোকজনের জন্যে লেখা হয়েছে, পণ্ডিতরা তাদের কাছ থেকে একে চুরি করেছেন। কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। যাজকদের অবশ্যই র‍্যাবাই ও ফাদারদের ব্যাখ্যার সাথে ভালোভাবে পরিচিত থাকতে হবে এবং সমকালীন পাণ্ডিত্যের সাথেও জানাশোনা থাকতে হবে। সব সময় বাইবেলিয় অনুচ্ছেদসমূহকে মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপ্রেক্ষিতে দেখার সাথে সাথে বাইবেলকে নৈমিত্তিক জীবনের চাহিদার সাথেও সম্পর্কিত করতে হবে।

গ্রিক ও রোমান ক্লাসিক পাঠ করার ফলে যিউইংলি অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন:[২৪] বাইবেল প্রত্যাদিষ্ট সত্যের একচেটিয়া দাবিদার নয়; সক্রেটিস ও প্লেটোও আত্মায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, ক্রিশ্চানদের তাদের সাথে স্বর্গে দেখা হবে। লুথারের মতো যিউইংলি বিশ্বাস করতেন যে, লিখিত বাণীকে অবশ্যই উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হবে। কারণ একজন যাজক ঠিক বাইবেলিয় লেখকদের মতোই আত্মা দ্বারা পরিচালিত হন। যিউইংলি নিজস্ব সারমনগুলোকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভাবতেন। তাঁর কাজ ছিল লিখিত বাণীকে প্রাণবন্ত করে তোলা ও একে সমাজে জীবন্ত শক্তিতে পরিণত করা। ঈশ্বর অতীতে কী করেছেন বাইবেল তার বর্ণনা নয়, বরং এখানে বর্তমানে কী করছেন সেটাই তুলে ধরে।[২৫]

অবশ্য কালভিনের ধ্রুপদী সংস্কৃতি নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। তিনি লুথারের সাথে ক্রাইস্টের ঐশীগ্রন্থের মুল ফোকাস ও ঈশ্বরের চরম প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, কিন্তু হিব্রু বাইবেলের অনেক সুদূর প্রসারী উপলব্ধি ছিল কালভিনের। ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ একটি ক্রম বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া ছিল, তিনি মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ইসরায়েলকে দেওয়া ঈশ্বরের শিক্ষা ও নির্দেশনা সময় পরিক্রমায় উন্নত ও পরিবর্তিত হয়েছে।[২৬] আব্রাহামের উপর অবতীর্ণ ধর্ম মোজেস বা ডেভিডের উপর অবতীর্ণ *তোরাহ*র চেয়ে সহজ সমাজের উপযোগী করে নির্মিত ছিল। প্রত্যাদেশ ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে এসেছে এবং জন দ্য ব্যাপ্টাইজারের সময় নাগাদ *ক্রিস্তোসে*র প্রতি অধিকতর কেন্দ্রিভূত হয়েছে। কিন্তু লুথার যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওল্ড টেস্টামেন্ট স্রেফ ক্রাইস্ট সংক্রান্ত ছিল না। ইসরায়েলের সাথে কোভেন্যান্টের নিজস্ব সম্পূর্ণতা ছিল; একই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে তা এবং তোরাহ পাঠ ক্রিশ্চানদের গস্পেল বুঝতে সাহায্য করবে। কালভিন সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকে পরিণত হবেন এবং ক্রিশ্চানদের কাছে–বিশেষ করে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের কাছে–ইহুদি ঐশীগ্রন্থ আগে থেকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবেন।

কালভিন একথা বলতে কখনও ক্লান্ত বোধ করেননি যে বাইবেলে ঈশ্বর নিজেকে আমাদের সীমাবদ্ধতায় নমিত করেছেন। বাণী উচ্চারণের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে শর্তাধীন করা হয়েছে, তো বাইবেলের কম স্পষ্ট কাহিনীগুলোকে অবশ্যই এক চলমান প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। এসবকে উপমাগতভাবে ব্যাখ্যা করে বসার কোনও প্রয়োজন নেই। জেনেসিসের সৃষ্টি কাহিনী এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালবাতিভের ('শিশুসুলভ বুলি') একটা নজীর, যা এক জটিল প্রক্রিয়াকে অশিক্ষিত মানুষের মানসিকতার সাথে খাপ খাইয়েছে।[২৭] এটা বিস্ময়ের কোনও ব্যাপার নয় যে, শিক্ষিত দার্শনিকদের নতুন তত্ত্বের সাথে জেনেসিসের কাহিনী মেলে না। কালভিন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একে কেবল 'কিছু উন্মাদ লোক তারা বোঝে না এমন কিছু ব্যাপার বেপরোয়াভাবে প্রত্যাখ্যান করলেই' নিন্দা করা ঠিক হবে না। করণ জ্যোতির্বিদ্যা কেবল প্রীতিকরই নয়, বরং জানাটা অনেক উপকারী: এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এই শিল্পকর্ম ঈশ্বরের সমীহ জাগানোর মতো প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।'[৩০] ঐশীগ্রন্থ বৈজ্ঞানিক সত্য শেখাবে এমনটা প্রত্যাশা করা অসম্ভব, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কেউ কিছু শিখতে চাইলে তার উচিত হবে ভিন্ন কোথাও খোঁজ করা। স্বাভাবিক পৃথিবী ছিল ঈশ্বরের প্রথম প্রত্যাদেশ, ক্রিশ্চানদের উচিত হবে নতুন ভৌগলিক, জীববিদ্যা বিষয়ক ভৌত বিজ্ঞানকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে দেখা।'[৩১]

মহান বিজ্ঞানীরাও এই মতের সমর্থক ছিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) বিজ্ঞানকে 'মানুষের চেয়েও মহীয়ান' মনে করতেন।[৩২] তাঁর হেলিওসেন্ট্রিক প্রকল্প এতটাই রেডিক্যাল ছিল যে অল্প সংখ্যক মানুষই হজম করতে পেরেছিল: মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করার বদলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে; পৃথিবী এত স্থির মনে হলেও আসলে তা প্রবল বেগে ঘুরছে। গালিলিও গালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহ পর্যবেক্ষণ করে প্রায়োগিকভাবে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব পরীক্ষা করেন। ইনকুইজিশনের হাতে তিনি বাকরুদ্ধ ও বক্তব্য প্রত্যাহারে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর কিছুটা আগ্রাসী ও উস্কানীমূলক মেজাজও এই নিন্দাবাদের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। প্রথম দিকে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা নতুন বিজ্ঞানকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি। ভার্টিকানে প্রথম উপস্থাপন করা হলে পোপ কোপর্নিকাসের তত্ত্ব অনুমোদন করেছিলেন। প্রাথমিক কালের কালভিনিস্ট ও জেস্যুইটরা বিজ্ঞানী হলেও কেউ কেউ নতুন তত্ত্বের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছে। কেমন করে আপনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে জেনেসিসের আক্ষরিক অর্থের সাথে মেলাবেন? গালিলিওর কথা মতো চাঁদে প্রাণ থাকলে সেই মানুষগুলো কীকরে আদমের বংশধর হয়? পৃথিবীর ঘূর্ণন কীকরে ক্রাইস্টের স্বর্গে আরোহণের সাথে মেলানো যাবে? ঐশীগ্রন্থে বলা হয়েছে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের উপকারের জন্যে, কিন্তু পৃথিবী যদি স্রেফ একটা তুচ্ছ তারার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো গ্রহ হয়, সেটা কেমন করে সম্ভব হবে?[৩১] প্রাচীন উপমামূলক ব্যাখ্যা ক্রিশ্চানদের পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে খাপ খাওয়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক সহজ করে তুলতে পারত।[৩২] কিন্তু ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপ ছিল প্রাথমিক কালের আধুনিকতার ফল: প্রাথমিক আধুনিক কালের লোকজনের বৈজ্ঞানিক পক্ষপাতের জন্যে বাহ্যিক আইনের সাথে মানানসই হিসাবে সত্যিকে দেখতে শিখেছিল। কিন্তু অল্প দিনেই ক্রিশ্চানরা উপসংহারে পৌঁছাবে যে কোনও বই ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য না হলে সেটা কোনওভাবেই সত্যি হতে পারে না।

ইহুদি জনগণ তখনও এই আক্ষরিকতার হুজুগে গা ভাষায়নি। ১৪৯২ সালে এক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করেছে তারা, যা তাদের অনেককেই কব্বালাহর অতীন্দ্রিয় সান্ত্বনার দিকে মুখ ফেরাতে চালিত করেছে। ১৪৯২ সালে আরাগন ও ক্যাস্তিলের ক্যাথলিক রাজা-রানি ফার্নান্দো ও ইসাবেলা ইউরোপে শেষ মুসলিম ঘাঁটি গ্রানাদা দখল করে নেন। ইহুদি ও মুসলিমদের ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ বা দেশান্তরী হওয়ার ভেতর যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অনেক ইহুদিই নির্বাসনকে বেছে নেয় ও নতুন অটোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন প্যালেস্তাইনে বসতি গড়ে। দক্ষিণ গালিলির সাফেদে সাধুসূলভ অতীন্দ্রিয়বাদী ইসাক লুরিয়া (১৫৩৪-৭২) জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কহীন একটা কাব্বালিস্টিক মিথ গড়ে তোলেন, কিন্তু তারপরেও সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ লুরিয়ানিক কাব্বালাহ পোল্যান্ড থেকে ইরান পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় ইহুদি সম্প্রদায়ের ভেতর বিশাল অনুসারী লাভ করেছিল।[৩৩] বাবিলোনিয়ায় দেশান্তরের পর থেকেই নির্বাসন ইহুদিদের কাছে কেন্দ্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। স্প্যানিশ ইহুদিদের কাছে–সেফারদিম–স্বদেশভূমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা ছিল মন্দিরের ধ্বংসের পর তাদের জাতির উপর নেমে আসা সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। তাদের মনে হয়েছিল সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে, গোটা পৃথিবী ধসে পড়েছে। পরিচয়ের পক্ষে আবশ্যক স্মৃতিতে প্রোথিত জায়গা থেকে চিরকালের জন্যে উৎখাত হওয়ায় নির্বাসিতরা নিজেদের খোদ অস্তিত্বই বিপর্যয়ের মুখে বলে বুঝতে পেরেছিল। নির্বাসন মানুষের নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি একজন কথিত ন্যায়বিচারক ও দয়াময় ঈশ্বরের সৃষ্টি বিশ্বে অশুভের প্রকৃতি সংক্রান্ত জরুরি সমস্যাও স্পষ্ট করে তুলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুরিয়ার নতুন মিথে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাওয়ার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করলে পৃথিবী টিকে থাকে কী করে? লুরিয়ার জবাব ছিল *যিমযুমের* ('প্রত্যাহার') মিথ: বলা হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্যে জায়গা তৈরি করতে অন্তহীন এন সফ-কে নিজের মাঝেই একটা জায়গা শূন্য করে দিতে হয়েছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বিভিন্ন দুর্ঘটনা, আদিম বিস্ফোরণ ও ভ্রান্ত সূচনায় আকীর্ণ, `P'-র বর্ণিত সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সেফারদিমদের কাছে লুরিয়ার মিথকে তাদের অকল্পনীয়, বিচূর্ণ পৃথিবীর অনেক নিখুঁত বর্ণনা মনে হয়েছে। সৃজনশীল প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এন সফ ঐশী আলো দিয়ে *যিমযুম* প্রক্রিয়ায় নিজের তৈরি শূন্যতা ভরাট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু একে চালিত করার জন্যে নকশা করা 'পাত্র' বা 'পাইপ' ভেঙে যায়। ফলে আদিম আলোর স্ফুলিঙ্গ ঈশ্বর-নন এমন গহ্বরে পতিত হয়। এর কিছু অংশ স্বর্গীয় জগতে ফিরে যায়, কিন্তু বাকিগুলো *দিনের* অশুভ প্রভাবান্বিত ঈশ্বরহীন বলয়ে রয়ে যায়, যেটাকে এন সফ–যেমন বলা হয়েছে–নিজের কাছ থেকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর সবকিছু স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। প্রথম সাব্বাথে আদম এই পরিস্থিতি সংশোধন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি পাপ করার ফলে স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গসমূহ বস্তুতে আটকা পড়ে যায়। এখন স্থায়ী নির্বাসনে থাকা শেখিনাহ অবশিষ্ট *সেফিরদের* সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তারপরেও আশা আছে। ইহুদিরা অস্পৃশ্য হয়ে যায়নি, বরং পৃথিবীর নিস্তার লাভের পক্ষে আবশ্যক। নির্দেশনাসমূহের সতর্ক পরিপালন এবং সাফেদে বিকশিত বিশেষ আচার পালন শেখিনাহর পতিহেডের সাথে 'পুনর্মিলন' *(তিক্কুন)* কার্যকর করতে পারে, ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যেতে পারে ও বিশ্বকে পৌঁছে দিতে পারে এর সঠিক পর্যায়ে।[৩৪]

লুরিয় কাব্বালাহয় বাইবেলের আক্ষরিক উপরিগত অর্থ আদিম বিপর্যয়ের লক্ষণ। মূলত তোরাহর অক্ষরসমূহ স্বর্গীয় আলোয় নুমিনাস ছিল এবং *সেফিরদ*–ঈশ্বরের পবিত্র নাম–তৈরি করতে একত্রিত হয়েছিল। প্রথম সৃষ্টির সময় আদম ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্তা, কিন্তু তিনি যখন পাপ করলেন, তাঁর 'মহান আত্মা' ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, অনেক বেশি বস্তুগত হয়ে উঠল তাঁর প্রকৃতি। এই বিপর্যয়ের পর মানুষের এক ভিন্ন তোরাহর প্রয়োজন ছিল: স্বর্গীয় হরফ এখন শব্দ গঠন করেছে এবং মানুষ ও পার্থিব ঘটনাপ্রবাহের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করেছে, আর পবিত্র বস্তু থেকে জাগতিককে আলাদা করার জন্যে কমান্ডমেন্টসের ভৌত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু *তিক্কুন* সম্পন্ন হওয়ার পর তোরাহ এর আদি আধ্যাত্মিকতায় পুনঃস্থাপিত হবে। 'ধার্মিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগণ কমান্ডমেন্টসের বস্তুগত পরিপালন খাড়া করতে পারলে,' ব্যাখ্যা করেছেন লুরিয়া, 'তখন তারা আত্মার স্বর্গীয় পোশাকে ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন যেমনটি ইচ্ছা করেছিলেন তেমন করে তৈরি করতে পারবে।'[৩৫]

তিক্কুনের পুনঃস্থাপন বাইবেলকেও উদ্ধার করবে। কাব্বালিস্টরা বহু আগে থেকেই তাদের ঐশীগ্রন্থের ভ্রান্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। লুরিয়া কাব্বালাহয় হিব্রু বাইবেলের ঈশ্বর আদিম পুরুষ আদম কাদমানের অন্যতম 'মুখায়বব' *(পার্যুফিম)*, নিম্নতর ছয়টি *সেফিরদ* দিয়ে তা তৈরি: বিচার *(দিন)*, করুণা, সহানুভূতি, ধৈর্য, অভিজাত্য ও স্থিতিশীলতা। আদিতে এগুলো নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু পাত্রের ভাঙনের পর *দিনের* বিধ্বংসী প্রবণতাকে অন্যান্য *সেফিরদ* সামাল দিয়ে রাখতে পারেনি। *দিনের* আধিপত্যের অধীনে তারা মিলিতভাবে লাপসারিয় পরবর্তী তোরাহয় প্রকাশিত উপাস্য *যেইর আনপিনে*–'অধৈর্য জন'–পরিণত হয়। এই কারণেই বাইবেলিয় ঈশ্বর প্রায়শই এমন নিষ্ঠুর ও রগচটা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। শেখিনাহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তিনি নিরাময়াতীত পুরুষে পরিণত হয়েছেন।

তবে এই ট্র্যাজিক মিথে আশাবাদ রয়েছে। লুথার যেখানে মনে করেছিলেন, ব্যাক্তিগত নাজাত লাভে তাঁর কিছুই করার নেই, কাব্বালিস্টরা বিশ্বাস করত যে, তারা ঈশ্বরকে তাঁর প্রকৃত প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপিত করতে ও নিজেদের ঐশীগ্রন্থকে সংস্কার করতে পারবে। নিজেদের বেদনাকে তারা অস্বীকার করেনি, প্রকৃতপক্ষে সেফেদের আচারআচরণের পরিকল্পনাই করা হয়েছিল এর মোকাবিলায় তাদের সাহায্য করার জন্যে। শেখিনাহর সাথে নিজেদের নির্বাসনকে মেলাতে তারা রাত জাগত, ধূলোয় নাক-মুখ ঘঁষত। কিন্তু লুরিয়া স্থির ছিলেন যে এখানে কোনও শোরগোল চলবে না। কাব্বালিস্টকে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিষাদের ভেতর কাজ করে যেতে হবে যতক্ষণ না সে আনন্দের একটা আভাস পাচ্ছে। রাত জাগা সব সময়ই *যায়ের আনপিনের* সাথে শেখিনাহ চূড়ান্ত মিলনের উপর ধ্যানের ভেতর দিয়ে শেষ হতো, এখানে তারা কল্পনা করত তাদের দেহ স্বর্গীয় সত্তার পার্থিব মন্দিরে পরিণত হয়েছে। তারা দিব্যদর্শন দেখত, বিস্ময় ও ভীতিতে কাঁপত ও এক পরমানন্দময় দুর্জ্ঞেয়র অভিজ্ঞতা লাভ করত যা নিষ্ঠুর ও অচেনা মনে হওয়া বিশ্বকে পাল্টে দিত।[৩৬]

একতা ও আনন্দের এই বোধকে বাস্তব কর্মে তরজমা করতে হবে, কারণ শেখিনাহ বিষাদ ও বেদনায় ভরা কোথাও থাকতে পারে না। বিশ্বের অশুভ শক্তি থেকে বিষাদের উৎপত্তি ঘটে, তো *তিক্কুনের* পক্ষে আনন্দের চর্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবশ্যক। *দিনের* ব্যাপক উপস্থিতিকে ভারসাম্য দেওয়ার জন্যে কাব্বালিস্টের হৃদয়ে অবশ্যই কোনও রকম ক্রোধ বা আগ্রাসী ভাব থাকতে পারবে না, এমনকি *গোয়িমদের* প্রতিও না, যারা তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, নিপীড়ন করেছে। অন্যদের আহত করার জন্যে মারাত্মক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল: যৌন হয়রানি, ক্ষতিকর গুজব, অন্যকে অপদস্থ করা এবং অভিভাবকদের অসম্মান করা।[৩৭] লুরিয়ার সৃষ্টি কাহিনীর অতীন্দ্রিয় নবায়ন ইহুদিদের এমন এক সময়ে আনন্দময় ও দয়াময় চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল যেখানে তারা ক্রোধ ও হতাশায় ডুবে যেতে পারত।

✝

সোলা স্ক্রিপচুরার নতুন অনুশীলন ইউরোপের ক্রিশ্চানদের বেলায় এ কাজ করতে পারেনি। এমনকি ব্যাপক সাফল্যের পরেও লুথার মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি যেন অব্যাহতভাবে পোপ, তুর্কি, ইহুদি, নারী, বিদ্রোহী কৃষক, স্কলাস্টিক দার্শনিক ও তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক সকল বিরোধীর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি ও যিউইংলি ক্রাইস্টের লাশ সাপারে ইউক্যারিস্ট প্রতিষ্ঠা করে উচ্চারিত বাণী, 'এটা আমার দেহ'-এর অর্থ নিয়ে ভীষণ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কালভিন দুজন সংস্কারকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখা ক্রোধ দেখে ভীত হয়ে উঠেছিলেন, যা এড়ানো উচিত ছিল ও যেত এমন এক বিভাজন সৃষ্টি করেছে। 'দুপক্ষই আবেগ ছাড়া সত্যিকে অনুসরণ করার জন্যে অন্যের বক্তব্য শোনার মতো ধৈর্য ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, তা যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন,' উপসংহার টেনেছেন তিনি। 'আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলতে চাই যে, তাদের মন বিতর্কের চরম ঘৃণায় অংশত ক্রুদ্ধ না থাকলে, মতানৈক্য খুব বেশি তীব্র ছিল না, খুব সহজেই সমন্বিত করা যেত।'[৩৯] বাইবেলের প্রতিটি অনুচ্ছেদের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারদের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব; মতবিরোধকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে খোলামনে সামাল দিতে হবে। তারপরেও কালভিন স্বয়ং সব সময় নিজের এই উঁচু নীতিমালা মেনে চলেননি, নিজের চার্চে ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি।

প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার পাশ্চাত্য আবির্ভূত হতে চলা নতুন সংস্কৃতির বহু আদর্শই তুলে ধরেছিল। অতীতের সমস্ত সভ্যতার মতো উদ্বৃত্ত কৃষিজ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীলতার বদলে এর অর্থনীতি সম্পদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পুনরাবৃত্তি ও পুঁজির অবিরাম পুনর্বিনিয়োগের উপর নির্ভর করবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে এই সভ্যতাকে উৎপাদনশীল হতে হয়েছে। কালভিনের তত্ত্বকে কাজের নীতিমালার সমর্থনে ব্যবহার করা হবে। ব্যক্তিকে মুদ্রাকর, কারখানা শ্রমিক ও অফিসের কেরানির মতো তুচ্ছ পদেও অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এভাবে কিছুটা হলেও শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে হয়েছে। এর ফলে তারা শেষ পর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও বৃহৎ অংশ দাবি করেছে। অধিকতর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন এক আন্তসম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার অংশ ছিল; প্রত্যেক উপাদান অন্যটির উপর নির্ভর করেছে এবং ধর্মকে অনিবার্যভাবে উন্নয়নের পাকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে।

লোকে এখন 'আধুনিক' পদ্ধতিতে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করছিল। প্রোটেস্ট্যান্টরা কেবল বাইবেলের উপর নির্ভর করে একাকী ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুদ্রণ কৌশল আবিস্কৃত হয়ে প্রত্যেক ক্রিশ্চানে পক্ষে নিজস্ব কপি থাকা সম্ভবপর ও তারা সেটা পড়বার মতো অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার আগে সেটা সম্ভবপর ছিল না। আধুনিকতার বাস্তব ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি প্রাধান্য বিস্তার করার সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে প্রাপ্ত তথ্যের জন্যে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করা হচ্ছিল। বিজ্ঞানকে নিবিড় বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, ফলে চিরন্তন দর্শনের প্রতীকী পদ্ধতি দ্ব্যর্থবোধ্য হয়ে উঠেছে। ইউক্যারিস্টের রুটি–লুথার ও যিউইংলিকে বিচ্ছিন্নকারী ইস্যু–এখন 'স্রেফ' প্রতীকে পরিণত হলো। ঐশীগ্রন্থের বাণীসমূহকে এক সময় স্বর্গীয় লোগোসের পার্থিব প্রতিরূপ হিসাবে দেখা হলেও এখন তা সুমিনাস মাত্রা খোয়াল। কিন্তু ক্রিশ্চানদের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধান থেকে উদ্ধারকারী নীরব নিঃসঙ্গ পাঠ এমন এক স্বাধীনতা প্রকাশ করেছিল যা আধুনিক চেতনায় আবশ্যক হয়ে উঠবে।

সোলা স্ক্রিপচুরা বিতর্কিত হলেও অভিনব ধারণা ছিল। কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এটা বোঝাত যে প্রত্যেকেরই এইসব জটিল দলিলের ইচ্ছামাফিক ব্যাখ্যা করার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার রয়েছে।[৪০] প্রোটেস্ট্যান্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী সংখ্যা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, প্রত্যেকের দাবি ছিল কেবল তারাই বাইবেল উপলব্ধি করে। ১৫৩৪ সালে মান্সটারে একটি রেডিক্যাল প্রলয়বাদী দল ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন ধর্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা বহুগামীতাকে বৈধতা দিয়েছে, সহিংসতার নিন্দা করেছে ও ব্যক্তি মালিকানা বেআইনি ঘোষণা করেছে। স্বল্পায়ু এই পরীক্ষার মেয়াদ ছিল এক বছর, কিন্তু সংস্কারকদের তা সতর্ক করে তোলে। বাইবেলিয় পাঠ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কোনও কর্তৃত্বপরায়ণ সংস্থা না থাকলে কে ঠিক সেটা কেমন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানবে কেউ? 'কে আমাদের বিবেককে নিশ্চিত করার তথ্য যোগাবে, কে আমাদের খাঁটি ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা নাকি আমাদের প্রতিপক্ষ?' প্রশ্ন করেছেন লুথার। 'প্রত্যেক ধর্মান্ধকে তার খেয়ালখুশিমতো শিক্ষা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হলে,'[৪১] সায় দিয়েছেন কালভিন: 'এই ক্ষেত্রে সবাই যদি বিচারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে যায়, কোনও কিছুই আর নিশ্চিত করে বলা যাবে না, আমাদের গোটা ধর্ম অনিশ্চয়তায় ভরে যাবে।'[৪২]

ক্রমবর্ধমান হারে সমরূপতার দাবিদার ও নিপীড়নমূলক পন্থায় তা অর্জন করতে প্রস্তুত এক রাজনৈতিক বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপ যুদ্ধে আলোড়িত হয়েছে, যা হয়তো ধর্মীয় ইমেজারিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকবে, কিন্তু সেগুলো আসলে নতুন ইউরোপের ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কারণেই সংগঠিত হয়েছিল। প্রাচীন সামন্তবাদী রাজ্যগুলোকে প্রাথমিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ঐক্য আরোপ করতে পারবেন এমন একচ্ছত্র রাজণ্যের অধীনে দক্ষ, কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল। ফার্নান্দো ও ইসাবেলা ঐক্যবদ্ধ স্পেন গঠন করার জন্যে প্রাচীন ইবেরিয় রাজ্যগুলোকে একত্রিত করছিলেন, কিন্তু তাদের প্রজাসাধারণকে অবিরুদ্ধ স্বাধীনতা দেওয়ার মতো সম্পদ তখনও তাদের হাতে ছিল না। ইহুদি সম্প্রদায়ের মতো স্বায়ত্তশাসিত, স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ছিল না। এইসব ভিন্ন মতাবলম্বীদের তাড়া করে ফেরা স্প্যানিশ ইনকুইজিশন ছিল আধুনিকায়নের প্রতিষ্ঠান, আদর্শগত সমরূপতা ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪৩] আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া অগ্রসর হওয়ার সময় ইংল্যান্ডের মতো দেশসমূহের প্রটেস্ট্যান্ট নেতৃবৃন্দও তাদের ক্যাথলিক প্রজাদের ক্ষেত্রে একই রকম নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, তাদের রাষ্ট্রের শত্রু মনে করা হতো। তথাকথিত ধর্মের যুদ্ধসমূহ (১৬১৮-৪৮) আসলে ছিল ফ্রান্সের রাজা ও জার্মান রাজকুমারদের পক্ষে এক দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রাম। এরা রাজনৈতিকভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পাপাসির কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল, যদিও তা উগ্র কালভিনিস্ট ও পুনর্জাগরিত সংস্কৃত ক্যাথলিক মতবাদের বিরোধের ফলে জটিল রূপ ধারণ করে।

আধুনিকায়ন ছিল প্রগতিশীল ও ক্ষমতায়নকারী, কিন্তু এর একটা সহজাত অসহিষ্ণুতা ছিল: পাশ্চাত্য সমাজকে সব সময়ই নিষ্ঠুর ও নিপীড়নমূলক বলে অনুভব করার মতো লোক সব সময়ই থাকবে। কারও জন্যে স্বাধীনতা অন্যের জন্যে দাসত্ব। ১৬২০ সালে ইংরেজ বসতি স্থাপনকারীদের একটা দল *মেফ্লাওয়ারে* চেপে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ম্যাসাচুসেটস-এর প্লাইমাউথ বন্দরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছায়। এরা ছিল ইংরেজ পিউরিটান, উগ্রপন্থী কালভিনিস্ট যারা অ্যাংলিকান প্রতিষ্ঠানের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে ভেবে নতুন বিশ্বে অবাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরা ওল্ড টেস্টামেন্টে কালভিনের আগ্রহের উত্তরাধিকারী ছিল। বিশেষভাবে এক্সোডাসের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করত, একে তাদের নিজস্ব প্রকল্পেরই আক্ষরিক পূর্বাভাস মনে হয়েছে। ইংল্যান্ড ছিল তাদের জন্যে মিশর, ট্রান্সআটলান্টিক অভিযাত্রা ছিল বুনো প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো আর এবার তারা সেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে এসে পৌঁছেছে, একে তারা নিউ কানান আখ্যায়িত করেছিল।[৪৪]

পিউরিটানরা তাদের কলোনির বাইবেলিয় নাম রাখেঃ হেব্রন, সালেম, বেথলহেম, সায়ন ও জুদাহ। তাদের ভবিষ্যৎ নেতা জন উইনথ্রপ ১৬৩০ সালে *আরবেলায়* চেপে হাজির হয়ে সহযাত্রীদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমেরিকাই ইসরায়েল; প্রাচীন ইসরায়েলিদের মতো তারা দেশের অধিকার নিতে যাচ্ছেন, কিন্তু ডিউটেরোনমিতে মোজেসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন তিনিঃ প্রভুর নির্দেশনার অনুসরণ করলেই তারা সফল হতে পারবেন, কিন্তু অমান্য করলে ধ্বংস হয়ে যাবেন।[৪৫] জমি দখলের কাজ করতে গিয়ে পিউরিটানরা স্থানীয় আমেরিকানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এখানে তারা ঐশীগ্রন্থে এক ধরনের ম্যান্ডেটের সন্ধান পায়। পরবর্তীকালের উপনিবেশবাসীদের মতো কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিল যে, দেশীয় অধিবাসীদের এই নিয়তিই পাওয়ার কথাঃ ওরা 'পরিশ্রমী নয়, এদের কোনও শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দক্ষতা বা ভূমি বা এর পণ্যকে উন্নত করার মতো কোনও বুদ্ধিও নেই,' লিখেছেন উপনিবেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট কাশম্যান, 'প্রাচীন গোত্রপিতাগণ যেভাবে জমিন পতিত থাকায় কেউ কাজে লাগাচ্ছিল না বলে বিস্তৃত জমিনকে আরও প্রসারিত করেছিলেন...সুতরাং এখন কেউ কাজে লাগাতে চায় না এমন জমিন অধিকার করে নেওয়া বৈধ।'[৪৬] পিকো বৈরী থাকলেও অন্য পিউরিটানরা তাদের আমারোকাইট ও ফিলিস্তিনীদের সাথে তুলনা করেছে, 'যারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কনফেডারেট গঠন করেছিল' সুতরাং এভাবেই তাদের ধ্বংস হওয়া উচিত।'[৪৭] কিন্তু বসতি স্থাপনকারীদের কারও কারও বিশ্বাস ছিল যে, স্থানীয় আমেরিকানরা ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া দশটি গোত্র, অসিরিয়রা ৭২২ বিসিই-তে যাদের দেশান্তর করেছিল। পল যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে প্রলয়ের আগেই ইহুদিরা ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করবে, পিকোদের ধর্মান্তরকরণ ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমনকে ত্বরান্বিত করবে।

পিউরিটানদের অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে আমেরিকায় তাদের অভিবাসন প্রলয়ের পূর্বাভাসমাত্র। তাদের উপনিবেশ আসলে ইসায়াহর দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাহাড় চূড়ার শহর', 'শান্তি ও সুখে'[৪৮]র এক নতুন যুগের সূচনা। ১৬৩৪ সালে এডওয়ার্ড জনসন নিউ ইংল্যান্ডের ইতিহাস প্রকাশ করেন:

> জেনে রাখ এই দেশেই প্রভু এক নতুন স্বর্গ, নতুন পৃথিবী এবং একসাথে এক নতুন কমনওয়েল্থ সৃষ্টি করবেন।
>
> ...এটা আসলে ক্রাইস্টের প্রতাপময় সংস্কার ও পূর্বের যেকোনও সময়ের চেয়ে ঢের জাঁকালভাবে তাঁর চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা মাত্র। সুতরাং তিনি তাঁর উপস্থিতির চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর জাতির উৎসাহউদ্দীপনার জ্বলন্ত কাচে মিলিত হবে যেখান থেকে এটা বিশ্বের অন্যান্য অংশেও অনুভূত হতে শুরু করবে।[৪৯]

সব আমেরিকান উপনিবেশবাসীই এই পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেনি, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রীতিনীতিতে তা অনেপনীয় প্রভাব রেখে গেছে। এক্সোডাস গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটই রয়ে যাবে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন: বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন চেয়েছিলেন জাতির মহান সীলমোহরে যেন সী অভ রীডসের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য থাকে, কিন্তু আমেরিকার প্রতীকে পরিণত হওয়া ঈগল কেবল প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকই ছিল না, বরং এর সাথে এক্সোডাসের সম্পর্ক ছিল।[৫০]

অন্য অভিবাসীরা একইভাবে এক্সোডাসের কাহিনীর শরণাপন্ন হয়েছে: মরমন, আফ্রিকানারস ও ইউরোপের নির্যাতন থেকে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অশ্রয় গ্রহণকারী ইহুদি। ঈশ্বর তাদের নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে এক নতুন দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন–অনেক সময় অন্যের ক্ষতি সাধন করে। বহু আমেরিকান এখনও তাদের নির্ধারিত ভবিষ্যৎধারী মনোনীত জাতি মনে করে, নিজেদের দেশকে মনে করে অন্যান্য জাতির জন্যে আলোকবর্তিকা। আমেরিকান সংস্কারকদের মধ্যে নতুন করে শুরু করার জন্যে 'বিরান এলাকায় ঘুরে বেড়ানো'র ঐতিহ্য রয়েছে। পরের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখব, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট প্রলয় দিবস নিয়ে আচ্ছন্ন ছিল ও ইসরায়েলের সাথে প্রবল নৈকট্য বোধ করেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমেরিকানরা মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, দুই শো বছর ধরে তাদের মাঝে এক দাসত্বে বন্দি ইসরায়েল ছিল।

১৬১৯ সালে *মেফ্লাওয়ার* প্লাইমাউথে পৌঁছানোর আগে এক ওলন্দাজ ফ্রিগেট বিশ জন 'নিগার'সহ ভার্জিনিয়ার উপকূলে নোঙর ফেলেছিল। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিগারদের পশ্চিম আফ্রিকায় আটক করার পর জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমেরিকায়। ১৬৬০ সাল নাগাদ এ ধরনের আফ্রিকানদের মর্যাদা স্থির করা হয়েছিল। এরা ছিল দাস, যাদের কেনাবেচা যেত, আঘাত করা যেত, শেকল পরিয়ে গোত্র, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যেত।[৫১] দাস হিসাবে তাদের ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল, এক্সোডাস তাদেরও কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিকে সম্ভবত নিজেদের প্রথাগত ধর্ম আঁকড়ে ছিল তারা: দাসপ্রভুরা তাদের ধর্মান্তরের ব্যাপারে সতর্ক ছিল, তারা যাতে বাইবেল ব্যবহার করে মুক্তি ও মৌলিক মানবাধিকারের দাবি না তুলে বসে। কিন্তু ক্রিশ্চান ধর্ম দাসদের চোখে ব্যাপকভাবে কপটতাপূর্ণ মনে হয়ে থাকবে, কেননা যাজকগণ দাসত্বকে জায়েজ করতে ঐশীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। তারা পৌত্র কানানের প্রতি নোয়াহর অভিশাপ, আফ্রিকান জাতির পূর্বপুরুষ হামের ছেলের গল্প বলতেন: 'সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।'[৫২] তারপরেও ১৭৮০-র দশকের দিকে আফ্রিকান আমেরিকান দাসরা নিজস্ব ভাষায় বাইবেলকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল; তাদের ক্রিশ্চান ধর্মের কেন্দ্রে ছিল 'আধ্যাত্মিক', বাইবেলিয় থিমের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি গান, আফ্রিকান উপাসনার বৈশিষ্ট্য মাটিতে পা ঠোকা, ফুঁপিয়ে কাঁদা, হাততালি দেওয়া ও আর্তচিৎকার ছিল এর সাথে। দাসদের মাত্র ৫% পড়তে জানত, তো 'আধ্যাত্মিক' বাইবেলের আক্ষরিক পাঠের চেয়ে বরং বিভিন্ন বাইবেলিয় কাহিনীর মূল সুরের উপর কেন্দ্রিভূত ছিল। লুথারের মতো তারা তাদের নিজস্ব অবস্থার প্রতি সাড়া দিয়েছে এমন সব কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নিজস্ব 'অনুশাসনের ভেতরে অনুশাসন' সৃষ্টি করেছিল: দেবদূতের সাথে জ্যাকবের মল্লযুদ্ধ, প্রতিশ্রুত ভূমিতে জোশুয়ার প্রবেশ, সিংহের আস্তানায় দানিয়েল ও জেসাসের পুনরুত্থানের ভোগান্তি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ছিল এক্সোডাস: দাসদের মিশর ছিল আমেরিকা, একজন মাত্র ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করবেন:

ইসরায়েল যখন মিশরের দখলে ছিল,
হে, আমার জাতিকে যেতে দাও!
এতই নির্যাতনের শিকার হয়েছে যে দাঁড়াবার শক্তিও নেই,
হে, আমার জাতিকে যেতে দাও!
কোরাস: হে, ভাটিতে যাও, মোজেস
মিশরের কবল থেকে দূরে
রাজা ফারাওকে বলো
আমার জাতিকে ছেড়ে দিতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসরা তাদের চেতনাকে জোরাল করতে, যাপিত জগতের অমানবীয় অবস্থাকে সহ্য করার ব্যাপারে নিজেদের সাহায্য করতে, ন্যায়বিচার দাবি করতে এক্সোডাসের কাহিনী ব্যবহার করেছে। আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক দাস প্রথা উচ্ছেদের অনেক পরেও আধ্যাত্মিক টিকে ছিল: এক্সোডাস কাহিনী ১৯৬০-র দশকের মানবাধিকার আন্দোলনের সময় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং কিং ও ম্যালকম এক্স-এর হত্যাকাণ্ডের পর কৃষ্ণ লিবারেশন ধর্মবিদ জেমস হাল কোন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ক্রিশ্চান ধর্মতত্ত্ব নিপীড়িতের আদর্শের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম ও তাদের মুক্তির সংগ্রামের ঐশী চরিত্রের প্রতি নিশ্চয়তা কৃষ্ণ ধর্মতত্ত্বে পরিণত হয়েছে।[৫৪]

একটি মাত্র টেক্সটকে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থে প্রয়োগের জান্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যত বেশি সংখ্যক লোক বাইবেলকে আধ্যাত্মিকতার মূলে বসাতে চাইছিল ততই একক কোনও মৌল বার্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। আফ্রিকান আমেরিকানরা যখন তাদের মুক্তির ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলতে বাইবেলের শরণাপন্ন হয়েছিল ঠিক সেই একই সময়ে কু ক্লাক্স ক্লান একে কাজে লাগিয়েছে কৃষ্ণদের লিঞ্চিং করার বিষয়টি জায়েজ করার জন্যে। কিন্তু এক্সোডাস কাহিনী সবার জন্যে মুক্তির কথা বোঝায়নি। বুনো প্রান্তরে মোজেসের বিরুদ্ধে যেসব ইসরায়েলি বিদ্রোহ করেছিল তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল; জোশুয়ার বাহিনী স্থানীয় কানানবাসীদের গণহত্যা করে। কৃষ্ণ নারীবাদী ধর্মতাত্ত্বিকরা উল্লেখ করেছেন যে, ইসারয়েলিদের অধিকারে দাস ছিল, ঈশ্বর তাদের মেয়েদের দাস হিসাবে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছিলেন ও ঈশ্বর প্রকৃত পক্ষে আব্রাহামকে মিশরিয় দাসনারী হ্যাগারকে বুনো প্রান্তরে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫৫] *সোলা স্ক্রিপচুরা* লোকজনকে বাইবেলের দিকে চালিত করতে পারত, কিন্তু কখনওই তা পরম কোনও ম্যান্ডেট যোগাতে পারেনি: লোকে সব সময়ই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে বিকল্প টেক্সট খুঁজে পেয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ ধার্মিক লোকেরা তীক্ষ্ণভাবে সজাগ হয়ে উঠছিল যে, বাইবেল বড়ই গোলমেলে গ্রন্থ, এটা এমন একটা সময় ছিল যখন স্পষ্টতা ও যৌক্তিকতার আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

আধুনিক কাল

সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপিয়রা যুক্তির কালে পা রেখেছিল। পবিত্র ট্র্যাডিশনের উপর নির্ভর করার বদলে বিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ ভবিষ্যৎমুখী হয়ে উঠছিলেন, অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে নতুন করে শুরু করতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। তাঁরা আবিষ্কার করছিলেন যে সত্যি কখনও পরম ছিল না, কেননা নতুন নতুন আবিষ্কার স্বভাবগতভাবে প্রাচীন নিশ্চয়তাসমূহকে তুচ্ছ করে তুলছিল। ক্রমবর্ধমানহারে সত্যিকে প্রায়োগিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রদর্শনযোগ্য হয়ে উঠতে হচ্ছিল, বাহ্যিক বিশ্বে এর কার্যকারিতা ও আনুগত্য দিয়ে একে পরিমাপ করা হচ্ছিল। পরিণামে অধিকতর জ্ঞানমূলক চিন্তন প্রক্রিয়া সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়। অর্জিত সাফল্যের সংরক্ষণের পরিবর্তে পণ্ডিতগণ অগ্রদূত ও বিশেষজ্ঞে পরিণত হচ্ছিলেন। 'রেনেইসাঁ পুরুষগণ' সর্বব্যাপী জ্ঞান নিয়ে অতীতের বাসিন্দা হয়ে পড়েন। অচিরেই কোনও এক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের অন্য ক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যতা রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। আলোকন নামে পরিচিত দার্শনিকদের যুক্তিবাদ চিন্তার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে; বস্তুকে সমগ্র হিসাবে দেখার বদলে লোকে একটি জটিল বাস্তবতাকে ব্যবচ্ছেদ করতে শিখছিল, সংযুক্ত অংশসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল। বাইবেল পাঠের পদ্ধতির উপর এসবেরই গভীর প্রভাব পড়বে।

পরবর্তী বিকাশের ভিত্তি সূচক নিবন্ধ *অ্যাডভান্সমেন্ট অভ লার্নিং* (১৬০৫)-এ ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর পরামর্শক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) প্রথমবারের মতো যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, এমনকি পবিত্রতম মতবাদকেও অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের কঠোর পদ্ধতির অধীনে আনতে হবে, তিনি ছিলেন এইমতের পক্ষপাতীদের অন্যতম। এইসব বিশ্বাস আমাদের ইন্দ্রিয়জ প্রমাণের বিরোধিতা করলে সেগুলোকে বিদায় নিতে হবে। বিজ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে রোমাঞ্চিত ছিলেন বেকন, তাঁর জোরাল বিশ্বাস ছিল এটা বিশ্বকে রক্ষা করে মিলেনিয়াল রাজ্যের উদ্বোধন ঘটাবে, পয়গম্বরগণ যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সুতরাং এর অগ্রযাত্রাকে কোনওভাবেই ঠাণ্ডা স্বভাবের সরল মনের যাজকদের কারণে বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না। তবে বেকন নিশ্চিত ছিলেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের ভেতর কোনও বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ সব সত্যিই এক। অবশ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে বেকনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। বেকনের চোখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মানে ছিল প্রামাণিক তথ্যকে একত্রিত করা, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আঁচ-অনুমান ও প্রকল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। 'কেবল আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি; বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ অসম্ভব যেকোনও কিছু–দর্শন, অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পকলা, অতীন্দ্রিয়বাদ ও মিথলজি–অপ্রাসঙ্গিক। সত্য সম্পর্কিত তাঁর সংজ্ঞা দারুণভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠবে, বাইবেলের অধিকতর রক্ষণশীল প্রবক্তাদের ভেতরও কম না।

নতুন মানবতাবাদ ক্রমবর্ধমানহারে ধর্মের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তে (১৫৯৬–১৬৫০) বলেছেন যুক্তি যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের প্রচুর তথ্য যোগায়, সুতরাং ঐশীগ্রন্থের কোনওই প্রয়োজন নেই। ব্রিটিশ গাণিতিক আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২–১৭২৭) তাঁর বিশাল রচনায় খুব কমই বাইবেলের উল্লেখ করেছেন, কারণ মহাবিশ্বের নিবিড় পাঠ থেকে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিজ্ঞান অচিরেই প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসসমূহের অযৌক্তিক 'রহস্যগুলো'র পর্দা উন্মোচন করবে। আলোকনের অন্যতম উদ্গাতা জন লকের (১৫৩২-১৭০৪) ডেইজম-এর নতুন ধর্ম কেবল যুক্তিতে প্রোথিত ছিল। ইম্যানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) বিশ্বাস করতেন, ঐশী প্রত্যাদিষ্ট বাইবেল মানবজাতির স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘিত করেছে। কোনও কোনও চিন্তাবিদ আরও অগ্রসর হয়েছেন। স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার অতীতে আর কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। দার্শনিক, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক ডেনিস দিদেরো (১৭১৩–৮৪) ঈশ্বরের থাকা না থাকায় কোনও পরোয়া করতেন না, অন্যদিকে হলবাখের পল হেইরিখ ব্যারন (১৭২৩-৮৯) যুক্তি দেখান যে, একজন অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস কাপুরুষতা ও হতাশার ব্যাপার।

কিন্তু তারপরেও যুক্তির কলের বহু লোক গ্রেকো-রোমান অ্যান্টিকুইটির ক্লাসিকের ভক্ত রয়ে গিয়েছিল যা ঐশীগ্রন্থের বহু কাজ পালন করেছে বলে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়।[১] দিদেরো ক্লাসিক পাঠ করার সময় 'সমীহের আবহ...আনন্দের রোমাঞ্চ...স্বর্গীয় উৎসাহ' পেয়েছেন।[২] জাঁ-জাঁক রুশো (১৭১২-৭২) ঘোষণা করেছিলেন, তিনি গ্রিক ও রোমান লেখকদের লেখা বারবার পড়বেন। 'আগুন পেয়েছি আমি!' প্লুতার্ক পড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি। ইংরেজ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭–৯৪) প্রথমবারের মতো রোম সফর করার সময় আবিষ্কার করেছিলেন যে, 'জোরাল আবেগে' 'বিক্ষুব্ধ' থাকায় তিনি অগ্রসর হতে পারছেন না এবং এক ধরনের প্রায় ধর্মীয় 'ঘোর' ও 'উৎসাহ'-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।[৪] তাঁরা সবাই এইসব প্রাচীন কর্মকাণ্ডকে তাদের মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষায় স্থান দিয়েছিলেন, অন্তস্থ জগৎকে অবগত করেছেন ও বিনিময়ে টেক্সট তাদের দুর্জ্ঞেয়র মুহূর্ত দিয়েছে বলে আবিষ্কার করেছেন।

অন্য পণ্ডিতগণ বাইবেলে তাদের সংশয়ী, সমালোচনামূলক দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। উদার শহর আর্মস্টারডামে জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত সেফার্দিক ইহুদি বারুচ স্পিনোযা (১৬৩২–৭৭) গণিত, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন, এসবকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে বেমানান আবিষ্কার করেছেন তিনি।[৫] ১৬৫৫ সালে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বিচলিত করে তোলা সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন: বাইবেলের প্রকাশিত বৈপরীত্য প্রমাণ করে যে, এটা ঐশী উৎসজাত হতে পারে না; প্রত্যাদেশের ধারণা নেহাত বিভ্রম এবং অতিপ্রাকৃত কোনও উপাস্যের অস্তিত্ব নেই–আমরা যাকে ঈশ্বর বলি সেটা স্রেফ খোদ প্রকৃতি। ১৬৫০ সালের ২৭শে জুলাই স্পিনোযাকে সিনাগগ থেকে বহিষ্কার করা হয়; তিনি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বাইরে বসবাসকারী প্রথম ইউরোপিয় হিসাবে সফলভাবে জীবন যাপন শুরু করেন। স্পিনোযা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে 'অর্থহীন রহস্যের তন্ত্র' বলে নাকচ করে দিয়েছেন; তিনি যুক্তির অবাধ চর্চা থেকে তাঁর ভাষায় 'পরম সুখ' পেতে পছন্দ করতেন।[৬] স্পিনোযা নজীরবিহীন বস্তুনিষ্ঠতার সাথে বাইবেলের ঐতিহাসিক পটভূমি ও সাহিত্যিক ঘরানা গবেষণা করেছেন। ইবন এযরার সাথে তিনি একমত প্রকাশ করেছেন যে, মোজেসের গোটা পেন্টাটিউক লিখতে পারার কথা নয়, তিনি দাবি করেছেন এ কাজটি বেশ কয়েকজন লেখকের। তিনি ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পদ্ধতির অগ্রপথিকে পরিণত হন, পরে যাকে তিনি বাইবেলের হাইয়ার ক্রিটিসিজম বলে আখ্যায়িত করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসাও, জার্মানির এক দরিদ্র তোরাহ পণ্ডিতের মেধাবী ছেলে মোজেস মেন্দেলসন (১৭২৯–৮০) অতখানি রেডিক্যাল ছিলেন না। তিনি আধুনিক স্কলার শিক্ষার প্রেমে পেড়েছিলেন, কিন্তু লকের মতো একজন উদার ঈশ্বরের ধারণা মেনে নিতে তাঁর কোনও অসুবিধা ছিল না, একে তাঁর কাছে সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার মনে হয়েছে। তিনি *হাসকালাহ* নামে একটি ইহুদি 'আলোকন' সৃষ্টি করেছিলেন যা আধুনিকতার সাথে ভালোভাবে মানানসই ও ইহুদিবাদকে যৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস হিসাবে তুলে ধরেছিল। সিনাই পর্বতচূড়ায় ঈশ্বর কতগুলো মতবাদের প্রকাশ ঘটাননি, বরং আইনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, সুতরাং ইহুদি ধর্ম কেবল নীতিমালা নিয়েই ভাবিত ও মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে। বাইবেলের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার আগে ইহুদিদের অবশ্যই এর দাবি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। একে ইহুদি ধর্মমত হিসাবে শনাক্ত করা কঠিন। মেন্দেলসন একে আধ্যাত্মিকতার পক্ষে অচেনা একটি যৌক্তিক ছাঁচে ফেলার প্রয়াস পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও *মাসকিলিম* ('আলোকিতজন') নামে পরিচিত হয়ে ওঠা বহু ইহুদি তাঁকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল। তারা ঘেটোর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা থেকে পালাতে চেয়েছে, জেন্টাইল সমাজে মিশতে চেয়েছে, নতুন বিজ্ঞান পড়তে চেয়েছে এবং ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখতে চেয়েছে।

কিন্তু পোল্যান্ড, গালিশিয়া, বেলারুশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার ইহুদিদের ভেতর এক অতীন্দ্রিয়বাদ এই যুক্তিবাদকে তীব্রসাম্য দিয়েছিল, যা কিনা আধুনিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল ছিল। ১৭৩৫ সালে এক দরিদ্র সরাইখানা মালিক ইসরায়েল বেন এলিযার (১৬৯৮–১৭৬০) বা'ল শেম–'নামের পণ্ডিত'–এ পরিণত হন; তিনি ছিলেন ফেইথ হিলারদের একজন, পূর্ব ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়ে ঈশ্বরের নামে প্রচারণা চালিয়েছেন। পোলিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্যে এটা ছিল এক অন্ধকার কাল। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক কৃষক বিদ্রোহের সময় (১৬৪৮–৬৭) ইহুদিদের ব্যাপক সংখ্যায় হত্যা করা হয় এবং তারা তখনও নাজুক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত অবস্থায় ছিল। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল, র‍্যাবাইদের অনেকে স্রেফ তোরাহ পাঠে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁদের সমাবেশকে অবহেলা করে গেছেন। ইসরায়েল বেন এলিযার এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন ও বা'ল শেম তোভ–বা বেশ্‌ট–ভিন্ন প্রকৃতির পণ্ডিত–নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের শেষ নাগাদ *হাসিদিমের* ('ধার্মিক জন') সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ হাজার।

বেশট দাবি করেছিলেন যে, তালমুদ পাঠ করার কারণে ঈশ্বর তাঁকে বেছে নেননি, বরং তিনি এমন উৎসাহ ও মনোযোগের সাথে প্রচলিত প্রার্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন যে ঈশ্বরের সাথে পরমানন্দময় সংহতি লাভ করেছিলেন। তালমুদিয় কালের র‍্যাবাইদের বিপরীতে–যাঁরা মনে করতেন তালমুদ পাঠ প্রার্থনা চেয়ে উপরে[৮]–বেশট জোরের সাথে ধ্যানের গুরুত্বের কথা বলেছেন।[৯] একজন র‍্যাবাইয়ের বইয়ের পাতায় ডুবে গিয়ে দরিদ্রদের অবহেলা করা ঠিক হবে না। হাসিদিম আধ্যাত্মিকতা ইসাক লুরিয়ার স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের বস্তুগত জগতে আটকা পড়ার মিথের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু বেশট এই ট্র্যাজিক দর্শনকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপীতার উপলব্ধির এক ইতিবাচক দর্শনে পরিণত করেছেন। স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ যেকোনও বস্তুতেই পাওয়া যেতে পারে, তা সে যত তুচ্ছই হোক, কোনও কাজ–খাওয়া, পান করা, ভালোবাসা বা ব্যবসা করা–খারাপ নয়। *দেভেকুতের* ('সংশ্লিষ্টতা') অবিরাম চর্চার ভেতর দিয়ে একজন হাসিদ ঈশ্বরের উপস্থিতির চিরস্থায়ী উপলব্ধি গড়ে তোলে। হাসিদিম এই বর্ধিত সচেতনতাকে পরমান্দময়, শোরগোলে পূর্ণ ও কম্পিত প্রার্থনার সাথে বাড়াবাড়ি রকম অঙ্গভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করেছে: যেমন দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে প্রতীকায়িত করা ডিগবাজি–এটা তাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে উপাসনায় নিক্ষেপ করতে সাহায্য করেছে।

ঠিক হাসিদিমরা যেভাবে একেবারে সাধারণ বস্তুতে লুকানো স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গকে দেখার জন্যে বস্তুর পর্দা ভেদ করে দৃষ্টি দিয়েছে, তেমনি তারা বাইবেলের শব্দ ভেদ করে উপরিতলের নিচে লুকানো ঐশী সত্তাকে দেখার প্রয়াস পেয়েছে। তোরাহর শব্দ ও হরফগুলো এন সফের আলোকে ধারণ করে রাখা পাত্র, সুতরাং একজন হাসিদকে অবশ্যই টেক্সটের আক্ষরিক অর্থের উপর মনোসংযোগ করলেই চলবে না, বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থের দিকেও নজর দিতে হবে।[১০] তাকে অবশ্যই এক ধরনের গ্রাহী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে ও মানসিক ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে বাইবেলকে নিজের সাথে কথা বলতে দিতে হবে। একদিন বিজ্ঞ কাব্বালিস্ট দোভ বার (১৭১৬–৭২)–শেষ পর্যন্ত তিনি হাসিদিম আন্দোলনে বেশটের উত্তরাধিকারী হবেন–দেখা করতে এলেন বেশটের সাথে। একসাথে তোরাহ পাঠ করেন ওরা। দেবদূতদের নিয়ে একটি টেক্সটে মগ্ন হয়ে যান। দোভ বার অনেকটা বিমূর্ত ঢঙে টেক্সটের প্রতি অগ্রসর হয়েছিলেন, বেশট তাঁকে দেবদূতদের প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে বললেন। তিনি উঠে দাঁড়ানোমাত্র 'গোটা বাড়ি আলোতে ভরে উঠল, চারপাশে জ্বলে উঠল আগুন, এবং ওরা [দুজনই] দেবদূতদের উপস্থিতি অনুভব করলেন।' 'আপনার কথা মতো সহজ পাঠ,' দোভ বারকে বললেন বেশট, 'কিন্তু আপনার পড়ার ভঙ্গিতে প্রাণের ঘাটতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল।'[১১] প্রার্থনার প্রবণতা ও ভঙ্গিবিহীন সাধারণ পাঠ অদৃশ্যের ছবি ফুটিয়ে তুলবে না।

এধরনের প্রার্থনা ছাড়া তোরাহ্ পাঠ অর্থহীন। দোভ বারের একজন শিষ্য যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, হাসিদিমকে অবশ্যই ঐশীগ্রন্থকে 'জ্বলন্ত অন্তরের উৎসাহের সাথে সব রকম আনন্দ থেকে ভিন্ন হয়ে অটলভাবে সকল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা নিয়ে ঈশ্বরের পরিষ্কার ও খাঁটি ভাবনায় তোরাহ্ পাঠ করতে হবে।'[১২] বেশট তাদের বলেছিলেন, তারা এভাবে সিনাই পর্বতের কাহিনীর দিকে অগ্রসর হলে 'সব সময়ই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, সিনাইয়ের চূড়ায় প্রত্যাদেশের সময় যেভাবে তিনি কথা বলেছিলেন, কারণ মোজেসের ইচ্ছা ছিল যে সমগ্র ইসরায়েল তাঁর মতো একই স্তরে পৌঁছাক।'[১৩] কথা হচ্ছে সিনাই *নিয়ে* পাঠ নয়, বরং খোদ সিনাইকে অনুভব করা।

দোভ বার হাসিদিক নেতা হওয়ার পর তাঁর শিক্ষার খ্যাতির কারণে বহু র‍্যাবাই ও পণ্ডিত এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা তখন আর শুষ্ক, একাডেমিক ছিল না। তাঁর একজন শিষ্য স্মৃতিচারণ করেছেন যে, 'তিনি সত্যি কথা বলার জন্যে যখন মুখ খুলতেন, মনে হতো যেন তিনি মোটেই এই জগতের নন, স্বর্গীয় সত্তা তাঁর কণ্ঠে কথা বলছেন।'[১৪] অনেক সময় কোনও কথার মাঝখানে থমকে যেতেন তিনি, কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করতেন। হাসিদিমরা তাদের নিজস্ব *লেকশিও দিভাইনা* গড়ে তুলছিল, অন্তরে ঐশীগ্রন্থের জন্যে একটা নিরিবিলি স্থান তৈরি করছিল। কোনও টেক্সটকে বিশ্লেষণ করে ছিন্নভিন্ন করার বদলে হাসিদকে সমালোচনামূলক গুণকে স্থির করতে হতো। 'তোমাকে তোরাহ্ পাঠের সেরা উপায় শিক্ষা দেব আমি,' বলতেন দোভ বার, 'মোটেই নিজেকে অনুভব [সচেতন হয়ে ওঠা] করার জন্যে নয়, বরং মনোযোগী কান হয়ে উঠতে সাহায্য করা–যার কান শব্দের কথা শোনে কিন্তু নিজে কথা বলে না।'[১৫] ব্যাখ্যাকারের নিজেকে স্বর্গীয় সত্তার জন্যে পাত্রে পরিণত করতে হবে। তোরাহকে অবশ্যই তার কাজ করতে দিতে হবে যেন তিনি একটি উপকরণ।[১৬]

অর্থডক্স ইহুদির তরফ থেকে হাসিদিমদের বিরুদ্ধ ভীষণ বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারা বেশটের তোরাহর পণ্ডিতসুলভ পাঠের আপাত পদচ্যুতিতে ভীত হয়ে উঠেছিল। এরা *মিসনাগদিম* ('বিরোধী') নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। তাদের নেতা ছিলেন লিথুয়ানিয়ার একাডেমি অভ ভিয়েনার প্রধান *(গাওন)* এলিযাহ বেন সোলোমন যালমান (১৭২০–৯৭)। তোরাহ্ পাঠ ছিল গাওনের প্রধান প্যাশন, তবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, গণিত ও বিদেশী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। হাসিদিমদের চেয়ে ঢের বেশি আগ্রাসীভাবে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাওনের পদ্ধতি ছিল অতীন্দ্রিয়বাদীই। তিনি তাঁর ভাষায় পাঠের 'প্রয়াস'-কে উপভোগ করতেন, এক নিবিড় মানসিক কর্মকাণ্ড যা তাকে সচেতনতার এক নতুন স্তরে তুলে দিত এবং সারারাত বইয়ের সাথে আটকে রাখত; ঘুমে ঢলে পড়ার হাত থেকে বাঁচতে বরফ শীতল পানিতে পা ডোবানো থাকত তাঁর। নিজেকে যখন ঘুমোতে দিতেন, তোরাহ তাঁর স্বপ্নে প্রবেশ করত; তিনি স্বর্গে আরোহণের অভিজ্ঞতা লাভ করতেন। 'যে তোরাহ পাঠ করে সে ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়,' দাবি করেছে তাঁর একজন শিষ্য। 'কারণ ঈশ্বর ও তোরাহ একই।'[১৭]

অবশ্য পশ্চিম ইউরোপে ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। আলোকনের রীতিনীতি আরও বেশি সংখ্যায় পণ্ডিতদের সমালোচনা-মূলকভাবে বাইবলে পাঠে অনুপ্রাণিত করে তুলছিল। কিন্তু প্রার্থনার ভঙ্গি ও অবস্থান ছাড়া দুর্জ্ঞেয় মাত্রাকে অনুভব করা ছিল অসম্ভব। ইংল্যান্ডে রেডিক্যাল ডেইস্টদের কেউ কেউ বাইবেলকে খাট করার জন্যে নতুন পণ্ডিতি পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।[১৮] গণিতবিদ উইলিয়াম হুইস্টন (১৬৬৭–১৭৫২) বিশ্বাস করতেন, আদি কালের ক্রিশ্চান ধর্ম অনেক বেশি যৌক্তিক ছিল। ১৭৪৫ সালে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের একটি নতুন ভাষ্য প্রকাশ করেন যেখান থেকে ট্রিনিটি ও ইনকারনেশনের প্রতিটি উল্লেখ মুছে ফেলেন। তাঁর দাবি, এইসব মতবাদ ফাদার অভ দ্য চার্চ কর্তৃক বিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। আইরিশ ডেইস্ট জন টোলান্ড (১৬৭০–১৭২২) কথিত দীর্ঘকাল নিখোঁজ থাকা বারনাবাসের ইহুদি-ক্রিশ্চান পাণ্ডুলিপি দিয়ে নিউ টেস্টামেন্টকে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করা হয়েছিল এতে। অন্য সংশয়বাদীরা যুক্তি দেখিয়েছে যে নিউ টেস্টামেন্টের টেক্সট এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে বাইবেল আসলে কী বলেছে সেটা বের করাই দুরূহ হয়ে গেছে। কিন্তু বিশিষ্ট ক্লাসিসিস্ট রিচার্ড বেন্টলি (১৬৬২–১৭৪২) বাইবেলের পক্ষে এক পণ্ডিতি প্রচারণা চালু করেছিলেন। বর্তমানে প্রযুক্ত গ্রেকো-রোমান সমালোচনা কৌশল ব্যবহার করে তিনি দেখান যে, পরিবর্তনসমূহকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করে মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি করা সম্ভব।

জার্মানিতে পিয়েটিস্টরা বিতর্কে লিপ্ত বিভিন্ন প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের শুষ্ক মতবাদগত যুক্তিকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে; তারা বাইবেলকে পুনঃস্থাপিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার লক্ষ্যে এইসব বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি আঁকড়ে ধরেছিল। তারা বিশ্বাস করত, বাইবেলের সমালোচকদের গোষ্ঠীগত আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।[১৯] পিয়েটিস্টদের লক্ষ্য ছিল ধর্মকে ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত করে ঐশী সত্তার অধিকতর ব্যক্তিগত উপলব্ধি লাভ করা। ১৬৯৪ সলে তারা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ চেহারায় নতুন মনীষা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে; হাল বাইবেলিয় বিপ্লবের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২০] ১৭১১ সাল থেকে ১৭১৯ সালের ভেতর এখানকার প্রেসে ১০০,০০০ কপি নিউ টেস্টামেন্ট ও ৮০,০০০০ কপি পূর্ণাঙ্গ বাইবেল ছাপানো হয়। হালের পণ্ডিতরা ঐশীগ্রন্থের আন্তঃগোষ্ঠী পাঠ উৎসাহিত করতে *বিবলিয়া পেন্তাপ্লা*ও প্রকাশ করেছিলেন: পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ পাশাপাশি রাখা হয় যাতে লুথারান, কালভিনিস্ট ও ক্যাথলিকরা যার যার পছন্দমতো ভাষ্য পড়তে পারে, আবার কোনও সমস্যায় পড়লে অন্যটির শব্দ বিন্যাসও দেখতে পারে। অন্যরা বাইবেলকে সম্পূর্ণ আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে এটা দেখাতে যে এমনকি মাতৃভাষায়ও ঈশ্বরের বাণী একেবারেই স্পষ্ট নয়। ধর্মবেত্তাদের আরোপিত ধর্মতত্ত্বীয় ব্যাখ্যার ভার বহনে অক্ষম 'প্রুফ টেক্সট' ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা দেখানো উচিত। মূলকে অভিজাত জার্মানে প্রকাশ করা না গেলে বাইবেল অদ্ভুত ও অচেনা মনে হবে এবং এটা ঈশ্বরের বাণী বোঝা যে সব চেয়েই কঠিন তারই স্বাস্থ্যকর স্মারক।[২১]

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মান পণ্ডিতগণ বাইবেলিয় পাঠের পথে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং স্পিনোযার ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পদ্ধতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, মোজেস নিশ্চিতভাবেই পেন্টাটিউক রচনা করেননি, এর বেশ কয়েক জন ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতা ছিলেন বলে মনে হয়, যাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় লিখেছেন। একজন স্বর্গীয় পদবী 'ইলোহিম' পছন্দ করেছেন; অন্য একজন ঈশ্বরকে ডেকেছেন 'ইয়াহওয়েহ'। নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন জনের লেখা অবিকল বর্ণনাও রয়েছে, যেমন জেনেসিসের দুটি সৃষ্টি কাহিনী।[২২] তো প্যারিসের একজন চিকিৎসক জন আস্ত্রু (১৬৮৪-১৭৬৬) ও জেনা ইউনিভার্সিটির অরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গোয়েজ-এর প্রফেসর ইয়োহান একহর্ন (১৭৫২–১৮২৭) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জেনেসিসে দুটি প্রধান দলিল রয়েছে: 'ইয়াহওয়েহবাদী' ও 'ইলোহিমবাদী'। কিন্তু ১৭৯৮ সালে একহর্নের উত্তরসুরি কার্ল ডেভিড ডিইউট (১৭৮০–১৮৪০) বিশ্বাস করতেন, এটা বড় বেশি সরলীকরণ: পেন্টাটিউক অসংখ্য বিচ্ছিন্ন অংশ দিয়ে তৈরি কোনও একজন মঠবাসী যেগুলোকে একত্রিত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনবিংশ শতাব্দীর দিকে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের পণ্ডিতদের মোটামুটি ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছিল যে পেন্টাটিউক চারটি আদি ভিন্ন উৎসের সন্নিবেশ। ১৮০৫ সালে ডিউইট যুক্তি তুলে ধরেন যে, ডিউটেরোনমি (`D') পেন্টাটিউকের সর্বশেষ গ্রন্থ এবং খুব সম্ভব *সেফার তোরাহ* জোসায়াহ আমলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। হালের প্রফেসর হারমান হাপফেল্ড (১৭৯৬–১৮৬৬) আইগেনের সাথে একমত হন যে 'ইলোহিমবাদী' উৎস দুটো ভিন্ন দলিলের সমষ্টিঃ `E-1' (প্রিস্টলি রচনা) এবং `E-2' `J' এবং `D' এই পর্যায়ক্রমে। কিন্তু কার্ল হেইনরিখ (১৮১৫–৬৯) প্রিস্টলি দলিল (`E-1') আসলে চারটি উৎসের ভেতর সর্বশেষ যুক্তি দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেন।

জুলিয়াস ওয়েলহসেন (১৮৪৪–১৯১৮) গ্রাফের তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরেন, কারণ এটা দীর্ঘদিন ধরে মোকাবিলা করে আসা একটা সমস্যার সমাধান দিয়েছিল। পয়গম্বরগণ কেন কখনওই মুসায়ী আইনের উল্লেখ করেননি? এবং ডিউটেরোনমিস্টরা ইয়াহওয়েহবাদী ও ইলোহিমবাদীদের কাজ সম্পর্কে এতটা ওয়াকিবহাল হয়েও প্রিস্টলি দলিল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? এর সবই ব্যাখ্যা করা সম্ভব যদি প্রিস্টলি উৎস (`E-1') সত্যিই শেষের সংকলন হয়ে থাকে। ওয়েলহসেন আরও দেখান যে চার দলিলের তত্ত্ব বড় বেশি সরলীকৃতঃ একক বিবরণে সমন্বিত করার আগে সবখানেতেই সংযোজনের ঘটনা ঘটেছে। সমসাময়িকদের কাছে এই কাজ সমালোচনামূলক পদ্ধতির চূড়ান্ত রূপ বলে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু ওয়েলহসেন স্বয়ং বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে গবেষণার কেবল সূচনা ঘটিয়েছে–এবং সত্যিই আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের ধর্মীয় জীবন এইসব আবিষ্কারের ফলে কীভাবে প্রভাবিত হবে? কোনও কোনও ক্রিশ্চান আলোকনের অন্তর্দৃষ্টিকে আলিঙ্গন করেছিল। ফ্রেডেরিখ শ্লেইয়ারম্যাচার (১৭৬৮–১৮৩৪) প্রথম দিকে বাইবেলকে এমন ভ্রান্তিময় দলিল মনে হওয়ায় বিব্রত বোধ করেছিলেন।[২৩] তার প্রতিক্রিয়া ছিল সকল ধর্মের ক্ষেত্রে মৌল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটানো, ক্রিশ্চান ধর্ম যাকে আলাদাভাবে প্রকাশ করেছে। তিনি এই অভিজ্ঞতাকে 'পরম নির্ভরতার অনুভূতি'[২৪] হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এটা কোনও তুচ্ছ দাসত্ব নয়, বরং জীবনের রহস্যের কাছে সমীহ ও ভীতির এক বোধ, আমাদের যা মনে করিয়ে দেয় যে আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নেই। গস্পেল দেখিয়েছে যে, জেসাস সম্পূর্ণভাবে এই বিস্ময় ও সমর্পণকে ধারণ করেছিলেন। এবং নিউ টেস্টামেন্ট আদি চার্চ প্রতিষ্ঠাকারী শিষ্যদের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্ণনা করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং ঐশীগ্রন্থ ক্রিশ্চানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটা আমাদের জেসাসের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথের যোগান দেয়। কিন্তু এর লেখকরা যেহেতু তাঁরা যে সময়ে বাস করেছেন সেই সময়ের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির শর্তাধীন ছিলেন, সুতরাং তাদের সাক্ষ্যকে সমালোচনামূলক পরীক্ষার অধীনে আনা বৈধ। জেসাসের জীবন ছিল ঐশী প্রকাশ, কিন্তু যেসব লেখক এর নথি করেছেন তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানবসন্তান, পাপ ও ভুল করাটা ছিল তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁরা ভুল করেছেন, এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু পবিত্র আত্মা চার্চকে অনুশাসনমূলক পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং ক্রিশ্চানরা নিউ টেস্টামেন্টের উপর আস্থা রাখতে পারে। পণ্ডিতের কাজ হচ্ছে ভেতরের সময়ের অতীত শাঁস বের করে আনার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক খোলস খসানো। ঐশীগ্রন্থের প্রতিটি শব্দই কর্তৃত্বমূলক নয়, তো ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই গস্পেলের মূল গুরুত্ব থেকে প্রান্তিক ধারণাসমূহকে পৃথক করতে হবে।

আইন ও প্রফেটস ছিল নিউ টেস্টামেন্ট লেখকদের ঐশীগ্রন্থ। কিন্তু শ্লেইয়ারম্যাচার বিশ্বাস করতেন, ক্রিশ্চানদের জন্যে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্টের মতো কর্তৃত্বপূর্ণ নয়। ঈশ্বর, পাপ, মহত্ব সম্পর্কে এর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং আত্মার চেয়ে বরং আইনের উপর নির্ভর করেছে। সময়মতো ওল্ড টেস্টামেন্টকে এমনকি পরিশিষ্টেও নমিত করা যাবে। শ্লেইয়ারম্যাচারের বাইবেলিয় ধর্মতত্ত্ব লিবারিলিজম নামে এক নতুন ক্রিশ্চান আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল যা গস্পেলের সর্বজনীন ধর্মীয় বার্তার সন্ধান করেছে, যা কিছু প্রান্তিক মনে হয়েছে তাকে বাদ দিয়েছে ও এমনভাবে এসব আবশ্যিক বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে চেয়েছে যা আধুনিক শ্রোতাকে আকর্ষণ করবে।

১৮৫০ সালে চার্লস ডারউইন (১৮০৯–৮২) *অন দ্য অরিজিন অভ স্পিসিজ বাই মিন্স অভ ন্যাচারাল সিলেকশন* প্রকাশ করেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি এক নতুন পর্যায় সূচিত করে। বেকনিয় কায়দায় কেবল তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে ডারউইন একটা প্রকল্প খাড়া করেন: পশু, পাখি ও মানুষকে পূর্ণ রূপে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং এসব পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে বিবর্তনমূলকভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ের রচনা *ডিসেন্ট অভ ম্যান*-এ তিনি উল্লেখ করেন যে, *হোমো সেপিয়ন্সরা* আসলে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো একই আদিরূপ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। *অরিজিন* ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সযত্ন সৌজন্যমূলক প্রকাশ, বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে তা আকৃষ্ট করেছিল: প্রকাশের দিন ১,৪০০ কপি বিক্রি হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মকে আক্রমণ করতে চাননি ডারউইন, প্রথম দিকে ধর্মীয় সাড়া ছিল চাপা। কিন্তু পরে অ্যাংলিকান গির্জার যাজকরা *এসেজ অ্যান্ড রিভিউ* (১৮৬১) প্রকাশ করলে বিরাট হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এটি হাইয়ার ক্রিটিসিজমকে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।[২৫] সাধারণ লোক এবার জানতে পারে যে, মোজেস পেন্টাটিউক রচনা করেননি, তেমনি ডেভিডও শ্লোক রচনা করেননি। বাইবেলিয় অলৌকিক কাণ্ডকারখানা স্রেফ সাহিত্যিক উপমা, আক্ষরিকভাবে বোঝার কথা নয়; বাইবেলে বর্ণিত বেশির ভাগ ঘটনা স্পষ্টভাবেই ঐতিহাসিক নয়। *এসেজ অ্যান্ড রিভিউ*'র লেখকগণ যুক্তি দেখান, বাইবেলকে বিশেষ সম্মান দেখানো উচিত নয়, বরং অন্য যেকোনও প্রাচীন টেক্সটের মতোই কঠোর সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে একে দেখতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ডারউইনবাদ নয়, বরং হাইয়ার ক্রিটিসিজমই উদার ও রক্ষণশীল ক্রিশ্চানদের বিরোধের মূল কারণে পরিণত হয়েছিল। উদারবাদীদের বিশ্বাস ছিল দীর্ঘ মেয়াদে সমালোচনামূলক পদ্ধতি বাইবেলের গভীর উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু রক্ষণশীলদের চোখে প্রাচীন নিশ্চয়তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা আলোকিত পরবর্তী বিশ্বের যা কিছু ভ্রান্তি তারই প্রতীক ছিল হাইয়ার ক্রিটিসিজম।[২৬] ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক মিসেস হাম্ফ্রি ওয়ার্ড হাইয়ার ক্রিটিসিজমের বিশ্বাস হারানো তরুণ যাজকের কাহিনী *রবার্ট এলসমেয়ার*-এর করেন। বেস্টসেলারে পরিণত হয় তা, এতে বোঝা যায় যে বহু লোকই রবার্টের দোদুল্যমানতায় সহানুভূতিশীল ছিল। তার স্ত্রী যেমন বলেছে, 'গস্পেলগুলো ইতিহাসের সত্য না হলে, আমি এগুলোকে মোটেই সত্যি মানতে পরছি না, বা এর কোনও মূল্যও দেখছি না।'[২৭] এই অনুভূতি এখনকার দিনেই অনেকেই লালন করবেন।

আধুনিক বিশ্বের যৌক্তিক প্রবণতা অসম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক পাশ্চাত্য ক্রিশ্চানের পক্ষে মিথলজির ভূমিকা ও গুরুত্ব উপলব্ধি কঠিন করে তুলেছে। সুতরাং ধর্মের সত্যিগুলোকে অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক হতে হবে, এমন একটি বুদ্ধিমান বোধ দেখা দিয়েছে ও হাইয়ার ক্রিটিসিজম বিপজ্জনক শূন্যতা সৃষ্টি করবে বলে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। একটা অলৌকিক ঘটনাকে বাতিল করা হলে সামঞ্জস্যতা দাবি করে যে আপনাকে সবগুলোই বাতিল করতে হবে। জোনাহ যদি তিন দিন তিন রাত তিমির পেটে না কাটিয়ে থাকেন, প্রশ্ন করেছেন এক লুথারান প্যাস্টর, জেসাস কি আদৌ সমাধি থেকে উত্থিত হয়েছিলেন?[২৮] যাজকগোষ্ঠী হাইয়ার ক্রিটিসিজমের বিরুদ্ধে ব্যাপক মাতলামি, ধর্মহীনতা ও অপরাধ ও তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধির অভিযোগ তোলেন।[২৯] ১৮৮৬ সালে আমেরিকান পুনর্জাগরণবাদী যাজক ডিউইট মুডি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৮৩৭–৯৯) শিকাগোতে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাতিকে–তাঁর মতে–ধ্বংসের দোর গোড়ায় নিয়ে আসা বিভিন্ন মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রকৃত বিশ্বাসীদের একটা ক্যাডার তৈরি করা। দ্য বাইবেল ইন্সটিটিউট এক ঈশ্বর বিহীন বিশ্বে নিরাপদ ও পবিত্র আশ্রয় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ মৌলবাদী ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।

গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে রক্ষণশীলরা উদারপন্থীদের কাছে সংখ্যার দিকে দিয়ে পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে মনে করে সমবেত হতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বছরগুলোতে বাইবেল কনফারেন্স–যেখানে রক্ষণশীলরা আক্ষরিক, হেলাফেলাবিহীন ঐশীগ্রন্থ পাঠ করতে পারত–এবং মন থেকে হাইয়ার ক্রিটিসিজমকে দূর করে দিতে পারত–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। নিশ্চয়তার জন্যে ব্যাপক বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছিল। লোকে এখন বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ নতুন কিছু আশা করছিল–এপর্যন্ত যা দেওয়ার মতো ভাব করেনি তা। *মেনি ইফ্যালিবল প্রুফস* বাঙ্ময় শিরোনামের গ্রন্থে আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট আর্থার পিয়ারসন বাইবেলকে 'সত্যিকার নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক চেতনায়' আলোচিত হতে দেখতে চেয়েছেন:

> আমি সেই বাইবেলিয় ধর্মতত্ত্ব পছন্দ করি...যা একটি প্রকল্প দিয়ে শুরু হয়ে আমাদের ডগমার ভাঁজে খাপ খাওয়ার জন্যে তথ্যকে দর্শন দিয়ে আবৃত করে না, বরং বেকনিয় পদ্ধতি, যা প্রথমে ঈশ্বরের শিক্ষার বাণীসমূহের শিক্ষাকে একত্রিত করে এবং তারপর তথ্যকে সমন্বিত করার জন্যে কিছু সাধারণ বিধি বের করে আনার প্রয়াস পায়।[৩০]

অসংখ্য প্রচলিত বিশ্বাস যখন ক্ষয়ে যাচ্ছিল এমন একটা সময়ে এটা বোধগম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বাইবেলের মিথসমূহ সম্ভবত পিয়ারসনের প্রত্যাশিত বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা যোগাতে পারত না।

প্রিন্সটন, নিউ জার্সির প্রেসবিটারিয়ান সেমিনারি এই 'বৈজ্ঞানিক' প্রটেস্ট্যানিজমের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। 'ঘাঁটি' কথাটি জুৎসই, কারণ বাইবেলের সম্পূর্ণ যৌক্তিক ব্যাখ্যার এই তালাশকে মারাত্মক প্রতিরক্ষামূলক মনে হয়েছে। 'ধর্মকে জীবনের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের বিশাল দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে,' লিখেছেন প্রিন্সটনের প্রফেসর অভ থিওলজি চার্লস হজ (১৭৯৭–১৮৭৮)।[৩১] ১৮৭১ সালে হজ *সিস্টেমেটিক থিওলজি*'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। খোদ শিরোনামই বইয়ের বেকনিয় পক্ষপাত তুলে ধরে। হজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তি দেখান, ধর্মবেত্তাদের ঐশীগ্রন্থের বাণীর অতীতে খোঁজার প্রয়োজন নেই, তাঁদের বরং বাইবেলের শিক্ষাগুলোকে সাধারণ সত্যির একটা পদ্ধতিতে সাজাতে হবে–এমন এক প্রকল্প যেখানে বিপুল পরিমাণ বেমানান প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে–কারণ এই ধরনের পদ্ধতি বাইবেলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ছিল।

১৮৮১ সালে চার্লসের ছেলে আর্চবল্ড এ. হজ তাঁর অনুজপ্রতীম সহকর্মী বেঞ্জামিন ওয়ারফিল্ডের সাথে বাইবেলের আক্ষরিক সত্যের পক্ষে একটি রচনা প্রকাশ করেন। এটা ক্লাসিকে পরিণত হয়: 'ঐশীগ্রন্থসমূহ কেবলই ঈশ্বরের বাণীই ধারণ করে, এবং সেকারণে তাদের সকল উপাদান ও সকল নিশ্চয়তা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিহীন এবং ধর্মবিশ্বাস ও মানুষের জন্যে অবশ্য পালনীয়।' প্রতিটি বাইবেলিয় বিবৃতি–যেকোনও বিষয়ের উপর–'তথ্যের পরম সত্যি।'[৩২] বিশ্বাসের প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছিল। এটা আর 'আস্থা' ছিল না, বরং কতগুলো বিশ্বাসে বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু হজ ও ওয়ারফিল্ডের বেলায় এতে অবিশ্বাসের কোনও সন্দেহের প্রয়োজন পড়েনি, কারণ ক্রিশ্চান ধর্ম সম্পূর্ণই যৌক্তিক। 'কেবল যুক্তির উপর ভিত্তি করেই এটা এতদূর এসেছে,' পরবর্তী কালের এক নিবন্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন ওয়ারফিল্ড, 'এবং কেবল যুক্তির মাধমেই এটা শত্রুদের পায়ের নিচে পিষে ফেলবে।'[৩৩]

এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন স্থান বদল। অতীতে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার বাইবেলের আক্ষরিক অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কিন্তু তারা কখনও এটা বিশ্বাস করেননি যে ঐশীগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ বাস্তবসম্মতভাবে সত্যি। অনেকেই স্বীকার গেছে যে, আমরা অক্ষরের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে বাইবেল অসম্ভব টেক্সট হয়ে দাঁড়াবে। ওয়ারফিল্ড ও হজের সূচিত বাইবেলের ভ্রান্তি হীনতায় বিশ্বাস ক্রিশ্চান মৌলবাদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং উল্লেখযোগ্য অস্বীকৃতি জড়িত হবে। হজ ও ওয়ারফিল্ড আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়া দিচ্ছিলেন, কিন্তু মরিয়া অবস্থায় তাঁরা যে ঐশী ট্র্যাডিশনকে রক্ষা করতে চাইছিলেন তাকেই বিকৃত করছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দিকে রক্ষণশীল আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টদের আঁকড়ে ধরা নতুন প্রলয়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। এটা ছিল জন নেলসন ডার্বি (১৮০০-৮২) নামে এক ইংরেজের সৃষ্টি, যিনি ব্রিটেনে অল্প সংখ্যাক অনুসারী পেলেও ১৮৬৯ ও ১৮৭৭ সালের ভেতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরের সময় ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেন।[৩৪] প্রত্যাদেশের আক্ষরিক পাঠের ভিত্তিতে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর অচিরেই এক নজীরবিহীন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের বর্তমান যুগের অবসান ঘটাবেন। প্রলয়ের আগে সেইন্ট পল যার আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন সেই অ্যান্টিক্রাইস্টকে–মিথ্যা উদ্ধারকর্তা–প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানানো হবে এবং সে অসতর্কদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতারণা করবে।[৩৫] তারপর মানবজাতির উপর সাত বছর মেয়াদী হতাশা, যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ডের কালের সূচনা করবে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেসাস পৃথিবীতে নেমে এসে জেরুজালেমের বাইরে আর্মাগেদনের প্রান্তরে পরাস্ত করবেন তাকে। হাজার বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন ক্রাইস্ট, যতক্ষণ না শেষ বিচার ইতিহাসের অবসান ঘটায়। এই তত্ত্বের আকর্ষণ হচ্ছে সত্যিকারের বিশ্বাসীদের ছাড় দেওয়া হবে। সেইন্ট পলের এক চকিত উক্তির উপর ভিত্তি করে–যিনি বলেছিলেন যে ক্রিশ্চানদের দ্বিতীয় আগমনে জেসাসের সাথে সাক্ষাতের জন্যে 'ক্রিশ্চানদের মেঘের উপর নেওয়া হবে'[৩৬]–ডারবি উল্লেখ করেছেন যে, অস্থিরতার অল্প আগে ক্রিশ্চানদের নবজন্মের 'আনন্দ' ও 'হরণ'-এর অনুভূতি ঘটবে, তাদের নিমেষে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং এভাবে অন্তিম মুহূর্তের ভোগান্তি থেকে রেহাই মিলবে।

যেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে, এই পরমান্দ তত্ত্বটি উনবিংশ শতব্দীর ভাবধারার অনুগামী ছিল। ডারবি ঐতিহাসিক যুগ বা 'ডিসপেনসেশন'-এর কথা বলেছেন, যার প্রতিটিই ধ্বংসের ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছে; এটা ভূতত্ত্ববিদদের পাওয়া পাথর ও ক্লিফের বিভিন্ন স্তরে ফসিল আকারে ধারণকৃত মহাকালের চেয়ে ভিন্ন নয়–যার প্রতিটি, অনেকের ধারণা, বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছিল। আধুনিকতার চেতনার ধারায় ডারবি'র তত্ত্ব আক্ষরিক ও গণতান্ত্রিক। কেবল শিক্ষিত অভিজাতগোষ্ঠীর কাছে রূপকথা কোনও সত্যি নেই। যা বলেছে বাইবেল ঠিক তাই বুঝিয়েছে। সপ্তাহদের মানে এক হাজার বছর। পয়গম্বরগণ 'ইসরায়েলে'র কথা বলে থাকলে তাতে ইহুদিদের কথা বুঝিয়েছেন, চার্চ নয়। প্রত্যাদেশ জেরুজালেমের বাইরে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকলে, ঠিক তাই ঘটবে।[৩৭] ঐশীগ্রন্থের এমনি পাঠ *স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল* (১৯০৯) প্রকাশিত হওয়ার পর আরও সহজ হয়ে উঠবে, নিমেষে বেস্টসেলারে পরিণত হয়েছিল তা। সাইরাস আই. স্কোফিল্ড বিস্তারিত টীকাসহ পরমান্দ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন–একটি ব্যাখ্যা, যা বহু মৌলবাদী ক্রিশ্চানের পক্ষে খোদ বাইবেলের মতোই কর্তৃত্বমূলক হয়ে উঠেছে।

ইহুদি জগৎও যারা আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করতে চায় ও যারা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ, এই দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। জার্মানিতে আলোকনকে আলিঙ্গনকারী *মাসকিলিম*রা বিশ্বাস করত যে, তারা ঘেটো ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বিশ্বের ভেতর একটা সেতুবন্ধের কাজ করবে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় কেউ কেউ খোদ ধর্মকেই নতুন করে আকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সংস্কৃত ইহুদিবাদ, জার্মানে কোরাল সঙ্গীত ও মিশ্র কয়ারে এর উপাসনার কাজটি সম্পাদিত হতো, ইহুদিসুলভ না হয়ে বরং অনেক বেশি প্রটেস্ট্যান্ট মনে হতো। অর্থডক্স র‍্যাবাইদের বিতৃষ্ণা জাগিয়ে হামবুর্গ ও বার্লিনে সিনাগগ–এখন 'মন্দির' নামে আখ্যায়িত–প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আমেরিকায় নাট্যকার আইজাক হারবি চার্লসটনে একটি সংস্কারবাদী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ সালে নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইশো সিনাগগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ অন্তত কিছু পরিমাণে সংস্কারমূলক অনুশীলন বেছে নিয়েছিল।[৩৮]

সংস্কারকগণ ছিলের আধুনিক বিশ্বের নাগরিক। অযৌক্তিক, অতীন্দ্রিয় বা রহস্যময় কোনও কিছুর ফুরসত তাঁদের ছিল না। ১৮৪০-র দশকের দিকে ইহুদি ইতিহাসের সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে আলিঙ্গনকারী কোনও কোনও সংস্কার পণ্ডিত একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম জুৎসইভাবেই সায়েন্স অভ জুদাইজম রাখা হয়েছিল। তারা কান্ট ও জর্জ উইলহেম ফ্রেডেরিখ হেগেলের (১৭৭০–১৮৩১) দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন। হেগেল *দ্য ফিলোসফি অভ মাইন্ড*-এ (১৮০৭) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর–তিনি বলেছেন সর্বজনীন আত্মা–কেবল জমিনে নেমে এলেই পূর্ণতা লাভ করতে পারেন ও মানুষের মাঝেই তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ বাস্তবায়িত হতে পারে। হেগেল ও কান্ট উভয়ই ইহুদিবাদকে খারাপ ধর্মের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন: হেগেল যুক্তি দেখিয়েছেন, ইহুদি ঈশ্বর স্বৈরাচারী যিনি তাঁর অসহনীয় আইনের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করেন। জেসাস মানবজাতিকে এ জঘন্য অবস্থা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রিশ্চানরা ফের পুরোনো স্বৈরাচারের কাছে ফিরে গেছে।

সায়েন্স অভ জুদাইজমের পণ্ডিতরা সকলেই হেগেলিয় পরিভাষায় বাইবেলিয় কল্পকাহিনীগুলোকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্যে নতুন করে লিখেছেন। তাঁদের রচনায় বাইবেল আধ্যাত্মিকায়নের প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছে যার মাধ্যমে ইহুদিবাদ আত্মসচেতনতা অর্জন করেছে।[৩৯] *দ্য রিলিজিয়ন অভ দ্য স্পিরিট*-এ (১৮৪১) সোলোমান ফর্মস্তেচার (১৮০৮–৮৯) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইহুদিরাই সবার আগে ঈশ্বরের হেগেলিয় ধারণা গ্রহণ করেছিল। হিব্রু পয়গম্বগণ গোড়ার দিকে কল্পনা করেছিলেন যে তাঁদের অনুপ্রেরণা বাহ্যিক উৎস থেকে এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা বুঝতে পারেন সেটা সম্ভব হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের নিজস্ব আত্মা-প্রকৃতির কারণে। নির্বাসন ইহুদিদের বাহ্যিক অলংকার ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেছে ফলে তারা এখন মুক্তভাবে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারছে। স্যামুয়েল হার্শ (১৮১৫–৮৯) যুক্তি দেখান, আব্রাহাম ছিলেন প্যাগান অদৃষ্টবাদ ত্যাগ করে নিজের উপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাকী কেবল ঈশ্বরের সত্তার উপর নির্ভরকারী প্রথম মানুষ, অথচ ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাস হিদেনবাদের কুসংস্কার ও অযৌক্তিকতার দিকে ফিরে গেছে। নাখমান ক্রোচমাল (১৭৮৫–১৮৪০) ও যাকারিয়াহ ফ্রাংকেল (১৮০১-৭৫) একমত হয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণ লিখিত তোরাহ সিনাই পর্বতে মোজেসের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু মৌখিক আইনের স্বর্গীয় অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ মানব রচিত, বর্তমানের দাবি মেটানোর লক্ষ্যে পরিবর্তনযোগ্য। আপাদমস্তক যুক্তিবাদী আব্রাহাম গেইগার (১৮১০–৭৪) বিশ্বাস করতেন, বাইবেলিয় কালে সূচিত ইহুদি ইতিহাসের আনাড়ী, সৃজনশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত কালের অবসান ঘটেছে। আলোকনের ফলে ধ্যানের এক উচ্চতর পর্যায়ের সূচনা ঘটতে যাচ্ছে।

কিন্তু এই ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ ফিলাক্টির পরা বা খাদ্যবিধি পালন করার মুতো প্রাচীন আচারের ভেতর মূল্য খুজে পান–সংস্কারকগণ যেগুলোকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন। ফ্রাংকেল ও লেপল্ড যানয (১৭৯৪–১৮৮৬) বিশ্বাস করতেন, ট্র্যাডিশনের পাইকারী বিনাশে বিপদ রয়েছে। এইসব অনুশীলন ইহুদি অভিজ্ঞতার আবশ্যক অংশে পরিণত হয়েছে, এগুলো বাদে ইহুদিবাদ কতগুলো বিমূর্ত প্রাণহীন মতবাদের একটা ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে। বিশেষ করে যানয সংস্কার আবেগের সাথে সম্পর্ক হারাচ্ছে বলে ভীত ছিলেন: কেবল যুক্তি সর্বোচ্চ অবস্থায় ইহুদিবাদের বৈশিষ্ট আনন্দ ও ফূর্তি তৈরি করতে পারে না। এটা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল। অতীতে বাইবেলের পাঠের সাথে বিভিন্ন আচার সংশ্লিষ্ট ছিল–লিটার্জি, মনোনিবেশের সাথে অনুশীলন, নীরবতা অবলম্বন, উপবাস পালন, গান গাওয়া এবং আবেগপ্রসূত অঙ্গভঙ্গি–জীবনের পবিত্র পাতা উন্মোচন করত তা। এই আচার বাদে বাইবেল এমন একটা দলিলে পর্যবসিত হতে পারে যা তথ্য যোগাতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নয়। শেষ পর্যন্ত সংস্কার ইহুদিবাদ যানযের সমালোচনার সত্যি উপলব্ধি করতে পারবে ও নাকচ করে দেওয়া কিছু আচার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবে।

সতীর্থ ইহুদিদের সমাজে মিশে যেতে দেখে বহু ইহুদি তাদের ঐতিহ্য খোয়া যাওয়ার কারণে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। অধিক সংখ্যায় অর্থডক্সরা নিজেদের ক্রমবর্ধমান হারে সংঘাতের মাঝে রয়েছে মনে করেছে। ১৮০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে সালেভিয়েনার গাওনের শিষ্য আর. হাঈম ফলোযেইনার লিথুয়ানিয়ার ফলোঝিনে এতয হাঈম *ইয়েশিভা* প্রতিষ্ঠা করার ভেতর দিয়ে এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য অংশেও এক রকম *ইয়েশিভা* গড়ে উঠেছিল, আমেরিকান বাইবেল কলেজের ইহুদি সমগোত্রের হয়ে দাঁড়ায় তা। অতীতে সিনাগগের পেছনে তোরাহ বা তালমুদ পাঠ করার জন্যে কেবল অল্প কয়েকটি কামরা নিয়ে *ইয়েশিভা* গঠিত হতো। এতয হাঈম যেখানে বিশেজ্ঞদের কাছে পড়াশোনার জন্যে সারা ইউরোপের শত শত মেধবী ছাত্র সমবেত হয়েছিল–এটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আর. হাঈম গাওনের কাছে শেখা পদ্ধতিতে তোরাহ ও তালমুদ শিক্ষা দিতেন, যুক্তি দিয়ে টেক্সট বিশ্লেষণ করতেন বটে, কিন্তু এমনভাবে যাতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। ছাত্ররা সেখানে তোরাহ সম্পর্কে জানতে আসত না, মুখস্থ বিদ্যা, প্রস্তুতি ও প্রাণবন্ত, উত্তপ্ত আলোচনা ছিল আচার যেগুলো শ্রেণীতে পৌঁছুনো যেকোনও উপসংহারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক ধরনের প্রার্থনা ছিল পদ্ধতিটি। এর প্রাবল্য গাওনের আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিফলিত করে। শিক্ষাক্রম ছিল অত্যন্ত কঠিন, কয়েক ঘণ্টাব্যাপী। তরুণদের পরিবার ও বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতো। কাউকে কাউকে সেক্যুলার বিষয়ে অল্প সময় কাটানোর অনুমতি দেওয়া হতো, কিন্তু এসব ছিল গৌণ, তোরাহ থেকে সময় চুরি মনে করা হতো একে।[৪০]

এতয হাঈমের আদি উদ্দেশ্য ছিল হাসিদিমকে ঠেকানো ও তোরাহর প্রবল পাঠকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইহুদি আলোকনের হুমকি বিদায়ী বিপদে পরিণত হতে শুরু করে। হাসিদিম ও *মিসনাগদিম মাসকিলিমের* বিরুদ্ধে একাট্টা হয়, একে তারা এক ধরনের ট্রোজান হর্স মনে করেছিল, সেক্যুলার সংস্কৃতির অশুভকে ইহুদি জগতে পাচার করছে। ধীরে ধীরে নতুন ইয়েশিভোথ আসন্ন বিপদকে ঠেকাতে অর্থপ্র্যাক্সির ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব ধরনের মৌলবাদ গড়ে তুলছিল, বাহ্যিক শত্রুর সাথে বিরল ক্ষেত্রে লড়াই হিসাবে সূচনা হয়, বরং এক ধরনের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম যেখানে মৌলবাদীরা সতীর্থ ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়ে। মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ খাঁটি ধর্মবিশ্বাসের ছিটমহল সৃষ্টি করে আধুনিকতার প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে–*ইয়েশিভা* বা বাইবেল কলেজ–যেখানে বিশ্বাসীরা তাদের জীবনকে নতুন করে আকার দিতে পারে। এটা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ। ভবিষ্যতের পাল্টা আক্রমণ হানার ক্ষমতা এর রয়েছে। ইয়েশিভা, *মাদ্রাসা* বা বাইবেল কলেজের ছাত্ররা একই ধরনের প্রশিক্ষণ ও আদর্শ নিয়ে তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ে ক্যাডারে পরিণত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বকে প্রকৃতই ঈশ্বর বিহীন জায়গা মনে হচ্ছিল। অতীতের মতো অপদস্থ সংখ্যালঘু হওয়ার বদলে নাস্তিকরা উন্নত নৈতিক ভিত্তি অর্জন করতে শুরু করেছিল। হেগেলের ছাত্র লুদভিগ ফয়েরবাখ (১৯০৪–৭২) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের ধারণা মানবতাকে হ্রাস ও অবমূল্যায়িত করেছে।

কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮–৮৩) চোখে ধর্ম অসুস্থ সমাজের লক্ষণ। এটা এমন এক ধরনের মাদক সামগ্রি যা রোগাক্রান্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে সহনীয় করে তোলে ও এর প্রতিষেধক খোঁজার ইচ্ছা নষ্ট করে। রেডিক্যাল ডারউইনবাদীরা ঐশীগ্রন্থ ও বিজ্ঞানের ভেতর আজও অব্যাহত থাকা এক যুদ্ধে প্রথম গুলি বর্ষণ করে। ইংল্যান্ডে টমাস এইচ. হাক্সলি (১৮২৫–৯৫) ও মহাদেশে কার্ল ফোগট (১৮২২–৯৩), লুদভিগ বাকনার (১৮২৪–৯৯), জ্যাকব মোলেশট (১৮২২–৯৩) এবং আর্নস্ট হেইকেল (১৮৩৪–১৯১৯) ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী প্রমাণ করার জন্যে বিবর্তনবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। হাক্সলির চোখে বিজ্ঞান ও প্রচলিত ধর্মের ভেতর কোনও আপস হতে পারে না: 'এক অজ্ঞাত মেয়াদের লড়াই শেষে যেকোনও একটিকে বিদায় নিতে হবে।'[৪১]

বিংশ শতাব্দী নাগাদ ধার্মিকরা নিজেদের যুদ্ধে নিয়োজিত ভেবে থাকলে তার কারণ তারা প্রকৃতই আক্রমণের ভেতর ছিল। ইহুদিরা এক নতুন ধরনের 'বৈজ্ঞানিক' বর্ণবাদে বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই মতবাদে ইউরোপের মানুষের জেনেটিক ও জীববিদ্যা মূলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে এমন সংকীর্ণতার সাথে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যে ইহুদিরা পরিণত হয়েছিল 'অপর'-এ।[৪২] পূর্ব ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এক নতুন হত্যালীলার জোয়ার অধিকতর ধার্মিক ইহুদিদের প্যালেস্তাইনে ইহুদি স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন যায়নবাদ প্রতিষ্ঠিত করার পথে চালিত করে। ল্যান্ড অভ ইসরায়েলের বাইবেলিয় প্রতীক ব্যবহার করে থাকলেও যায়নিস্টরা ধর্মে নয়, বরং জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ ও সমাজতন্ত্রের আধুনিক চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাভাবে সেক্যুলার আধুনিকতা উদার ছিল, কিন্তু আবার সহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামকে রোমান্টিসাইজ করার প্রবণতা বিশিষ্টও ছিল। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মাঝে ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে পঁচাত্তর মিলিয়ন মানুষ যুদ্ধ ও বিরোধের ফলে প্রাণ হারায়।[৪৩] দুটো বিশ্বযুদ্ধ, নিষ্ঠুর রকম দক্ষ জাতিগত শুদ্ধি অভিযান ও গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপের সবচেয়ে সংস্কৃত সমাজ গঠনকারী জার্মানদের হাতে নৃশংসতার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এটা আর অনুমান করা সহজ নয় যে যৌক্তিক শিক্ষা বর্বরতাকে দূর করতে পারবে। নাৎসি হলোকাস্ট ও সোভিয়েত গুলাগের চরম মাত্রাই তাদের আধুনিক উৎস তুলে ধরেছে। এর আগের কোনও সমাজেরই এমন ব্যাপক মাত্রার নিশ্চিহ্নকরণের প্রকল্প চালানোর মতো প্রযুক্তি ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভৎসতা (১৯৩৯-৪৫) জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছিল। শত শত বছর ধরে নারী-পুরুষ ঈশ্বর নির্ধারিত এক চূড়ান্ত প্রলয়ের স্বপ্ন দেখেছে। এবার তারা নিজেরাই সে কাজটি দক্ষতার সাথে শেষ করার উপায় বের করতে নিজেদের মেধাবী শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে। মৃত্যু-শিবির, মাশরুম মেঘ ও-বর্তমানে-পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংস আধুনিক সংস্কৃতির অভ্যন্তরে এক নিশ্চিহ্নতাবাদী নিষ্ঠুরতার অবস্থান তুলে ধরে। বাইবেলের ব্যাখ্যা সব সময়ই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ইহুদি, ক্রিশ্চান এবং মুসলিমরা ঐশীগ্রন্থভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলতে শুরু করে যা আধুনিকতার সহিংসতাকে আত্মস্থ করেছে।

প্রথম বিশ্বযদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদে সন্ত্রাসের উপাদান প্রবেশ করেছিলঃ অমন ভয়াবহ মাত্রায় হত্যাকাণ্ড, যুক্তি দেখিয়েছে তারা, নিশ্চয়ই এটা রেভেলেশনের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই লড়াই। কারণ রক্ষণশীলরা তখন বিশ্বাস করছিল যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ আক্ষরিকভাবে সত্যি, তারা চলমান ঘটনাপ্রবাহকে নির্ভুল বাইবেলিয় ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন হিসাবে দেখছিল। হিব্রু পয়গম্বরগণ ঘোষণা করেছিলেন যে, ইহুদিরা প্রলয়ের আগেই স্বদেশ ভূমিতে ফিরে যাবে, তো ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্তাইনে ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার করে বেলফোর ডিক্লারেশন (১৯১৭) জারি করলে ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা এক ধরনের মিশ্র ভীতি ও প্রীতির অনুভূতিতে তাড়িত হয়েছিল। সাইরাস স্কোফিল্ড আভাস দিয়েছিলেন, রাশিয়াই 'উত্তরের শক্তি'[৪৪] যা ইসরায়েলকে আর্মাগেদনের আগেই আক্রমণ করবেঃ নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শে পরিণতকারী বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীকেই নিশ্চিত করছে বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধের অব্যবহিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে লীগ অভ নেশনসের সৃষ্টি অবশ্যই রেভেলেশনের ভবিষ্যৎবাণী ১৬: ১৪-এর বাস্তবায়ন ছিল। এটাই পুনরুত্থিত রোমান সাম্রাজ্য, অচিরেই অ্যান্টিক্রাইস্ট যার নেতৃত্ব দেবে। এক সময় যা ছিল উদারপন্থীদের সাথে কেবলই মতবাদগত বিরোধ, সেটাই সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে যুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছিল। বাইবেল পাঠ করার সময় ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা নিজেদের অচিরেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে এমন শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত দেখেছে-এখনও দেখে। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে ছড়ানো জার্মান নিষ্ঠুরতার ভয়ঙ্কর সব কাহিনী যেন হাইয়ার ক্রিটিসিজমের জন্ম দানকরী জাতির উপর ক্ষয়কর প্রভাব প্রমাণ করছিল।[৪৫]

এটা ছিল গভীর ভীতি জাগানো দর্শন। ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা এখন গণতন্ত্র সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল, যা 'এই পৃথিবীর প্রত্যক্ষ করা সবচেয়ে শয়তানসুলভ শাসনের' দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।[৪৬] লীগ অভ নেশনস-এর মতো শান্তিরক্ষী প্রতিষ্ঠানসমূহ–বর্তমানে জাতিসংঘ–সব সময়ই পরম অশুভের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকবে: বাইবেল বলেছে যে, শেষ আমলে শান্তি নয়, যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তো লীগ বিপজ্জনকভাবে ভুল পথে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই অ্যান্টিক্রাইস্ট স্বয়ং, পল যাকে বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছিলেন, সম্ভবত শান্তিস্থাপনকারীই হবে।[৪৭] জেসাস আর প্রিয় উদ্ধারকারী ছিলেন না, বরং রেভেলেশনের যুদ্ধংদেহী ক্রাইস্টে পরিণত হয়েছিলেন, যিনি, বলেছেন অন্যতম নেতৃস্থানীয় পরমান্দমূলক মতবাদের সমর্থক আইসাক হালদেমান: 'এমন একজন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন যিনি আর বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষী নন...তাঁর পোশাকে রক্তের ধারা, অন্যের রক্ত। মানুষের রক্তপাত ঘটাতেই নেমে এসেছেন তিনি।'[৪৮] অতীতে ব্যাখ্যাকারগণ বাইবেলকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। এখন অন্য টেক্সটের বিনিময়ে একটি বিশেষ টেক্সট বাছাই করা–মৌলবাদী, 'অনুশাসনের ভেতরে অনুশাসন'–গস্পেলের ভীষণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

১৯২০ সালে গণতান্ত্রিক রাজনীতিক উইলিয়াম জেনিংস ব্রাইয়ান (১৮৬০–১৯২৫) নিজস্ব পাবলিক স্কুলে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেন। তাঁর দৃষ্টিতে দুটো সম্পর্কিত হলেও হাইয়ার ক্রিটিসিজম নয়, বরং ডারউইনজমই মহাযুদ্ধের নৃশংসতার জন্যে দায়ী।[৪৯] ব্রাইয়ানের গবেষণা তাঁকে নিশ্চিত করেছিল যে, ডারউইনপন্থীদের কেবল শক্তিশালীদেরই টিকে থাকার বিশ্বাস 'ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত ঘটনার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।' এটা কোনও দুর্ঘটনা নয় যে সেই একই বিজ্ঞান সৈনিকদের শ্বাসরোধ করে হত্যার জন্যে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করে সেটাই প্রচার করছে যে মানুষের বর্বর পূর্বপুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, এবং বাইবেল থেকে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বাদ দিচ্ছে।'[৫০] ব্রাইয়ানের চোখে বিবর্তন আধুনিকতার নিষ্ঠুর সম্ভাবনা প্রতীকায়িতকারী অশুভ দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল।

ব্রাইয়ানের উপসংহার আনাড়ী ও অশুদ্ধ ছিল, কিন্তু লোকে তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধ বিজ্ঞানের সাথে মধুচন্দ্রমার কালের অবসান ঘটিয়েছিল। একে তারা নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর রাখতে চেয়েছে। যারা সহজ-সরল বেকনিয় দর্শনকে আলিঙ্গন করেছিল তারা ব্রাইয়ানের মাঝে এর দেখা পেয়েছিল, যিনি একাকী বিবর্তনের বিষয়টিকে মৌলবাদী এজেন্ডায় ঠেলে দিয়েছিলেন, সেখানেই রয়ে গিয়েছিল সেটা। কিন্তু তা কোনওদিনই হয়তো হাইয়ার ক্রিটিসিজমকে প্রতিস্থাপন করতে পারত না যদি টেনেসির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটত।

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলো এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি, তবে তারা বিবর্তনবাদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা ও আরকান-স'র রাজ্য সভায় ডারউইনিয় বিবর্তনবাদী শিক্ষা নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিল উত্থাপন করেছিল। টেনেসিতে বিবর্তনবাদ বিরোধী আইন বিশেষভাবে কঠোর ছিল। ছোট শহর ডেয়টনের এক স্কুল টিচার জন স্কোপস বাক স্বাধীনতার স্বার্থে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রিন্সিপালের বদলে জীবদ্যিার ক্লাস নেওয়ার সময় আইন ভঙ্গ করার স্বীকারোক্তি দিলেন তিনি। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে বিচারের সম্মুখীন করা হয় তাঁকে। নতুন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) তাঁর পক্ষে লড়াই করার জন্যে একদল আইনবিদ পাঠায়, এর নেতৃত্বে ছিলেন যুক্তিবাদী প্রচারকারী ক্লারেন্স ডাররো। ব্রাইয়ান আইনের পক্ষে দাঁড়াতে সম্মত হন। সাথে সাথে বিচারটি বাইবেল ও বিজ্ঞানের ভেতর এক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

কাঠগড়ায় রীতিমতো পর্যুদস্ত হন ব্রাইয়ান। ডাররো যৌক্তিক চিন্তাধারার পতাকাবাহী হিসাবে আদালত থেকে বের হয়ে আসেন। পত্রপত্রিকাগুলো উৎসাহের সাথে মৌলবাদীদের আধুনিক বিশ্বে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাহীন অর্থহীন পশ্চাদপন্থী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে। এর একটা প্রভাব ছিল আজকের দিনে যা আমাদের জন্যে একটা নজীরের মতো। আক্রমণ করা হলে মৌলবাদী আন্দোলনসমূহ সাধারণত আরও চরম হয়ে ওঠে। ডেয়টনের আগে রক্ষণশীলরা বিবর্তনবাদের তত্ত্বের বেলায় সতর্ক ছিল, কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যক 'সৃষ্টিবিজ্ঞানে'র পক্ষে কথা বলেছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, জেনেসিসের প্রথম অধ্যায় আসলে সব দিক থেকেই যথার্থ সত্য। স্কোপস-এর পর অবশ্য তারা ঐশীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় আরও প্রবলভাবে আক্ষরিক হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান তাদের আন্দোলনের ফ্ল্যাগশিপে পরিণত হয়। স্কোপসের আগে মৌলবাদীরা সামাজিক সংস্কারের পক্ষে বামপন্থী লোকদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু স্কোপসের পর রাজনৈতিক বর্ণালীর ডানদিকে সরে যায়, সেখানেই রয়ে গেছে তারা।

হলোকাস্টের পর অর্থডক্স ইহুদিরা ছয় মিলিয়নের উদ্দেশে ধার্মিকতার একটা কাজ হিসাবে নতুন করে নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাসিদিক দরবার ও *মিসনাগদিক* ইয়েশিভা পুনর্নির্মাণ করার বাধ্যবাধকতা বোধ করে।[৫১] তোরাহ পাঠ আজীবন, পূর্ণসময়ের কাজে পরিণত হলো। পুরুষরা বিয়ের পর *ইয়েশিভায়* বসবাস করতে শুরু করে; স্ত্রীরা তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করত, বাইরের জগতের সাথে বলতে গেলে তাদের কোনও সম্পর্কই থাকত না।[৫২] হেরেদিম ('কম্পিতজন') নামে পরিচিত এই আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদিরা আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে কঠোরভাবে তোরাহ পালন করত,[৫৩] খাবার ও পবিত্র থাকার নতুন নতুন কায়দা খুঁজে বের করত।[৫৪] হলোকাস্টের আগে বাড়াবাড়ি রকমের কঠোরতাকে বিভাজনকারী হিসাবে নিরুৎসাহিত করা হতো। কিন্তু এখন হেরেদিমরা ছয় মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যায় সাহায্যকারী যৌক্তিক দক্ষতার একেবারে বিপরীত মেরুর বাইবেল ভিত্তিক পাল্টা সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল। *ইয়েশিভা* গবেষণার সাথে আধুনিকতার বাস্তববাদীতার কোনও মিলই ছিল না: পাঠ করা অনেক আইনই—যেমন মন্দির সেবার আইন—অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। সিনাইয়ের চূড়ায় ঈশ্বরের উচ্চারিত হিব্রু শব্দের পুনরাবৃত্তি স্বর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটা ধরণ ছিল। আইনের খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করা প্রতীকীভাবে ঈশ্বরের মনে প্রবেশ করার উপায় ছিল। মহান র‍্যাবাইদের *হালাখার* সাথে পরিচিত হয়ে ওঠা ছিল প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া ঐতিহ্য পালনের একটা উপায়।

আদিতে যায়নবাদ ছিল ধার্মিক ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে সেক্যুলার আদর্শ, অর্থডক্সরা ইহুদিবাদের সবচেয়ে পবিত্রতম প্রতীকের অন্যতম ইসরায়েল ভূমিকে অপবিত্র করার দায়ে যাকে পরিহাস করত। কিন্তু ১৯৫০ ও ১৯৬০-র দশকে এক দল ধার্মিক তরুণ ইসরায়েলি বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এক ধার্মিক ইহুদিবাদ গড়ে তুলতে শুরু করে। ঈশ্বর আব্রাহামের বংশধরদের দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এতে করে ইহুদিরা প্যালেস্তাইনের বৈধ অধিকার লাভ করেছে। সেক্যুলার যায়নবাদীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও এই দাবি তোলেনি; তারা বাস্তব কূটনীতি, জমিনে পরিশ্রম করে বা যুদ্ধ করে দেশকে নিজের করে নিতে চেয়েছে। কিন্তু ধার্মিক যায়নবাদীরা ইসরায়েলে জীবনকে আধ্যাত্মিক সুযোগ হিসাবে দেখেছে। ১৯৫০-র দশকের শেষ দিকে তারা আর. ইয়াহুদা কুকের (১৮৯১–১৯৮২) মাঝে এক নেতার দেখা পায়। তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর। কুকের মতে সেক্যুলার ইসরায়েল রাষ্ট্র ঈশ্বরের রাজ্য, *তোউত কোর্ত*; এর জমিনের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। ক্রিশ্চান মৌলবাদীদের মতো তিনি আক্ষরিকভাবে ইহুদিদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে আরবদের অধিকারে থাকা জমিনে বসতি গড়ার হিব্রু ভবিষ্যৎদ্বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন, যা চূড়ান্ত নিস্কৃতিকে ত্বরান্বিত করবে এবং ইসরায়েলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ পবিত্রতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করার শামিল।[৫৬] যেভাবে বাইবেলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে ইহুদিরা গোটা ইসরায়েল ভূখণ্ড অধিকার না করলে নিষ্কৃতির ঘটনা ঘটবে না। আরবদের অধিকারে থাকা এলাকা অধিকার করে নেওয়া এক পরম ধর্মীয় দায়িত্ব।[৫৭]

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল বাহিনী পশ্চিম তীর, সিনাই পেনিনসূলা, গাযা স্ট্রিপ ও গোলান মালভূমি দখল করে নিলে যায়নবাদীরা ঐশীগ্রন্থের এই আক্ষরিক বাস্তবায়নকে অন্তিমকাল শুরুর প্রমাণ হিসাবে দেখেছে। শান্তির বিনিময়ে আরবদের অধিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও উপায় নেই। রেডিক্যাল কুকবাদীরা হেব্রনে অবস্থান করে নিকটস্থ কিরিয়াত আরবায় একটা শহর গড়ে তোলে, যদিও এটা বৈরী সময়ের দখল করা অঞ্চলে বসতি স্থাপন নিষিদ্ধকারী জেনিভা কনভেনশনের বরখেলাপ ছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধের পর বসতি স্থাপনের এই প্রয়াস আরও জোরাল হয়ে ওঠে। ধার্মিক যায়নবাদীরা যেকোনও শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে সেক্যুলার ডানপন্থীদের সাথে হাত মেলায়। সত্যিকারের শান্তির মানে ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও গোটা ইসরায়েল অধিকারে রাখা। কুকবাদী র‍্যাবাই এলিয়েযার ওয়াল্ডম্যান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ইসরায়েল অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, যার উপর গোটা বিশ্বের শান্তির সম্ভাবনা নির্ভরশীল।[৫৮]

এই নিরাপোষ মনোভাব বিকৃত মনে হয়, কিন্তু তা সেক্যুলারিস্ট রাজনীতিকদের চেয়ে ভিন্ন নয়, যারা স্বভাবগতভাবেই যুদ্ধ অবসানের জন্যে যুদ্ধের কথা ও বিশ্ব শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে যুদ্ধে যাবার অনিবার্য কারণের কথা বলে থাকে। অন্য আরেক ক্ষেত্রে ইহুদি মৌলবাদীদের একটি ছোট দল প্যালেস্তাইনিদের ঈশ্বর যাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করার জন্যে ইসরায়েলিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নিষ্ঠুর জাতি আমলাকাইটদের সাথে তুলনা করে বিংশ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীর এক গণহত্যার রীতির বাইবেলিয় ভাষ্য গড়ে তোলে।[৫৯] ঠিক একই রকম প্রবণতা লক্ষ করা যায় আর. মেয়ার কাহানের প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে। তাঁর ঐশীগ্রন্থ পাঠের কায়দা এতটাই রিডাকশনিস্ট ছিল যে তা ইহুদিবাদের মারাত্মক ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছিল, জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের পক্ষে তা বাইবেলিয় যুক্তির যোগান দিয়েছিল। আব্রাহামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখনও বহাল আছে, তো আরবরা দখলদার, তাদের বিদায় নিতে হবে।[৬০] 'ইহুদিবাদে বহু বার্তা নেই,' জোর দিয়ে বলেছেন তিনি। 'বার্তা একটাই...ঈশ্বর চেয়েছেন আমরা যেন বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের নিজেদের দেশে বাস করি, যাতে বিদেশীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের কোনওই সম্ভাবনা না থাকে।'[৬১]

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে কুকবাদীদের একটা ছোট দল হারাম আল-শরীফের মুসলিম উপাসনালয় ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সলোমনের মন্দিরের স্থানে ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এই উপাসনালয়টি নির্মিত হয়েছিল। পবিত্র স্থান অপবিত্র থাকা অবস্থায় কীভাবে ফিরে আসবেন মেসায়াহ? কাব্বালিয় নীতিমালার সম্পূর্ণ অক্ষরিক ব্যাখ্যা–পার্থিব ঘটনাপ্রবাহ ঐশী ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে–মোতাবেক চরমপন্থীরা ধরে নিয়েছিল যে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে মেসায়াহকে ইসরায়েলে পাঠাতে ঈশ্বরকে 'বাধ্য' করতে পারবে তারা।[৬২] এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে সেটা কেবল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্যেই মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনত না বরং ওয়াশিংটনের স্ট্র্যাটেজিস্টদের বিশ্বাস, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতরা আরব বিশ্বকে সমর্থন করার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয়ে যেতে পারত।[৬৩] তারপরেও প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্যে পরাশক্তিসমূহ তাদের নিজেদের জনগণকেই পারমানবিক নিশ্চিহ্নতার দিকে ঠেলে দিতে প্রস্তুত, এমন এক বিশ্বে এই নৈরাজ্যকর প্রকল্প অমূলক ছিল না।

অনেক সময় ঐশীগ্রন্থের এইসব ভীষণ ক্ষতিকর ব্যাখ্যা নৃশংসতার সূচনা ঘটায়। কাহানের আদর্শ কিরিয়াত আরবার এক বসতি স্থাপনকারী বারুচ গোল্ডস্টেইনকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ তারিখে হেব্রনে কেভ অভ দ্য প্যাট্রিয়ার্কস-এ উনত্রিশ জন প্যালেস্তাইনি উপাসককে হত্যায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৫ এর যায়োনিস্ট *ইয়েশিভার* সাবেক ছাত্র ইগাল আমির তেল আভিবে এক শান্তি মিছিলের সময় প্রধানমন্ত্রী ইতযহাক রাবিনকে হত্যা করে। পরে সে বলেছে ইহুদি আইন পাঠ তাকে নিশ্চিত করেছে যে অসলো চুক্তিরে মাধ্যমে পবিত্র ভূমি বিলিয়ে দিয়ে রাবিন *রোদেফে* ('লঙ্ঘনকারী') পরিণত হয়েছেন, ইহুদি জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছেন তিনি, সেজন্যে শাস্তি তাঁর প্রাপ্য ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা এক ধরনের ক্রিশ্চান যায়নবাদ গড়ে তুলেছিল। বিপরীতমূলকভাবে তা ছিল অ্যান্টি-সেমিটিক। ইহুদি জাতি জন ডারবি'[৬৪]র 'পরমানন্দ' দর্শনের কেন্দ্রিয় অবস্থানে ছিল। ইহুদিরা পবিত্র ভূমিতে বাস করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত জেসাসের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হবে না।[৬৫] ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে মৌলবাদী দার্শনিক জেরি ফলওয়েল জেসাস ক্রাইস্টের প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে মহান পূর্বাভাস হিসাবে দেখেছেন।[৬৬] ইসরায়েলকে সমর্থন জানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু ডারবি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, অ্যান্টিক্রাইস্ট শেষ আমলে প্যালেস্তাইনে বাসকারী ইহুদিদের দুই তৃতীয়াংশকে হত্যা করবে, তো মৌলবাদী লেখকগণ এক হত্যাকাণ্ডের অপেক্ষা করছিলেন যেখানে ইহুদিরা বিপুল সংখ্যায় নিহত হবে।[৬৭]

কুকবাদীদের মতো ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা শান্তিতে আগ্রহী ছিল না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় তারা 'উত্তরের প্রতিপক্ষ' সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যেকোনওরকম দাঁতাতের প্রবল বিরোধী ছিল। শান্তি, বলেছেন জেমস রবিনসন, 'ঈশ্বরের বাণীর বিরোধী।'[৬৮] পারমানবিক বিপর্যয় নিয়ে তাঁরা এতটুকু ভাবিত ছিলেন না। সেইন্ট পিটার এর ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন।[৬৯] কোনওভাবেই তা প্রকৃত বিশ্বাসীকে প্রভাবিত করবে না, গোলমালের আগেই পরমনান্দ লাভ করবে তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরমানন্দ এখনও একটি ক্ষমতাশালী শক্তি। ক্রিশ্চান রাইটের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল বুশ প্রশাসন অনেক সময়ই পরমানন্দের কথায় ফিরে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসানের পর কিছু সময় সাদ্দাম হুসেইন 'উত্তরের প্রতিপক্ষে'র ভূমিকা পালন করেছেন, এবং অচিরেই সিরিয়া বা ইরান তাঁর স্থান দখল করেছে। এখনও ইসরায়েলের পক্ষে ব্যাখ্যাতীত সমর্থন রয়েছে, যা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী আরিয়াল শ্যারন প্রচণ্ড হৃদরোগে আক্রান্ত হলে মৌলবাদী নেতা প্যাট রবিনসন দাবি করে বসেন যে, এটা গাযা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের কারণে ঈশ্বরের তরফ থেকে শাস্তি।

জেরি ফলওয়েলের মরাল মেজরিটির চেয়েও চরম এক ধরনের ক্রিশ্চান মৌলবাদের সাথে জড়িত প্যাট রবিনসন। টেক্সান অর্থনীতিবিদ গ্যারি নর্থ ও তাঁর শ্বশুর জন রাশদুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিকন্সট্রাকশন মুভমেন্ট বিশ্বাস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াশিংটনের সেক্যুলার প্রশাসন অভিশপ্ত।[৭০] ঈশ্বর অচিরেই কঠোরভাবে বাইবেলিয় ধারায় পরিচালিত ক্রিশ্চান সরকার দিয়ে একে প্রতিস্থাপিত করবেন। পুনর্গঠনবাদীরা এভাবে ক্রিশ্চান কমনওয়েলথের পরিকল্পনা করছে যেখানে গণতন্ত্রের আধুনিক ধর্মদ্রোহীতা উৎখাত হবে ও বাইবেলের প্রতিটি বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে: দাস প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, জন্মনিয়ন্ত্রণ রহিত করা হবে, ব্যাভিচারী, সমকামী, ধর্মদ্রোহী ও জ্যোতিষীদের হত্যা করা হবে ও অবাধ্য ছেলেমেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। ঈশ্বর দরিদ্রদের পক্ষে নন: প্রকৃতপক্ষে, ব্যাখ্যা করেছেন নর্থ, 'নষ্টামি ও দারিদ্র্যের ভেতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।'[৭১] করের টাকা অবশ্যই কল্যাণের জন্যে ব্যয় করা যাবে না, কারণ 'অলসদের সাহায্য করা আর শয়তানকে সাহায্য করা একই কথা।'[৭২] বাইবেল উন্নয়নশীল বিশ্বে সকল সাহায্য নিষিদ্ধ করেছে: এর পৌত্তলিকতা, অনৈতিকতা ও দানো উপাসনার প্রতি আসক্তিই অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ।[৭৩] অতীতে ব্যাখ্যাকরগণ বাইবেলের অধিকতর কম মানবিক অংশগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন বা সেগুলোর কোনও উপমামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুনর্গঠনবাদীরা যেন এই অনুচ্ছেদগুলো ইচ্ছা করে খুজে বের করে সেগুলোকে অনৈতিহাসিক ও আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। অন্য মৌলবাদীরা যেখানে আধুনিকতার সহিংসতাকে আত্মস্থ করেছে, পুনর্গঠনবাদীরা সেখানে উগ্র পুঁজিবাদের ধর্মীয় ভাষ্য তৈরি করে বসেছে।[৭৪]

মৌলবাদীরা পত্রিকার শিরোনাম আঁকড়ে ধরে, কিন্তু অন্য বাইবেলিয় পণ্ডিতগণ আরও বেশি শান্তিবাদী চেতনায় ঐতিহ্যবাহী বাইবেলিয় আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০-এর দশকের লিখছিলেন ইহুদি দার্শনিক মার্টিন বুবের (১৮৭৮–১৯৬৫); তিনি বিশ্বাস করতেন, বাইবেল এমন এক সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে যখন তাঁকে অনুপস্থিত মনে হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ কখনওই স্থির থাকতে পারেননি, কেননা বাইবেল ঈশ্বর ও মানবজাতির ভেতর এক চলমান সংলাপ তুলে ধরে। বাইবেলের পাঠ অবশ্যই এক দুর্জ্ঞেয় জীবনযাত্রার দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যখন বাইবেল খুলি, তখন যা শুনছি তার মাধ্যমে অবশ্যই মৌলিকভাবে বদলে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে। বুবের র‍্যাবাইরা ঐশীগ্রন্থকে যা বলতেন সেই *মিকরা*, 'বাইরের আহবান'-এ বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এটা এমন এক আহবান যা পাঠককে জাগতিক সমস্যাদি থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে তুলতে দেয় না, বরং তাদের দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে ঘটনাপ্রবাহের অন্তস্থ স্রোত শোনায় সক্ষম করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর বন্ধু ফ্রানয রোজেনভিগ (১৮৮৬–১৯২৯) একমত প্রকাশ করেছেন যে, বাইবেল আমাদের সময়ের আর্তচিৎকার শুনতে বাধ্য করে। পাঠকদের অবশ্যই পয়গম্বরদের মতোই *মিকরা*'র প্রতি সাড়া দিতে হবে, চিৎকার করে বলতে হবে: *'হিনেনি!'* 'আমি হাজির'–কায়েমোনবাক্যে–...বর্তমান বাস্তবতায়।'[৭৫] বাইবেল কোনও পূর্বনির্ধারিত চিত্রনাট্য নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বাইবেলকে আলোকিত করে তোলা উচিত, তাহলে বাইবেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পবিত্র মাত্রা আবিষ্কারে সাহায্য করবে। ঐশীগ্রন্থ পাঠ এক অন্তবীক্ষণিক প্রক্রিয়া। রোজেনভিগ জানতেন আধুনিক মানুষ পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর মতো বাইবেলের প্রতি সাড়া দিতে পারবে না। আমাদের প্রয়োজন জেরেমিয়াহর কাছে বর্ণনা করা নতুন কোভেন্যান্ট, যখন আইন আমাদের অন্তরে লিখিত হবে।[৭৬] টেক্সটকে অবশ্যই ধৈর্যশীল সুশৃঙ্খল পাঠের ভেতর দিয়ে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করতে হবে এবং ইহজগতে কর্মে পরিণত করতে হবে।

ইউনিভার্সিটি অভ শিকাগোর বর্তমান প্রফেসর অভ জুইশ স্টাডিজ মাইকেল ফিশবেন বিশ্বাস করেন, ব্যাখ্যাসমূহ আমাদের পবিত্র টেক্সটের ধারণা পুনরুদ্ধারে সাহয্য করতে পারে।[৭৭] বাইবেলের ঐতিহাসিক সমালোচনা এখন আমাদের পক্ষে সময়ের ভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন অনুচ্ছেদকে সমন্বিত করে ঐশীগ্রন্থ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করা অসম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিক সমালোচনা স্বীকার করে যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ জগৎ বহু ভিন্ন ভিন্ন টেক্সটের টুকরো দিয়ে গড়ে উঠেছে, আমাদের মনে সেগুলো একসাথে অবস্থান করে, একটি অন্যটিকে নির্দিষ্ট করে। আমাদের নৈতিক বিশ্ব *কিং লিয়ার, মবি ডিক* ও *মাদাম বোভারির* পাশাপাশি বাইবেল দিয়েও গঠিত। আমরা বিরল ক্ষেত্রে সমগ্র টেক্সট আত্মস্থ করি: বিচ্ছিন্ন ইমেজ, বাগধারা ও টুকরো এক বিপুল তরল দলে অবস্থান করে পরস্পরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে চলে। একইভাবে বাইবেলও আমাদের মনে সামগ্রিকভাবে অবস্থান করে না, বরং বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। আমরা আমাদের নিজস্ব 'অনুশাসনের ভেতরে অনুশাসন' সৃষ্টি করি এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের নির্বাচন যাতে কতগুলো উদার টেক্সট হয় সেটা নিশ্চিত করি। বাইবেলের ঐতিহাসিক পাঠ দেখায় যে, প্রাচীন ইসরায়েলে বহু পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, প্রতিটি নিজেকে–প্রায়শই আগ্রাসীভাবে–ইয়াহওয়েহবাদের আনুষ্ঠানিক ভাষ্য দাবি করেছে। আজকের দিনে আমরা আমাদের ভীষণভাবে অর্থডক্সিতে ভরা পৃথিবীতে বাইবেলকে এক ভবিষ্যদ্বাণীসুলভ ধারাভাষ্য হিসাবে পাঠ করতে পারি; এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের এই কঠোর ডগম্যাটিজমের বিপদ উপলব্ধি করার মতো স্বস্তিকর দূরত্ব যোগাতে পারে এবং একে পরিশুদ্ধ বহুত্ববাদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারি।

ফিশবেনের কাজের মূল চাপ ছিল কীভাবে বাইবেল অবিরাম নিজেকে ব্যাখ্যা ও সংশোধন করেছে সেটা দেখানো। ইসায়াহ সকল জাতিকে যায়ন পাহাড়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন, শান্তির শহর, বলছে, 'বলিবে, চলো আমরা ইয়াহওয়েহর পর্ব্বতে...তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন...কারণ সিয়ন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে ইয়াহওয়েহর বাক্য নির্গত হইবে।'[৭৮] মিকাহ এইসব উদ্ধৃত করার সময় এক সর্বজনীন শান্তির কথা ভেবেছেন যখন জাতিসমূহ পরস্পরের সাথে কোমল স্বরে কথা বলবে। কিন্তু তিনি এক বিস্ময়কর বেপরোয়া উপসংহার যোগ করে দিয়েছিলেন। ইসরায়েলসহ প্রত্যেক জাতি 'সামনে অগ্রসর হবে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ঈশ্বরের নামে।' এ যেন মিকাহ একটি সাধারণ সত্যকে ঘিরে আবর্তিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির একত্রিত হওয়ার আমাদের এই সময়টিতেই দেখতে পেয়েছিলেন; ইসরায়েলের জন্যে যেটা তাদের ঈশ্বরের ধারণা দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৯]

ক্রিশ্চান ব্যাখ্যাকারগণ ক্রাইস্টকে বাইবেলের প্রাণ হিসাবে দেখা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাইবেলিয় ধর্মতত্ত্বে সুইস জেস্যুইট হান্স উরস বালতাসার (১৯০৫–৮৮) অবতারবাদের ধারণার উপর নির্ভর করেছেন। ঐশীগ্রন্থের মতো জেসাস ছিলেন মানবীয় রূপে ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরকে জানা সম্ভব, নিজেকে তিনি আমাদের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। তবে আমাদের অবিরাম এইসব কঠিন কিন্তু অপরিহার্য টেক্সট নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। বাইবেল ঈশ্বর ও মানবজাতির সাক্ষাতের আদি রূপের কাহিনী তুলে ধরেছে, যা পাঠককে ঐশী সত্তাকে নিজেদের জীবনের আদর্শ মাত্রা হিসাবে দেখতে সাহায্য করেছে। তারা *কিং লিয়ার* বা মিকেলেঞ্জোলোর *ডেভিডের* মতো একইভাবে কল্পনাকে আঁকড়ে ধরতে পারে। তবে বাইবেলে ঈশ্বরের প্রকাশের নির্দিষ্ট 'আবশ্যক' বা 'মৌলিক' কিছু বের করে আনা অসম্ভব। ধর্মতত্ত্ব 'কখনওই শব্দ ও ধারণার একটা প্রতিফলনের অতিরিক্ত কিছু হতে পারবে না, কখনওই এক নিবিড় দূরত্বে নিয়ে যেতে পারবে না...কখনওই সম্পূর্ণভাবে স্থির করা যাবে না।'[৮০] কিন্তু তারপরেও ঐশীগ্রন্থ কর্তৃত্বমূলক এবং পোপ ও মর্যাদাক্রমসহ প্রত্যেকে সমন ও সমালোচনার অধীন। চার্চকে গস্পেলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে ক্যাথলিকদের তাকে চ্যালেঞ্জ করার দায়িত্ব রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হান্স ফ্রেই (১৯২২–৮৮) ইহুদিবাদ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এপিস্কোপাল প্রিস্ট ও ইয়েলে প্রফেসর হয়েছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রাক ক্রিটিকাল আমলে অধিকাংশ পাঠক ধরে নিতেন যে বাইবেলিয় কাহিনীসমূহ ঐতিহাসিক, যদিও তারা প্রধানত সংখ্যাতাত্ত্বিক ধরনের ব্যাখ্যায় উদ্বিগ্ন ছিলেন।[৮১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলোকনের পর এই ঐকমত্য নষ্ট হয়ে যায়। কেউ কেউ বাইবেলিয় বিবরণকে সম্পূর্ণ সত্য ভাবতে থাকে, ভুলে যায় যে এগুলো গল্প হিসাবে লেখা হয়েছিল। লেখকের বাক্যগঠন ও শব্দ চয়ন এইসব গল্প আমাদের বোঝার ধারাকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হতো। জেসাস নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন, কিন্তু আমরা যখন পুনরুত্থানের গস্পেল বিবরণসমূহ পরীক্ষা করি, তখন আসলে কী ঘটেছিল স্থির করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদি ব্যাখ্যাকারদের মতো ফ্রেই বিশ্বাস করতেন, বাইবেলকে অবশ্যই আমাদের কালের প্রচলিত বানানধারা অনুযায়ী পাঠ করতে হবে। গস্পেল ও চলমান ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি স্থাপন কোনও ফাঁপা ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যাবে না, বরং আমাদের প্রতিটির আরও গভীরে যেতে সক্ষম করে তুলবে। বাইবেল বিদ্রোহী। গল্পগুলোকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ সমর্থন করার কাজে ব্যবহার করা যাবে না, বরং আমাদের উচিত গস্পেলের কাহিনীতে আমাদের সময়ের আশা, ভীতি ও প্রত্যাশাকে প্রকাশ করা ও সে অনুযায়ী সেগুলোকে পরীক্ষা, বিনির্মাণ ও নতুন করে সাজানো।

অতি সাম্প্রতিক কালে হার্ভার্ডের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সাবেক প্রফেসর উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ (১৯১৬–২০০০) বাইবেলের ঐতিহাসিক উপলব্ধির উপর জোর দিয়েছেন।[৮২] বাইবেলের প্রতিটি পঙক্তির যেখানে নানাভাবে ব্যাখ্যা হয়ে থাকতে পারে সেখানে বাইবেল 'আসলে' কী বুঝিয়েছে বলা মুশকিল। ধার্মিক লোকজন নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতায় তাদের নিস্কৃতি খুঁজে বের করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাইবেল ইহুদি ও ক্রিশ্চানদের কাছে ভিন্ন অর্থ বয়ে এনেছে। তাদের ব্যাখ্যাকারগণ নিশ্চিতভাবেই বিশেষ পরিস্থিতিতে রঞ্জিত ছিলেন। কোনও ব্যাখ্যা কেবল বাইবেলিয় লেখকগণ কী বলেছেন তার উপরই কেন্দ্রিভূত হয়ে অন্য প্রজন্মের ইহুদি ও ক্রিশ্চানগণ কীভাবে তা উপলব্ধি করেছে তাকে অগ্রাহ্য করলে বাইবেলের তাৎপর্য বিকৃত হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

কী হবে সামনের পদক্ষেপ? সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে বাইবেল সম্পর্কে বহু আধুনিক অনুমান ভ্রান্ত। বাইবেল দাসত্বমূলক সমরূপতা উৎসাহিত করেনি। বিশেষ করে ইহুদি ট্র্যাডিশনে, আর. এলিয়েযারের গল্পের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি আমরা। এমনকি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরও একজন ব্যাখ্যাকারকে অন্যের ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেনি। প্রথম থেকেই বাইবেলিয় লেখকগণ পরস্পরের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত টেক্সটের সম্পাদকগণ সংযুক্ত করেছেন। তালমুদ ছিল একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক টেক্সট, সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হলে একজন ছাত্রকে তা নিজস্ব উত্তর খুঁজে পেতে বাধ্য করত। হান্স ফ্রাই ঠিকই বলেছেন: বাইবেল ছিল বিদ্রোহী দলিল, আমোস ও হোসিয়ার আমল থেকেই অর্থডক্সিকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

নীতি ও সিদ্ধান্তকে বৈধ করার লক্ষ্যে প্রুফ টেক্সট উদ্ধৃত করার আধুনিক অভ্যাস ব্যাখ্যামূলক ঐতিহ্যর বিরোধী। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ঐশীগ্রন্থসমূহ আসলে কোনও টেক্সট নয়, এগুলো কর্মকাণ্ড, এক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া যা হাজার হাজার লোককে দুর্জ্ঞেয়র সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাইবেলকে বিভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাসের পক্ষে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তবে এটা এর প্রধান কাজ নয়। আক্ষরিক অর্থের উপর মৌলবাদীদের জোর আধুনিক চেতনা তুলে ধরে, কিন্তু এটা ট্র্যাডিশনের লঙ্ঘন, যা সাধারণত কোনও কোনও সংখ্যাতাত্ত্বিক বা তথ্যমূলক ব্যাখ্যা পছন্দ করে। উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেলে কোনও একক সৃষ্টিতত্ত্ব নেই, জেনেসিসের প্রথম অধ্যায় বিরল ক্ষেত্রে বিশ্বসৃষ্টির বাস্তব বর্ণনা হিসাবে পাঠ করা হয়ে থাকে। ডারউইনবাদের বিরোধী অনেক ক্রিশ্চানই আজ কালভিনিস্ট, কিন্তু কালভিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বাইবেল বৈজ্ঞানিক দলিল নয়, যার জ্যোতির্বিজ্ঞান বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শিখতে চায় তাদের অন্যত্র সন্ধান করা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দেখেছি, বিভিন্ন টেক্সট সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কর্মসূচি সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আথানাসিয়াস ও আরিয়াস ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস প্রমাণ করতে উদ্ধৃতি বের করতে পারতেন। এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো কোনও সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা না পাওয়ায় ফাদাররা ধর্মতাত্ত্বিক সমাধান সন্ধান করেছেন যার সাথে বাইবেলের মিল সামান্যই। দাস মালিকরা একভাবে বাইবেল ব্যাখ্যা করেছে, দাসরা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। নারীদের পুরোহিত পেশায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে এখন যে বিতর্ক চলছে তার বেলায়ও একই কথা খাটে। সকল আদি প্রাক-আধুনিক দলিলের মতো বাইবেল একটি পুরুষতান্ত্রিক টেক্সট। নারীবাদও নারী পৌরহিত্যের বিরোধীরা তাদের যুক্তি প্রমাণের লক্ষ্যে অসংখ্য বাইবেলিয় টেক্সট খুঁজে বের করতে পারবে, কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টের কোনও কোনও লেখকের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ক্রাইস্টে নারী বা পুরুষ কিছুই ছিল না প্রমাণ করার মতো উদ্ধৃতিও দেওয়া যাবে এবং দেখানো যাবে যে নারীরা 'সহকর্মী' ও 'সহ-সহচর' হিসাবে আদি চার্চে কাজ করেছেন। যুক্তি হিসাবে টেক্সট ছোঁড়াছুঁড়ি একটি অর্থহীন কাজ। ঐশীগ্রন্থ এই ধরনের বিতর্কের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা যোগাতে পারে না।

ঐশীগ্রন্থীয় সহিংসতার বেলায়ও একই কথা। বাইবেলে সত্যিই বহু সহিংসতার ঘটনা রয়েছে–কুর'আনের চেয়ে ঢের বেশি। এবং সন্দেহাতীতভাবে সত্যি যে, গোটা ইতিহাস জুড়ে মানুষ নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডকে ন্যায্য প্রমাণ করতে বাইবেল ব্যবহার করেছে। ক্যান্টওয়েল স্মিথ যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, বাইবেল ও এর ব্যাখ্যাসমূহকে অবশ্যই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। পৃথিবী বরাবরই সহিংস স্থান ছিল, ঐশীগ্রন্থ ও এর ব্যাখ্যা প্রায়শই সমসাময়িক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। ডিউটেরোনমিস্টদের তুলে ধরা জোশুয়া একজন অসিরিয় জেনারেলের মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ক্রুসেডাররা জেসাসের শান্তিবাদী শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে পবিত্র ভূমিতে অভিযানের জন্যে চুক্তিতে নিয়োজিত হয়েছে, কারণ তারা ছিল সৈনিক, একটা উগ্র ধর্ম পেতে চেয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণ সামন্ত রেওয়াজ বাইবেলের প্রয়োগ করেছে। আমাদের নিজস্ব কালেও একথা সত্যি। আধুনিক কাল এক নজীরবিহীন মাত্রায় সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে; এটা বিস্ময়কর নয় যে, কোনও কোনও মানুষের বাইবেল পাঠের ধারাকে তা প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু ঐশীগ্রন্থ যেহেতু এমনি যাচ্ছেতাইভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং ইহুদি, মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের দায়িত্ব রয়েছে একটা পাল্টা বয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠা করা যা তাদের ব্যাখ্যামূলক ঐতিহ্যের উদার বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুরুত্ব দেবে। আন্তধর্ম সমঝোতা ও সহযোগিতা এখন আমাদের টিকে থাকার পক্ষে জরুরি হয়ে পড়েছে: তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের সদস্যদের সম্ভবত একটি সাধারণ হারমেনেউটিক্স গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করা উচিত। এটা খোদ সমস্যাসঙ্কুল টেক্সসমূহের স্থিতিশীল সমালোচনামূলক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিরীক্ষা ধারণ করবে, যেভাবে ইতিহাস জুড়ে এগুলোকে ব্যাখ্যা করে আসা হয়েছে, এবং সেইসব লোকের ব্যাখ্যার গভীর পরীক্ষা যারা আজ সেগুলোকে ব্যবহার করছে। ট্র্যাডিশনে তাদের সামগ্রিক গুরুত্বও স্পষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

মাইকেল ফিশবেন-এর পরামর্শ হচ্ছে, আমাদের 'অনুশাসনের ভেতরে অনুশাসন' সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ধর্মীয়ভাবে বিরোধী প্রকাশিত ঘৃণাকে কোমল করা যেতে পারে। বাইবেল আসলেই ক্রুদ্ধ অর্থডক্সির বিপদের প্রমাণ–এবং আমাদের নিজস্ব কালে এসব অর্থডক্সিই ধর্মীয় নয়। এক ধরনের 'সেক্যুলার মৌলবাদ' রয়েছে, যা সেক্যুলারিজমের বাইবেল ভিত্তিক যেকোনও মৌলবাদী ধারণার মতোই উগ্র, পক্ষপাতদুষ্ট ও ভ্রান্ত। কাব্বালিস্টরা তোরাহর ভ্রান্তি সম্পর্কে তীব্রভাবে সজাগ ছিল, তারা দিনের কর্কশ প্রাধান্য হ্রাস করতে উদ্ভাবনী উপায় বের করেছে। খোদ বাইবেলেও একই রকম বিতর্ক রয়েছে। পেন্টাটিউকে `P'র সমন্বয়ের বাণী ডিউটেরোনমির কঠোরতার বিরোধিতা করেছে। নিউ টেস্টামেন্টে রেভেলেশনের যুদ্ধসমূহ সারমন অন দ্য মাউন্টের শান্তিবাদের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেরোমে ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিকে অগাস্তিন বাইবেলিয় বিতর্কে দয়া ও বিনয়ের আবেদন জানিয়েছেন, ঠিক পরবর্তী সময়ের কালভিন যেমন লুথার ও যিউইংলির যুক্তিমূলক আক্রমণে ভীত বোধ করেছেন। বাইবেলিয় আগ্রাসনের পক্ষে উৎসাহকে ঠেকাতে বেছে নেওয়া অনুশাসনকে, ফিশবেন যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, এই বিকল্প বাণীকে আমাদের বিভাজিত বিশ্বে আরও শ্রবণযোগ্য করে তুলতে হবে। বুবের, রোজেনভিগ ও ফ্রেই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাইবেলের পাঠ পণ্ডিতদের আইভরি টাওয়ারে সীমিত থাকা উচিত হবে না, বরং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে প্রবলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মিদ্রাশ ও ব্যাখ্যাসমূহ সবসময়ই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত হবে ধরে নেওয়া হয়েছে। মৌলবাদীদের কেবল এই প্রয়াস পাওয়া একমাত্র গোষ্ঠী হতে দেওয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুবের ও রোজেনভিগ, দুজনই বাইবেল শ্রবণের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়েছেন। গোটা জীবনী জুড়ে আমরা ইহুদি-ক্রিশ্চানরা ঐশীগ্রন্থ উপলব্ধি করার লক্ষ্যে যে গ্রাহী, স্বজ্ঞা প্রক্রিয়া চর্চা করার প্রয়াস পেয়ে এসেছে তার বিভিন্ন পথ বিবেচনা করেছি। আজকের দিনে এটা কঠিন। আমাদের সমাজ মুখর ও মতামতমুখী, সব সময় শুনতে আগ্রহী নয়। রাজনীতি, প্রচারমাধ্যম ও একাদেমের ডিসকোর্স আবিশ্যিকভাবেই বৈরী। গণতন্ত্রের বেলায় এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা বোঝাতে পারে যে, সাধারণ মানুষ আসলে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। পার্লামেন্টারি বিতর্ক বা টেলিভিশনে প্যানেল আলোচনার সময় এটা প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রতিপক্ষ কথা বলার সময় অংশগ্রহণকারীরা স্রেফ *তারা* এরপরে যে চতুর কথাটি বলতে যাচ্ছে সেটাই ভাবতে থাকে। বাইবেলিয় ডিসকোর্স প্রায়শই ঠিক একই সংঘাতময় চেতনায় পরিচালিত হয়ে থাকে, হাসিদিক নেতা দোভ বারের প্রস্তাবিত 'শ্রোতা কান' থেকে একেবারেই ভিন্ন। আমরা জটিল জিজ্ঞাসার চট জলদি জবাবও আশা করি। শোরগোলই সব। বাইবেলিয় আমলে কোনও কোনও লোক লিখিত ঐশীগ্রন্থ চালাক, উপরিতলের 'জ্ঞান' উৎসাহিত করবে বলে ভয় পেত। ইলেক্ট্রনিক যুগে এটা আরও বড় ধরনের বিপদে পরিণত হয়েছে, লোকে যখন মাউস ক্লিক করেই সত্য আবিষ্কারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এতে করে বাইবেলের সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পাঠ কঠিন হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পদ্ধতির সাফল্য ছিল অসাধারণ, এটা আমাদের বাইবেল *সম্পর্কে* নজীরবিহীন জ্ঞান যুগিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার যোগান দেয়নি। ফিশবেন ঠিকই বলেছিলেন: অতীতের *হোরোয* ও *পেশার* ব্যাখ্যাসমূহ এখন আর কোনও পছন্দ নয়। কিংবা অরিগেনের বিস্তারিত অ্যালেগোরিও নয়, যিনি হিব্রু ঐশীগ্রন্থের প্রত্যেক শব্দে একটা না একটা গস্পেল *মিকরা*'র দেখা পেতেন। এই ধরনের সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আদি টেক্সটের অখণ্ডতা লঙ্ঘন করে বলে আধুনিক একাডেমিক অনুভূতিকে আহত করে। তবে *অ্যালেগোরিয়ায়* এক ধরনের ঔদার্য ছিল আধুনিক ডিসকোর্সে যার অভাব রয়েছে। ফিলো ও অরিগেন বিতৃষ্ণার সাথে বাইবেলিয় টেক্সটসমূহকে বাতিল করে দেননি, বরং সেগুলোকে সন্দেহাবসর দিয়ছেন। ভাষার আধুনিক দার্শনিকগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে যে কোনও ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'দয়ার নীতি' খুবই জরুরি। আমরা যদি সত্যিই একে অপরকে বুঝতে চাই, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, বক্তা সত্যি কথাই বলছেন। *অ্যালেগোরিয়া* ছিল বর্বরোচিত ও অস্পষ্ট বোধ হওয়া টেক্সটে সত্যি খুঁজে নিয়ে তাকে অধিকতর আন্তরিক পরিভাষায় প্রকাশ করার প্রয়াস।[১] যুক্তিবাদী এন. এল. উইলসন যুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে ধরেছেন যে, কোনও অচেনা টেক্সটের মুখোমুখি হওয়া একজন সমালোচককে অবশ্যই 'দয়ার নীতিমালা' প্রয়োগ করতে হবে। তাকে অবশ্যই একে 'সেটা সত্যি সম্পর্কে কতখানি জানে, তাকে সংকলনের বিভিন্ন বাক্যের ভেতর সত্যিকে সর্বোচ্চ করবে।'[২] ভাষাতাত্ত্বিক ডোনাল্ড ডেভিডসন বলেছেন, 'অন্যের উচ্চারণ ও আচরণের ভেতর অর্থ খুঁজে পাওয়া, এমনকি সবচেয়ে ব্যতিক্রমী আচরণের অর্থ বের করার জন্যে আপনার প্রয়োজন হবে সেগুলোর ভেতর বিপুল পরিমাণ সত্যি ও যুক্তি খুঁজে পাওয়া।'[৩] এমনকি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও, 'আপনাকে ধরে নিতে হবে যে আগন্তুক আপনার মতোই একই প্রকৃতির,' নইলে আপনি তাদের মানবিকতা অস্বীকার করার বিপদে পড়ে যাবেন। 'দয়া আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে,' উপসংহার টেনেছেন ডেভিডসন, 'আমরা পছন্দ করি বা না করি, অন্যদের বুঝতে চাইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে তারা সঠিক।'[৪] অবশ্য জনগণের এলাকায় লোকজনকে প্রায়শই তাদের কথা সত্যি প্রমাণিত হওয়ার আগেই ভুল ধরে নেওয়া হয়, এটাই শেষ পর্যন্ত বাইবেলের উপলব্ধির ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে।

'দয়ার নীতি' অন্যের সাথে 'একাত্ম' বোধ করার দায়িত্ব 'সহানুভূতির' ধর্মীয় আদর্শের সাথে মিলে যায়। অতীতের কোনও কোনও মহান ব্যাখ্যাকার–হিল্লেল, জেসাস, পল, ইয়োহানান বেন যাক্কাই, আকিবা ও অগাস্তিন–জোর দিয়ে বলে গেছেন, দয়া ও প্রেমময় ভালোবাসা বাইবেলিয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবশ্যিক। আমাদের এই বিপজ্জনক রকম মেরুকৃত বিশ্বে ধার্মিকদের একটি সাধারণ হারমেনিউটিক্স নিশ্চিতভাবে এই ট্র্যাডিশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব ঐশীগ্রন্থের ঘাটতিগুলোকে আগে যাচাই করতে হবে, কেবল তারপরেই বিনয়, ঔদার্য ও দয়ার মানসিকতা নিয়ে অন্যদের ব্যাখ্যা শুনতে হবে।

গোটা বাইবেলকে স্বর্ণবিধির 'ধারাভাষ্য' হিসাবে ব্যাখ্যা করার কী মানে দাঁড়াবে? এর জন্যে সবার আগে অন্যদের ঐশীগ্রন্থ উপলব্ধির দাবি করবে। আর. মেয়ার বলেছেন, ঘৃণার সঞ্চার করে ও অন্যদের অপদস্থ করতে পারে এমন যেকোনও ব্যাখ্যাই বেআইনী। আজকের দিনে 'অন্য' এই 'সাধু'দের ভেতর মুহাম্মদ, বুদ্ধ ও ঋগবেদের *ঋষি*দেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মিকা'র কোডা পাঠ করার ক্ষেত্রে মাইকেল ফিশবেনের চেতনানুসারে ক্রিশ্চানদের অবশ্যই তানাখকে কেবল ক্রিশ্চান ধর্মের সামান্য উপক্রমনিকা বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে ও র‍্যাবাইদের অন্তদৃষ্টিকে মূল্য দিতে শিখতে হবে। ইহুদিদের জেসাস ও পলের ইহুদিসত্তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং ফাদারস অভ দ্য চার্চ-কে বুঝতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগাস্তিন দাবি করেছেন, ঐশীগ্রন্থ দায়া ছাড়া ভিন্ন কিছুই শেখায় না। তাহলে আমরা কেমন করে জোশুয়ার হত্যাকাণ্ড, ফারিজিদের উপর গস্পেলের খিস্তিখেউড় আর রেভেলেশনের যুদ্ধগুলোকে ব্যাখ্যা করব? অগাস্তিন যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, এইসব ঘটনাকে আগে তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে, তারপর আমরা ইতিমধ্যে যেমনটি উল্লেখ করেছি সেভাবে পাঠ করতে হবে। অতীতে কীভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল? এগুলো কি আধুনিক কালের রাজনৈতিক দৃশ্যপট ও সমসাময়িক ডিসকোর্সের দয়ার ঘাটতির উপর কোনও আলোকপাত করে?

আজকের দিনে আমরা ধর্মীয় ও সেক্যুলার উভয় এলাকাতেই বড় বেশি কঠোর নিশ্চয়তা লক্ষ করি। সমকামী, উদারপন্থী বা নারী যাজকদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দানের বদলে আমরা অগাস্তিনের বিশ্বাসের বিধির কথা স্মরণ করতে পারি: একজন ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই সব সময়ই কোনও টেক্সটের সবচেয়ে উদার ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে। অতীতের অর্থডক্সিকে সমর্থন করার জন্যে কোনও বাইবেলিয় টেক্সট ব্যবহার না করে আধুনিক হারমেনেউটিক্সদের মিদ্রাশের মূল অর্থ মনে রাখা উচিত হবে: 'অনুসন্ধানের অগ্রসর হওয়া।' নতুন কিছুর সন্ধান করাই ব্যাখ্যা। বুবের বলেছেন, প্রত্যেক পাঠককে এমনভাবে বাইবেলের সামনে দাঁড়াতে হবে যেভাবে মোজেস জ্বলন্ত ঝোপের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, মনোযোগের সাথে ঐশী বাণীর অপেক্ষায় থাকতে হবে যা তাকে সাবেক ধারণা একপাশে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করবে। এটা যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আঘাত দেয়, আমরা বালতাসারের সাথে তাদের মনে করিয়ে দিতে পারি, কর্তৃপক্ষও ঐশীগ্রন্থের *মিকরার* কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

সব প্রধান ধর্মই জোর দিয়ে বলে যে, দৈনিক, ঘণ্টাপ্রতি সহানুভূতির অনুশীলন আমাদের ঈশ্বর, নির্বানা ও দাও-এর কাছে পৌঁছে দেবে। 'দয়ার নীতি' ভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে এক আধ্যাত্মিক অনুশীলন, আমাদের এই বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন বিশ্বে যার খুবই প্রয়োজন। বাইবেল মৃত অপ্রাসঙ্গিক কতগুলো বর্ণমালায় পরিণত হওয়ার বিপদে রয়েছে। এর আক্ষরিক অভ্রান্ততার দাবির কারণে বিকৃত হয়েছে, সেকুল্যার মৌলবাদীদের হাতে–প্রায়শই অন্যায়ভাবে–পরিহাসের শিকার হয়েছে। এটা ঘৃণা ও বন্ধ্যা যুক্তির ভাণ্ডারকে ইন্ধন যোগানো বিষাক্ত অস্ত্রে পরিণত হতে চলেছে। অধিকতর সহানুভূতিশীল হারমেনেউটিক্স আমাদের এই ছন্দহীন বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা বিবরণের যোগান দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পরিভাষা

অ্যালেগোরি (গ্রিক, অ্যালেগোরিয়া) একটি বিষয়ের আড়ালে ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাকারী ডিসকোর্স।

অ্যানাগোগি; অ্যানাগোগিকাল (গ্রিক) বাইবেলিয় টেক্সটের অতীন্দ্রিয় বা পারলৌকিক অর্থ।

অ্যাপাথিয়া (গ্রিক) পার্থিব অবস্থার প্রতি নিস্পৃহতা, নিরাসক্ততা, প্রশান্তি, আত্মসচেতনাহীন ও অনাক্রম্যতা।

অ্যাপোক্যালিপ্স (গ্রিক, অ্যাপোক্যালিপ্সিস) আক্ষরিক অর্থে, 'উন্মোচন' বা 'প্রকাশ'। প্রায়শই সময়ের শেষ পর্যায় সম্পর্কে প্রত্যাদেশের কথা বোঝানো হয়ে থাকে।

অ্যাপোলোজিয়া (লাতিন) যৌক্তিক ব্যাখ্যা। ক্রিশ্চান অ্যাপোলজিস্টগণ প্যাগান পড়শীদের বিশ্বাস করাতে তাদের বিশ্বাসের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অ্যাপোফ্যাথিক (গ্রিক) নীরব; ভাষার ক্ষমতার অতীত এক অভিজ্ঞতা। গ্রিক ক্রিশ্চানরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, সকল ধর্মতত্ত্বেরই স্থিরতা, প্যারাডক্স ও প্রতিরোধ থাকতে হবে যাতে ঈশ্বরের রহস্য ও অনির্বচনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা যায়।

বাভলি বাবিলোনিয় তালমুদ।

বিনাহ (হিব্রু) বুদ্ধিমত্তা: সৃষ্টি ও নিস্কৃতির কাব্বালিস্টিক মিথের তৃতীয় *সেফিরদ*, 'অতিপ্রাকৃত মাতা' হিসাবেও পরিচিত, *হাখমাহ* কর্তৃক অনুপ্রবেশ করা জঠর যা সাতটি 'নিম্ন পর্যায়ের *সেফিরদের* এবং এভাবে বাকি সমস্ত কিছুর জন্ম দিয়েছে।

ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস আদিম বিপর্যয় বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহৃত লুরিয়ানিক কাব্বালাহর পরিভাষা, যখন স্বর্গীয় জ্যোতি পৃথিবীতে পড়ে বস্তুতে আটকা পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যানন আক্ষরিক অর্থে নিয়ম বা বিধান; হিব্রু ও ক্রিশ্চান বাইবেলের সরকারীভাবে গৃহীত পুস্তকসমূহ।

ক্রাইস্ট (গ্রিক, ক্রিস্তোস) হিব্রু মেসায়াহর ('মনোনীত জন') গ্রিক অনুবাদ; জেসাস অভ নাযারেথের ক্ষেত্রে আদি ক্রিশ্চানদের ব্যবহৃত।

কোয়েন্সিদেন্তা অপোজিতোরিয়াম (লাতিন) 'বিপরীত বিষয়ের যুক্তি'; পরমানন্দমূলক অভিজ্ঞতা বোঝাতে ব্যবহৃত পরিভাষা, যখন সমস্ত বস্তুর ঐক্যের উপলব্ধি থেকে বিভাজন ও বিরোধ মিলিয়ে যেতে শুরু করে; ছন্দ ও সামগ্রিকতার এক নুমিনাস উপলব্ধি।

দারাশ (হিব্রু) 'পাঠ করা,' 'অনুসন্ধান করা,' পরিভাষাটি কাব্বালিস্টদের *পারদেস* ব্যাখ্যায় ঐশীগ্রন্থের নৈতিক বা হোমিলেটিক অর্থ বোঝোতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

দেমিওগোগস (গ্রিক) 'কারিগর'। প্লেটোর তিমাকাস-এ দেমিওগোগস ছিল পরম ঈশ্বরের অধীন স্বর্গীয় কারিগর, যারা বস্তুগত জগতের আকার ও সামঞ্জস্য দিয়েছে যাতে তা চিরন্তন আকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। নস্টিকরা ইহুদি বাইবেলের ঈশ্বরকে বোঝাতে দেমিওগোগ পরিভাষা ব্যবহার করেছে, যিনি বস্তুর অশুভ জগৎ সৃষ্টির জন্যে দায়ী।

ডিউটেরোনমি, ডিউটেরোনমিস্ট (গ্রিক, *দিউতেরিমিয়ন*, 'দ্বিতীয় আইন') এই কথাটি মূলত নেবো পাহাড়ে পরলোকগমনের আগে মোজেসের চূড়ান্ত ডিসকোর্স বোঝায়, পেন্টাটিউকের পুস্তকে যার বর্ণনা রয়েছে। পরিভাষাটি বিসিই সপ্তম শতাব্দীতে ডিউটেরোনমি ও স্যামুয়েল ও কিং রচনাকারী সংস্কারকদের বেলায়ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দেভেকুত (হিব্রু) ঈশ্বরের সাথে 'সংশ্লিষ্টতা'। হাসিদিমের কাঙ্ক্ষিত ঐশীসত্তার চিরন্তন সচেতনতা।

দিন (হিব্রু) কঠোর বিচার; সৃষ্টি ও নিষ্কৃতির লুরিয় কাব্বালাহর কাব্বালিস্টিক মিথের পঞ্চম *সেফিরদ*। *দিন* ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস-এর আদিম বিপর্যয়ের পর প্রধান হয়ে ওঠা ঈশ্বরের অশুভ সম্ভাবনা তুলে ধরে।

ডগমা (গ্রিক) চার্চের গুপ্ত অনির্বচনীয় ট্র্যাডিশন বোঝাতে গ্রিকভাষী ক্রিশ্চানদের ব্যবহৃত শব্দ, কেবল অতীন্দ্রিয়ভাবে ও প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হলেও বোঝা যায়। পশ্চিমে 'ডগমা' নির্দিষ্ট ও কর্তৃত্বপরায়ণ-মূলকভাবে বর্ণিত কতগুলো মতবাদের সমষ্টি বোঝায়।

দিনামিক্স (গ্রিক) ঈশ্বরের 'ক্ষমতা', গ্রিকদের বাহ্যিক জগতে ও বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড। একে ঈশ্বরের দুর্গম *আউসা*, 'সত্তা' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকোনমি বিশ্বের ঐশী সরকার। গোটা বাস্তবতা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ঐশী পরিচালনা ব্যবস্থা।

এক্সতাসিস (গ্রিক, 'বাইরে পা রাখা') এমন এক পরমানন্দ যা উপাসককে ব্যক্তিসত্তা ও পার্থিব অভিজ্ঞতার বাইরে নিয়ে যায়।

এক্কলেসিয়া (গ্রিক) সমাবেশ; চার্চ।

ইমেনেশন এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম বাস্তবতা একটি একক আদিম উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা যাঁকে ঈশ্বর বলে শনাক্ত করে; কেউ কেউ ইমেনেশনের উপমাকে শূন্য হতে সৃষ্টির বদলে প্রাণের উৎস বোঝাতে ব্যাবহার করতে পছন্দ করেন: সময়ের এক বিশেষ মুহূর্তে সব বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি।

এন সফ (হিব্রু, 'অন্তহীন') কাব্বালাহর অতীন্দ্রিয় দর্শনে ঈশ্বরের দুর্বোধ্য, অগম্য ও অজ্ঞাত সত্তা, গডহেড, ঐশীসত্তার গুপ্ত উৎস বা শেকড়।

এনারজিয়াই (গ্রিক, 'শক্তি') জগতে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড, যা আমাদের তাঁর একটা আভাস পেতে সাহায্য করে। *দিনামিক্সের* মতো এই পরিভাষাটি ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থেকে অনির্বচনীয় ও দুর্বোধ্য সত্তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

এপিথালামিয়াম (লাতিন, পরম্পরা) বর ও কনের মিলনের বর্ণনাদানকারী বিয়ের গান।

এসক্যাটোলজি (গ্রিক এস্কাতোস, 'শেষ' থেকে উদ্ভূত) শেষ দিন ও অন্তিম কাল নিয়ে গবেষণা।

এক্স নিহিলো (লাতিন, 'শূন্য হতে') সময়ের বিস্তারে একটি মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত অনন্য কর্মে শূন্য হতে ঈশ্বরের সৃষ্টির কর্ম বোঝাতে ব্যবহৃত পরিভাষা। কোনও কোনও দার্শনিক একে এক অসম্ভব ধারণা বলে আবিষ্কার করেছেন, কারণ গ্রিক যৌক্তিক ধর্মতত্ত্বে মহাবিশ্ব চিরন্তন এবং ঈশ্বর নিরাসক্ত, তিনি চকিত কর্মকাণ্ড বা পরিবর্তনের বিষয় নন।

এক্সিজেসিস (গ্রিক) 'নেতৃত্ব দান বা পথ নির্দেশ করা'; বাইবেলিয় টেক্সটের ব্যাখ্যা ও তর্জমার কাজ।

ফাদার ঈশ্বরের কথা বোঝাতে জেসাস যে পদবী ব্যাবহার করেছেন বলে মনে হয়। পরে ক্রিশ্চানদের ট্রিনিটির প্রথম *দিনামিক্সের* সাথে শনাক্ত করা হয়েছে।

গাওন (হিব্রু) রাব্বিনিকাল একাডেমির প্রধান বা অধ্যক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেমারা (হিব্রু) তালমুদের ব্যাখ্যা, মিশনাহর ধারাভাষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

জেন্টাইল অ-ইহুদি; লাতিন *জেন্তিস* থেকে উদ্ভুত; হিব্রু *গোয়িম*- 'বিদেশী জাতি'-এর অনুবাদ।

নস্টিক (গ্রিক) নসিসের উপর গুরুত্ব আরোপকারী ক্রিশ্চানদের একটি ধারা, নিস্তারদানকারী 'জ্ঞান' এবং বার্তাবাহক হিসাবে জেসাসকে প্রেরণকারী সম্পূর্ণ অধ্যাত্মিক ঈশ্বরের সাথে ইহুদি বাইবেলে প্রকাশিত *দেমিওরগোস*-এর পার্থক্য বোঝায়, যিনি প্রকৃতির অশুভ জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

গডফিয়ারার জেন্টাইল পৌত্তলিক সহানুভূতিশীল, সিনাগগের সম্মানিত সদস্য যার অঙ্গীকারের বিভিন্ন রকম মাত্রা রয়েছে।

গডহেড ঐশ্বরিকতার উৎস, ঐশ্বরিকতার গুপ্ত শেকড়, *এন সফ*।

গস্পেল আক্ষরিকভাবে 'শুভ সংবাদ' (অ্যাংলো-স্যাক্সন *গড স্পেল* থেকে) আদি চার্চের ঘোষণা (গ্রিক *ইভানজেলিও*)। জেসাসের বিভিন্ন জীবনী বোঝাতেও এই পরিভাষাটি প্রযুক্ত হয়।

গোয়িম (হিব্রু) বিদেশী জাতি। জেন্টাইল

হালাকাহ, হালাকাথ (হিব্রু) রাব্বিনিকাল আইনী রায়।

হেরেদিম (হিব্রু, 'কম্পিত জন', ইসায়াহ ৬৬: ৫ থেকে উদ্ভুত পরিভাষা, ধর্মপ্রাণ ইসরায়েলিদের বোঝাতে, যারা ঈশ্বরের বাণী শুনে 'কাঁপে', আল্ট্রা অর্থডক্স ইহুদিদের বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

হাসিদ (হিব্রু , 'ধার্মিক জন') হাসিদিম বা'ল শেম তোভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইহুদি অতীন্দ্রিয় সংস্কার আন্দোলন।

হাসকালাহ (হিব্রু) মোজেস মেন্দেলসন প্রতিষ্ঠিত ইহুদি আলোকন।

হারমেনেউটিক্স (গ্রিক) বিশেষ করে ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যার কৌশল।

হেসেদ (হিব্রু) মূলত গোত্রীয় বা কাল্টিক 'আনুগত্য'। পরে 'ভালোবাসা' বা 'করুণা'। সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের ষষ্ঠ *সেফিরদ*, *দিনের* সাথে জোড় বাঁধা; হেসেদকে সব সময়ই ঈশ্বরের কঠোর বিচারকে কোমল করতে হয়।

হোদ (হিব্রু, 'আভিজাত্য') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের অষ্টম *সেফিরদ*।

হোলি স্পিরিট তালমুদিয় আমলে র‍্যাবাইদের ব্যবহৃত পরিভাষা; প্রায়শ পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝাতে *শেখিনাহ*র সাথে বিনিময়যোগ্য; আমাদের সব সময় এড়িয়ে যাওয়া ঈশ্বরের চরম দুর্জ্ঞেয় ঐশ্বরিকতাকে আলাদা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায়। ক্রিশ্চান ধর্মে এই ঐশী উপস্থিতি ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত তিনটি *দিনামিকস* –ফাদার ও লোগোসের সাথে তৃতীয়টিতে পরিণত হয়।

হোখমাহ (হিব্রু, 'প্রজ্ঞা') বাইবেলে প্রজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টির নীলনকশা, বিশ্বজগৎ পরিচালনাকারী স্বর্গীয় পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত যা তোরাহর সাথে একাত্ম হয়েছে, সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্ট মিথের দ্বিতীয় *সেফিরদ* হচ্ছে *হোখমাহ* যা প্রথম *সেফিরদের* সাথে একটি 'বিন্দু' হিসাবে মিলিত হয়ে *বিনাহর* জঠরকে ছিদ্র করেছে।

হোরোষ (হিব্রু, 'গ্রন্থিত করা') বিভিন্ন বাইবেলিয় উদ্ধৃতিকে 'একসূত্রে' গাঁথার রাব্বিনিক অনুশীলন, যা *কোয়েনসিদেন্সিয়া অপোজিতোরিয়ামের* অভিজ্ঞতা যোগায়।

হাইপোথেসিস (গ্রিক, 'অন্তস্থ যুক্তি') মূলত উপটেক্সট, বাইবেলের উপরিতলের অর্থের আড়ালে লুকানো বার্তা। পরে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রদর্শনীকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

ইনকারনেশন (লাতিন থেকে উদ্ভূত) পার্থিব আকৃতিতে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার 'মূর্তরূপ'। ক্রিশ্চান ধর্মে এটা বিশেষভাবে লোগোসের অবতরণ বোঝায়, জেসাসের মানবীয় দেহে যাকে 'রক্তমাংসের' রূপ দেওয়া হয়েছিল।

কাব্বালাহ (হিব্রু, 'ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাডিশন') ইহুদিবাদের অতীন্দ্রিয়বাদী ট্র্যাডিশন।

কেরিগমা (গ্রিক) চার্চের ভাষায় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভব বাইবেল ভিত্তিক গণশিক্ষাকে বোঝাতে গ্রিক ক্রিশ্চানদের প্রযুক্ত পরিভাষা, ডগমার বিপরীতে, যেটা সম্ভব নয়।

কেদার এলিয়ম (হিব্রু, 'পরম মুকুট') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের প্রথম *সেফিরদ*, 'কৃষ্ণ শিখা' হিসাবে এন সফের অতলান্ত গভীরতা থেকে যার আবির্ভাব। এটা 'কিছু না' হিসাবেও পরিচিত, কারণ মানুষের বোধগম্য কোনও শ্রেণীতেই তা পড়ে না।

কেসুভিন (হিব্রু) রচনা; হিব্রু বাইবেলের তৃতীয় শ্রেণী; রচনার অনুশাসন ক্রনিকলস, এযরা, নেহেমিয়াহ, এস্থার, জব ও সলোমনের নামে প্রচলিত প্রজ্ঞা পুস্তকসমূহ, প্রোভার্বস, এক্সলেসিয়াস্তিকস ও সং অভ সংস অন্তর্ভুক্ত করেছে।

লেকশিও দিভাইনা (লাতিন) 'পবিত্র পাঠ' ধীরে ধীরে ধ্যানীর মতো বাইবেল পাঠের মঠের অনুশীলন, নিজেকে অংশের সাথে মিলিয়ে ফেলে *এক্সতাসিসের* অভিজ্ঞতা লাভ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোগোস (গ্রিক) 'যুক্তি'; 'সংজ্ঞা'; 'বাণী'; ঈশ্বরের লোগোসকে প্রজ্ঞা ও ঈশ্বরের বাণীর সাথে এক করে দেখা হয় যা সব কিছুকে অস্তিত্ব দিয়েছে এবং সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মানবজাতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। জনের গস্পেলের সূচনায় দাবি করা হয়েছে যে বাণী নাযারেথের জেসাসের মাঝে মানব রূপ ধারণ করেছিলেন।

লুরিয়ানিক কাব্বালাহ যিময়ুম মিথের উপর ভিত্তি করে ষোড়শ শতাব্দীতে ইসাক লুরিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাব্বারাহর ধরন।

মালকুদ (হিব্রু, 'রাজ্য') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের শেষ *সেফিরদ*। একে *শেখিনাহ*ও বলা হয়, পৃথিবীতে ঐশী উপস্থিতি।

মাসকিলিম (হিব্রু, 'আলোকিত জন') ইহুদি আলোকনের অনুসারীবৃন্দ, যারা ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ে অবনত করে একে যৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করতে চেয়েছে ও জেন্টাইল সমাজে অংশ নিতে চেয়েছে।

মেসায়াহ (হিব্রু, মেশায়াহ, 'মনোনীত জন') পরিভাষাটি মূলত ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কাউকে বোঝাতে প্রযুক্ত হতো–বিশেষ করে রাজা, যিনি অভিষেকের সময় মনোনীত হয়ে 'ঈশ্বরের পুত্রে' পরিণত হয়েছেন। তবে শব্দটি পয়গম্বর ও পুরোহিতদের বেলায়ও ব্যাবহৃত হয়ে থাকে, এবং পরসিয়ার রাজা সাইরাসের ক্ষেত্রেও, যিনি ইহুদিদের জুদাহয় ফিরে যেতে ও বাবিলনে দীর্ঘ নির্বাসনের পর আবার মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি দান করেছিলেন। পরে সিই প্রথম শতাব্দীর কোনও কোনও ইহুদি শেষ কালে ইয়াহওয়েহকে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করতে সাহায্য করার জন্যে ইসরায়েলকে উদ্ধার করতে একজন মেসায়াহর প্রত্যাশা করেছে। ক্রিশ্চানরা বিশ্বাস করে যে জেসাসই মেসায়াহ ছিলেন।

মিদ্রাশ (হিব্রু) দারাশ থেকে উদ্ভূত; ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ; অনুসন্ধানের দ্যোতনাসহ, অনুসন্ধান।

মিশনাহ (হিব্রু, 'পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা') ১৩৬ ও ২০০ সিই সময়কালে প্রণীত ইহুদি ঐশীগ্রন্থ যাতে মৌখিক ট্র্যাডিশন ও রাব্বিনিক আইনী বিধির সংকলন রয়েছে।

মিসনাগদিম (হিব্রু) হাসিদিমের প্রতিপক্ষ।

মিথোস (গ্রিক, 'মিথ') ঐতিহাসিক বা সত্যনির্ভর বোঝানো হয়নি এমন কাহিনী, তবে যা কোনও ঘটনা বা বিবরণের অর্থ প্রকাশ করে এবং এর সময়হীন চিরন্তন মাত্রাকে ধারণ করে। মিথকে এমন এক অবস্থা হিসাবে বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যেতে পারে যা কোনও এককালে ঘটেছিল। মিথকে মনস্তত্ত্বের আদি রূপ হিসাবেও বর্ণনা করা হয়, যা মনের গোলকধাঁধা ও রহস্য বর্ণনা করে থাকে।

নেতসাখ (হিব্রু, 'ধৈর্য') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্ট মিথের সপ্তম *সেফিরদ*।

নেভিন (হিব্রু) 'পয়গম্বরগণ', হিব্রু বাইবেলের দ্বিতীয় শ্রেণী।

অউসিয়া (গ্রিক) ঈশ্বরের 'সত্তা', আমাদের বোধের অতীত, মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে যায় ও বাইবেলের এর উল্লেখ করা হয়নি। এটা এন সফের চেয়ে ভিন্ন নয়। তা সত্ত্বেও ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বর নিজেকে তিনটি *দিনামিক্সে* প্রকাশ করেছেন: পিতা, লোগোস এবং আত্মা।

পারদেস মূলত 'উদ্যান' বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ, তবে 'স্বর্গে'র সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চতর অতীন্দ্রিয় অবস্থা তুলে ধরে। পরবর্তীকালে *পারদেস* ঐশীগ্রন্থের কাব্বালিস্টিক ব্যাখ্যার একটা পদ্ধতিতে পরিণত হয়, যা ঐশীগ্রন্থকে *পেশাত*, (আক্ষরিক), *রেমেস* (অ্যালেগোরিকাল) ও *দারাশ* (নৈতিক) অর্থে ব্যাখ্যা করে ও স্বর্গে আধ্যাত্মিক আরোহণ অর্জন করে।

পেন্টাটিউক বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক, তোরাহ নামেও পরিচিত: জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বারস ও ডিউটেরোনমি।

পেশাত (হিব্রু) *পারদেসের* কাব্বালিস্টিক ব্যাখ্যায় ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক বোধ।

পেশার (হিব্রু, 'সঙ্কেত, ভাঙা') কামরান গোষ্ঠী ও আদি ক্রিশ্চানদের ব্যবহৃত ব্যাখ্যার ধরন, যেটা ঐশীগ্রন্থকে একটি সঙ্কেত হিসাবে বিবেচনা করে এটা, শেষ আমলে তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে।

পিস্তিস (গ্রিক) 'আস্থা'র গুণ, প্রায়শই 'বিশ্বাস' হিসাবে অনূদিত হয়।

পোলিস (গ্রিক) নগর রাষ্ট্র।

রাখমিন (হিব্রু, 'সহানুভূতি') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের চতুর্থ *সেফিরদ*। একে অনেক সময় *তিফেরেদও* ('মাহাত্ম্য') বলা হয়।

রেমেস (হিব্রু, 'অ্যালেগোরি') কাব্বালিস্টিক *পারদেস* ব্যাখ্যায় ঐশীগ্রন্থের দ্বিতীয় অর্থ।

সেফার তোরাহ (হিব্রু) জোসিয়াহর আমলে সংস্কারকদের আবিস্কৃত 'আইনের স্ক্রোল', সিনাই পাহাড়ে মোজেসকে প্রদত্ত দলিল বলে কথিত।

সেফারদিম (হিব্রু) স্পেনের ইহুদি সম্প্রদায় *(সেফারদ)*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেফিরাহ, *সেফিরদ* (হিব্রু, 'সংখ্যায় রূপান্তর') ঐশী মনস্তত্ত্বের অন্তস্থ মাত্রা: ঈশ্বরের গুণাবলী যা দূরবর্তী বিমূর্ত রূপ নয়, বরং গতিশীল তৎপরতা। কাব্বালিস্টিক মিথে দশটি *সেফিরদ* ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশের দশটি উৎসারণ বা পর্যায়। *সেফিরদ* গঠিত হয়েছে:

'উচ্চতর' *সেফিরদ*: কেদার এলিয়ন, হোখমাহ এবং বিনাহ।

সাতটি 'নিম্নতর' *সেফিরদ*: রাখমান/তিফেরেদ, *দিন, হেসেদ, নেতসাখ, ইয়েসেদ* এবং *মালকুদ শেখিনাহ* দিয়ে।

শালোম (হিব্রু) প্রায়শই 'শান্তি' হিসাবে অনূদিত হয়ে থাকে, তবে 'সামগ্রিকতা, সম্পূর্ণতা'ই সঠিক অনুবাদ

শেখিনাহ (হিব্রু) ক্রিয়া পদ *শাকুন* থেকে উদ্ভূত: তাঁবু খাটানো; তাঁবুবাসী হিসাবে জীবন যাপন। পৃথিবীতে ঐশী উপস্থিতি, ঈশ্বরের ইহুদি অভিজ্ঞতা থেকে খোদ ঈশ্বরের সত্তাকে আলাদা করার জন্যে র‍্যাবাইদের প্রযুক্ত পরিভাষা। কাব্বালিস্টরা *শেখিনাহ*কে চতুর্থ *সেফিরদ* ও নারী রূপে কল্পনা করে, যিনি বাকি *সেফিরদ* থেকে নির্বাসিত হয়ে চিরন্তনভাবে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সোলা স্ক্রিপচুরা (লাতিন) 'কেবল ঐশীগ্রন্থ'; প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মূলবাণী।

সিনোপ্টিক্স (গ্রিক, 'একসাথে দেখা') মার্ক, ম্যাথ্যু ও ল্যুকের তিনটি গস্পেল, এরা জেসাস সম্পর্কে মোটামুটি একই ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন ধারণ করেন।

সোদ (হিব্রু) কাব্বালিস্টিক *পারদেস* ব্যাখ্যায় ঐশীগ্রন্থের 'অতীন্দ্রিয়বাদী' অর্থ।

AMARBOI.COM

তান্না, তান্নাইম (হিব্রু, 'আবৃত্তিকার', পুনরাবৃত্তিকারী') *মিশনাহ* সমন্বিতকারী রাব্বিনিক পণ্ডিত।

তালমুদ (হিব্রু, 'গবেষণায় শিক্ষাদান') দুটি ঐশীগ্রন্থকে বোঝায়: ইয়েরুশালিমা, জেরুজালেম তালমুদ পঞ্চম শতাব্দীর সিই গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ বাবিলোনিয় তালমুদ। উভয়ই মিশনাহয় *গেমারা*'র ('ধারাভাষ্য') রূপ নিয়েছিল।

তানাখ (হিব্রু প্রতিশব্দ) তোরাহ, নেভিন ও কেসুভিম–দ্য ল, দ্য প্রফেটস ও দ্য রাইটিংস–নিয়ে গঠিত হিব্রু বাইবেল।

টেক্সট (লাতিন, *তেক্সতাস*) রচনাংশ বিভিন্ন রকম গুচ্ছ, অর্থ ও বাস্তবতার বিচিত্র 'বুনন'।

থিওফ্যানি (গ্রিক) ঈশ্বরের প্রকাশ।

থিওরিয়া (গ্রিক) ধ্যান, মেডিটেশন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিফেরেদ (হিব্রু, 'মাহাত্ম্য', সৌন্দর্য) কাব্বালিস্টিক সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের মিথের চতুর্থ *সেফিরদ*, প্রায়শই *রাখমান* বলা হয়।

তিক্কুন (হিব্রু) অবশিষ্ট *সেফিরদের* সাথে *শেখিনাহর* 'পুনঃস্থাপন', ইহুদিদের তাদের দেশভূমিতে, বিশ্বকে তার সঠিক পথে ও ঐশীগ্রন্থকে তার আসল আধ্যাত্মিকতা ও মাহাত্ম্যে। ইহুদিদের নিবেদিত প্রাণ তোরাহ, *পারদেস* ব্যাখ্যা ও কাব্বালাহ আচার অনুশীলনের ভেতর দিয়ে *তিক্কুনকে* প্রভাবিত করা যেতে পারে।

তোরাহ (হিব্রু) প্রায়শই কেবল 'আইন' হিসাবে অনূদিত হয়ে থাকে, 'নির্দেশ দান, শিক্ষা দেওয়া বা পথ দেখানো' অর্থবাচক একটি ক্রিয়া পদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তোরাহ ঈশ্বরের নির্দেশনার তথ্য ও তা প্রণয়ন করতে তাঁর ব্যবহৃত বাণী অন্তর্ভুক্ত করেছে। এভাবে তোরাহ প্রায়শই পেন্টাটিউকের দিকে ইঙ্গিত করে থাকে, ঈশ্বরের যত্ন, দাসত্ব ও সেই সাথে বিধিবিধান প্রকাশকারী বিবরণ তুলে ধরে। পরবর্তীকালে তোরাহকে বিশ্বকে অস্তিত্ব দানকারী ঈশ্বরের প্রজ্ঞা *(হোখমাহ)* ও বাণীর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে: এভাবে তা সর্বোচ্চ জ্ঞান ও দুর্জ্ঞেয় মহত্বের সাথে এক হয়ে গেছে।

প্রজ্ঞা *হোখমাহ* দেখুন।

ইয়েরুশালমি জেরুজালেম তালমুদ।

ইয়েশিভা, ইয়েশিভোত (হিব্রু) ক্রিয়া পদ *শিভা*, 'বসা' থেকে উদ্ভূত। গবেষণার ভবন, সিনাগগের সাথে সংশ্লিষ্ট কতগুলো কামরা, ইহুদিরা এখানে তোরাহ ও তালমুদ পাঠ করতে পারে।

ইয়েসোদ (হিব্রু, 'স্থায়িত্ব') সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের কাব্বালিস্টিক মিথের নবম *সেফিরদ*।

যায়ের আনপিন (হিব্রু, 'অধৈর্য জন') লুরিয় কাব্বালাহয় ঈশ্বর হিব্রু বাইবেলে আত্ম প্রকাশ করেছেন, যা 'নিম্নতর' *সেফিরদ* দিয়ে গঠিত। *দিন* ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করায় *হেসেদ* দিয়ে আর ভারসাম্য বজায় রাখা যাচ্ছিল না বলে ঐশীগ্রন্থে ঈশ্বরকে প্রায়ই রগচটা, এমনকি সহিংস মনে হয়। *শেখিনাহ* হতে বিচ্ছিন্ন *যায়ের আনপিন* এখন ভ্রান্তি হীনভাবে পরুষবাচক।

যিমযুম (হিব্রু, 'প্রত্যাহার') লুরিয় কাব্বালাহর প্রক্রিয়া, যার মধ্যমে *এন সফ* বিশ্বজগতের সৃষ্টি করার জন্যে নিজের মাঝে সংকুচিত হয়ে সৃজনশীল প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

সূচনা

১. মার্গারেট বার্কার, *দ্য গেইট অভ হেভেন: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড সিম্বলিজম অভ টেম্পল ইন জেরুজালেম*, লন্ডন, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ২৬–৯; আর.ই. ক্লিমেন্টস, *গড অ্যান্ড টেম্পল*, অক্সফোর্ড, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা: ৬৫।

প্রথম অধ্যায়: তোরাহ্

১. ইযেকিয়েল ১

২. ইযেকিয়েল ৩: ১–৩

৩. ইযেকিয়েল ৪০–৮; সালমস ১৩৬:১।

৪. জিয়ো ওয়েইদেনগ্রেন, *দ্য অ্যাসেনশন অভ দ্য অ্যাপোসল অ্যান্ড দ্য হেভেনলি বুক*, উপ্পাল্লা ও লেইপযিগ, ১৯৫০; উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপচার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ৫৯–৬১।

৫. ডিউটেরোনমি ২৬: ৫–৯। একেবারে গোড়ার দিকের এই টেক্সট সম্ভবত কোনও এক কোভেন্যান্ট উৎসবে আবৃত্তি করা হয়েছিল।

৬. জোশুয়া ৩: ২৪।

৭. উদাহরণ স্বরূপ, সালমস ২, ৪৮, ৮৭ ও ১১০।

৮. ফ্রাংক মুর ক্রস, *কানানাইট মিথ অ্যান্ড হিব্রু এপিক: এসেজ ইন দ্য হিস্ট্রি অভ দ্য রিলিজিয়ন অভ ইসরায়েল*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস, ও লন্ডন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা: ১৪৮–৫০, ১৬২–৩।

৯. উইলিয়াম এম. শ্লাইদেউইন্ড, *হাউ দ্য বাইবেল বিকেইম আ বুক: দ্য টেক্সচুয়ালাইজেশন অভ এনশেন্ট ইসরায়েল*, ক্যাম্ব্রিজ, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৩৫–৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. ফ্রাংক মুর ক্রস, *ফ্রম এপিক টু ক্যানন: হিস্ট্রি অ্যান্ড লিটারেচার ইন এনশেন্ট ইসরায়েল*, বাল্টিমোর ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৪১–২

১১. জাজেস ৫: ৪–৫, হাবাকুক ৩: ৪–৮। এসব বিসিই দশ শতাব্দীর দিকের খুবই প্রাচীন টেক্সট।

১২. জর্জ ডব্লু. মেন্দেনহল, *দ্য টেন্থ জেনারেশন: দ্য অরিজিন অভ বিবলিকাল ট্র্যাডিশন*, বাল্টিমোর ও লন্ডন, ১৯৭৩; এন. পি. লেমশে, *আর্লি ইসরায়েল: অ্যান্থ্রোপলজিকাল অ্যান্ড হিস্ট্রিকাল স্টাডিজ অন দ্য ইসরায়েলাইট সোসায়েটি বিফোর দ্য মনার্কি*, লেইডেন, ১৯৮৫; ডি. সি. হপকিন্স, *দ্য হাইল্যান্ডস অভ কানান*, শেফিল্ড, ১৯৮৫; জেমস ডি. মার্টিন, 'ইসরায়েল অ্যাজ আ ট্রাইবাল সোসায়েটি,' আর. ই. ক্লিমেন্ট (সম্পা.) *দ্য ওয়ার্ল্ড অভ এনশেন্ট ইসরায়েল: সোশিওলজিক্যাল, অ্যান্থ্রোপলজিকাল অ্যান্ড পলিটিকাল পার্সপেক্টিভ*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৯৪–১১৪; এইচ. জি. এম. উইলিয়ামসন, 'দ্য কনসেপ্ট অভ ইসরায়েল ইন ট্রানজিশন', ক্লিমেন্ট, *দ্য ওয়ার্ল্ড অভ এনশেন্ট ইসরায়েল*-এ, পৃষ্ঠা: ১৪১–৬৩।

১৩. ডিউটেরোনমি ৩২: ৮–৯

১৪. সালমস ৮২

১৫. সালমস ৪৭–৪৮, ৭৬; ১৪৮–৫০।

১৬. সালমস ৮৯: ৫–৮; মার্ক এস. স্মিথ, *দ্য অরিজিন অভ বিবলিকাল মোনোথিইজম: ইসরায়েল'স পলিথিইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য উগারিটিক টেক্সট*, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ২০০১, পৃষ্ঠা: ৯।

১৭. মার্ক এস. স্মিথ, *দ্য আর্লি হিস্ট্রি অভ গড: ইয়াহওয়েহ অ্যান্ড দ্য আদার পিয়েটিজ ইন এনশেন্ট ইসরাায়েল*, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৪৪–৯।

১৮. আর. ই. ক্লিমেন্টস, *আব্রাহাম অ্যান্ড ডেভিড*, লন্ডন, ১৯৬৭।

১৯. ডেভিড এস. স্পার্লিং, *দ্য অরিজিনাল তোরাহ: দ্য পলিটিকাল ইনটেন্ট অভ দ্য বাইবেল'স রাইটার্স*, নিউইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৮৯–৯০।

২০. এক্সোডাস ২৪: ৯–৩১; ১৮, শ্লাইদেউইন্ড, *হাউ দ্য বাইবেল বিকেইম আ বুক*, পৃষ্ঠা: ১২১–৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. এক্সোডাস, ২৪: ৯, ১১; স্মিথ, *দ্য অরিজিন অভ বিবলিকাল মনোথিইজম*, পৃষ্ঠা: ৮৬।
২২. হোসিয়া ৬: ৬।
২৩. হোসিয়া ১১: ৫–৬।
২৪. আমোস ১: ৩–৫; ৬: ১৩–২; ৪–১৬।
২৫. আমোস ৫: ২৪।
২৬. ইসায়াহ ৬: ১-৯।
২৭. ইসায়াহ ৬: ১১–১৩।
২৮. ইসায়াহ ৬: ৩।
২৯. ইসায়াহ ২: ১০–১৩; ১০:৫–৭, cf. সালমস ৪৬: ৫–৬।
৩০. উইলিয়াম সি. ডেভার, *হোয়াট ডিড দ্য বিবলিকাল রাইটার্স নোউ অ্যান্ড হোয়েন ডিড দে নোউ ইট: হোয়াট আর্কিওলজি ক্যান টেল আস অ্যাবাউট দ্য রিয়েলিটি অভ এনশেন্ট ইসরায়েল*, গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ, ও ক্যাম্ব্রিজ, ইউকে, ২০০১, পৃষ্ঠা: ২৮০।
৩১. ইসায়াহ ৭: ১৪। এটা পঙক্তির আক্ষরিক তর্জমা, পলের জেরুজালেম বাইবেলের প্রথাগত ভাষ্য অনুসরণ করেনি।
৩২. ইসায়াহ ৯: ১।
৩৩. ইসায়াহ ৯: ৫–৭।
৩৪. ২ কিংস ২১: ২–৭; ২৩: ১১, ২৩; ১০; ইযেকিয়েল ২০: ২৫–২৬; ২২: ৩৭।
৩৫. Cf. সালমস ৬৮: ১৮; ৮৪: ১২; কস্তা ডব্লু. আহলস্ট্রম, *দ্য হিস্ট্রি অভ এনশেন্ট প্যালেস্তাইন*, মিনেপোলিস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ৭৩৪।
৩৬. ২ কিংস ২২।
৩৭. এক্সোডাস ২৪: ৩।
৩৮. এক্সোডাস ২৪: ৪–৮। বাইবেলের এই একমাত্র আরেক জায়গায় *সেফার তোরাহ* কথাটি মেলে। শ্লাইদেউইন্ড, *হাউ দ্য বাইবেল বিকেইম আ বুক*, পৃষ্ঠা: ১২৪–৬।
৩৯. ২ কিংস ২৩: ৪–২০।
৪০. ডিউটেরোনমি ১২–২৬।
৪১. ডিউটেরোনমি ১১: ২১।
৪২. আর.ই. ক্লিমেন্টস, *গড অ্যান্ড টেম্পল*, পৃষ্ঠা: ৮৯–৯৫; স্পার্লিং, *দ্য অরিজিনাল তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ১৪৬–৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩. ১ কিংস ৮: ২৭।
৪৪. জাজেস ২: ৭।
৪৫. ১ কিংস ১৩: ১–২; ২ কিংস ২৩: ১৫–১৮; ২ কিংস ২৩: ২৫।
৪৬. জেরেমিয়াহ ৮: ৮–৯; শ্লাইদেউইন্ড, *হাউ দ্য বাইবেল বিকেইম আ বুক*, পৃষ্ঠা: ১১৪–১৭।
৪৭. হাইম সোলোভেচেনিক, 'র‍্যাপ্চার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন: দ্য ট্রান্সলেশন অভ কনটেম্পোরারি অর্থডক্সি,' *ট্র্যাডিশন*, ২৮, ১৯৯৪।
৪৮. ডিউটেরোনমি ১২: ২–৩।
৪৯. জোশুয়া ৮: ২৪–৫।
৫০. ২ কিংস ২১: ১০–১৫।
৫১. ক্রস, *কানানাইট মিথ অ্যান্ড হিব্রু এপিক*, পৃষ্ঠা: ৩২১–৫।
৫২. লেভিটিকাস ১৭–২৬।
৫৩. লেভিটিকাস ২৫–৭; ৩৫–৮; ৪০।
৫৪. এক্সোডাস ২৯: ৪৫–৬।
৫৫. ক্রস, *কানানাইট মিথ অ্যান্ড হিব্রু এপিক*, পৃষ্ঠা: ৩২১।
৫৬. এক্সোডাস ৪০: ৩৪; ৩৬–৮।
৫৭. ক্রস, *কানানাইট মিথ অ্যান্ড হিব্রু এপিক*, পৃষ্ঠা: ৪২১।
৫৮. পিটার অ্যাক্রোয়েড, *এক্সাইল অ্যান্ড রেস্টোরেশন: আ স্টাডি অভ হিব্রু থট ইন দ্য সিক্সথ সেঞ্চুরি বিসি*, লন্ডন, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা: ২৫৪–৫।
৫৯. লেভিটিকাস ১৯: ২; *কাদ্দোশ* (পবিত্র) মানে 'বিচ্ছিন্ন', 'আলাদা'।
৬০. লেভিটিকাস ২৬: ১২ অনু: ক্রস, *কানানাইট মিথ অ্যান্ড হিব্রু এপিক*, পৃষ্ঠা: ২৯৮।
৬১. লেভিটিকাস ২৫।
৬২. লেভিটিকাস ১৯: ৩৩–৩৪।
৬৩. জেনেসিস ২: ৫–১৭।
৬৪. স্মিথ, *অরিজিন অভ বিবলিকাল মনোথিইজম*, পৃষ্ঠা: ১৬৭–৭১।
৬৫. সালমস ৮৯: ১০–১৩; ৯৩: ১–৪; ইসায়াহ ২৭: ১; জব ৭: ১২; ৯: ৮; ২৬: ১২; ৩৮: ৭–১১।
৬৬. জেনেসিস ১: ৩১।
৬৭. ইসায়াহ ৪৪: ২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৮. ইসায়াহ ৪১: ২৪।
৬৯. ইসায়াহ ৪৫: ৫।
৭০. ইসায়াহ ৫১: ৯–১০।
৭১. ইসায়াহ ৪২: ১–৪; ৪৯: ১–৬; ৫০: ৪–৯; ৫২: ১৩; ৫৩: ১২।
৭২. ইসায়াহ ৪৯: ৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐশীগ্রন্থ

১. মালাচি ১: ৬–১৪; ২: ৮–৯।
২. এই সময়কালটি স্থির করা বেশ কঠিন। কস্তা ডব্লু. আহলস্ট্রম, *দ্য হিস্ট্রি অভ এনশেন্ট প্যালেস্তাইন*, মিনেপোলিস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ৮৮০–৮৩; এলিয়াস জে. বিকারম্যান, *দ্য জেসাস ইন দ্য গ্রিক এজ*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ২৯–৩২; ডব্লু. ডি. ডেভিস ও লুই ফিঙ্কেলস্তেইন (সম্পা.) *দ্য ক্যাম্ব্রিজ হিস্ট্রি অভ জুদাইজম*, ২ খণ্ড, ক্যাম্ব্রিজ, ইউকে, ১৯৮৪, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১৪৪–৫৩ দেখুন।
৩. লেভাই গোষ্ঠীকে আদিতে মরুভূমির ট্যাবারন্যাকলে সেবা দানের জন্যে বাছাই করা হয়েছিল (নাম্বারস ১: ৪৮–৫৩; ৩: ৫–৪০)। কিন্তু নির্বাসনের পর তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরোহিতে পরিণত হয়, সেইসব পুরোহিতের অধীনে যারা মোজেসের ভাই আরনের প্রত্যক্ষ বংশধর ছিলেন।
৪. নেহেমিয়াহ ৮: ৭–৮।
৫. নেহেমিয়াহ ৮: ১২–১৬।
৬. মাইকেল ফিশবেন, *দ্য গার্মেন্টস অভ তোরাহ: এসেজ অন বিবলিকাল হারমেনেউটিক্স*, ব্লুমিংটন ও ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৬৪–৫; জেরাল্ড এল. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি: দ্য বিগিনিংস অভ স্ক্রিপ্চারাল ইন্টারপ্রিটেশন,' রবার্ট আল্টার ও ফ্রাংক কারমোদে (সম্পা.) *দ্য লিটারেরি গাইড ইন দ্য বাইবেল*-এ, লন্ডন, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা: ৬২৬-৭।
৭. এযরা ১: ৬; ফিশবেন অনুবাদ, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*-য়, পৃষ্ঠা: ৬৫।
৮. এযরা ১: ১০; ফিশবেন অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬৬।
৯. এযরা ১: ৬, ৯; cf. ইযেকিয়েল ১: ৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. ১ সামুয়েল ৯: ৯; ১ কিংস ২২: ৮–১৩, ১৯; cf. নেহেমিয়াহ ৭: ৬৫।
১১. উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপচার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২৯০।
১২. এযরা ১০।
১৩. ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৬৪।
১৪. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড আলেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬২৬–৭।
১৫. প্রোভার্বস ২৯: ৪–৫।
১৬. ১ কিংস ৫: ৯–১৪।
১৭. জব ৪২: ৩।
১৮. বেন সিরাহ ২৪: ১–২২ (এই পুস্তকটি এক্লেতাসতিকাস নামেও পরিচিত)।
১৯. বেন সিরাহ ২৪: ২৩।
২০. প্রোভার্বস ৮: ২২, ৩০-৩১।
২১. বেন সিরাহ ২৪:২০।
২২. বেন সিরাহ ২৪: ২১।
২৩. বেন সিরাহ ২৪: ২৮–৯।
২৪. বেন সিরাহ ৩৫: ১–৬।
২৫. বেন সিরাহ ৩৫: ৭–১১।
২৬. বেন সিরাহ ২৪: ৩৩।
২৭. ফিশবেন, *গার্মেন্টস অব তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৬৭–৯; ডোনাল্ড হারমান একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার, দ্য ইন্টেনশন অভ দ্য বাইবেল অ্যান্ড তালমুদস*, নিউ ইয়র্ক, সান দিয়েগো ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৮৯–৯০।
২৮. ইযেকিয়েল ১৪: ১৪; ২৮: ১৫।
২৯. দানিয়েল ১: ৪।
৩০. দানিয়েল ১: ১৮।
৩১. দানিয়েল ৭: ২৫।
৩২. দানিয়েল ১১: ৩১।
৩৩. দানিয়েল ৭: ১৩–১৪।
৩৪. জেরেমিয়াহ ২৫: ১১–১২; দানিয়েল ৯: ৩।
৩৫. দানিয়েল ৯: ৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬. দানিয়েল ১০: ৩।

৩৭. দানিয়েল ৯: ২১; ১০: ১৬ cf.। ইসায়াহ ৬: ৬–৭; দানিয়েল ১০: ৪–৬ cf.। ইযেকিয়েল ১: ১, ২৪, ২৬–৮।

৩৮. দানিয়েল ১১: ৩৫; ১২: ৯–১০।

৩৯. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ১৬০–৬৭।

৪০. জ্যাকব নিউসনার, 'জুদাইজম অ্যান্ড ক্রিশ্চানিটি ইন দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরি,' ফিলিপ আর. ডেভিস ও রিচার্ড টি. হোয়াইট (সম্পা.) *আ ট্রিবিউট টু গেযা ভারমেস: এজেস ইন জুইশ অ্যান্ড ক্রিশ্চান লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি*,-এ শেফিল্ড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ২৫৬–৭।

৪১. ফিশবেন, *গার্মেন্ট অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৬।

৪২. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬৩৪।

৪৩. ফ্লাবিয়াস জোসেফাস, *দ্য জুইশ অ্যান্টিকুইটিজ*, ১৮, ২১। পণ্ডিতগণ এই সময়ে প্যালেস্তাইনের জনসংখ্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন; কেউ বলেছেন এই সংখ্যা ২.৫ মিলিয়ন; অন্যরা বলেছেন ১ মিলিয়ন; আবার কেউ বলেছেন মাত্র ৫০০,০০০।

৪৪. জ্যাকব নিউসনার, 'ভ্যারাইটিজ অভ জুদাইজম ইন দ্য ফর্মেটিভ এজ,' আর্থার গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*, ২ খণ্ড, লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৮৫-তে; ই.পি. স্যান্ডার্স, *জুদাইজম: প্র্যাকটিস অ্যান্ড বিলিফ*, ৬৩ বিসিই টু ৬৬ সিই, লন্ডন ও ফিলাদেলফিয়া, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ৩৪২–৭।

৪৫. জোসেফাস, *জুইশ অ্যান্টিকুইটিজ*, ১৭. ৪২।

৪৬. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ১৪৪–৭০।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭১–৮৯।

৪৮. সালমস অভ সলোমন, ১৭: ৩, একেনসন অনুবাদ।

৪৯. ফ্লোরেন্তিনো গার্সিয়া মার্তিনেস (সম্পা.), *দ্য ডেড সী স্ক্রোল*, অনূদিত, লেইডেন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ১৩৮।

৫০. জোসেফাস, *দ্য জুইশ ওয়ার*, অনুবাদ, জি.এ. উইলিয়ামসন, হারমন্ডসওয়ার্থ, ১৯৫৯, ২: ২৫৮–৬০; জোসেফাস, *জুইশ অ্যান্টিকুইটিজ*, ২০: ৯৭–৯, cf.। অ্যাক্টস অভ অ্যাপসলস, ৫:৩৬।

৫১. ম্যাথু, ৩: ১–২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫২. ল্যুক, ৩: ৩–১৪; জোসেফাস, *জুইশ অ্যান্টিকুইটিজ*, ১৮: ১১৬–১৯।

৫৩. মার্ক ১: ১৪–১৫। 'ঈশ্বরের রাজ্য' ও 'স্বর্গরাজ্য' পরিভাষা দুটি পরস্পর বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। কোনও কোনও ইহুদি 'ঈশ্বর' কথাটি এড়িয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে বলে 'স্বর্গ' ব্যবহার করতে পছন্দ করে।

৫৪. জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট? আ হিস্ট্রি অভ দ্য স্ক্রিপচারস থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৩৬–৪৪; একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ১২৪-৫; ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ ক্রিপচার?*, পৃষ্ঠা: ৫৮; ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬৩৬–৭।

৫৫. মোজেস হাদাস (সম্পা. ও অনু.), *আরিস্তেয়া টু ফিলাতেস*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১, পৃষ্ঠা: ২১-৩।

৫৬. ফিলো, *দ্য লাইফ অভ মোজেস ইন ফিলো*, অনু. এফ.এইচ. একেনসন, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস. ১৯৫০, ৬: ৪৭৬।

৫৭. বেরিল স্মলি, *দ্য স্টাডি অভ দ্য বাইবেল ইন দ্য মিডল এজেস*, অক্সফোর্ড, ১৯৪১, পৃষ্ঠা: ৩-৪; ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬৩৭-৪২; বার্টন এল. মার্ক, *হু রোট দ্য নিউ টেস্টামেন্ট? দ্য মেকিং অভ দ্য ক্রিশ্চান মিথ*, সান ফ্রান্সিস্কো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ২৫৪-৬; একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ১২৮; পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?* পৃষ্ঠা: ১৬–৭।

৫৮. ফিলো, *দ্য মাইগ্রেশন অভ আব্রাহাম*, ১.১৬, *ফিলো, ইন টেন ভলিউমস্* অনুবাদ, এফ. এইচ. কোলসন্ ও জি. এইচ. হুইটেকার, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৫৮, ২য় খণ্ড।

৫৯. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬৩৮–৯।

৬০. ফিলো, *অন দ্য বার্থ অভ আবেল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অফার্ড বাই হিম অ্যান্ড হিজ ব্রাদার কেইন*, ২ খণ্ড II, ৯৫-৭, কোলসন ও হুইটেকার অনূদিত।

৬১. ফিলো, *স্পেশাল ল'জ*, ১: ৪৩, কোলসন ও হুইটেকার অনূদিত।

৬২. *ফিলো, অন দ্য কনফিউশন অভ টাঙস*, II: ১৪৬–৭।

৬৩. ফিলো, *আব্রাহাম*, I, ১২১, কোলসন ও হুইটেকার অনূদিত।

৬৪. ফিলো, *অন দ্য কনফিউশন অভ টাঙস*, I, ১৪৭, কোলসন ও হুইটেকার অনূদিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৫. ফিলো, *দ্য মাইগ্রেশন অভ অব্রাহাম*, II, ৩৪-৫, কোলসন ও হুইটেকার অনূদিত।

৬৬. দিয়ো ক্যাসিয়াস, *হিস্ট্রি* ৬৬: ৬; জোসেফাস, *জুইশ ওয়ার*, ৬: ৯৮।

তৃতীয় অধ্যায়: গস্পেল

১. ডোনাল্ড হারমান একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার: দ্য ইন্টেনশন অভ দ্য বাইবেল অ্যান্ড দ্য তালমুদস*, নিউ ইয়র্ক, ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ২১২-১৩।

২. জোসেফাস, *দ্য জুইশ ওয়ার*, অনুবাদ, জি.এ. উইলিয়ামসন, হারমান্ডসওয়ার্থ, ১৯৫৯, ৬: ৩১২–১৩; *তেসিতাস, হিস্ট্রিজ*, ৫: ১৩; সুয়েতোনিয়াস ভেস্পাসিয়ান, ৪। পলা ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস অভ নাযারেথ, কিং অভ দ্য জুজ: আ জুইশ লাইফ অ্যান্ড দ্য ইমারজেন্স অভ ক্রিশ্চানিটি*, লন্ডন, ২০০০, পৃষ্ঠা: ২৪৬।

৩. মার্ক, ৮: ২৭–৩৩।

৪. মার্ক ৫: ১২; ম্যাথু ২৭: ১৭–২২;cf। জোসেফাস, জুইশ *অ্যান্টিকুইটিজ*, ১৮: ৬৩-৪।

৫. ১ করিন্থিয় ১৫: ২০।

৬. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৯৪; ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস*, পৃষ্ঠা: ২৬৯–৩।

৭. ম্যাথু ১৯: ২৮।

৮. ল্যুক ২৪: ৫৩; অ্যাক্টস ২: ৪৬।

৯. ম্যাথু ২৬: ২৯; মার্ক ১৪: ২৫।

১০. অ্যাক্টস ৪: ৩২-৫।

১১. ম্যাথু ৫: ৩-১২; ল্যুক ৬: ২০–২৩; ম্যাথু ৩: ৩৮–৪৮; ল্যুক ৬: ২৭–৩৮; রোমান্স ১২: ৯-১৩, ১৪; ১ করিন্থিয় ৬: ৭; একেনসন *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ১০২; ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস*, পৃষ্ঠা: ২৪৩।

১২. ম্যাথু ১২: ১৭; রোমান্স ১৩: ৬–৭।

১৩. ম্যাথু ৫: ১৭–১৯; ল্যুক ১৬ : ১৭।

১৪. ল্যুক ২৩: ৫৬।

১৫. গালাশিয় ২: ১১–১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. ম্যাথু ৭: ১২; ল্যুক ৬: ৩১; cf রোমান্স ১৩: ১০ ও শাব্বাত ৩১ a।
১৭. মার্ক ১৩: ১-২।
১৮. ১ করিন্থিয় ১: ২২।
১৯. ম্যাথু ২১: ৩১।
২০. অ্যাক্টস ৮: ১, ১৮; ৯: ২; ১১: ১৯।
২১. ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস*, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১।
২২. গালাশিয় ২: ১-১০, ৫: ৩; অ্যাক্টস ১৫।
২৩. অ্যাক্টস ১০-১১।
২৪. অ্যাক্টস ১১: ২৬।
২৫. এভাবে রোমান্স ১: ২০-৩২।
২৬. প্রাচীন বিশ্বে লোকে সাধারণভাবে মন্দিরে বলী দেওয়া হয়নি এমন পশুর মাংস খেত না।
২৭. ইসায়াহ ২: ২–৩, যেফানিয়াহ ৩: ৯; তোবিত ১৪: ৬; যাকারিয়াহ ৮: ২৩।
২৮. গালাশিয় ১: ১–১৬।
২৯. থেসালোনিয়দের উদ্দেশে রচিত প্রথম চিঠির-এর রচয়িতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সম্ভবত পল তা নাও লিখে থাকতে পারেন।
৩০. ১ থেসালোনিয়ানস ১: ৯-১০; ১ করিন্থিয় ৫: ১-১৩; ৮: ৪–১৩; ১০: ৪।
৩১. জোয়েল ৩: ১-৫; অ্যাক্টস ২: ১৪–২১।
৩২. রোমান্স ৮: ৯; গালাশিয় ৪: ১৬; ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস*, পৃষ্ঠা: ১৩৩–৫।
৩৩. রোমান্স ৯: ১-৩১।
৩৪. জুলিয়া গালামুশ, *দ্য রিলাক্ট্যান্ট পার্টিং হাউ দ্য নিউ টেস্টামেন্ট'স জুইশ রাইটারস ক্রিয়েটেড বুক*, সান ফ্রান্সিস্কো, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৪৮।
৩৫. সালমস ৬৯: ৯; রোমান্স ১৫: ৩।
৩৬. রোমান্স ১৫: ৪; জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট? আ হিস্ট্রি অভ দ্য স্ক্রিপচার থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৭২, ইটালিক আমার।
৩৭. ২ করিন্থিয় ৫: ৯–১৮; গালামুশ, *রিল্যাক্ট্যান্ট পার্টিং*, পৃষ্ঠা: ১৪৫–৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮. রোমান্স ৫: ১২–২৬; cf.. ১ করিন্থিয় ১৫: ৪৫।
৩৯. জেনেসিস ১৫: ৬।
৪০. রোমান্স ৪: ২২-৪; ইটালিক্স আমার।
৪১. গালাশিয় ৩: ৮; জেনেসিস ১২: ৩।
৪২. গালাশিয় ৪: ২২–৩১।
৪৩. হিব্রুজ ৩: ১-৬।
৪৪. হিব্রুজ ৪: ১২-৯; ২৮।
৪৫. হিব্রুজ ১১: ১।
৪৬. হিব্রুজ ১১: ৩২।
৪৭. হিব্রুজ ১১: ৪০।
৪৮. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ২১৩।
৪৯. ২, পিটার ৩: ১৫; ইগনাশিয়াস অভ অ্যান্টিওক, *লেটার টু দ্য এফেশিয়ানস* ২: ১২।
৫০. ১৯৪৫ সালে মিশরের নাগ হাম্মাদিতে এই নস্টিক গস্পেলের একটি সংকলন উদ্ধার করা হয়।
৫১. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ২২৯-৪৩।
৫২. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন মার্ক ১৪: ৬১-৪।
৫৩. ফিলিপিয়ানস ২: ৬–১১।
৫৪. দানিয়েল ৭: ১৩; ম্যাথু ২৪: ৩০; ২৬: ৬৫; মার্ক ১৩: ২৬; ১৪: ৬২; ল্যুক ১৭: ২২; ২১: ২৫; ২২: ৬৯।
৫৫. জন ১: ১-১৪; হিব্রুজ ১: ২-৪।
৫৬. ল্যুক ২: ২৫; ম্যাথু ১২: ১৪-২১; ২৬: ৬৭; অ্যাক্টস ৮: ৩২–৪; ১ পিটার ২: ২৩-৪।
৫৭. সালমস ৬৯: ২১; ৩১: ৬; ২২: ১৮; ম্যাথু ৩৩–৬।
৫৮. ইসায়াহ ৭: ১৪, ম্যাথু ১: ২২–৩।
৫৯. ডেভিড ফ্লুসার, *জেসাস*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ৭২।
৬০. ফ্রেডরিকসেন, *জেসাস*, পৃষ্ঠা: ১৯।
৬১. ব্যাপক বিস্তৃত বিশ্বাস রয়েছে যে, ল্যুক জেন্টাইল ছিলেন, কিন্তু এর স্বপক্ষে জোরাল কোনও প্রমাণ মেলেনি।
৬২. মার্ক ১৩: ৯-১৯; ১৩।
৬৩. মার্ক ৪: ৩-৯; ৮: ১৭-১৮।
৬৪. মার্ক ২: ২১-২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৫. মার্ক ১৩: ৩৩-৭।
৬৬. মার্ক ১৪: ৫৮-৬১; ১৫: ২৯।
৬৭. মার্ক ১৩: ৫–২৭।
৬৮. মার্ক ১৩: ১৪; দানিয়েল ৯: ২৭।
৬৯. মার্ক ১১: ১৫-১৯; ইসায়াহ ৫৬: ৭; জেরেমিয়াহ ৭: ১১।
৭০. মার্ক ১৪: ২১, ২৭।
৭১. সালমস ৪১: ৮।
৭২. যেকারিয়াহ ১৩: ৭।
৭৩. মার্ক ১৬: ৮। মার্কের গস্পেলের আদিমতম পাণ্ডুলিপির এখানেই সমাপ্তি। জেসাসের পুনরুত্থান বর্ণনাকারী পরের বারটি পঙক্তি নিশ্চিতভাবেই পরে যোগ করা হয়েছে।
৭৪. মার্ক ১: ১৫। এটা গ্রিকের আক্ষরিক অনুবাদ, জেরুজালেম বাইবেলকে অনুসরণ করেনি।
৭৫. ম্যাথু ১৩: ৩১-৫০।
৭৬. ম্যাথু ৫: ১৭।
৭৭. ম্যাথু ৫: ১১; ১০: ১৭–২৩।
৭৮. ম্যাথু ২৪: ৯–১২।
৭৯. জেনেসিস ১৬: ১২; জাজেস ১৩: ৩–৫; জেনেসিস ১৭: ১৫–২১।
৮০. ম্যাথু ৮: ১৭; ইসায়াহ ৫৩: ৪।
৮১. ম্যাথু ৫: ১।
৮২. ম্যাথু ৫: ১৯।
৮৩. ম্যাথু ৫: ২১–৩৯।
৮৪. ম্যাথু ৫: ৩৮–৪৮।
৮৫. ম্যাথু ৯: ১৩; হোসিয়া ৬: ৬; cf.আবোথ দে রাব্বি নাথান ১.৪.১১a।
৮৬. ম্যাথু ৭: ১২; cf.এ। বি. শাব্বাত, ৩১a।
৮৭. ম্যাথু ১২: ১৬; ৪১, ৪২।
৮৮. এম. পার্কে আভোথ ৩: ৩, সি. সি. মন্তেফিওরি ও এইচ, লোয়ি (সম্পা.), *আ রাব্বিনিক অ্যান্থলোজি*-তে নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা: ২৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৯. ম্যাথু ১৮: ২০; গালামুশ, *রিলাক্ট্যান্ট পার্টিং*, পৃষ্ঠা: ৬৭-৮।

৯০. ল্যুক ২৪: ১৩–৩৫; গালামুশ, *রিলাক্ট্যান্ট পার্টিং*, পৃষ্ঠা: ৯১-২; গাব্রিয়েল জোসিপোভিসি, 'দ্য এপিসল টু দ্য হিব্রুজ অ্যান্ড ক্যাথলিক এপিসল,' রবার্ট অলটার ও ফ্রাংক কারমোদে (সম্পা.) *দ্য লিটারেরি গাইড টু দ্য বাইবেল*-এ লন্ডন, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৫০৬–৭।

৯১. জন ১: ১-৫।

৯২. জন ১: ৩০।

৯৩. ১ জন ৪:৭-১২; জন ১৫: ১২-১৩।

৯৪. জন ১৫: ১৮-২৭; ১ জন ৩: ১২-১৩।

৯৫. জন ৬: ৬০-৬৬।

৯৬. ১ জন ২: ১৮-১৯।

৯৭. ১ জন ৪: ৫-৬।

৯৮. জন ৭: ৩৪; ৮: ১৯-২১।

৯৯. জন ২: ১৯-২১।

১০০. জন ৮: ৫৭।

১০১. এম. সুক্কাহ ৪: ৯; ৫: ২, ৪; জন ৭: ১৭-৩৯; ৮: ১২।

১০২. জন ৬: ৩২-৬।

১০৩. জন ৮: ৫৮। *আনা ওয়াহো* বাকধারাটি: 'আমি' সুক্কোথ আচারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সম্ভবত শেখিনাহর কোনও ধরন। ডব্লু. বি. ডেভিজ, *দ্য গস্পেল অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড আর্লি ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড জুইশ টেরিটোরিয়াল ডক্ট্রিন*, বার্কলে, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা: ২৯৪-৫।

১০৪. গালামুশ, *রিলাক্ট্যান্ট পার্টিং*, পৃষ্ঠা: ২৯১-২।

১০৫. রেভেলেশন ২১: ২২-৪।

১০৬. ল্যুক ১৮: ৯-১৪।

১০৭. ম্যাথু ২৭: ২৫।

১০৮. ম্যাথু ২৩: ১-৩৩।

১০৯. জন ১১: ৪৭-৫৩; ১৮: ২-৩। সম্মানিত একজন ব্যতিক্রম হচ্ছেন ফারিজি নেকোদিমাস, ব্যক্তিগত নির্দেশনার জন্যে সরাসরি জেসাসের কাছে এসেছিলেন তিনি। (জন ৩: ১-২১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ডোনাল্ড হারমান একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার: দ্য ইনভেনশন অভ দ্য বাইবেল অ্যান্ড দ্য তালমুদস*, নিউ ইয়র্ক, স্যান দিয়েগো ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৩১৯–২৫।

২. আর. বেরাখোত ৮b; ৬৩ b, বি আভোদাহ যারাহ ৩ b।

৩. পেসিকতা রাব্বাতি ১৪: ৯ উইলিয়াম ব্রদি (অনু.), *পেসিকতা রাব্বাতি: ডিসকোর্সেস ফর ফিস্টস, ফাস্টস অ্যান্ড স্পেশাল সাব্বাথ*, ২ খণ্ড, নিউ হাভেন, ১৯৮৮; জেরাল্ড এল. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি: দ্য বিগিনিং অভ ক্রিপচারাল ইন্টারপ্রিটেশন,' রবার্ট অল্টার ও ফ্রাংক কারমোদে (সম্পা.) *দ্য লিটারেরি গাইড টু দ্য বাইবেল*-এ, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৬৩০।

৪. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬২৯।

৫. বি. শাব্বাত, ৩১a, এ. কোহেন (সম্পা.), *এভরিম্যান'স তালমুদ*-এ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা: ৬৫।

৬. লেভিটিকাস সম্পর্কে সিফরা ১৯: ১৮।

৭. জেনেসিস, ৫: ১; জি. এফ. মন্তেফিওরি, 'ভূমিকা', জি.সি. মন্তেফিওরি ও এইচ. লোই (সম্পা.), *আ রাব্বিনিক আর্কিওলজি*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা: XI।

৮. আবোথ দে র‍্যাবাই নাথান, ১.৪.১১a মন্তেফিওরি ও লোই (সম্পা.), *আ রাব্বিনিক আর্কিওলজি*, পৃষ্ঠা: ৪৩০-১; হোসেয়া ৬: ৬।

৯. মাইকেল ফিশবেন, *দ্য গার্মেন্টস অভ তোরাহ: এসেজ ইন বিবলিকাল হারমেনেউটিক্স*, ব্লুমিংটন ও ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৩৭।

১০. বেন সিরাহ, ৫০।

১১. এম. পারকে আবোথ, ১: ২।

১২. সালমস ৮৯: ২; আবোথ দে র‍্যাবাই নাথান, ১.৪.১১a, মন্তেফিওরি ও লোই (সম্পা.), *আ রাব্বিনিক অ্যান্থোলজি*, পৃষ্ঠা: ৪৩০।

১৩. আর. মেনাবোথ, ২৯ b।

১৪. এম. রাব্বাহ, নাম্বারস ১৯: ৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. এম. আবোথ, ৫: ২৫; ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৩৮।

১৬. এলিয়াহু যাত্তা, ২।

১৭. লেভিটিকাস সম্পর্কে সিফরা ১৩-৪৭ ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ১১৫।

১৮. জন বাউকার, *দ্য তারগামস অ্যান্ড রাব্বিনিক লিটারেচার, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু জুইশ ইন্টারপ্রিটেশেন অভ স্ক্রিপচার*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ৫৪–৫।

১৯. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' পৃষ্ঠা: ৬২৯।

২০. ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ২২-৩২।

২১. ডিউটেরোনমি ২১: ২৩।

২২. এম. সানহেদ্রিন, ৬: ৪–৫।

২৩. ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৩০।

২৪. সিফরে বেনিদবার, পিসকা ৮৪; যেকারিয়াহ ২: ১২; ফিশবেন অনূদিত, *গার্মেন্ট অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৩০-৩১।

২৫. ডিউটেরোনমি ৩০: ১২।

২৬. এক্সোডাস ৩৩: ২; মিদ্রাশে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে।

২৭. বাবা মেতযিয়াহ, ৫৯ বি. মন্তেফিওরি ও লোই (সম্পা.), *আ রাব্বিনিক অ্যান্থোলজি*-তে পৃষ্ঠা: ৩৪০–৪১।

২৮. জেনেসিস রাব্বাহ [illegible] ১৪।

২৯. বি. স্যানহেদ্রিন ৪৯ b।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. জেরেমিয়াহ ২৩: ২৯।

৩২. এম. সং অভ সং রাব্বাহ ১.১০.২; 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি', পৃষ্ঠা: ৬২৭, ফিশবেন, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড নেচার অভ স্ক্রিপচার,' পৃষ্ঠা: ১৯।

৩৩. বি. হাগিগাহ, ১৪b, টি. হাগিগাহ ২:৩-৪; জে. হাগিগাহ ২: ১, ৭৭ a।

৩৪. এম. তোহোরোত ইয়াদিম ৩: ৫, অনুবাদ, উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্চার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২৫৩।

৩৫. লেভিটিকাস রাব্বাহ ৮: ২; সোতাহ ৯b।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬. জে. হাগিগাহ ২: ১।

৩৭. টি. স্যানহেড্রিন ১১: ৫; টি যাবিম ১: ৫; মাসের শেনি ২: ১; বাউকার, *দ্য তারগামস*, পৃষ্ঠা: ৪৯–৫৩।

৩৮. দিও ক্যাসিয়াস, *হিস্ট্রি*, ৬৯: ২।

৩৯. প্রচলিতভাবে ইয়াহওয়েহর ক্ষেত্রে এটি হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়, তবে উশা কালপর্বের প্রতি একে নির্দেশ করার ভালো যুক্তি রয়েছে, যারা লিখিত ঐশীগ্রন্থের প্রতি অনেক বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

৪০. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩২৪–৫।

৪১. এম. ইয়াদামি-এ, ৪: ৩; এম. ইদাইওথ ৮: ৭; এম. পিয়াহ ২: ৬; এম. রোশ হাশানাহ ২: ৯; মিদ্রাশ এর হালাকোথের মোজেসীয় উল্লেখ করেছে, কিন্তু মোজেস বা সিনাই থেকে এর উদ্ভবের দাবি করেনি। একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৩।

৪২. ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপচার?*, পৃষ্ঠা: ১১৬-১৭।

৪৩. জ্যাকব নুয়েসনার, *মিডিয়াম অ্যান্ড মেসেজ ইন জুদাইজম*, আটলান্টা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৩১; 'দ্য মিদ্রাশ ইন ফিলোসফিক্যাল কন্টেক্সট অ্যান্ড আউট অভ ক্যানোনিক্যাল বাউন্ডস,' *জার্নাল অভ বিবলিকাল লিটারেচার*, ১১, সামার, ১৯৯৩; একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩০৫-২০।

৪৪. জ্যাকব নুয়েসনার, *জুদাইজম, দ্য এভিডেন্স অভ মিশনাহ*, শিকাগো, ১৯৮১, পৃষ্ঠা: ৮৭-৯১, ৯৭-১০১; ১৩২-১-৩৭, ১৫০-৫৩।

৪৫. বি, মেনবোথ, ১১০ a।

৪৬. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৯।

৪৭. এটা সন্দেহজনক ঐতিহাসিকতা, মিশনাহয় উল্লেখ করা হয়নি।

৪৮. জোশিয়া ২৪:৫১।

৪৯. গার্শোম শোলেম, *অন দ্য কাব্বালাহ অ্যান্ড ইটস সিম্বলিজম*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ৪৬।

৫০. পার্কে আবোথ, ১: ১, ৩: ১৩; জ্যাকব নুয়েসনার, (অনু.), *দ্য মিশনাহ: আ নিউ ট্রান্সলেশন*, নিউ হাভেন, ১৯৮৮।

৫১. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩৬১-২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৬৬-৯৫।

৫৩. জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?, আ হিস্ট্রি অভ দ্য ক্রিপচারস থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৬৭-৮।

৫৪. বি. ইয়োমা ৮১a।

৫৫. দেভোদ ক্রেমার, *দ্য মাইন্ড অভ দ্য তালমুদ: অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল হিস্ট্রি অভ দ্য বাভলি*, নিউ ইয়র্ক, ও অক্সফোর্ড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ১৫১।

৫৬. বি. যেবামিত ৯৯a।

৫৭. বি. বাবা বাতারা ১২a।

৫৮. ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ ক্রিপ্চার?* পৃষ্ঠা: ১০-৪; পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?*-এ পৃষ্ঠা: ৬৬।

৫৯. লুই জ্যাকবস, *দ্য তালমুদিক আর্গুমেন্ট: আ স্টাডি ইন তালমুদিক রিজনিং অ্যান্ড মেথডলজি*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ২০-২৩; ২০৩-১৩।

৬০. একেনসন, *সারপাসিং ওয়ান্ডার*, পৃষ্ঠা: ৩৭৯।

৬১. মেখিলা দে আর. ইশমায়েল, বেশাল্লাহ ৭; ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ১২৪।

৬২. বি. কেদোশিম ৪৯b; ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ ক্রিপচার?*, পৃষ্ঠা: ১১৬-১৭।

৬৩. উইলিয়াম সি. ব্রাউন (সম্পা. ও অনু.), *পেসিকতা রাব্বাতি ডিসকোর্স ফর ফিস্টস, ফাস্টস অ্যান্ড স্পেশাল সাব্বাথ*, ২ খণ্ড, নিউ হাভেন, ১৯৬৮, *পিস্কা* ৩: ২।

AMARBOI.COM

অধ্যায় পাঁচ : চ্যারিটি

১. বার্টন এল. ম্যাক, *হু রোট দ্য নিউ টেস্টামেন্ট? দ্য মেকিং অভ দ্য ক্রিশ্চান মিথ*, সান ফ্রান্সিস্কো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ২৫৫–৭৩।

২. জাস্টিন, *অ্যাপোলজি*, ১: ৩৬; ম্যাক, *হু রোট দ্য নিউ টেস্টামেন্ট?* পৃষ্ঠা: ২৬৯।

৩. অ্যাপোলজিয়া ১: ৬৩।

৪. ইরেনাস, *অ্যাগেইনস্ট হেরেসিস*, ৪: ২৩।

৫. আর. আর. রেনো, 'অরিগেন,' জাস্টিন এস. হলকম্ব (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজিজ অভ ক্লিপচার: আ কম্প্যারেটিভ ইন্ট্রোডাকশন*,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউ ইয়র্ক, ও লন্ডন, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ২৩-৪ আর.এম. গ্রান্ট, *ইরানাস অভ লিয়ন*, লণ্ডন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা: ৪৭–৫১।

৬. এফিসিয়ানস ১: ১০; পরিমার্জিত প্রমিত ভাষ্য, *এফিসিয়ানস* সম্ভবত স্বয়ং পলের রচনা নয়।

৭. ডেভিড এস. পাচিনি, 'এক্সারসাস রিডিং হোলিরিট: দ্য লোকাস অভ মডার্ন স্পিরিচুয়ালিটি,' লুই দুপ্রে ও ডন ই. স্যালিয়ার্স, *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: পোস্ট রিফরমেশন অ্যান্ড মডার্ন*, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ১৭৭।

৮. ইরেনাস, *অ্যাগেইনস্ট হেরেসিস*, ১: ৮–৯।

৯. ম্যাক, *হু রোট দ্য নিউ টেস্টামেন্ট?*, পৃষ্ঠা: ২৮৫–৬।

১০. ম্যাথ্যু ১৩: ৩৮-৪৪।

১১. ইরেনাস, *অ্যাগেইনস্ট হেরেসিস*, ৪.২৬.১; রেনো, 'অরিগেন,' পৃষ্ঠা: ২৪।

১২. ইউসভিয়াস, *দেমোন্সত্রেশিও ইবাঞ্জেলিকা*, ৪: ১৫, জে. পি. মিগনে (সম্পা.), *প্যাত্রোলজিয়া গ্রাসিয়া*, প্যারিস, ১৮৫৭–৬৬, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা: ২৯৬। ইটালিক্স আমার।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. রেনো, 'অরিগেন,' ডেভিড ডব্লু. কিং, *দ্য বাইবেল ইন হিস্ট্রি: হাউ দ্য টেক্সট হ্যাভ শেপড দ্য টাইমস*, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৮৯-৯১; জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট? আ হিস্ট্রি অভ ক্রিপ্চার থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৬১-২।

১৫. আর. আর. টলিংটন (অনু.), *সিলেকশন ফ্রম দ্য কমেন্টারিজ অ্যান্ড হোমিলিজ অভ অরিজিন*, লন্ডন, ১৯২৯, পৃষ্ঠা: ৫৪; জেরাল্ড এল. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি,' রবার্ট আল্টার ও ফ্যাংক কারমোদে (সম্পা.), *আ লিটারেরি গাইড টু দ্য বাইবেল*-এ, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৩৬৫।

১৬. ম্যাথ্যু, ৫: ২৯।

১৭. অরিগেন, *অন ফার্স্ট প্রিন্সিপলস* ৪.৩.১; সেপ্টাজিন্টের একটি পঙক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন তিনি।

১৮. এক্সোডাস ২৫-৩১; ৩৫–৪০।

১৯. জেনেসিস ৩: ৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. ম্যাথ্যু ১০: ৯।
২১. *অন ফার্স্ট প্রিন্সিপল্*, ৪.৩.১, জি. ডব্লু. বাটারওঅর্থ (অনু.), *অরিগেন, অন ফার্স্ট প্রিন্সিপলস*, গ্লসেস্টার, ম্যাস, ১৯৭৩।
২২. হোমিলিজ অন ইযেকিয়েল ১: ২, জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?: আ হিস্ট্রি অভ দ্য স্ক্রিপ্চারস থ্রু দ্য এজেস*-এ উদ্ধৃত, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৬০।
২৩. জেনেসিস ২০।
২৪. এক্সোডাস ১২: ৩৭।
২৫. ম্যাথ্যু ৬: ২০।
২৬. এক্সোডাস ১৩: ২১।
২৭. ১ করিন্থিয় ১০: ১-৪।
২৮. প্রাগুক্ত, cf.। জন ৬: ৫১।
২৯. ম্যাথ্যু ৬: ২০।
৩০. ম্যাথ্যু ১৯: ২১।
৩১. রোনাল্ড ই. হনি (অনু.), *অরিগেন: হোমিলিজ অন জেনেসিস অ্যান্ড এক্সোডাস*, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ২৭৭; রেনো, 'অরিগেন,' পৃষ্ঠা: ২৫-৬।
৩২. রোনো, 'অরিগেন,' পৃষ্ঠা: ২৬।
৩৩. মিরচা এলিয়াদ, *দ্য মিথ অভ দ্য ইটারনাল রিটার্ন অর কসমস অ্যান্ড হিস্ট্রি*, অনুবাদ, উইলিয়ার্ড আর. ট্রাস্ক, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯।
৩৪. অরিগেন, *অন ফার্স্ট প্রিন্সিপল*, 'ভূমিকা', অনুচ্ছেদ ৮, বাটারওঅর্থ অনূদিত।
৩৫. প্রাগুক্ত ৪.২.৩।
৩৬. প্রাগুক্ত ২.৩.১।
৩৭. প্রাগুক্ত ৪.২.৯।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. প্রাগুক্ত ৪.২.৩।
৪০. প্রাগুক্ত ৪.২.৭।
৪১. প্রাগুক্ত ৪.১.৬।
৪২. আর. পি. লসন (অনু.), *অরিগেন, দ্য সং অভ সংস: কমেন্টারি অ্যান্ড হোমিলিজ*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা: ৪৪।
৪৩. সং অভ সংস ১: ২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৪. এফেসিয়ানস ৫: ২৩–৩২।

৪৫. লসন, সং অভ সংস, পৃষ্ঠা: ৬০।

৪৬. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা: ৬১।

৪৭. অরিগেন, *কমেন্টারি অন জন ৬: ১*, রেনো, 'অরিগেন,' পৃষ্ঠা: ২৮।

৪৮. ম্যাথ্যু ১০: ২১।

৪৯. ডাগলাস বার্টন ক্রিস্টি, *দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডেজার্ট: স্ক্রিপ্চার অ্যান্ড দ্য কোয়েস্ট ফর হোলিনেস ইন আর্লি ক্রিশ্চান মনাস্টিসিজম*, নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২৯৭–৮; কিং, *বাইবেল ইন হিস্ট্রি*, পৃষ্ঠা: ২৩–৪০।

৫০. বেল্ডন সি. লেইন, *দ্য সোলেস অভ ফিয়ার্স ল্যান্ডস্কেপস: এক্সপ্লোরিং ডেজার্ট অ্যান্ড মনাস্টিক স্পিরিচুয়ালিটি*, নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ১৭৫।

৫১. জারোস্লাভ পেলিক্যান, *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন: আ হিস্ট্রি অভ দ্য ডেভেলপমেন্ট অভ ডক্ট্রিন, ১। দ্য ইমারজেন্স অভ ক্যাথলিক ট্র্যাডিশন (১০০-৬০০)*, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ১৯১-২০০।

৫২. ম্যাথ্যু ২৬: ৩৯; ২৪: ৩৬; ১৭: ৫।

৫৩. বাসিল, *অন দ্য হোলি স্পিরিট*, ২৮: ৬৬।

৫৪. বাসিল, *এপিসল*, ২৩৪: ১।

৫৫. ডেনিস দ্য আরেয়োপাগাইত এথেন্সে সেইন্ট পলের প্রথম দীক্ষিতের নাম।

৫৬. ডেনিস, *মিস্টিক্যাল থিওলজি ৩*, পল রোসিয়া, 'দ্য আপলিফটিং স্পিরিচুয়ালিটি অভ সুদো-দোনিয়াসাস,' বার্নার্ড ম্যককিন ও জন মেয়ানদর্ফ (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: অরিজিন টু দ্য টুয়েলফথ সেঞ্চুরি*-তে লন্ডন, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা: ১৪২।

৫৭. ম্যাক্সিমাস, *অ্যাম্বিগুয়া*, মিগনে-তে, *পেত্রোলজিয়া গার্সিয়া*, খণ্ড ৯১, পৃষ্ঠা: ১০৮৫।

৫৮. রোমান্স ১৩: ১৩–১৪।

৫৯. অগাস্তিন, *কনফেশনস*, ৮.১২.২৯, ফিলিপ বার্টন (অনু.), *অগাস্তিন, দ্য কনফেশনস*-এ, লন্ডন, ২০০১।

৬০. প্রাগুক্ত, *কনফেশনস*, ৭.১৮.২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬১. প্রাগুক্ত, *কনফেশনস*, ১৩.১৫.১৮; পামেলা ব্রাইট, 'অগাস্তিন,' হলকম্ব (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজি অভ ক্রিপ্‌চার*-এ, পৃষ্ঠা: ৩৯-৫০।

৬২. এম্ব্রোডাস ৩৩: ২৩। অগাস্তিন, *দ্য ট্রিনিটি* ২.১৬.২৭; জি. আর. ইভান্স, *দ্য লঙিং অ্যান্ড লজিক অভ দ্য বাইবেল: দ্য আর্লিয়ার মিডল এজেস*-এ, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ৩–৬।

৬৩. অগাস্তিন, *কনফেশনস*, ১২.২৫.৩৫।

৬৪. প্রাগুক্ত, বার্টন অনূদিত।

৬৫. ডিউটেরোনমি ৬: ৫; ম্যাথ্যু ২২: ৩৭–৯; মার্ক ২৩: ৩০-৩১; ল্যুক ১০: ১৭।

৬৬. জন ৫: ১০। অগাস্তিন, *কনফেশনস*, ১২.২৫.৩৫।

৬৭. অগাস্তিন, *কনফেশনস*, ১২.২৫.৩৪-৫, ফিলিপ বার্টন (অনু.), *অগাস্তিন, দ্য কনফেশনস*-এ, লন্ডন, ১৯০৭।

৬৮. ডিউটেরোনমি ৬: ৫; ম্যাথু ২২: ৩৭-৯; মার্ক ১২: ৩০-৩১; ল্যুক ১০:১৭; অগাস্তিন, *কনফেশনস* ১২.২৫.৩৫; বার্টন অনূদিত।

৬৯. বেরিল স্মলি, *দ্য স্টাডি অভ দ্য বাইবেল ইন দ্য মিডল এজেস*, অক্সফোর্ড ১৯৪১, পৃষ্ঠা: ১১।

৭০. ডি. ডব্লু. রবার্টসন (অনু.), *অগাস্তিন: অন ক্রিশ্চান ডকট্রিন*, ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা: ৩০।

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. অগাস্তিন, *অন সালমস ৯৮:১*, মাইকেল ক্যামেরন, 'এনারেশনস ইন সালমস,' অ্যালেন ডি. ফিটজেরাল্ড (সম্পা.), *অগাস্তিন থ্রু দ্য এজেস*-এ, গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ২৯২।

৭৩. ১ করিন্থিয় ১২: ২৭-৩০; ১ কলোসিয়ানস ১: ১৫-২০; চার্লস কানেনগেইসার, 'অগাস্তিন অভ হিপ্পো,' ডোনাল্ড ম্যাককিন (সম্পা.), *মেজর বিবলিকাল ইন্টারপ্রেটারস*, ডাওনার্স গ্রোভ, III, পৃষ্ঠা: ২২।

অধ্যায় ছয় : *লেকশিও দিভাইনা*

১. জন ক্যাসিয়ান, *কোলেশনস*, ১.১৭.২।

২. ইয়ার্ট কাইজনস, 'দ্য হিউম্যানিটি অ্যান্ড প্যাশন অভ ক্রাইস্ট, বার্নার্ড ম্যাককিন ও জন মেয়েনড্রফের সহ সম্পাদনায় জিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইট (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: হাই মিডল এজেস অ্যান্ড রিফরমেশন*-এ, লন্ডন, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩৭৭–৮৩।

৩. গ্রেগরি, *হোমিলিজ অন ইযেকিয়েল* ২.২.১।

৪. গ্রেগরি, *মোরালস অন জব*, ৪.১.১। সি. আর. ইভান্স, *দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক অভ দ্য বাইবেল: দ্য আর্লিয়ার মিডল এজেস*-এ, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ৫৬, ১৪৩, ১৬৪।

৫. গ্রেগরি, *অন দ্য ফার্স্ট বুক অভ কিংস*, ১।

৬. জেমস এফ. ম্যাকক্রঅ, 'লিটার্জি অ্যান্ড ইউক্যারিস্ট: ওয়েস্ট' রেইট, *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, পৃষ্ঠা: ৪২৮–৯।

৭. ল্যুক ১৪: ২৭।

৮. জনাথন রাইলি স্মিথ, 'ক্রুসেডিং অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট অভ লাভ,' *হিস্ট্রি*, ৬৫, ১৯৮০।

৯. ইভান্স, *ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক*, পৃষ্ঠা: ৩৭-৪৭; বেরিল স্মলি, *দ্য স্টাডি অভ দ্য বাইবেল ইন দ্য মিডল এজেস*, অক্সফোর্ড, ১৯৪১, পৃষ্ঠা: ৩১-৫৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২১-৭; জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?: আ হিস্ট্রি অভ স্ক্রিপচার থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১০৬।

১১. স্মলি, *স্টাডি অভ দ্য বাইবেল*, পৃষ্ঠা: ১২৩।

১২. জোসেফ বেখোর শোর, *কমেন্টারি অন এক্সোডাস*, ৯: ৮।

১৩. হিউ অভ সেইন্ট ভিক্টর, *দিদাসক্যালিয়ন*, ৮–১১; স্মলি, *স্টাডি অভ দ্য বাইবেল*, পৃষ্ঠা: ৬৯-৭০।

১৪. স্মলি, *স্টাডি অভ দ্য বাইবেল*, পৃষ্ঠা: ৮৬-১৫৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৩৯।

১৬. ইভান্স, *ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক*, পৃষ্ঠা: ১৭-২৩।

১৭. আনসেল্ম, *কার দিউস হোমো*, ১: ১১-১২; ১: ২৫; ২: ৪; ২: ১৭।

১৮. ইভান্স, *ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক*, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১, ১৩৪-৪১।

১৯. বার্নার্ড, *এপিসল*, ১৯১.১, জে. পি. মিগনে (সম্পা.), *পেত্রোলজিয়া লাতিনা*-এ, প্যারিস, ১৮৭৮-৯০, খণ্ড ১৮২, পৃষ্ঠা: ৩৫৭

২০. Cf., ১ করিন্থিয় ১৩: ১২। হেনরি অ্যাডামস, *মন্ট সেইন্ট মাইকেল অ্যান্ড চাত্রেস*, লন্ডন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: ২৮৬-এ উদ্ধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্চার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২৯-৩৭; ডেভিড ডব্লু. কিং, *দ্য বাইবেল ইন হিস্ট্রি: হাউ দ্য টেক্সট শেপড দ্য টাইমস*, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৯৬-১১২।

২২. আইরিন এম. এডমন্ডস ও কিলিয়ান ওয়ালশ (অনু.), *দ্য ওয়ার্কস অভ বার্নার্ড অভ ক্লেয়ারভঅ: অন দ্য সং অভ সংস*, ৪ খণ্ড, খণ্ড ১; স্পেনসার, ম্যাস., খণ্ড ২–৪, কালামাযু, মিশিগান, ১৯৭১–১৯৮০, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৫৪।

২৩. প্রাগুক্ত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ২৮।

২৪. প্রাগুক্ত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩২।

২৫. প্রাগুক্ত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ২।

২৬. প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা: ৮৬।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪।

২৮. ক্লিং, *দ্য বাইবেল ইন হিস্ট্রি*, পৃষ্ঠা: ১০৩

২৯. এডমন্ডস ও ওয়ালশ, *অন দ্য সং অভ সংস*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১৬।

৩০. ইভান্স, *ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক*, পৃষ্ঠা: ৪৪-৭।

৩১. হেনরি মাল্টার, *সাদিয়া গাওন, হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস*, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৪২।

৩২. আব্রাহাম কোহেন, *দ্য টিচিংস অভ মায়মোনাইদস*, লন্ডন, ১৯২৭; ডেভিড ইয়েলি ও ইসরায়েল আব্রাহামস, *মায়মোনাইদস*, লন্ডন, ১৯০৩।

৩৩. মোজেস ফ্রেইডল্যান্ডার, *এসেজ অন দ্য রাইটিং অভ আব্রাহাম ইবন এযরা*, লন্ডন, ১৮৭৭; লুই জ্যাকবস, *জুইশ বিবলিকাল এক্সেজেসিস*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা: ৮-২১।

৩৪. ডিউটেরোনমি ১:১; ইটালিক্স আমার। জেরুজালেম বাইবেলকে অনুসরণ করেনি এটা, তবে হিব্রু বাইবেলের আক্ষরিক অনুবাদ ইবন এযরা যেভাবে পাঠ করেছেন।

৩৫. হায়াম ম্যাকবি, *জুদাইজম অন ট্রায়াল: জুইশ-ক্রিশ্চান ডিসপিউটেশন ইন দ্য মিডল এজেস*, লন্ডন ও টরোন্টো, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ৯৫-১৫০; সলোমন শেখটার, *স্টাডিজ অন জেরুজালেম*, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা: ৯৯-১৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬. মোশে আইদেল, 'পারদেস: সাম রিফ্লেকশন অন কাব্বালিস্টিক হারমেনেউটিক্স,' জন জে. কলিন্স ও মাইকেল ফিশবেন (সম্পা.), *ডেথ, এক্সটাসি অ্যান্ড আদার-ওয়ার্ল্ডলি জার্নিজ*-এ, আলবানি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ২৫১, ২৫৫-৬।

৩৭. দেখুন অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা : ৭৬-৭৭।

৩৮. কলিন্স ও ফিশবেন, *ডেথ, এক্সটাসি অ্যান্ড আদার-ওয়ার্ল্ডলি জার্নিজ*, পৃষ্ঠা: ২৪৯-৫৭; মাইকেল ফিশবেন, *দ্য গার্মেন্টস অভ তোরাহ, এসেজ ইন বিবলিকাল হারমেনেউটিক্স*, ব্লুমিংটন ও ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ১১৩-২০।

৩৯. ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্চার?*, পৃষ্ঠা: ১১২।

৪০. গারশোম শালোম, 'দ্য মিনিং অভ তোরাহ ইন জুইশ মিস্টিসিজম,' *অন দ্য কাব্বলাহ অ্যান্ড সিম্বলিজম*-এ অনু., রাল্ফ ম্যানহেইম, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা: ৩৩।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১১-১৫৮; গারশোম শালোম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫ সংস্ক., পৃষ্ঠা: ১-৭৯, ১১৯-২৪৩; মাইকেল ফিশবেন, *দ্য এক্সেজেটিক্যাল ইমাজিনেশন: অন জুইশ থট অ্যান্ড থিওলজি*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৯৯-১২৬; ফিশবেন, *গার্মেন্টস অভ তোরাহ*, পৃষ্ঠা: ৩৪-৬৩।

AMARBOI.COM

৪২. যোহার, ১.১৫-এ, গারশোম শোলেম (অনু ও সম্পা.), *যোহার, দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর, বেসিক রিডিং ফ্রম দ্য কাব্বালাহ*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা: ২৭-৮।

৪৩. ফিশবেন, *দ্য এক্সেজেটিক্যাল ইমাজিনেশন*, পৃষ্ঠা: ১০০-১।

৪৪. যোহার, II ৯৪b, শোলেম, *যোহার, দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর*, পৃষ্ঠা: ৯০।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১২২।

৪৭. যোহার, III, ১৫২a, শোলেম, *যোহার, দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর*-এ, পৃষ্ঠা: ১২১।

৪৮. যোহার II, ১৮২ a।

৪৯. এ. হাডসন, *সিলেকশন ফ্রম ইংলিশ ওয়াইলিফেতি রাইটিংস*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা: ৬৭-৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. জেরি এস. বেন্টলি, *দ্য হিউম্যানিস্টস অ্যান্ড হোলি রিট; নিউ টেস্টামেন্ট স্কলারশিপ ইন দ্য রেনেইসাঁ*, প্রিন্সটন, ১৯৮৩; ডেবোরাহ কুলার শাগার, *দ্য রেনেইসাঁ বাইবেল স্কলারশিপ, স্যাক্রিফাইস, সাবজেক্টিভিটি*, বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ২০০৪; জারোস্লাভ পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট? আ হিস্ট্রি অভ স্ক্রিপ্চার থ্রু দ্য এজেস*, নিউ ইয়র্ক, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১১২-২৮; উইলিয়াম জে. বাউসমা, 'দ্য স্পিরিচুয়ালিটি অভ রেনেইসাঁ হিউম্যানিজম,' বার্নার্ড ম্যাককেইন ও জন মেয়েনদর্ফের সাথে জিল রেইট (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: হাই মিডল এজেস অ্যান্ড রিফরমেশন*-এ, লন্ডন, ১৯৮৮; জেমস ডি. ট্রেসি, 'আদ ফন্তেস, দ্য হিউম্যানিস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অভ স্ক্রিপচার,' রেইট (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি*-তে।

২. চার্লস ত্রিনকাউস, *দ্য পোয়েট অ্যাজ ফিলোসফার: পেত্রাচ অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অভ রেনেইসাঁ কনশাসনেস*, নিউ হাভেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা: ৮৭।

৩. অ্যালাস্টেয়ার ম্যাকগ্রাথ, *রিফরমেশন থট: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন*-এ উদ্ধৃত, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৭৩।

৪. মার্ক লেইনহার্ড, 'লুথার অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অভ দ্য রিফরমেশন,' রেইট (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, পৃষ্ঠা: ২৬৯।

৫. রিচার্ড মারিয়াস, *মার্টিন লুথার: দ্য ক্রিশ্চান বিটুইন গড অ্যান্ড ডেথ*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ৭৩-৪; ২১৩-১৫; ৪৮৬-৭।

৬. জি.আর. ইভান্স, *দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লজিক অভ দ্য বাইবেল: দ্য রোড টু রিফরমেশন*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা: ৮।

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০০।

৮. ডেভিড ডব্লু. ক্লিং, *দ্য বাইবেল ইন হিস্ট্রি: হাউ দ্য টেক্সট হ্যাভ শেপড দ্য টাইমস*, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ১২০-৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. ফিলিপ এস. ওয়াটসন, *লেট গড বি গড! অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অভ দ্য থিওলজি অভ মার্টিন লুথার*, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা: ১৪৯।

১০. মার্টিন লুথার, *লুথার'স ওয়ার্কস* (LW), ৫৫ খণ্ড, সম্পাদনা, জারোস্লাভ পেলিক্যান ও হেলমুট লেহম্যান, ফিলাদেলফিয়া ও সেইন্ট লুইস, ১৯৫৫, খণ্ড-৩৩, পৃষ্ঠা: ২৬।

১১. এমিল জি. ক্রেলিং, *দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট সিন্স দ্য রিফরমেশন*, লন্ডন, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা: ১৪৫-৬।

১২. সালমস ৭২: ১।

১৩. সালমস ৭১: ২।

১৪. লেইনহার্ড, 'লুথার অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অভ দ্য রিফরমেশন,' পৃষ্ঠা: ২২।

১৫. রোমান্স ১: ১৭, হাব্বাকুক ২: ৪ উদ্ধৃত করে।

১৬. ম্যাকগ্রাথ, *রিফরমেশন থট*, পৃষ্ঠা: ৭৪।

১৭. LW, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা: ১৮৮-৯।

১৮. মার্টিন লুথার, *সারমনস*, ২৫: ৭; LW, খণ্ড, ১০, পৃষ্ঠা: ২৩৯।

১৯. মিকি এল. ম্যাটক্স, 'মার্টিন লুথার,' জাস্টিন এস. হলকম্ব (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজিজ অভ স্ক্রিপ্চার*-এ নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১০১; জারোস্লাভ পেলিক্যান, *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন, খণ্ড ৪, রিফরমেশন অভ চার্চ অ্যান্ড ডগমা*, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ১৬৮-৭১; লেইনহার্ড, 'লুথার অ্যান্ড দ্য বিগিনিংস অভ রিফরমেশন,' পৃষ্ঠা: ২৭৪-৬।

২০. স্কট এইচ. হেন্ড্রিক্স, *লুথার অ্যান্ড দ্য পাপাসি: স্টেজেস ইন আ রিফরমেশন কনফ্লিক্ট*, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৮১, পৃষ্ঠা: ৮৩; ওরোল্যান্ড এইচ. বেইনটন, *হিয়ার আই স্ট্যান্ড: আ লইফ অভ মার্টিন লুথার*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫০, পৃষ্ঠা: ৯০।

২১. বার্নার্ড লোহসে, *মার্টিন লুথার: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক*, অনুবাদ, রবার্ট সি. শুলয, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৫৪।

২২. উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্চার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২০৪-৫; পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?*, পৃষ্ঠা: ১৪৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩. লেইনহার্ড, 'লুথার অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অভ দ্য রিফরমেশন', পৃষ্ঠা: ২৭৬-৮৬; পেলিক্যান, *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা: ১৮০-৮১।

২৪. নিজের বিশ্বাসের পক্ষে জন ৩: ৮-এ সমর্থন খুঁজে পান তিনি।

২৫. ফ্রিটয বার্স্টার, 'দ্য স্পিরিচুয়ালিটি অভ যুইংলি অ্যান্ড বালিংগার ইন দ্য রিফরমেশন অভ যুরিখ,' রেইট (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি*-তে; ক্রেইলিং, *দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট*, পৃষ্ঠা: ২১-২।

২৬. ক্রেইলিং, *দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট*, পৃষ্ঠা: ৩০-৩২; র‍্যান্ডাল সি. যাখমান, 'জন কালভিন,' হলকম্ব (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজি*-তে, পৃষ্ঠা: ১১৭–২৯।

২৭. অ্যালাস্টেয়ার ম্যাকগ্রাথ, *আ লাইফ অভ জন কালভিন: আ স্টাডি ইন দ্য শেপিং অভ ওয়েস্টার্ন কালচার*, অক্সফোর্ড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ১৩১; যাখমান, 'জন কালভিন,' পৃষ্ঠা: ১২৯।

২৮. *কমেন্টারি অন জেনেসিস ১: ৬*, *দ্য কমেন্টারিজ অভ জন কালভিন অন দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট*, ৩০ খণ্ড, কালভিন ট্রান্সলেশন সোসায়েটি, ১৮৪৩-৪৮ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৮৬।

২৯. বার্নার্ড লোহসে, *মার্টিন লুথার: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক*, অনুবাদ: রবার্ট সি. শুলয, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৫৪।

৩০. রিচার্ড তারনাস, *দ্য প্যাশন অভ দ্য ওয়েস্টার্ন মাইন্ড: আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য আইডিয়াজ দ্যাট শেপড আওয়ার ওয়ার্ল্ড*-এ উদ্ধৃত, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯০, পৃষ্ঠা: ৩০০।

৩১. উইলয়াম আর. শিয়া, 'গালিলিও অ্যান্ড দ্য চার্চ,' ডেভিড সি. লিন্ডবার্গ ও রোনাল্ড ই. নাম্বারস (সম্পা.), *গড অ্যান্ড নেচার: হিস্ট্রিক্যাল এসেজ অন দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সায়েন্স*, বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: ১২৪-৫।

৩২. পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?*, পৃষ্ঠা: ১২৮।

৩৩. গারশোম শোলেম, *শাব্বাতাই সেভি, দ্য মিস্টিক্যাল মেসায়াহ*, লন্ডন ও প্রিন্সটন, পৃষ্ঠা: ৩০-৪৫; গারশোম শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫ সংস্ক., পৃষ্ঠা:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪৫-৮০; 'দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন কাব্বালিজম', শোলেম, *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম অ্যান্ড আদার এসেজ ইন-জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ৪৩-৮; 'দ্য মিনিং অভ দ্য তোরাহ ইন জুইশ মিস্টিসিজম,' শোলেম, *অন দ্য কাব্বালাহ অ্যান্ড ইটস সিম্বলিজম-এ*, অনু., রাঙ্ক ম্যানহেইম-এ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫; 'কাব্বালাহ অ্যান্ড মিথ,' শোলেম, *অন দ্য কাব্বালাহ*,-এ পৃষ্ঠা: ৯০-১১৭।

৩৪. শোলেম, *শাব্বাতাই সেভি*, পৃষ্ঠা: ৩৭-৪২।

৩৫. হাঈম ভিটালে উল্লেখিত, *শা'র মা'মার রাযাল*, শোলেম, *দ্য মিনিং অভ দ্য তোরাহ ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, পৃষ্ঠা: ৭২-৭৫।

৩৬. আর. জে. ওয়েনলোইস্কি, 'দ্য সেফেদ রিভাইভাল অ্যান্ড ইটস আফটারমাথ,' আর্থার গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২ খণ্ড, লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৯, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ১৫-১৭; লুই জ্যাকবস, 'দ্য আপলিফটিং অভ দ্য স্পার্কস,' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০৮-১১।

৩৭. লরেন্স ফাইন, 'দ্য কনটেম্পলেটিভ প্র্যাকটিসেস অভ ইয়েহুদিম লুরিয়ানিক কাব্বালাহ,' গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ৭৩-৮।

৩৮. ম্যাথু ২৬: ২৮।

৩৯. জন ডব্লু. ফ্রেসার (অনু.), *জন কালভিন: কনসার্নিং স্ক্যান্ডালস*, গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, এমআই., ১৯৭৮, পৃষ্ঠা: ৮১।

৪০. পেলিক্যান, *হুজ বাইবেল ইজ ইট?* পৃষ্ঠা: ১৩২।

৪১. LW, খণ্ড ৩৬, পৃষ্ঠা: ৬৭।

৪২. কালভিন, *কমেন্টারিজ*, অনু. ও সম্পা., হারোন্তিনিয়ান ও এল. পি. স্মিথ, লন্ডন, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা: ১০৪।

৪৩. ইরমানিয়াহু ইয়েভেল, *স্পিনোযা অ্যান্ড আদার হেরেটিক্স*, ২ খণ্ড, প্রিন্সটন, ১৯৮৯, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১৭।

৪৪. ক্লিং, *বাইবেল ইন হিস্ট্রি*, পৃষ্ঠা: ২০৫-৭; অ্যালান হেইমার্ট ও অ্যান্ড্রু ডেলবাঙ্কো (সম্পা.), *দ্য পিউরিটানস ইন আমেরিকা: আ নেটিভ অ্যান্থলজি*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৫. ডিউটেরোনমি ৩০: ১৫-১৭; জন উইনথ্রপ, 'আ মডেল অভ ক্রিশ্চান চ্যারিটি,' পেরি মিলার, *দ্য আমেরিকান পিউরিটানস: দেয়ার প্রোস অ্যান্ড পোয়েট্রি*-তে, গার্ডেনসিটি, এনওয়াই, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা: ৮৩।

৪৬. রবার্ট কাশম্যান, 'রিজন অ্যান্ড কনসিডারেশনস,' হেইমার্ট ও ডেলবাঙ্কো (সম্পা.), *দ্য পিউরিটানস ইন আমেরিকা*-এ, পৃষ্ঠা: ৪৪।

৪৭. রেজিনা শরিফ, *নন-জুইশ যায়নিজম: ইটস রুটস ইন ওয়েস্টার্ন হিস্ট্রি*, লন্ডন, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ৯০।

৪৮. ইসায়াহ ২: ১–৬।

৪৯. এডওয়ার্ড জনসন, 'ওয়ান্ডার-ওয়ার্কিং প্রোভিডেন্স অভ সায়ন'স সেভিয়র ইন নিউ ইংল্যান্ড,' হেইমার্ট ও ডেলবাঙ্কো (সম্পা.), *দ্য পিউরিটানস ইন আমেরিকা*-এ, পৃষ্ঠা: ১১৫-১৬

৫০. এক্সোডাস ১৯: ৪; ক্লিং, *বাইবেল ইন হিস্ট্রি*, পৃষ্ঠা: ২০৬-৭।

৫১. ক্লিং, *বাইবেল ইন হিস্ট্রি*, পৃষ্ঠা: ২০৭–২৯; থিওফিলাস এইচ. স্মিথ, 'দ্য স্পিরিচুয়ালিটি অভ আফ্রো-আমেরিকান ট্র্যাডিশনস,' লুইস দুপ্রে ও ডন ই. স্যালিয়ার্স, *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: পোস্ট রিফরমেশন অ্যান্ড মডার্ন*-এ, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮৯; লুইস ভি. বল্ডউইন ও স্টিফেন ডব্লু. মার্ফি, 'স্ক্রিপচার ইন দ্য আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন,' হলকম্ব, (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজিজ*-এ; স্টার্লিং স্টাকি, *স্লেভ কালচার: ন্যাশনালিস্ট থিওরি অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডেশন অভ দ্য ব্ল্যাক আমেরিকা*, নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৭।

৫২. জেনেসিস ৯: ২৫।

৫৩. এফেসিয়ানস ৬: ৫।

৫৪. জেমস হাল কোনে, *আ ব্ল্যাক থিওলজি অভ লিবারেশন*, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৭০, পৃষ্ঠা: ১৮-১৯, ২৬।

৫৫. এক্সোডাস ২১: ৭-১১; জেনেসিস ১৬; ২১: ৬-২১; ডেলোরেস এস. উইলিয়ামস, *সিস্টারস ইন দ্য ওয়াইল্ডারনেস: দ্য চ্যালেঞ্জ অভ উওম্যানিস্ট গড-টক*, ম্যারিনোল, এনওয়াই, ২০০৩, পৃষ্ঠা: ১৪৪-৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্চার? আ কম্প্যারেটিভ অ্যাপ্রোচ*, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৮৪–৯৪।

২. দিদেরো, ফালকোনেটকে লেখা চিঠি, ১৭৬৬, দিদেরো, *করেসপন্ডেন্স*, সম্পা. জর্জ রথ, ১৬ খণ্ড, প্যারিস, ১৯৫৫-৭০, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ২৬১।

৩. রুশো, *কনফেশনস*, প্রথম পর্ব, পুস্তক ১, জি. পেটেইন (সম্পা.), *ওইভ্রে কমপ্লিতে দে জে. জে. রুশো*, ৮ খণ্ড, প্যারিস, ১৮৩৯, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ১৯।

৪. এডওয়ার্ড গিবন, *মেমোয়ার্স অভ মাই লাইফ*, সম্পাদনা, জর্জ এ. বোনার্ড, লন্ডন, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা: ১৩৪।

৫. জুলিয়াস গাতমান, *ফিলোসফিস অভ জুদাইজম*, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা: ২৬৫–৮৫; আর. এস. সিলবারমান, *বারুচ স্পিনোযা: আউটকাস্ট জু, ইউনিভার্সাল সেজ*, নর্থউড, ইউকে, ১৯৯৫; *লিও স্ট্রাউস স্পিনোযা'স ক্রিটিক অভ রিলিজিয়ন*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮২, ইয়োভেল ইয়োরমানিহু, *স্পিনোযা অ্যান্ড আদার হেরেটিক্স*, ২ খণ্ড, প্রিন্সটন, ১৯৮৯।

৬. স্পিনোযা, *আ থিওলজিকো-পলিটিকাল ট্রিটাইজ*, অনু., আর. এইচ. এম. এলওয়েস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১, পৃষ্ঠা: ৭।

৭. গারশোম শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫ সংস্ক., পৃষ্ঠা: ৩২৭–৪২৯; গারশোম শোলেম, *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম অ্যান্ড আদার এসেজ অন জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ১৮৯–২২৭; গারশোন ডেভিড হুনদার্ত (সম্পা.), *এসেনশিয়াল পেপারস অন হাসিদিজম: অরিজিনস টু প্রেজেন্ট*, নিউইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯১।

৮. বি. শাব্বাত ১০a; ১১a।

৯. লুইস জ্যাকবস, 'হাসিদিক প্রেয়ার,' হুনদার্ত, *এসেনশিয়াল প্রেয়ার*, -এ পৃষ্ঠা: ৩৩০।

১০. শোলেম, *মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম*, পৃষ্ঠা: ২১১।

১১. সাইমন দুবনো, 'দ্য ম্যাগিদ অভ মিইদযিরিয, হিজ অ্যাসোসিয়েটস অ্যান্ড দ্য সেন্টার ইন ভোলহিনিয়া-এ উদ্ধৃত, হুনদার্ত (সম্পা.), *এসেনশিয়াল প্রেয়ার*-এ, পৃষ্ঠা: ৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. আর. মেশুলাম ফিবাস অভ য্বারায, *দেভেখ এমেত*, এন.পি., এন.ডি. জ্যাকবস, 'হাসিদিক প্রেয়ার'-এ, পৃষ্ঠা: ৩৩৩।

১৩. বেনযিয়ন দিনুর, 'দ্য মেসিয়ানিক-প্রফেটিক রোল অভ দ্য বা'ল শেম তোভ,' মার্ক সেপার্স্তেইন (সম্পা.), *এসেনশিয়াল পেপারস ইন মেসিয়ানিক মুভমেন্ট অ্যান্ড পারসোনালিটিজ অভ জুইশ হিস্ট্রি*-তে, নিউইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ৩৮১।

১৪. দুবনো, 'দ্য ম্যাগিদ,' পৃষ্ঠা: ৬৫।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. লুইস জ্যাকবস (সম্পা. ও অনু.), *দ্য জুইশ মিস্টিকস*, লন্ডন, ১৯৯০, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ২০৮-১৫।

১৮. জনাথন শীহান, *দ্য এনলাইটেনমেন্ট বাইবেল ট্রান্সলেশন, স্কলারশিপ, কালচার*, প্রিন্সটন ও অক্সফোর্ড, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ২৮-৪৪।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৯৫-১৩৬।

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৪–৮৪।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬৮।

২২. এর্নস্ট নিকলসন, *দ্য পেন্টাটিউক ইন দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি: দ্য লিগাসি অভ জুলিয়াস ওয়েলহঅসেন*, অক্সফোর্ড, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা; ৩–৬১।

২৩. জন আর. ফ্রাংকি, 'থিওলিজ অভ ক্রিপ্চার ইন দ্য নাইন্টিন্থ অ্যান্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি,' হলকম্ব (সম্পা.), *ক্রিশ্চান থিওলজিজ অভ ক্রিপ্চার: আ কম্প্যারেটিভ ইন্ট্রোডাকশন*-এ, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ২০০৬; জেফ্রি হেন্সলি, 'ফ্রেডেরিখ শ্লেইয়ারম্যাচার,' হলকম্ব, (সম্পা.), প্রাগুক্ত।

২৪. ফ্রেডেরিখ শ্লেইয়ারম্যাচার, *দ্য ক্রিশ্চান ফেইথ*, অনু. এইচ. আর. ম্যাকিনটোশ ও জে. এস. স্টুয়ার্ড, এডিনবরো, ১৯২৮, পৃষ্ঠা: ১২।

২৫. জেমস আর. মুর, 'জিওলজিস্ট অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটার অভ জেনেসিস ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি,' ডেভিড সি. লিন্ডবার্গ ও রোনাল্ড ই. নাম্বারস (সম্পা.), *গড অ্যান্ড নেচার: হিস্ট্রিকাল এসেজ অন দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সায়েন্স*, বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৮৬; পৃষ্ঠা: ৩৪১–৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬. ফেরেন্ক মরটন স্যাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড অভ প্রোটেস্ট্যান্ট আমেরিকা ১৮৮০-১৯৩০*, ইউনিভার্সিটি, আলাবামা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ১৬-৩৪, ৩৭-৪১; ন্যান্সি আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম', মারটিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজম অবজার্ভড*-এ, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ১১-১২।

২৭. মিসেস হাম্ফ্রে ওয়ার্ড, *রবার্ট এলসমার*, লন্ডন, নেব., ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ৪১৪।

২৮. *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭।

২৯. প্রাগুক্ত, ১৮ এপ্রিল, ১৮৯৯।

৩০. জর্জ এম. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার: দ্য শেপিং অভ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি এনলাইনমেন্ট, ১৮৭০-১৯২৫*, নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮০, পৃষ্ঠা: ৫৫।

৩১. চার্লস হজ, *হোয়াট ইজ ডারউইনিজম?*, প্রিন্সটন, ১৮৭৪, পৃষ্ঠা: ১৪২।

৩২. এ.এ. হজ ও বি.বি. ওয়ারফিল্ড, 'ইন্সপিরেশন,' *প্রেসবিটারিয়ান রিভিউ*, ২, ১৮৮১।

৩৩. বি. বি. ওয়ারফিল্ড, *সিলেক্টেড শর্টার রাইটিংস অভ ওয়ারফিল্ড*, ২ খণ্ড, সম্পা., জন বি. মীয়ার, নাটলি, এনজে. ১৯০২, পৃষ্ঠা: ৯৯-১০০।

৩৪. পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর: প্রফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার*, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ৮৭–৯০; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ৫০-৫৮।

৩৫. ২ থেসালোনিয়ানস ২: ৩–৮।

৩৬. ১ থেসালোনিয়ানস ৪: ১৬।

৩৭. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ৫৭-৬৩।

৩৮. ডেভিড রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস: আ হিস্ট্রি অভ ইমানসিপেশন অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট*, পরি. সংস্ক., নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা: ১৫৭-৬৪; ২৮৬-৯০।

৩৯. গাতমান, *ফিলোসফিজ অভ জুদাইজম*, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৫১; এ.এম. এইসেন, 'স্ট্র্যাটেজিস অভ জুইশ ফেইথ,' আর্থার গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২ খণ্ড, লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৯, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ২৯১-৯৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০. স্যামুয়েল সি. হেইলমান ও মেনাচেম ফ্রেইডমান: 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজম অবজার্ভড-এ*, পৃষ্ঠা: ২১১-১৫; চার্লস সেলেনগাত, 'বাই তোরাহ অ্যালোন: ইয়েশিভা ফান্ডামেন্টালিজম ইন জুইশ লাইফ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজম*-এ। শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪; মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'হাবাদ অ্যাজ মেসিয়ানিক ফান্ডামেন্টালিজম,' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২০১।

৪১. পিটার গ্রে, *আ গডলেস জু: ফ্রয়েড, অ্যাথিজম অ্যান্ড দ্য মেকিং অভ সাইকোঅ্যানালিসিস*, নিউ হাভেন ও লন্ডন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৬-৭।

৪২. যিগমান্ত বাউমান, *মর্ডানিটি অ্যান্ড দ্য হলোকাস্ট*, ইথাকা, এনওয়াই, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৪০-৭৭।

৪৩. জর্জ স্টেইনার, *ইন বুরিয়ার্ডস ক্যাসল: সাম নোটস টুওয়ার্ডস দ্য রি-ডেফিনিশন অভ কালচার*, লন্ডন ও নিউ হাভেন, ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ৩৩।

৪৪. দানিয়েল ১১: ১৫; জেরেমিয়াহ ১৩:১৪।

৪৫. রবার্ট সি. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট: দ্য হিস্ট্রি অভ অ্যান আমেরিকান অবসেশন*, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ১১৫-১৭; পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর*, পৃষ্ঠা: ১০১-৫; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ১৪১–৪; ১৫০; ১৫৭; ২০৭-১০।

৪৬. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর*, পৃষ্ঠা: ১১৯; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ৯০–৯২।

৪৭. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর*, পৃষ্ঠা: ১৯২; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ১৫৪-৫।

৪৮. স্যাযস, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, পৃষ্ঠা: ৮৫।

৪৯. আম্মারমান, 'নর্থ অমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম' পৃষ্ঠা: ২৬; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম*, পৃষ্ঠা: ৬৯-৮৩; রোনাল্ড এল. নাম্বারস, *দ্য ক্রিয়েশনিস্টস: দ্য ইভোল্যুশন অভ সায়েন্টিফিক ক্রিয়েশনিজম*, বার্কলে, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ৪১-৪; স্যাযস, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, পৃষ্ঠা: ১০৭-১৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. জে. বালডন-এর প্রতি, মার্চ ২৭, ১৯২৩, নাম্বারস, *দ্য ক্রিয়েশনিস্টস-এ*, পৃষ্ঠা: ৪১-এ।

৫১. হেইলমান ও ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ', পৃষ্ঠা: ২২০।

৫২. মাইকেল রোসেনেক, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল এডুকেশেন,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড সোসায়েটি*-তে শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ৩৮৩-৪।

৫৩. ইসায়াহ ৬৬: ৫ থেকে উদ্ধৃত নাম; 'লিসন টু দ্য ওয়ার্ড অভ ইয়াহওয়েহ ইউ হু ট্রিম্বল অ্যাট হিজ ওয়ার্ড।'

৫৪. মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'দ্য মার্কেট মডেল অ্যান্ড রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম,' লরেন্স জে. সিলবার্স্টেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পার্সপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি*-তে, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৯৪।

৫৫. হেইলমান ও ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ', পৃষ্ঠা: ২২৯-৩১।

৫৬. গিদিয়ন আরন, 'দ্য কাল্ট অভ গাশ এমুনিম,' *স্টাডিজ ইন কনটেম্পোরারি জুদাইজম*, ২, ১৯৮৬; গিদিয়ন আরন, 'জুইশ রিলিজিয়াস যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজম অবজার্ভড*-এ, পৃষ্ঠা: ২৭০-৭১; 'দ্য ফাদার, দ্য সান অ্যান্ড দ্য হলি ল্যান্ড,' আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.),*স্পোকমেন ফর দ্য ডেসপাইজড, ফান্ডামেন্টালিস্ট লিডারস ইন দ্য মিডল ইস্ট*-এ, শিকাগো, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা: ৩১৮-২০; স্যামুয়েল সি. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল, কনটেম্পোরারি রিলিজিয়াস যায়নিস্ট র‍্যাবাইজ', প্রাগুক্তে, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৮।

৫৭. ইয়ান এস. লাস্টিক, *ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লর্ড: জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৮৪।

৫৮. এলিয়েযার ওয়াল্ডম্যান, *আর্তযাই*, ৩, ১৯৮৩; লাস্টিক, *ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লর্ড*-এ পৃষ্ঠা: ৮২-৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯. ১ স্যামুয়েল ১৫: ৩; আর. ইসরায়েল হেস, 'জেনোসাইড: আ কমান্ডমেন্ট অভ দ্য তোরাহ,' *বাত কোল*, ২৬, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০-তে; হাঈম তযুরিয়া, 'দ্য রাইট টু হেট,' *নিকুদাহ*, ১৫; এহুদ স্প্রিনযাক, 'দ্য পলিটিক্স, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড কালচার অভ গাশ এমুনিম', সিলবার্স্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম*-এ, পৃষ্ঠা: ১২৭।

৬০. এহুদ স্প্রিনযাক, *দ্য অ্যাসেনড্যান্স অভ ইসরায়েল'স ফার রাইট*, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ২৩৩–৫।

৬১. রাফায়েল মার্গি ও ফিলিপে সিমোনোত, *ইসরায়েল'স আয়াতোল্লাহস: মেয়ার কাহানে অ্যান্ড দ্য ফার রাইট ইন ইসরায়েল*, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৪৫।

৬২. আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম*, অনু., মাইকেল সুইর্স্কি ও জনাথান চিপমান, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৩৩-৪; স্প্রিনযাক, *অ্যাসেনড্যান্স অভ ইসরায়েল'স রেডিক্যাল রাইট*, পৃষ্ঠা: ৯৪-৮।

৬৩. আরন, 'জুইশ রিলিজিয়াস যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' পৃষ্ঠা: ২৬৭-৮।

৬৪. জন এন. ডারবি, *দ্য হোপস অভ দ্য চার্চ অভ গড ইন কনেকশন উইদ দ্য ডেস্টিনি অভ দ্য জেসাস অ্যান্ড দ্য নেশন অ্যাজ রিভিল্ড ইন প্রফিসি*, দ্বিতীয় সংস্ক., লন্ডন, ১৮৪২।

৬৫. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর*, পৃষ্ঠা: ১৮৭-৮।

৬৬. জেরি ফলওয়েল, *ফান্ডামেন্টালিস্ট জার্নাল*, মে ১৯৬৮।

৬৭. জন ওয়ালভূর্ড, *ইসরায়েল অ্যান্ড প্রফিসি*, গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ, ১৯৬২।

৬৮. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বি নো মোর*, পৃষ্ঠা: ১৪৫।

৬৯. ২ পিটার ৩: ১০।

৭০. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' পৃষ্ঠা: ৪৯-৫৩; মাইকেল লিয়েনসিচ, *রিডিমিং আমেরিকা: পিয়েটি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, চ্যাপেল হিল, এনসি, ও লন্ডন, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ২২৬।

৭১. গ্যারি নর্থ, *ইন দ্য শেল্টার অভ প্লেন্টি: দ্য বিবলিকাল ব্লুপ্রিন্ট ফর ওয়েলফেয়ার*, ফোর্ট ওর্থ, টেক্স., ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: xiii।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৫।
৭৩. গ্যারি নর্থ, *দ্য সিনাই স্ট্র্যাটেজি: ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য টেন কামান্ডমেন্টস*, টাইলার, টেক্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: ২১৩-১৪।
৭৪. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' পৃষ্ঠা: ৪০-৫৩; লিয়েনসিচ, *রিডিমিং আমেরিকা*, পৃষ্ঠা: ২২৬।
৭৫. ফ্রানয রোজেনভিগ, *দ্য স্টার অভ রিডেম্পশন*, অনু., উইলিয়াম ডব্লু. হ্যালো, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০, পৃষ্ঠা: ১৭৬।
৭৬. জেরেমিয়াহ ৩১: ৩১-৩।
৭৭. ফিশবেন, 'দ্য নোশন অভ আ স্যাক্রেড টেক্সট,' *দ্য গার্মেন্টস অভ তোরাহ: এসেজ ইন বিবলিকাল হারমেনিউটিক্স*-এ, ব্লুমিংটন ও ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ১২২-৩২।
৭৮. ইসায়াহ ২: ১-৪।
৭৯. ফিশবেন, 'দ্য নোশন অভ আ স্যাক্রেড টেক্সট,' পৃষ্ঠা: ১৩১।
৮০. হান্স উরস ফন বালতাসার, *দ্য গ্লোরি অভ দ্য লর্ড: আ থিওলজিকাল অ্যাইস্থেটিক*, খণ্ড ৫, *থিওলজি: দ্য নিউ কোভেন্যান্ট*, সম্পা., জন রিচেস, অনু., ব্রায়ান ম্যাকনিল সিআরভি, সান ফ্রান্সিস্কো, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ২০২।
৮১. হান্স ফ্রেই, *দ্য এক্লিপ্স অভ বিবলিকাল ন্যারেটিভ*, নিউ হাভেন, ১৯৭৪।
৮২. স্মিথ, *হোয়াট ইজ স্ক্রিপচার?*

পরিশিষ্ট

১. জেরাল্ড এল. ব্রান্স, 'মিদ্রাশ অ্যান্ড অ্যালেগোরি: দ্য বিগিনিং অভ ক্রিপচারাল ইন্টারপ্রিটেশন,' রবার্ট আল্টার ও ফ্রাংক কারমোদে (সম্পা.), *দ্য লিটারেরি গাইড টু দ্য বাইবেল*-এ, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৬৪১–২।
২. ইয়ান হ্যাকিং, *হোয়াই ডাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার টু ফিলোসফি?* -তে উদ্ধৃত ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা: ১৪৮।
৩. ডোনাল্ড ডেভিডসন, *ইনকোয়ারিজ ইনটু ট্রুথ অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন*, অক্সফোর্ড, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ১৫৩।
৪. প্রাগুক্ত।

[বাইবেলের অনুবাদ বাংলাদেশ বাইবেল সোসায়েটি কর্তৃক প্রকাশিত 'পবিত্র বাইবেল' হতে নেওয়া– অনুবাদক]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~